عمدة الأحكام

উমদাতুল আহকাম

প্রধান অফিস

কাটাখালী (দেওয়ানপাড়া মাদরাসা মোড়), রাজশাহী।

মোবাইল: ০১৯১২-০০৫১২১ (বিকাশ-ব্যক্তিগত)

www.maktabatussunnah.org

email: maktabatussunnah19@gmail.com

শাখা অফিস

৩৪, নর্থ ব্রুক হল রোড (তৃতীয় তলা), বাংলা বাজার, ঢাকা ১১০০।

মোবাইল: ০১৭৬৭-৫৭০১৮৬ (বিকাশ-ব্যক্তিগত)

প্রথম প্রকাশ: জুন ২০২২ ঈসায়ী

নির্ধারিত মূল্য: ৩৫০ (তিনশত পঞ্চাশ) টাকা

عمدة الأحكام

উমদাতুল আহকাম

الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رَحِمَهُ الله

মূল: ইমাম হাফেয আব্দুল গনী ইবনু আব্দিল ওয়াহিদ আল-মাক্বদেসী রহিমাহুল্লাহ [৫৪১-৬০০ হিজরী]

الترجمة : محمد مشفق الرحمن

অনুবাদ: মোঃ মুশফিকুর রহমান

শিক্ষক, মাদ্রাসাতুল হাদীছ আস-সালাফিয়া, বগুড়া।

المُراجعة: محمد عبد الله شاهد

সম্পাদনায়: শাইখ আব্দুল্লাহ শাহেদ আল-মাদানী

মুহাদ্দিছ: মাদরাসা মুহাম্মাদিয়া আরাবীয়া, ঢাকা।

الناشر: مكتبة السنة

প্রকাশনায়: মাকতাবাতুস সুন্নাহ

সূচিপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

১. পবিত্রতা পর্ব

২. ছ্বলাত পর্ব

৩. যাকাত পর্ব

৪. ছিয়াম পর্ব

৫. হাজ্জ পর্ব

৬. ক্রয়-বিক্রয় পর্ব

৭. ওয়াছিয়াত পর্ব

৮. ফারায়েয (উত্তরাধিকার আইন) পর্ব

৯. নিকাহ-বিবাহ পর্ব

১০. তালাক পর্ব

১১. লি'আন পর্ব

১২. দুগ্ধ পান করানো পর্ব

১৩. কিছাছ পর্ব

১৪. কিতাবুল হুদূদ (দণ্ডবিধি) পর্ব

১৫. কসম ও মানত পর্ব

১৬. খাদ্য দ্রব্য পর্ব

১৭. পানীয় দ্রব্য

১৮. পোশাক পর্ব

১৯. জিহাদ পর্ব

২০. দাস-দাসী মুক্তকরণ পর্ব

হাফেয আব্দুল গনী আল মাকদেসী রহিমাহুল্লাহর জীবনী

আব্দুল গনী আল মাকদেসী হলেন, হাফিয তাকিউদ্দীন আবু মুহাম্মাদ আব্দুল গনী ইবনু আব্দিল ওয়াহিদ ইবনে আলী ইবনে সুরূর ইবনে রফি‘ ইবনে হাসান ইবনে জা‘ফর ইবনে ইবরাহিম আল মাকতুল ইবনে ইসমাঈল ইবনে আমীর জা‘ফর আস সায়্যেদ আল আগার ইবনে ইবরাহিম আল আ‘রাবী ইবনে আবু জা‘ফর মুহাম্মাদ আর রঈস আল জাওয়াদ ইবনে আলী আল যীনবী ইবনে আব্দিল্লাহ বাহরুল জাওয়াদ ইবনে জা‘ফর আত ত্বইয়ার ইবনে আবী ত্বলিব। আব্দুল গনী আল মাকদেসী আল জামা‘ইলী হলেন উমদাতুল আহকামের লেখক। ৫৪১ হিজরি মোতাবেক ১১৪৬ খ্রিষ্টাব্দে রবিউস ছানী মাসে বায়তুল মাকদেস অর্থাৎ ফিলিস্তীনের নাবলুস শহরের জামা‘ইলী নামক এলাকায় তিনি জন্মগ্রহণ করেন। আর ইবনু কুদামাহ আল মাকদেসী শা‘বান মাসে জন্মগ্রহন করেন। এই দিক থেকে আব্দুল গনী আল মাকদেসী ইবনু কুদামাহ আল মাকদেসীর চার মাসের বড়। জন্মের পরপরই তাদের পুরো পরিবার বায়তুল মাকদেস থেকে দামেস্কে চলে আসেন।

তার শিক্ষাজীবন: হাফিয আব্দুল গনী আল মাকদেসী খুব অল্প বয়সেই জ্ঞানার্জনের দিকে ঝুঁকে পড়েন। শৈশবকালে তিনি শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ ইবনে কুদামাহ আল মাকদেসী রহিমাহুল্লাহর কাছে পড়াশোনা করেন। তারপর দামেস্কের শায়খ ও আলেমদের কাছে ফিকহসহ অন্যান্য বিষয় পড়াশোনা করেন। এই সকল শায়খদের মধ্যে অন্যতম হলেন আবুল মাকারিম ইবনে হিলাল, সুলাইমান ইবনে আলী আর রহবী এবং আবু আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে হামযাহ আল কুরাশী রহিমাহুল্লাহ।

তারপর ৫৬১ হিজরিতে তিনি বাগদাদে গমন করেন। সেখানে গিয়ে তিনি শায়খ আব্দুল কাদির আল জাইলী রহিমাহুল্লাহ এর কাছে প্রায় চার বছরের মতো অবস্থান করেন। এসময় তিনি হাদীছ ও ফিকহ নিয়ে পড়াশোনায় ব্যস্ত থাকেন। তারপর ৫৬৫ হিজরিতে তিনি আবার দামেস্কে ফিরে আসেন। তারপর আবার তিনি মিশরের দিকে রওয়ানা দেন এবং ৫৬৬ হিজরিতে তিনি আলেকজান্দ্রিয়ায় প্রবেশ করেন। সেখানে আবু তাহের আস সালাফী রহিমাহুল্লাহ এর কাছে বেশ কিছুদিন অবস্থান করেন। আবু তাহের আস সালাফী রহিমাহুল্লাহ ৫৭৬ হিজরিতে মারা যান। তারপর তিনি ইসপাহানে সফর করেন এবং সেখানে বেশ কিছুদিন অবস্থান করেন।

তার সম্পর্কে আলেমদের প্রশংসার বর্ণনাঃ ইমাম যাহাবী রহিমাহুল্লাহ তার সম্পর্কে বলেন, আব্দুল গনী আল মাকদেসী ছিলেন ইমাম, আলেম, হাফিয, সত্যবাদী হাদীছের অনুসারী। সাবত ইবনুল জাওযী রহিমাহুল্লাহ বলেন, আব্দুল গনী আল মাকদেসী ছিলেন খুব ধার্মিক, দুনিয়াত্যাগী, ইবাদতগুজার। তিনি রাতে তাহাজ্জুদের ছলাত আদায় করতেন এবং বছরের অধিকাংশ সময় ছিয়াম পালন করতেন। তিনি ছিলেন খুব উদার এবং দানশীল। তিনি কোন সম্পদ জমা করে রাখতেন না। যেখানেই ইয়াতীম ও বিধবাকে পেতেন সেখানেই তাদেরকে দান করতেন। অধিক পড়াশোনা আর অধিক কান্নার কারনে তার দৃষ্টিশক্তি দুর্বল হয়ে পড়েছিল। হাদীছের জ্ঞান ও মুখস্থের ক্ষেত্রে তার সময়ে তিনি ছিলেন সকলের উপরে। তিনি প্রচুর হাদীছ চর্চা করেছেন এবং অনেক সুন্দর সুন্দর হাদীছের কিতাব রচনা করেছেন। তিনি প্রচুর হাদীছ হিফয করেছিলেন। হাদীছের সবগুলো শাখায় তিনি পারদর্শী ছিলেন। হাদীছের সূত্র, উছূল, ছহীহ, যঈফ, নাসিখ, মানসুখ , হাদীছের রূপ, অর্থ ও ফিকহ, রাবীদের নাম ও তাদের অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞান এই সবগুলো বিষয়ে তিনি পারদর্শী ছিলেন। তিনি ছিলেন অনেক ইবাদতগুজার, ধার্মিক এবং সালাফদের নিয়মে সুন্নাহকে মজবুতভাবে ধারণকারী। আব্দুল মালিক ইবনে আব্দিল আযীয আশ শায়বানী রহিমাহুল্লাহ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আত তাজ আল কুনদীকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, দারাকুত্বনীর পরে হাফিয আব্দুল গনী আল মাকদেসীর মতো উত্তম আর কেউ নেই। আবু মূসা আল মাদিনী রহিমাহুল্লাহ বলেন, আমাদের কাছে যারা এসেছেন তাদের খুব কম মানুষই এই বিষয়টি বুঝতে পারে। এই কম মানুষেরই একজন হলেন শায়খ ইমাম আবু মুহাম্মাদ আব্দুল গনী আল মাকদেসী রহিমাহুল্লাহ। এই ধরণের ভুল-ভ্রান্তি বিশ্লেষণ করার তাওফীক তাকে দেওয়া হয়েছে। যদি এই এলাকাতে দারাকুত্বনী ও তার মতো মানুষ থাকতেন তাহলে তারাও তার কাজকে সঠিক বলতেন। তিনি যা বুঝতে পারেন খুব কম মানুষই সেগুলো বুঝতে পারেন। আল্লাহ যেন তার জ্ঞান আরো বাড়িয়ে দেন। ইবনুল উম্মাদ আল হাম্বলী রহিমাহুল্লাহ বলেন, হাদীছের হিফয তার কাছেই শেষ হয়েছে। সনদ ও মতনসহ সব শাখায় তিনি জ্ঞান রাখতেন। সাথে সাথে তিনি ছিলেন পরহেযগার, ইবাদতগুজার, সুন্নাতকে শক্তভাবে ধারণকারী এবং সৎ কাজের আদেশকারী আর অসৎ কাজ হতে নিষেধকারী। ইবনু কুদামাহ রহিমাহুল্লাহ বলেন, হাফিয আব্দুল গনী আল মাকদেসী রহিমাহুল্লাহ জ্ঞানার্জনের সাথে সাথে সেই অনুযায়ী আমলও করতেন। তিনি আমার ছোটকালের বন্ধু আর আমার জ্ঞানার্জনের সময়েরও বন্ধু। আমরা কোন ভালো বা কল্যাণকর কাজ করতে গেলে দেখতাম তিনি আমার আগেই সেই কাজ করেছেন। খুব কম

সময়েই আমি তার আগে কোন ভালো কাজ করতে পেরেছি। বিদ‘আতী ও শত্রুদের দেয়া কষ্ট দ্বারা আল্লাহ তা‘আলা তার মর্যাদাকে পরিপূর্ণ করেছেন।

তার লিখিত কিতাবসমূহ: হাফিয আব্দুল গনী আল মাকদেসী অনেক কিতাব রচনা করেন। তার রচনার মধ্যে সবচেয়ে বেশী তিনি হাদীছের কিতাব রচনা করেন। আব্দুল গনী আর মাকদেসী রহিমাহুল্লাহ ৫৬টি কিতাব রচনা করেছেন। সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

১. উমদাতুল আহকাম (عمدة الأحكام)

২. আল কামালু ফি আসমায়ির রিজাল (الكمال في أسماء الرجال)

৩. আল মিসবাহ ফি উইয়ুনিল আহাদিছিছ ছিহাহ

৪. নিহায়াতুল মুরাদ মিন কালামি খইরির ইবাদ

৫. তুহফাতুত ত্বলিবীন ফিল জিহাদী ওয়াল মুজাহিদীন

৬. মিহনাতুল ইমাম আহমাদ (محنة الإمام أحمد)

৭. ই‘তিকাদুল ইমাম শাফিয়ী (اعتقاد الإمام الشافعي)

৮. মানাকিবুস সাহাবাহ (مناقب الصحابة)

৯. আন নাছিহাতু ফিল আদইয়াতিছ ছহীহাহ

১০. আত তারগীব ফিদ দু‘আ ওয়াল হাছি আলাইহি

১১. আছ ছানী মিন ফাযায়িলি উমার ইবনে খাত্তাব

১২. হাদীছুল ইফক (حديث الإفك)

১৩. মুখতাছারু সীরাতির রসূল ওয়া আছহাবিহিল ‘আশারাহ

মৃত্যু: তার পুত্র আবু মূসা ইবনে আব্দুল গনী আল মাকদেসী বলেন, আমার পিতা ৬০০ হিজরির রবিউল আওয়াল মাসে কঠিন রোগে আক্রান্ত হন যার ফলে কথাও বলতে পারছিলেন না এবং দাঁড়াতেও পারছিলেন না। ১৬ দিন ধরে এই কঠিন অবস্থায় থাকেন। তারপরে ৬০০ হিজরির ২৫ রবিউর আওয়াল মাস মোতাবেক ১/১২/১২০৩ সাল সোমবার তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তারপর মিশরে তাকে দাফন করা হয়।

লেখকের ভূমিকা

শায়খ হাফিয তাকিউদ্দীন আবু মুহাম্মাদ আব্দুল গনী ইবনে আব্দুল ওয়াহিদ ইবনে আলী ইবনে সুরূর আল মাকদেসী রহিমাহুল্লাহ বলেন,

সকল প্রসংশা সব কিছুর মালিক, প্রতাপশালী, এক পরাক্রান্ত আল্লাহর জন্য। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোন মাবুদ নেই, তিনি একক, তার কোন শরীক নেই, তিনি আসমান, যমীন এবং এই দুইয়ের মাঝখানে অবস্থিত সবকিছুর প্রতিপালক। তিনি সর্বজয়ী এবং ক্ষমাশীল। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ ছুল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার বান্দা ও মনোনীত রসূল। ছলাত ও সালাম নাযিল হোক তার ওপর এবং তার পবিত্র ও উত্তম পরিবার পরিজন ও ছাহাবীদের ওপর।

অতঃপর, দুই ইমাম দ্বারা সংকলিত কিতাবে (ছহীহ বুখারী ও ছহীহ মুসলিম) আহকাম বা বিধিবিধান সংবলিত হাদীছগুলো সংক্ষিপ্তভাবে একত্রিত করার জন্যে কিছু ভাই আমাকে পরামর্শ দিয়েছেন। সেই দুই ইমাম হলেন,

১. আবু আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল ইবনে ইবরাহীম আল বুখারী

২. মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ ইবনে মুসলিম আল ক্বুশাইরী আন নীসাপুরী

তাই এই পরামর্শে আমি কিতাবটি সংকলন করলাম যাতে এটি থেকে উপকৃত হওয়া যায়। আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আ করি, এই কিতাবের লেখক, যিনি এই কিতাব শুনবেন অথবা পড়বেন অথবা মুখস্থ করবেন সকলেই যেন এই কিতাব থেকে উপকৃত হতে পারে। আর এই কাজকে যেন একমাত্র তাঁর সন্তুষ্টির জন্য এবং জান্নাত লাভ করে সফলতা অর্জনের তাওফীক দান করেন। নিশ্চয় একমাত্র তিনিই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি উত্তম কর্মবিধায়ক।

١–كِتَابُ الطَّهَارَةِ

পর্ব-১: পবিত্রতা

١. عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ – قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – يَقُولُ: "إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ – وَفِي رِوَايَةٍ: بِالنِّيَّةِ – وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ، فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَو امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ".

১. উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, "প্রত্যেক কাজ নিয়্যাত অনুযায়ী হয়ে থাকে"। অন্য বর্ণনায় নিয়্যাত শব্দটি একবচনে। আর মানুষ তার নিয়্যাত অনুযায়ী ফল পাবে। তাই যার হিজরত হবে আল্লাহ ও তার রসূলের দিকে তার হিজরত আল্লাহ ও তার রসূলের দিকেই গণ্য হবে। আর যার হিজরত হবে দুনিয়া লাভের কিংবা কোনো নারীকে বিয়ে করার উদ্দেশ্যে, তার হিজরত সেদিকেই গণ্য হবে"। [ছ্বহীহ বুখারী হা/১, ৬৬৮৯, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৯০৭।]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

১. মহান আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের উদ্দেশ্যে ইবাদত সম্পাদন করার দৃঢ় সংকল্প করার নাম নিয়্যাত। নিয়্যাতের স্থান হলো অন্তর, তা মুখে উচ্চারণ করা বিদ'আত।

২. দুনিয়াবী উদ্দেশ্যে আমল করা, সুনাম অর্জন বা লৌকিকতার জন্য কোনো আমল করা হতে সাবধান থাকা ওয়াজিব। কেননা এগুলোর যেকোনটির উপস্থিতি ইবাদতকে বিনষ্ট করে।

৩. আমলসমূহ কবুল হওয়া না হওয়া, ছওয়াব কমবেশি হওয়া এবং আমলসমূহ পরিমাপ করার সঠিক মাপকাঠি হলো নিয়্যাত।

গ. নিয়্যাত ও যিকিরের মধ্যে পার্থক্য: নিয়্যাতের স্থান হলো অন্তর, আর যিকিরের স্থান হলো জিহ্বা (মুখ)। সুতরাং নিয়্যাত অন্তরে না করে মুখে

উচ্চারণ করা শুদ্ধ নয়। তেমনি সূরা ফাতিহা (জিহ্বা দ্বারা) মুখে উচ্চারণ না করে অন্তরে করাও শুদ্ধ নয়।

٢. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ – قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ".

২. আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের অপবিত্র অবস্থায় কারো ছ্বলাত কবুল করবেন না, যতক্ষণ না সে উযূ করে (পবিত্র হয়)। [ছ্বহীহ বুখারী হা/৬৯৫৪, ছ্বহীহ মুসলিম হা/২২৫]

٣. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمْ قَالُوا: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ".

৩. আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আল আছ্ব, আবূ হুরায়রাহ ও আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) হতে বর্ণিত, তারা সকলেই বলেন, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, উযূর সময় যে সমস্ত লোকের পায়ের গোড়ালিতে পানি পৌঁছেনি সে সব লোকদের জন্য জাহান্নামে সর্বনাশ হবে। [ছ্বহীহ বুখারী হা/১৬৩, ১৬৫ ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৪১-২৪২। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বর্ণিত হাদীছটি শুধুমাত্র ছ্বহীহ মুসলিমে (হা/২৪০) আছে।]

٤. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ مَاءً، ثُمَّ لِيَسْتَنْثِرْ، وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ. وَإِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُمَا فِي الْإِنَاءِ ثَلَاثًا، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ. وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ:"فَلْيَسْتَنْشِقْ بِمَنْخَرَيْهِ مِنَ الْمَاءِ". وَفِي لَفْظٍ:" مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْشِقْ".

৪. আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ উযূ করবে, তখন সে যেন

তার নাকে পানি দেয় অতঃপর সে যেন তার নাক ঝেড়ে ফেলে। আর যে ব্যক্তি ঢিলা ব্যবহার করবে, সে যেন বেজোড় সংখ্যক ঢিলা ব্যবহার করে। আর যখন তোমাদের কেউ ঘুম থেকে জাগ্রত হয়, তখন সে তার হাত পাত্রে ঢুকানোর পূর্বে যেন তিনবার ধুয়ে নেয়। কারণ সে জানে না যে, তার হাত রাতে কোথায় কোথায় ছিল। আর ছ্বহীহ মুসলিমের অন্য শব্দে রয়েছে, সে যেন নাকের ছিদ্রের মাঝে পানি ভালোভাবে পৌঁছিয়ে দেয়। অন্য শব্দে রয়েছে, যে ব্যক্তি উযূ করবে, সে তার নাকে পানি পৌঁছিয়ে দেয়। [ছ্বহীহ বুখারী হা/১৬১-১৬২, ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৩৭, ২৭৮]

৫. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:"لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَجْرِى، ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ". وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: "لَا يَغْتَسِلْ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ".

৫. আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে পানি চলাচল করে না এমন পানিতে, তোমাদের কেউ যেন পেশাব না করে। অতঃপর সেই পানিতেই গোসল করে। ছ্বহীহ মুসলিমে রয়েছে, তোমাদের কেউ যেন আবদ্ধ পানিতে জানাবাতের গোসল না করে। [ছ্বহীহ বুখারী হা/২৩৯, ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৮২-২৮৩।]

٦. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا" وَلِمُسْلِمٍ " أُولاهُنَّ بِالتُّرَابِ".

وَلَهُ فِي حَدِيثِ عَبْدِ الله بْنِ مُغَفَّلٍ: أَنَّ رَسُولَ الله – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعًا وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ.

৬. আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন তোমাদের কারো পাত্রে কুকুর পান করে তখন সে যেন উক্ত পাত্রকে সাতবার ধৌত করে। আর মুসলিমের বর্ণনায় রয়েছে, প্রথমবার যেন মাটি দ্বারা ঘষে।

আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর হাদীসে রয়েছে, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন কোনো পাত্রে কুকুর চেটে খাবে তখন সে পাত্রটিকে সাতবার ধৌত করবে। আর অষ্টম বারে মাটি দ্বারা ঘষবে। [ছ্বহীহ বুখারী হা/১৭২, ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৭৯।]

٧. عَن حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ دَعَا بِوَضُوءٍ، فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ مِنْ إنَائِهِ، فَغَسَلَهُمَا ثَلاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الْوَضُوءِ، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثًا، وَيَدَيْهِ إلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلاثًا، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَل كِلْتَا رِجْلَيْهِ ثَلاثًا، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، وَقَالَ: "مَن تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، لا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ".

৭. উসমান ইবনে আফফানের মুক্তদাস হুমরান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেছেন, তিনি একবার দেখলেন উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) উযূর পানি নিয়ে ডাকলেন। অতঃপর সেই পানি দিয়ে তিনি প্রথমে তিনবার দু'হাতের কব্জি পর্যন্ত ধুলেন। তারপর ডান হাত দিয়ে পাত্র থেকে পানি নিয়ে কুলি করলেন ও নাকে পানি দিয়ে নাক ঝাড়লেন, তারপর তিনবার তার মুখমণ্ডল ধৌত করলেন। অতঃপর দুই হাত কনুই পর্যন্ত তিনবার ধৌত করলেন। তারপর (একবার) মাথা মাসাহ করলেন। অতঃপর তিনবার দুই পা টাখনুসহ ধৌত করলেন। তারপর বললেন, আমি আল্লাহর রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমার এ উযূর মতই উযূ করতে দেখেছি। এরপর তিনি বলেন, যে ব্যক্তি আমার এ উযূর মত উযূ করবে অতঃপর দু'রাক'আত ছ্বলাত আদায় করবে, যে দু'রাক'আতে সে অন্য কিছু চিন্তা করবে না মহান আল্লাহ তার পূর্বেকৃত সকল (ছোট) পাপ ক্ষমা করবেন। [ছ্বহীহ বুখারী হা/১৬৪, ছ্বহীহ মুসলিম হা/২২৬, ১৯৩৪।]

٨. عَن عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: شَهِدْتُ عَمْرَو بْنَ أَبِي الحَسَنِ سَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ زَيْدٍ عَن وُضُوءَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَدَعَا بِتَوْرٍ مِنْ مَاءٍ، فتَوَضَّأَ لَهُمْ وُضُوءَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَكْفَأَ عَلَى يَدَيْهِ مِنَ التَوْرِ،

فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلاثًا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي التَّوْرِ، فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلاثًا بِثَلاثِ غَرَفَاتٍ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي التَّوْرِ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثًا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَيْهِ فَغَسَلَهُمَا مَرَّتَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَيْهِ، فَمَسَحَ بِهِمَا رَأْسَهُ، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ–مَرَّةً وَاحِدَةً، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةٍ " بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ، ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ، ثُمَّ رَدَّهُمَا حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ ". وَفِي رِوَايَةٍ "أَتَانَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْرَجْنَا لَهُ مَاءً فِي تَوْرٍ مِن صُفْرٍ ".

৮. আমর ইবনে ইয়াহইয়া আল মাযিনী রহিমাহুল্লাহ তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি আমর ইবনে আবিল হাসান এর সাথে উপস্থিত ছিলাম। তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উযূ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তখন তিনি পানি ভর্তি একটি পাত্র নিয়ে আসতে বললেন। এরপর তিনি রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উযূর ন্যায় উযূ করে দেখালেন। তিনি পাত্র হতে উভয় হাতের ওপর পানি ঢাললেন, অতঃপর উভয় হাত (কব্জি পর্যন্ত) তিনবার ধৌত করলেন। তারপর তিনি তার হাত পাত্রের মধ্যে দিলেন। অতঃপর তিনি তিন কোষ পানি দ্বারা তিনবার করে কুলি করলেন, নাকে পানি দিলেন ও নাক ঝেড়ে ফেললেন। তারপর আবার তিনি তার হাতকে পাত্রের মধ্যে দিলেন। এরপর পানি নিয়ে তিনি তিনবার তার মুখমণ্ডল ধৌত করলেন। তারপর তিনি তার হাত আবার পাত্রের মধ্যে দিয়ে পানি নিয়ে উভয় হাতের কনুইসহ দু'বার ধৌত করলেন। এরপর তার উভয় হাত পাত্রে দিয়ে হাত ভিজিয়ে তার মাথা এভাবে একবার মাসাহ করেন যে, উভয় হাতকে মাথার সম্মুখ ভাগ হতে পিছনে এবং পিছন দিক হতে সম্মুখে আনেন। তারপর তিনি তার দুই পা ধৌত করেন।

অপর একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, তিনি মাথার অগ্রভাগ হতে শুরু করে মাথার পিছনে ঘাড় পর্যন্ত নিয়ে যান এরপর তিনি ফিরিয়ে যেখান থেকে শুরু করেছিলেন সেখানে এনে ছেড়ে দেন। অন্য বর্ণনায় আছে, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট আগমন করলে আমরা পিতল নির্মিত এক পাত্র পানি বের করে দিলাম। [ছ্বহীহ বুখারী হা/১৮৫, ১৮৬, ১৯২, ১৯৭ ছ্বহীহ মুসলিম হা/২১১, ২৩৫।]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উযূর ফরয ৬টি:

১। কুলি করা ও নাকে পানি দেয়াসহ সম্পূর্ণ মুখমণ্ডল ধৌত করা।
২। দু'হাত কনুইসহ ধৌত করা।
৩। দু'কানসহ সমস্ত মাথা (একবার) মাসাহ করা।
৪। দু'পা গিঁঠসহ ধৌত করা।
৫। ধারাবাহিকতা রক্ষা করা।
৬। উযূর অঙ্গগুলো ধৌত করার সময় বিলম্ব না করে তাড়াতাড়ি ধৌত করা। [মাওসূআতুল ফিক্বহিল ইসলামী ২/৩৪১]

উযূর সুন্নাতসমূহ:

১. মিসওয়াক করা
২. উযূর শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' বলা
৩. উযূর শুরুতে দু'হাত কব্জিসহ ধৌত করা
৪. এক অঞ্জলি পানি নিয়ে একই সাথে কুলি করা ও নাকে পানি দেয়া, এরূপ তিনবার করা
৫. সিয়াম পালনকারী ব্যতীত অন্যরা ভালভাবে কুলি করবে ও নাকে পানি দিবে
৬. বাম হাতের পূর্বে ডান হাত ধৌত করা
৭. অঙ্গসমূহ তিনবার করে ধৌত করা (তবে মাথা মাসাহ একবারই করা)
৮. ঘন দাড়ি খিলাল করা
৯. অঙ্গসমূহ ঘর্ষণ করা
১০. দু'হাত ও পায়ের আঙ্গুলসমূহ খিলাল করা
১১. যে স্থানসমূহ ধৌত করা ফরয তা থেকে বাড়িয়ে ধৌত করা
১২. পানি ব্যবহারের ক্ষেত্রে মিতব্যয়ী হওয়া
১৩. উযূর পর দু'আ পাঠ করা
১৪. উযূর পর দু'রাকআত ছ্বলাত আদায় করা। [ছ্বহীহ ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১২২]

উযূতে নিম্ন পদ্ধতিসমূহ অবলম্বন করা জায়েযঃ

১. উযূর অঙ্গসমূহ তিনবার করে ধৌত করা। [ছ্বহীহ বুখারী হা/১৬৪, ছ্বহীহ মুসলিম হা/২২৬, ১৯৩৪]

২. উযূর অঙ্গসমূহ দু'বার করে ধৌত করা। [ছ্বহীহ বুখারী হা/১৫৮]

৩. উযূর অঙ্গসমূহ একবার করে ধৌত করা। [ছ্বহীহ বুখারী হা/১৫৭]

৪. উযূর অঙ্গসমূহ একই উযূতে তিনবার বা দু'বার বা একবার করে ধৌত করা। [ছ্বহীহ বুখারী হা/১৮৫, ১৮৬, ১৯২, ১৯৭ ছ্বহীহ মুসলিম হা/২১১, ২৩৫।] মিসকুল খিতাম।

যে সকল কাজে উযূ করা মুস্তাহাবঃ

১. মহামহিম আল্লাহর যিকির করা, কুরআন তিলাওয়াত করা [ছ্বহীহঃ আবূ দাউদ হা/১৭, ইবনে মাজাহ হা/৩৫০]

২. মাসহাফ (কুরআন) স্পর্শ করা [অধিকাংশ আলিম উযূ করা ওয়াজিব বলেছেন, তবে বিদ্বানদের বিশুদ্ধ অভিমতে, যদি নাপাক অবস্থায় স্পর্শ ছাড়া শুধু কুরআন পাঠ করা হয় তাহলে কোন সমস্যা নেই, চাই তা ছোট নাপাকী হোক কিংবা বড় নাপাকী হোক।]

৩. কা'বা ঘর ত্বওয়াফ করা [একদল আলিম উযূ করা ওয়াজিব বলেছেন]

৪. ঘুমানোর সময় [ছ্বহীহ বুখারী হা/২৪৭, ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৭১০]

৫. নাপাক ব্যক্তি যখন খাওয়া, পান করা, ঘুমানো কিংবা পুনরায় সহবাস করার ইচ্ছা করবে। [ছ্বহীহ বুখারী হা/২৮৮, মুসলিম হা/৩০৫), আবূ দাউদ হা/২১৭, ২২২, তিরমিযী হা/১১৮, ১৪১]

৬. গোসল (ফরয হোক বা নফল হোক) করার পূর্বে উযূ করা। [ছ্বহীহ বুখারী হা/২৪৮, ছ্বহীহ মুসলিম হা/৩১৬]

৭. আগুনে স্পর্শ করা খাবার তথা পাকানো খাবার খেলে উযূ করা। [ছ্বহীহ মুসলিম হা/৩৫১, আবূ দাউদ হা/১৯২, তিরমিযী হা/৭৯, ইবনে মাজাহ হা/৪৮৫।]

৮. (উযূ থাকা সত্ত্বেও) প্রত্যেক ছ্বলাতের জন্য উযূ করা। [ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৭৭, আবূ দাউদ হা/১৭১, তিরমিযী হা/৬১, ইবনে মাজাহ হা/৫১০।]

৯. যে সমস্ত নাপাকীর কারণে উযূ নষ্ট হয় তা সংঘটিত হওয়ার পর উযূ করা। [ছ্বহীহঃ তিরমিযী হা/৩৬৮৯, আবূ দাউদহা/৩০৫৫]

১০. বমি হওয়ার পর উযূ করা। [তিরমিযী হা/৮৭, আবূ দাউদ হা/২৩৮১, সনদ ছ্বহীহ।]

১১. মৃত ব্যক্তিকে বহন করার পর উযূ করা। [তিরমিযী হা/৯৯৩, সনদ ছ্বহীহ।]

٩. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ فِي تَنَعُّلِهِ، وَتَرَجُّلِهِ، وَطُهُورِهِ، وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ.

৯. আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জুতা পরিধান করা, মাথার চুল আঁচড়ানো, পবিত্রতা অর্জনসহ যাবতীয় কাজ ডান দিক হতে করাকে পছন্দ করতেন। [ছ্বহীহ বুখারী হা/১৬৮, ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৬৮।]

١٠. عَنْ نُعَيْمٍ الْمُجْمِرِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ – عَنْ النَّبِيِّ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – أَنَّهُ قَالَ: "إِنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ القِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ".

وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ: رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَتَوَضَّأُ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ حَتَّى كَادَ يَبْلُغُ الْمَنْكِبَيْنِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ حَتَّى رَفَعَ إِلَى السَّاقَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – يَقُولُ: "إِنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ وَتَحْجِيلَهُ فَلْيَفْعَلْ".

وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ: سَمِعْتُ خَلِيلِي – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – يَقُولُ: "تَبْلُغُ الْحِلْيَةُ مِنَ الْمُؤْمِنِ حَيْثُ يَبْلُغُ الْوُضُوءُ" .

১০. নুআ'ইম আল মুজমীর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেন। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ক্বিয়ামতের দিন আমার উম্মতকে উযূর চিহ্নের কারণে উজ্জ্বল অবস্থায় আহ্বান করা হবে। সুতরাং তোমাদের মধ্য হতে যে ব্যক্তি তার

ঔজ্জ্বল্য ও শুভ্রতাকে বৃদ্ধি করতে চায় সে যেন তা করে। [ছ্বহীহ বুখারী হা/১৩৬, ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৪৬]

অন্য একটি শব্দে বর্ণিত হয়েছে তিনি বললেন, আমি আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে উযূ করতে দেখেছি, তিনি তার মুখমণ্ডল ও দুই হাত ধৌত করলেন। এমনকি তাঁর এই ধৌতকরণ দুই কাধ পর্যন্ত পৌঁছার উপক্রম হলো। এরপর তার দুই পা পায়ের নলার ওপর পর্যন্ত ধৌত করলেন। এরপর বললেন, আমি রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি। তিনি বলতেন, ক্বিয়ামতের দিন আমার উম্মতকে এমন অবস্থায় ডাকা হবে যে, উযূর প্রভাবে তাদের হাত পা এবং মুখমণ্ডল থাকবে উজ্জ্বল। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তার উজ্জ্বলতাকে বৃদ্ধি করতে চায় সে যেন তা করে। [ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৪৬।]

মুসলিম এর অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে: আমি (আবু হুরায়রা) আমার বন্ধুকে (রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলতে শুনেছি, তিনি বলতেন: মুমিন ব্যক্তির অলঙ্কার ততদূর পর্যন্ত পৌঁছাবে যে পর্যন্ত উযূর পানি পৌঁছাবে। [ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৫০।]

١. بَابُ دُخُولِ الْخَلَاءِ وَالِاسْتِطَابَةِ

অধ্যায়-১: পায়খানায় প্রবেশ করা এবং উত্তম রূপে পবিত্রতা অর্জন করা

١١. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ –: أَنَّ النَّبِيَّ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – كَانَ إِذَا دَخَلَ الْخَلاءَ قَالَ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ" .

১১. আনাস ইবনে মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন পায়খানায় প্রবেশ করতেন তখন নিম্নোক্ত দু'আটি পাঠ করতেন।

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ.

হে আল্লাহ আমি তোমার নিকট দুষ্ট পুরুষ জিন ও দুষ্ট মেয়ে জিন হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। [ছ্বহীহ বুখারী হা/১৪২, ছ্বহীহ মুসলিম হা/৩৭৫ ।]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

১. পায়খানায় প্রবেশের সময় (اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ) এই দু'আ পড়া মুস্তাহাব। যাতে সে সব শয়তান হতে নিরাপদ থাকা যায় ছ্বলাত বিনষ্ট করার জন্য সর্বাতক চেষ্টা চালিয়ে যায়।

২. মলমূত্র ত্যাগের পর পায়খানা থেকে বের হওয়ার সময় "غُفْرَانَكَ" হে আল্লাহ আমি তোমার নিকট ক্ষমা চাই, বলা মুস্তাহাব। [হাসান: আবূ দাউদ হা/৩০, তিরমিযী হা/৭, ইবনে মাজাহ হা/৩০০ ।]

৩. পায়খানায় প্রবেশের সময় প্রথমে বাম পা দিয়ে প্রবেশ করা ও বের হওয়ার সময় প্রথমে ডান পা দিয়ে বের হওয়া মুস্তাহাব। আল মাজমূ ২/৯১।

৪. জনসাধারণের সান্নিধ্য থেকে দূরে এবং আড়ালে যেতে হবে, বিশেষত খোলা জায়গা হলে। [আবূ দাউদ হা/ ২, ইবনে মাজাহ হা/২৩৫]

৫. প্রয়োজন ছাড়া কোন কথা-বার্তা বলা থেকে বিরত থাকবে: [ছ্বহীহ: ছ্বহীহ মুসলিম হা/৩৭০; আবূ দাউদ ১৬; তিরমিযী, নাসাঈ ১/১৫; ইবনে মাজাহ হা/ ৩৫৩]।

৬. মানুষ চলাফেরা করার রাস্তায় বা যে সকল গাছের ছায়ায় মানুষ বিশ্রাম নেয় অথবা অনুরূপ স্থানে মলমূত্র ত্যাগ করা থেকে বিরত থাকবে: [ছ্বহীহ মুসলিম হা/ ২৬৯; আবূ দাউদ হা/ ২৫]

৭. গোসলখানায় পেশাব করা থেকে বিরত থাকবে: [ছ্বহীহ; নাসাঈ ১/১৩০; আবূ দাউদ হা/ ২৮ ।]

৮. প্রবহমান নয় এমন আবদ্ধ পানিতে পেশাব করা থেকে বিরত থাকবে: [ছ্বহীহ : ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৮১; নাসাঈ ১/৩৪ ।]

৯. পেশাব করার সময় নরম ও নীচু জায়গা খুঁজে নিবে। শক্ত জায়গা নির্বাচন করবে না, যাতে নাপাকী শরীরে ছিটকে না আসে।

১০. ডান হাত দ্বারা ইসতিনজা করবে না এবং ডান হাত দ্বারা লজ্জাস্থান স্পর্শ করবে না। [ছ্বহীহ বুখারী হা/ ১৫৩; ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৬৭ ।]

১১. ইসতিনজার পর মাটিতে হাত মাজবে অথবা সাবান বা এ জাতীয় কিছু দ্বারা হাত ধৌত করবে। [ছ্বহীহ বুখারী হা/ ২৬৬; ছ্বহীহ মুসলিম হা/৩১৭।]

১২. সন্দেহ দূর করার জন্য পেশাবের পর কাপড় ও লজ্জাস্থান বরাবর পানি ছিটিয়ে দিবে। [দারিমী হা/৭৩৮; বায়হাকী ১/১৬১; আলবানী 'তামামুল মিন্নাহ' এর ৬৬ পৃ. বলেন : শাইখাইনের (বুখারী ও মুসলিম) শর্ত অনুযায়ী এর সনদ ছ্বহীহ।]

١٢. عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ، فَلا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ الْغَائِطَ وَلَا بَوْلٍ، وَلا تَسْتَدْبِرُوهَا، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا". قَالَ أَبُو أَيُّوبَ: فَقَدِمْنَا الشَّامَ , فَوَجَدْنَا مَرَاحِيضَ قَدْ بُنِيَتْ نَحْوَ الْكَعْبَةِ، فَنَنْحَرِفُ عَنْهَا، وَنَسْتَغْفِرُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ.

১২. আবূ আইয়ূব আল আনছারী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: 'যখন তোমরা পায়খানায় যাবে তখন কিবলাকে সম্মুখে কিংবা পিছনে রাখবে না। বরং তোমরা পূর্ব দিকে অথবা পশ্চিম দিকে ফিরে বসবে'। আবূ আইয়ূব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমরা যখন শামদেশে আসলাম, তখন আমরা কতিপয় পায়খানাকে কা'বার দিকে করে তৈরী করা দেখতে পেলাম। সেজন্য আমরা সেই দিক থেকে কিছুটা ঘুরে বসতাম এবং আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতাম। [ছ্বহীহ বুখারী হা/৩৯৪, ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৬৪]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সাধারণভাবে কিবলার দিকে মুখ করে কিংবা কিবলাকে পিছনে রেখে পায়খানা ও পেশাব করা হারাম।

١٣. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: رَقِيتُ يَوْمًا عَلَى بَيْتِ حَفْصَةَ، فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْضِى حَاجَتَهُ مُسْتَقْبِلَ الشَّامِ، مُسْتَدْبِرَ الْكَعْبَةِ.

১৩. আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একবার এক প্রয়োজনে (আমার বোন উম্মুল মুমিনীন) হাফছার ঘরের ছাদে উঠলাম, তখন দেখলাম, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

(নিচে এক ঘেরা জায়গায়) কিবলাকে পিছনে রেখে সিরিয়ার দিকে মুখ করে তাঁর প্রয়োজন পূরণ করছেন। [বুখারী হা/১৪৮, মুসলিম হা/২৬৬]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ফাঁকা স্থানে কিবলার দিকে মুখ কিংবা পিছন করে পায়খানা ও পেশাব করা হারাম। তবে ভবন কিংবা আবদ্ধ স্থানে জায়েয।

١٤. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّهُ قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُ الْخَلاءَ، فَأَحْمِلُ أَنَا وَغُلامٌ نَحْوِى إِدَاوَةً مِنْ مَاءٍ وَعَنَزَةً، فَيَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ".

১৪. আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পায়খানায় যেতেন আমি ও আমার ন্যায় একটি ছেলে চামড়ার তৈরী থলেতে করে পানি ও বর্শা নিয়ে যেতাম। তিনি উক্ত পানি দ্বারা ইস্তিনজা তথা সৌচকার্য করতেন। [ছ্বহীহ বুখারী হা/১৫০, মুসলিম হা/২৭১]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

১. পেশাব, পায়খানার পর ইস্তিনজা (পানি, পাথর, কাগজ বা অনুরূপ কিছু দ্বারা পেশাব, পায়খানার দু'রাস্তা দিয়ে নির্গত নাপাক দূর করাকে ইসতিনজা বলে) করা ওয়াজিব। ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৬২।

২. শুধু পানি দ্বারা ইস্তিনজা করা উত্তম। তবে পানি থাকা সত্ত্বেও শুধু পাথর বা ঢিলা কুলুখ দ্বারা ইস্তিনজা করাও জায়েয।

৩. পানি ও ঢিলা কুলুখ একত্রে ব্যবহার করা অধিকাংশ আলেম উত্তম বলেছেন। আগে পাথর বা ঢিলা কুলুখ ব্যবহার করবে এরপর পানি ব্যবহার করবে। যাতে ভালোভাবে ও পূর্ণ মাত্রায় পবিত্রতা হাসিল হয়। আল্লামা আলবানী বলেন, পানি ও ঢিলা কুলুখ একত্রে ব্যবহার করা রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে ছ্বহীহ সনদে প্রমাণিত নয়।

١٥. عَن أَبِي قَتَادَةَ الْحَارِثِ بْنِ رِبْعِيٍّ الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لا يَمَسكَنَّ أحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَهُوَ يَبُولُ، وَلاَ يَتَمَسَّحْ مِنَ الْخَلاَءِ بِيَمِينِهِ، وَلا يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ".

১৫. আবূ কাতাদা আল হারেছ ইবনে রিবয়ী আল আনছারী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ পেশাব করাকালীন ডান হাত দ্বারা নিজের লিঙ্গকে স্পর্শ করবে না। পায়খানা করার সময়ও ডান হাত দ্বারা সৌচকার্য করবে না এবং পানি পান করার সময় পাত্রের মাঝে নিঃশ্বাস ছাড়বে না। [ছ্বহীহ বুখারী হা/১৫৩, ৫৬৩০, মুসলিম হা/২৬৭]।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

১. পেশাব করার সময় ডান হাতে লিঙ্গ স্পর্শ করা হারাম। ডান হাতে ইস্তিনজা করাও হারাম। পান পাত্রে নিঃশ্বাস ছাড়া হারাম।

২. যখন নোংরা কোনো কিছু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করার প্রয়োজন হলে বাম হাত দ্বারা পরিষ্কার করবে।

١٦. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ: «مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَبْرَيْنِ، فَقَالَ: إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ؛ أَمَّا أَحَدُهُمَا: فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ، وَأَمَّا الآخَرُ: فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، فَأَخَذَ جَرِيدَةً رَطْبَةً فَشَقَّهَا نِصْفَيْنِ، فَغَرَزَ فِي كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! لِمَ فَعَلْتَ هَذَا؟ قَالَ: لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا».

১৬. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, একদা নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'টি কবরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বললেন: এ কবর দু'টিতে শাস্তি দেয়া হচ্ছে। তবে খুব একটা বড় ব্যাপারে হচ্ছে না। এদের একজন পেশাব করার সময় নিজেকে রক্ষা করত না। অপরজন চোগলখুরী করত। এরপর তিনি খেজুরের একটি কাঁচা ডাল নিয়ে সেটিকে দু'ভাগে ভাগ করলেন। অতঃপর উভয় কবরে পুঁতে দিলেন। ছাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনি এটা কেন করলেন? উত্তরে তিনি বললেন, হয়তো মহান আল্লাহ তাদের কবরের শাস্তিকে হালকা করে দিবেন যতক্ষণ এ দু'টি শাখা শুকিয়ে না যায়। [ছ্বহীহ বুখারী হা/২১৮, মুসলিম হা/২৯২]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

নাপাকি থেকে পবিত্রতা হাসিল না করা কবরের শাস্তির অন্যতম একটি কারণ। তাই নাপাকি থেকে পবিত্রতা হাসিল করা ওয়াজিব। অতএব এই হাদীছ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, পেশাবের কারণে কবরের শাস্তি হওয়া বিষয়টি খাছ।

٢. بَابُ السِّوَاكِ

অধ্যায়-২: সিওয়াক (মিসওয়াক)

١٧. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ».

১৭. আবূ হুরায়রাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যদি আমি আমার উম্মতের ওপর কঠিন মনে না করতাম, তাহলে আমি তাদেরকে প্রত্যেক ছ্বলাতের সময় মিসওয়াক করার নির্দেশ দিতাম। [ছ্বহীহ বুখারী হা/৮৮৭ ও ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৫২]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

প্রত্যেক ছ্বলাতের (ফরয বা নফল) প্রত্যেক উযূতে মিসওয়াক করা সুন্নাত।

١٨. عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ اليَمَانِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: « كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ».

১৮. হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন রাতে ঘুম থেকে উঠতেন তখন তিনি মিসওয়াক দ্বারা স্বীয় মুখ ও দাঁত ঘষে পরিষ্কার করতেন। [ছ্বহীহ বুখারী হা/ ২৪৫ ও ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৫৫]

١٩. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَخَل عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مُسْنِدَتهُ إِلَى صَدْرِي –وَمَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ سِوَاكٌ رَطْبٌ يَسْتَنُّ بهِ– فَأَبَدَّهُ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَصَرَهُ، فَأخَذْتُ السِّوَاكَ فقَضَمْتُهُ وَطَيَّبْتُهُ، ثُمَّ دَفَعْتُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَنَّ بِهِ، فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَنَّ اسْتِنَانًا أَحْسَنَ مِنْهُ. فَمَا عَدَا أَنْ فَرَغَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَعَ يَدَهُ أَوْ إِصْبَعَهُ– ثُمَّ قَالَ: "فِي الرَّفِيقِ الأَعْلَى" ثَلاثًا، ثُمَّ قَضَى عَلَيهِ. وَكَانَتْ تَقُولُ: مَاتَ بَيْنَ حَاقِنَتِي وَذَاقِنَتِي.

وَفِي لَفْظٍ ((فَرَأَيْتُهُ يَنْظُرُ إِلَيْهِ , وَعَرَفْتُ: أَنَّهُ يُحِبُّ السِّوَاكَ فَقُلْتُ: آخُذُهُ لَكَ؟ فَأَشَارَ بِرَأْسِهِ: أَنْ نَعَمْ)) هَذَا لَفْظُ الْبُخَارِيِّ وَلِمُسْلِمٍ نَحْوُهُ.

১৯. আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মুমূর্ষ অবস্থায় থাকা কালীন) আব্দুর রহমান ইবনু আবূবকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাড়িতে প্রবেশ করলেন। এমতাবস্থায় নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার বুকের ওপর হেলান দেয়া অবস্থায় ছিলেন। আর আব্দুর রহমান (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর সাথে একটি তাজা মিসওয়াক ছিল যা দ্বারা তিনি মিসওয়াক করছিলেন। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই মিসওয়াক টির দিকে চোখ দ্বারা ইশারা করলেন। এরপর আমি মিসওয়াকটিকে নিয়ে চিঁবিয়ে উপযোগী ও নরম করে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে দিলাম। রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন সেই মিসওয়াকটি দিয়ে এত সুন্দর করে মিসওয়াক করলেন, আমি এরকম সুন্দর করে মিসওয়াক করতে আমি আর কখনো দেখিনি। মিসওয়াক করা শেষ হতে না হতেই তিনি তার হাত কিংবা আঙ্গুল দ্বারা আকাশের দিকে ইঙ্গিত করে তিনবার বললেন: রফীকে আলার ডাকের সাড়া দিলাম। এরপর তার মৃত্য সংঘটিত হয়ে গেলো। তিনি (আয়েশা) বলতেন রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার থুতনী ও চিবুকের মাঝে (বুকের ওপর) থাকা অবস্থায় মারা গিয়েছেন।

অন্য একটি শব্দে বর্ণিত রয়েছে, আমি তাঁকে আব্দুর রহমানের দিকে তাকাতে দেখলাম। তখন আমি বুঝতে পারলাম যে, তিনি মিসওয়াক চাচ্ছেন। তখন আমি তাঁকে বললাম: আমি কি আপনার জন্যে মিসওয়াকটি নিবো? তিনি মাথার ইশারায় বললেন। হ্যাঁ। এই শব্দগুলো বুখারীর [ছ্বহীহ বুখারী হা/ ৪৪৪৯]। আর মুসলিমেও অনুরূপ রয়েছে। [ছ্বহীহ বুখারী হা/ ৪৪৩৮, ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৪৪৪]

٢٠. عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللهُ قَالَ: «أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَسْتَاكُ بِسِوَاكٍ رَطْبٍ، قَالَ: وَطَرَفُ السِّوَاكِ عَلَى لِسَانِهِ، وَهُوَ يَقُولُ: أُعْ أُعْ وَالسِّوَاكُ فِي فِيهِ؛ كَأَنَّهُ يَتَهَوَّعُ».

২০. আবূ মূসা আল আশআরী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একদা নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আসলাম। এমতাবস্থায় তিনি একটি কাঁচা ডাল দ্বারা মিসওয়াক করছিলেন। তিনি (আবু মুসা) বলেন: আর মিসওয়াকের পার্শ্বটি তার জিহ্বার ওপর ছিল। মিসওয়াকটি তার মুখের ভিতরে থাকাবস্থায় তিনি উঃ উঃ করছিলেন যেন তিনি বমি করে ফেলবেন। [ছ্বহীহ বুখারী হা/ ২৪৪ ও মুসলিম হা/২৫৪]

٣. بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

অধ্যায়-৩: মোজার ওপর মাসাহ করা

٢١. عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: «كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَأَهْوَيْتُ لِأَنْزِعَ خُفَّيْهِ، فَقَالَ: دَعْهُمَا، فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ؛ فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا».

২১. মুগীরাহ ইবনে শু'বা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে (তাবূক যুদ্ধের) সফরে ছিলাম। উযূ করার সময় আমি তার পায়ের মোজা দু'টি খোলার জন্যে হাত

বাড়ালাম। তখন তিনি আমাকে বললেন, ছাড়ো ছাড়ো আমি ওগুলো পবিত্র (উযূ) অবস্থায় পরেছিলাম। তারপর তিনি ঐগুলোর ওপর মাসাহ করলেন। (অর্থাৎ হাত ভিজিয়ে ভিজা হাত দিয়ে মোজার উপরিভাগ মাসাহ করলেন)। [ছ্বহীহ বুখারী হা/২০৬ ও মুসলিম হা/২৭৪]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

১. উযূর সময় দুই মোজার ওপর মাসাহ করা জায়েয। আর মাসাহ হাত দ্বারা শুধু একবার করতে হয়, মাসাহ মোজার ওপরে করতে হয়, নিচে নয়।

২. দুই মোজার ওপর মাসাহ করার শর্ত হলো পবিত্র অবস্থায় থাকা অর্থাৎ উভয় পায়ে মোজা পরিধান করার সময় পবিত্র তথা উযূ অবস্থায় থাকা।

৩. মাসাহ করার পদ্ধতিঃ সুন্নাহ হলো দু'হাত দ্বারা একইসাথে মাসাহ করা, তবে ডান হাত দ্বারা ডান পা ও বাম হাত দ্বারা বাম পা মাসাহ করা।

٢٢. عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: «كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ فَبَالَ، وَتَوَضَّأَ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ».

২২. হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একদা নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ছিলাম। অতঃপর তিনি পেশাব করে উযূ করলেন এবং মোজার ওপর মাসাহ করলেন। [ছ্বহীহ বুখারী হা/২২৪ ও ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৭৩]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

১. সফর অবস্থায় দু'মোজার ওপর মাসাহ করা বৈধ।

২. সফর অবস্থায় দুই মোজা এবং পাগড়ীর ওপর মাসাহ করার সময় হলোঃ তিনদিন তিন রাত।

৩. আর মুকীমের জন্য একদিন এক রাত। সফর কিংবা মুকীম অবস্থায় এই সময় শুরু হবে প্রথম মাসাহ করার সময় হতে। এটাই বিশুদ্ধ অভিমত।

৪. উযূ করার পর পেশাব বা পায়খানা হলে উযূ করার সময় দুই মোজার ওপর মাসাহ করতে হয়। আর অন্যান্য অনেক হাদীছ দ্বারা ছোট অপবিত্রতার ক্ষেত্রে মোজা ও পাগড়ীর ওপর মাসাহ করার বিষয়টি প্রমাণিত। পক্ষান্তরে বড় অপবিত্রতার (হাদাছের) ক্ষেত্রে যেমন নাপাক অবস্থা ইত্যাদি

ক্ষেত্রে গোসল ফরয হয়। এ ক্ষেত্রে দুই মোজার ও পাগড়ির ওপর মাসাহ করলে যথেষ্ট হবে না। বরং এক্ষেত্রে গোসল বা তায়াম্মুম করতে হবে।

৫. আর পট্টি কিংবা ব্যাণ্ডেজ করা যখমের ওপর ছোট বড় সব ধরনের অপবিত্রতার ক্ষেত্রেই মাসাহ করা বৈধ।

৬. কিন্তু মাসাহ করলে যদি ক্ষতি হয় কিংবা ক্ষতির আশঙ্কা থাকে, তাহলে মাসাহ না করে সেক্ষেত্রে তায়াম্মুম করবে। তবে আহত স্থান ব্যতীত শরীরের বাকী সুস্থ থাকা সবস্থান ধুয়ে ফেলতে হবে।

٤. بَابٌ فِي الْمَذْيِ وَغَيْرِهِ

অধ্যায়: ৪- মযী এবং অন্যান্য বিষয় প্রসঙ্গ

মযী: কামভাবের উদ্রেক হেতু পুরুষাঙ্গ হতে যে পানি নির্গত হয় তাকে মযী বলে। এটা সজোরে প্রবাহিত হয় না এবং স্বাদ পাওয়া যায় না। আর এর ফলে কোনো দুর্বলতা অনুভব হয় না। কোনো কোনো সময় মানুষ তা নির্গত হওয়া অনুভব করতে পারে না। নারী ও পুরুষ উভয়েরই এটা বের হয়। চিকিৎসকগণ বলেন, নারী পুরুষের মিলন পূর্ব কাজগুলোর কারণে সংশ্লিষ্ট গ্রন্থির নিঃসরণের মাধ্যমে এটা পেশাবের রাস্তা থেকে বের হয়।

٢٣. عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: «كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً، فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَكَانِ ابْنَتِهِ مِنِّي، فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ ابْنَ الأَسْوَدِ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ». وَلِلْبُخَارِيِّ: «اغْسِلْ ذَكَرَكَ وَتَوَضَّأْ». وَلِمُسْلِمٍ: «تَوَضَّأْ وَانْضَحْ فَرْجَكَ».

২৩. আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি এমন এক ব্যক্তি ছিলাম, যার অত্যাধিক মযি বের হতো। কিন্তু নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কন্যা (ফাতেমা) আমার ঘরে থাকার কারণে আমি তাকে (সে বিষয় সম্পর্কে) জিজ্ঞাসা করতে লজ্জা বোধ করলাম। অতএব, আমি মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদকে বললাম যেন তিনি রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন। তিনি জিজ্ঞেস করলে

রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সে ব্যক্তি প্রথমে তার পুরুষাঙ্গ ধুয়ে ফেলবে, অতঃপর উযূ করবে। [ছ্বহীহ বুখারী হা/ ১৩২, ২৬৯ ও ছ্বহীহ মুসলিম হা/৩০৩]। ছ্বহীহ বুখারীতে আছে, পুরুষাঙ্গ ধুয়ে ফেলবে, অতঃপর উযূ করবে। [ছ্বহীহ বুখারী হা/ ২৬৯] ছ্বহীহ মুসলিমে আছে, পুরুষাঙ্গ ধুয়ে ফেলবে, অতঃপর উযূ করবে। [ছ্বহীহ মুসলিম হা/৩০৩]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মযী অপবিত্র বস্তু। এটা উযূ ভঙ্গের অন্যতম একটি কারণ। পূর্ণ লিঙ্গ ধুয়ে ফেলা ওয়াজিব। আবার কোনো কোনো হাদীছে নারীর লজ্জা স্থান ধুয়ে ফেলতে হবে। নাপাকির মত সর্ব শরীর ধুয়ে ফেলা আবশ্যক নয়। পেশাবের মত পাথর কিংবা ঢিলা কুলুখ দ্বারা ইস্তিনজা করে মযী দূর করলেই যথেষ্ট হবে না বরং তা পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে।

٢٤. عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ الْمَازِنِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: «شُكِيَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ: لَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا، أَوْ يَجِدَ رِيحًا».

২৪. আব্বাদ ইবনে তামীম হতে বর্ণিত, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ ইবনে আসেম আল মাযিনী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেন যে, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এ মর্মে অভিযোগ করা হলো যে, যদি ছ্বলাতে কোনো মানুষের সন্দেহ হয় যে, (তার পেটের মধ্য হতে কিছু বের হয়েছে কি না? এক্ষেত্রে সে কি মাসজিদ হতে বের হবে? নাকি হবে না?) উত্তরে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, (তার পেটের মধ্য হতে কিছু বের হয়েছে ভেবে) সে মাসজিদ হতে বের হবে না, যে পর্যন্ত সে বায়ু বের হবার শব্দ শুনতে না পাবে অথবা বায়ুর গন্ধ না পাবে। [ছ্বহীহ বুখারী হা/১৩৭ ও মুসলিম হা/৩৬১]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

অপবিত্রতার ব্যাপারে শুধু সন্দেহ করলে ছ্বলাত এবং উযূ বাতিল হবে না। স্পষ্ট কোনো কারণ ছাড়া ছ্বলাত থেকে প্রত্যাবর্তন করা হারাম। পায়ুপথ দিয়ে বায়ু নির্গত হওয়া উযূ ভঙ্গের অন্যতম একটি কারণ, চাই তাতে শব্দ হোক অথবা শব্দ না হোক।

উযূ ভঙ্গের কারণগুলো হলো:

১। দু'রাস্তা দিয়ে কোনো কিছু নির্গত হওয়া: পেশাব, পায়খানা, বায়ু, মনি (বীর্য), ওদি (পেশাব বা পায়খানা করার সময় পূরুষাঙ্গ দিয়ে যে তরল পদার্থ নির্গত হয়) ও মযি (কাম উত্তেজনাবশত পূরুষাঙ্গ দিয়ে যে তরল পদার্থ নির্গত হয়) ইত্যাদি নির্গত হলে।

২। গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন ব্যক্তি, যার কোন অনুভূতি নেই।

৩। নেশাগ্রস্ত, জ্ঞানশূন্য কিংবা পাগল হওয়ার ফলে আকল (বিবেক-বুদ্ধি) নষ্ট হলে।

৪। কোন আবরণ ছাড়া লজ্জাস্থান স্পর্শ করা, চাই তা কাম প্রবৃত্তিসহ হোক বা না হোক।

৫। উটের গোশত খেলে। [ছ্বহীহ ফিক্বহুস সুন্নাহ]

২৫. عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ الأَسَدِيَّةِ رَضِيَ اللهُ عَنْها: «أَنَّهَا أَتَتْ بِابْنٍ لَهَا صَغِيرٍ لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجْلَسَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حِجْرِهِ، فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ عَلَى ثَوْبِهِ، وَلَمْ يَغْسِلْهُ».

عَنْ عَائِشَةَ – أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللهُ عَنْها قَالَتْ: «أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَبِيٍّ فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَأَتْبَعَهُ إِيَّاهُ».

وَلِمُسْلِمٍ: «فَأَتْبَعَهُ بَوْلَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ».

২৫. উম্মু কায়েস বিনতু মিহছান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, একদিন তিনি তার এমন এক ছোট ছেলেকে নিয়ে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হলেন যে শিশু এখনো খাবার খেতে শিখেনি। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে আপন কোলে বসালেন। শিশুটি তার কোলে প্রস্রাব করে দিল। তিনি পানি আনালেন এবং প্রস্রাবের ওপর পানি ছিটিয়ে দিলেন। আর ধুলেন না। [ছ্বহীহ বুখারী হা/২২৩ ও মুসলিম হা/২৮৭]

আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর একটি বর্ণনায় রয়েছে, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে একদা একটি বালক সন্তানকে আনা হলো, শিশুটি তার কোলে পেশাব করে দিলো। অতঃপর তিনি পানি আনতে বললেন এবং সেই পানি উক্ত পেশাবের ওপর ছিটিয়ে দিলেন। [ছ্বহীহ বুখারী হা/২২২] আর মুসলিম এর একটি বর্ণনায় রয়েছে, তিনি সেই পেশাবে পানি ছিটিয়ে দিলেন আর তার কাপড় ধুলেন না। [ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৮৬]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ছ্বহীহ হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, শিশু পুত্র সন্তান হলে পানি ছিটিয়ে দিতে হবে এবং মেয়ে সন্তান হলে ধুয়ে ফেলতে হবে।

٢٦. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: «جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِي طَائِفَةِ الْمَسْجِدِ، فَزَجَرَهُ النَّاسُ، فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا قَضَى بَوْلَهُ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَنُوبٍ مِنْ مَاءٍ فَأُهْرِيقَ عَلَيْهِ».

২৬. আনাস ইবনে মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা একজন গ্রাম্যলোক এসে মাসজিদে (নব্বীর) এক ধারে পেশাব করতে লাগলে, লোকেরা তাকে ধমক দিতে লাগলো। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকটিকে ধমক দিতে নিষেধ করলেন। সেই ব্যক্তির পেশাব করা শেষ হলে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদেশ অনুযায়ী সেই পেশাবের ওপর এক বালতি পানি ঢেলে দেয়া হলো। [ছ্বহীহ বুখারী হা/২২১ ও মুসলিম হা/২৮৪-২৮৫]

٢٧. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «الفِطْرَةُ خَمْسٌ: الخِتَانُ، وَالِاسْتِحْدَادُ، وَقَصُّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ، وَنَتْفُ الإِبْطِ».

২৭. আবু হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন: ফিতরাত তথা ইসলামী স্বভাব প্রকৃতি পাঁচটি : খাতনা করা, ক্ষুর দ্বারা

নাভীর নিচের লোম পরিষ্কার করা, গোঁফ কাটা, নখ কাটা, বগলের নিচের লোম উপড়ে ফেলা। [ছ্বহীহ বুখারী হা/৫৮৮৯ ও মুসলিম হা/২৫৭]

৫. بَاب الغُسْل مِنَ الجنَابة

অধ্যায়: ৫-শারীরিক অপবিত্রতা (জানাবাত) হতে গোসল করার পদ্ধতি

২৮. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِيَهُ فِي بَعْضِ طُرُقِ المَدِينَةِ وَهُوَ جُنُبٌ، فَانْخَنَسْتُ مِنْهُ، فَذَهَبْتُ فَاغْتَسَلْتُ ثُمَّ جِئْتُ، فَقَالَ: أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: كُنْتُ جُنُبًا فَكَرِهْتُ أَنْ أُجَالِسَكَ وَأَنَا عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ، فَقَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ! إِنَّ المُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ».

২৮. আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে মদীনার কোনো এক রাস্তায় তার সাক্ষাত হয়। এমতাবস্থায় তিনি (আবু হুরায়রাহ) অপবিত্র ছিলেন। তিনি বলেন, আমি (অপবিত্রতার কারণে) সরে পড়লাম। অতঃপর আমি গোসল করতে গেলাম, অতঃপর (গোসল শেষে) আমি তার নিকট আসলাম। তখন তিনি বললেন: হে আবূ হুরায়রা, তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে? আবু হুরায়রাহ বললেন: আমি অপবিত্র ছিলাম। সেজন্যে আমি পবিত্রতা অর্জন না করে আপনার নিকট বসা অপছন্দ করলাম। অতঃপর তিনি বললেন: সুবহানাল্লাহ! মুমিন কখনো অপবিত্র হয় না। [ছ্বহীহ বুখারী হা/২৮৩ ও মুসলিম হা/৩৭১]

২৯. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الجْنَابَةِ غَسَلَ يَدَيْهِ، ثُمَّ وَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ اغْتَسَلَ، ثُمَّ يُخَلِّلُ بِيَدَيْهِ شَعَرَهُ، حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ أَرْوَى بَشَرَتَهُ؛ أَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ».

وَكَانَتْ تَقُولُ: «كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ؛ نَغْتَرِفُ مِنْهُ جَمِيعًا»

২৯. আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নাপাকির গোসল করতেন, তখন তিনি তার দু'হাত (কবজি পর্যন্ত) ধৌত করতেন। অতঃপর তিনি ছ্বলাতের উযূর ন্যায় উযূ করতেন। এরপর তিনি তার দু'হাত দিয়ে তার চুল খিলাল করতেন। অবশেষে যখন তিনি ধারণা করতেন যে, তার চামড়া সিক্ত হয়েছে তখন তিনি তার ওপর তিনবার পানি বয়ে দিতেন এবং সম্পূর্ণ শরীর ধুয়ে ফেলতেন। [ছ্বহীহ বুখারী হা/২৭২ ও মুসলিম হা/৩১৬]

আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) আরো বলেন, আমি এবং আল্লাহর রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একই পাত্র হতে এক সাথে গোসল করতাম। পাত্র হতে আমরা উভয়ে একই সাথে অঞ্জুলি ভরে পানি উঠিয়ে নিতাম। [ছ্বহীহ বুখারী হা/২৭৩ ও মুসলিম হা/৩২১]

٣٠. عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا– زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – أَنَّهَا قَالَتْ: « وَضَعْتُ لِرَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضُوءَ الْجَنَابَةِ، فَأَكْفَأَ بِيَمِينِهِ عَلَى يَسَارِهِ مَرَّتَيْنِ – أَوْ ثَلَاثًا –، ثُمَّ غَسَلَ فَرْجَهُ، ثُمَّ ضَرَبَ يَدَهُ بِالأَرْضِ – أَوِ الْحَائِطِ – مَرَّتَيْنِ – أَوْ ثَلَاثًا –، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ، ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدَهُ، ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ، فَأَتَيْتُهُ بِخِرْقَةٍ فَلَمْ يُرِدْهَا فَجَعَلَ يَنْفُضُ الْمَاءَ بِيَدِهِ».

৩০. রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর স্ত্রী মাইমুনা বিনতে হারেছ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাপাকির গোসলের জন্য পানি রেখে দিলাম। প্রথমে তিনি তার দুই হাতের ডান হাত দ্বারা বাম হাতের ওপর দুইবার কিংবা তিনবার পানি ঢাললেন। তারপর তিনি তার লজ্জাস্থান ধৌত করলেন। তারপর তিনি তার হাত মাটিতে কিংবা দেয়ালে দুইবার অথবা তিনবার মারলেন, তারপর তিনি কুলি করলেন ও নাকে পানি দিলেন। এরপর

তিনি তার মুখমণ্ডল ও দুই হাতের কনুই পর্যন্ত ধৌত করলেন। তারপর তিনি তার মাথায় পানি ঢেলে দিলেন ও পূর্ণ শরীর ধুয়ে ফেললেন। তারপর তিনি (পূর্বস্থান হতে কিছুটা) সরে গিয়ে তার দুই পা ধৌত করলেন। অতঃপর আমি (পানি মুছে ফেলার জন্য) একটি কাপড় নিয়ে তার নিকট আসলাম। কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করলেন না। অতঃপর তিনি তার হস্তদ্বয় দিয়ে পানি ঝাড়তে শুরু করলেন। [ছ্বহীহ বুখারী হা/২৫৭, ২৭৪ ও মুসলিম হা/৩১৭]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

১. গোসলের পূর্বে উযূ করা মুস্তাহাব।

২. গোসলের পূর্বে উযূ করলে পরিপূর্ণ উযূ করবে নাকি দু'পা পরে ধৌত করবে? ইচ্ছে করলে পরিপূর্ণ উযূ করবে, আর ইচ্ছে করলে দু'পা পরে ধৌত করবে। ছ্বলাতের জন্য এ উযূই যথেষ্ট।

৩. উযূ ও গোসলের পর অঙ্গ-প্রতঙ্গ মুছে ফেলা জায়েয।

৪. গোসলের পদ্ধতি:

১। গোসলের নিয়্যাত করা

২। বিসমিল্লাহ বলা

৩। পাত্রে হাত প্রবেশের পূর্বেই দু'হাত ৩ বার ধৌত করা।

৪। বাম হাত দ্বারা গুপ্তাঙ্গ এবং তাতে যে ময়লা লেগে আছে তা ধৌত করবে। গুপ্তাঙ্গ ধৌত করার পর সাবান বা এ জাতীয় কিছু, যেমন মাটি ইত্যাদি দ্বারা হাত পরিষ্কার করবে।

৫। ছ্বলাতের উযূর ন্যায় পূর্ণাঙ্গভাবে উযূ করবে

৬। মাথার উপর ৩ বার পানি প্রবাহিত করবে, যেন চুলের গোঁড়ায় পানি পোঁছে যায়।

৭। প্রথমে মাথার ডান পাশ এবং পরে বাম পাশ ধুয়ে ফেলবে। সঙ্গে সঙ্গে মাথার চুলগুলো খিলাল করবে।

৮। সারা শরীরে পানি ঢালবে, প্রথমে ডান দিকে ও পরে বাম দিকে। [ছ্বহীহ ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১৭২, মিসকুল খিতাম]

৩১. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: «يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَيَرْقُدُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟ قَالَ: نَعَمْ؛ إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْقُدْ».

৩১. আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, উমার ইবনে খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, হে আল্লাহর রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আমাদের কেউ কি নাপাক অবস্থায় ঘুমিয়ে থাকতে পারে কি? উত্তরে তিনি বললেন, হ্যাঁ। যখন তোমাদের কেউ উযূ করবে তখন ঘুমাতে পারে। [ছ্বহীহ বুখারী হা/২৮৭ ও মুসলিম হা/৩০৬]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

অপবিত্র ব্যক্তির গোসল না করে উযূ করে ঘুমিয়ে থাকা জায়েয।

৩২. عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا – زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَالَتْ: «جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ – امْرَأَةُ أَبِي طَلْحَةَ – إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ؛ هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا هِيَ احْتَلَمَتْ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَعَمْ؛ إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ».

৩২. নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী উম্মু সালামা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবু ত্বলহার স্ত্রী উম্মু সুলাইম রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহর রসূল, আল্লাহ তা'আলা হক কথা প্রকাশ করতে লজ্জাবোধ করেন না। মহিলাদের স্বপ্নদোষ হলে কি গোসল করতে হবে? রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ। যখন সে বীর্য দেখতে পাবে। [ছ্বহীহ বুখারী হা/২৮২ ও মুসলিম হা/৩১৩]

৩৩. عَنْ عَائِشَةَ رَضيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: «كُنْتُ أَغْسِلُ الْجَنَابَةَ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ وَإِنَّ بُقَعَ الْمَاءِ فِي ثَوْبِهِ».

وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ: «لَقَدْ كُنْتُ أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرْكًا، فَيُصَلِّي فِيهِ».

৩৩. আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাপড় হতে বীর্য ধুয়ে ফেলতাম। এরপর তিনি ঐ কাপড় পরিধান করেই ছ্বলাত আদায় করতে চলে যেতেন। অথচ ধোয়ার চিহ্ন আমি তার কাপড়ের মধ্যে দেখতে পেতাম। [ছ্বহীহ বুখারী হা/২২৯ ও মুসলিম হা/২৮৯]

ছ্বহীহ মুসলিমের অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাপড় হতে আমি বীর্যকে ভালোভাবে ঘষে উঠিয়ে ফেলতাম। অতঃপর তিনি ঐ কাপড় পরিধান করেই ছ্বলাত আদায় করতেন। [ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৮৮]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

বীর্য পাক ও পবিত্র। সুতরাং তা কাপড়, শরীর ও প্রভৃতি হতে ধুয়ে ফেলা আবশ্যক নয়। কাপড় ও শরীর হতে বীর্য ধুয়ে ফেলা মুস্তাহাব। সুতরাং ভিজা হলে ধুয়ে ফেলবে। আর শুকনো হলে ঘষে উঠিয়ে ফেলবে।

٣٤. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ، ثُمَّ جَهَدَهَا؛ فَقَدْ وَجَبَ الغَسْلُ». وَفِي لَفْظٍ: «وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ».

৩৪. আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ স্ত্রীর চার শাখার (দুই হাত ও দুই পায়ের) সম্মুখে বসে এবং (সঙ্গমে রত হয়ে বীর্যপাতের জন্য) প্রচেষ্টা করে, তখন তাদের ওপর গোসল ফরয হয়। [ছ্বহীহ বুখারী হা/২৯১ ও মুসলিম হা/৩৪৮] অন্য বর্ণনায় আছে, যদিও সে বীর্যপাত না করে। [ছ্বহীহ মুসলিম হা/৩৪৮]

٣٥. عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أَنَّهُ كَانَ هُوَ وَأَبُوهُ عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، وَعِنْدَهُ قَوْمٌ، فَسَأَلُوهُ عَن

الْغُسْلِ؟ فَقَالَ: يَكْفِيكَ صَاعٌ، فَقَالَ رَجُلٌ: مَا يَكْفِينِي. فَقَال جَابِرٌ: كَانَ يَكْفِي مَنْ هُوَ أَوْفَرُ مِنْكَ شَعْرًا، وَخَيرٌ مِنْكَ– يُرِيدُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – ثُمَّ أَمَّنَا فِي ثوْبٍ. وَفِي لَفْظٍ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفْرِغُ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا». قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ : الرَّجُلُ الَّذِي قَالَ «مَا يَكْفِينِي»: هُوَ الحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ؛ أَبُوهُ: مُحَمَّدُ ابْنُ الحَنَفِيَّةِ.

৩৫. আবূ জা'ফর মুহাম্মাদ ইবনে আলী ইবনে হুসাঈন ইবনে আলী ইবনে আবী ত্বলিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি এবং তার পিতা জাবির ইবনে আব্দিল্লাহর নিকট ছিলেন। এমতাবস্থায় তার নিকট একদল লোক ছিল। তারা জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে গোসল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। তিনি বললেন: এক ছা' পানিই তোমার জন্য যথেষ্ট। এরপর এক লোক বলল, আমার জন্য এক ছা' যথেষ্ট হবে না। জাবের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, তোমার চেয়েও যার চুল বেশি ছিল ও তোমার চেয়েও যিনি শ্রেষ্ঠ (রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার জন্য এতটুকু পানিই যথেষ্ট ছিল। এরপর একটি কাপড়ে তিনি আমাদের ইমামতি করলেন। [ছ্বহীহ বুখারী হা/২৫২ ও মুসলিম হা/৩২৯], অন্য একটি শব্দে বর্ণিত রয়েছে, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের মাথায় তিনবার পানি ঢেলে দিতেন। [ছ্বহীহ বুখারী হা/২৫৫ ও মুসলিম হা/৩২৮]

মুছান্নিফ রহি: বলেন: যে লোকটি বলেছিল এতটুকু পরিমাণ পানি আমার যথেষ্ট হবে না। সে ছিল হাসান ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু), তার পিতা হলেন মুহাম্মাদ ইবনে হানাফীয়্যাহ।

٦. بَابُ التَّيَمُّمِ

অধ্যায়: ৬-তায়াম্মুম

পানি না থাকলে কিংবা পানি ব্যবহারে অক্ষম হলে মুখমণ্ডল এবং দুই হাত পবিত্র মাটি জাতীয় কোনো কিছুর দ্বারা মাসাহ করার নাম তায়াম্মুম।

٣٦. عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا مُعْتَزِلًا لَمْ يُصَلِّ فِي الْقَوْمِ، فَقَالَ: يَا فُلَانُ! مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ فِي الْقَوْمِ؟ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ، وَلَا مَاءَ؛ فَقَالَ: عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ؛ فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ».

৩৬. ইমরান ইবনে হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনৈক ব্যক্তিকে জামা'আতের সাথে ছ্বলাত আদায় করা হতে পৃথক অবস্থায় দেখতে পেলেন। অতঃপর রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে অমুক, জামা'আতের সাথে ছ্বলাত আদায় করতে তোমাকে কোনো জিনিস বাঁধা প্রদান করল। লোকটি বলল, হে আল্লাহর রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আমার জন্য গোসল ফরয হয়েছে অথচ পানি নেই। রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, মাটি দিয়ে তায়াম্মুম কর, মাটিই তোমার জন্য যথেষ্ট। [ছ্বহীহ বুখারী হা/৩৪৮ ও মুসলিম হা/৬৮২]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

জানাবাত (শারীরিক অপবিত্রতা) থেকে পবিত্রতা অর্জনের জন্য গোসলের স্থলাভিষিক্ত হলো তায়াম্মুম। যে ব্যক্তি পানি পাবে না কিংবা পানি ব্যবহার করতে অক্ষম, একমাত্র সে ব্যক্তির ক্ষেত্রেই তায়াম্মুম প্রযোজ্য। কেননা লোকটি পানি না থাকার ওযর পেশ করেছিল, এজন্য নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ব্যাপারে অনুমতির স্বীকৃতি প্রদান করে ছিলেন।

٣٧. عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: «بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَاجَةٍ فَأَجْنَبْتُ، فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ، فَتَمَرَّغْتُ فِي الصَّعِيدِ كَمَا تَمَرَّغُ الدَّابَّةُ، ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ بِيَدَيْكَ هَكَذَا، ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ الْأَرْضَ ضَرْبَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ مَسَحَ الشِّمَالَ عَلَى الْيَمِينِ، وَظَاهِرَ كَفَّيْهِ وَوَجْهَهُ».

৩৭. আম্মার ইবনে ইয়াসির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, একদা রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে কোনো এক প্রয়োজনে সফরে পাঠিয়েছিলেন। এরপর আমি নাপাক হয়ে যাই। কিন্তু কোনো পানি

পেলাম না। অতঃপর আমি মাটিতে গড়াগড়ি করলাম যেমন চতুস্পদ জীব জন্তু মাটিতে গড়াগড়ি করে। এরপর আমি নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আসলাম এবং ঘটনাটি তার কাছে বর্ণনা করলাম। তিনি বললেন, তোমার জন্য এরূপ করাই যথেষ্ট ছিল। এই বলে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন হাত মাটির ওপর একবার মারলেন। অতঃপর বাম হাতকে ডান হাতের ওপর মাসাহ করলেন। এভাবে উভয় হাতের পিঠ কব্জি পর্যন্ত ও মুখমণ্ডল মাসাহ করলেন। [ছ্বহীহ বুখারী হা/৩৪৭ ও মুসলিম হা/৩৬৮]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

১. পানি পাওয়া না গেলে অথবা পানি ব্যবহারে ক্ষতির আশঙ্কা হলে উযূ ও গোসলের বিকল্প হিসেবে তায়াম্মুম করতে হয়। সাধারণভাবে পৃথিবীর উপরিভাগের মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করা বৈধ। যেমনঃ কঙ্কর, পাহাড়, বালু ও মাটি ইত্যাদি।

২. জানাবতের কারণে গোসলের পরিবর্তে তায়াম্মুম করা যায়। তবে তায়াম্মুমের পূর্বে পানি সন্ধান করা আবশ্যক।

৩. তায়াম্মুমের পদ্ধতিঃ

১. নিয়্যাত করা

২. বিসমিল্লাহ বলা

৩. প্রথমে পবিত্র মাটির উপর একবার দু'হাত মারবে, তারপর দু'হাতে ফুঁ দিবে।

৪. এরপর প্রথমে মুখমণ্ডল মাসাহ করবে

৫. তারপর দু'হাতের কব্জি পর্যন্ত মাসাহ (প্রথমে বাম হাতের তালু দ্বারা ডান হাতের পিঠ, পরে ডান হাতের তালু দ্বারা বাম হাতের পিঠ) করবে।

৬. দুই হাত আগে ও মুখমণ্ডল পরে মাসাহ করাও জায়েয। [মিসকুল খিতাম ১/২৩১]

٣٨. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الأَنْبِيَاءِ قَبْلِي: نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ، وَأُحِلَّتْ لِي الْمَغَانِمُ، وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً، وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً».

৩৮. জাবির ইবনে আব্দিল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমাকে পাঁচটি বিশেষ বিষয় দান করা হয়েছে যেগুলি আমার আগে কাউকে দেওয়া হয়নি।

[১] আমাকে শত্রুর বিরুদ্ধে এমন প্রভাব দিয়ে সাহায্য করা হয়েছে যে, শত্রুরা একমাসের দূরুত্ব থেকে আমাকে ভয় করে।

[২] পুরো পৃথিবী আমার জন্যে পবিত্র ও ছ্বলাত আদায়ের উপযোগী করা হয়েছে। ফলে যার যেখানে ছ্বলাত পড়ার সময় হবে, সে তখন সেখানেই ছ্বলাত আদায় করে নিবে।

[৩] গণীমত আমার জন্য বৈধ করা হয়েছে। আমার পূর্বে আর কোনো নবীর উম্মতের জন্য বৈধ করা হয়নি।

[৪] শাফা'আত (পাপীদের জন্য) বা সুপারিশের অধিকার প্রাপ্ত হয়েছি এবং

[৫] প্রত্যেক নাবী ও রাসূল কে তার কওমের কাছে নির্দিষ্ট করে প্রেরণ করা হয়েছে। আর আমাকে কোনো গোত্র বা অঞ্চল বিশেষের জন্য নাবী না করে সমস্ত বিশ্বের জন্য নাবী করে প্রেরণ করা হয়েছে। [ছ্বহীহ বুখারী হা/৩৩৫ ও মুসলিম হা/৫২১]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আমাদের নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সকল নাবীগণের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করা হয়েছে এবং তার উম্মতকে অন্যান্য সকল নাবীর উম্মতের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করা হয়েছে।

৭. بَابُ الحَيْضِ

অধ্যায়: ৭-হায়েয (ঋতুস্রাব) এর বিবরণ

৩৯. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا: «أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ: سَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: إِنِّي أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ؟ قَالَ: لَا؛ إِنَّ ذَلِكِ عِرْقٌ، وَلَكِنْ دَعِي الصَّلَاةَ قَدْرَ الأَيَّامِ الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا، ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي».

وَفِي رِوَايَةٍ: «وَلَيْسَتْ بِالحَيْضَةِ؛ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الحَيْضَةُ: فَاتْرُكِي الصَّلَاةَ، فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا: فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي».

৩৯. আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ফাতিমা বিনতে আবী হুবাইশ আল্লাহর রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন আমি ইস্তিহাযা (প্রদর) রোগে আক্রান্ত হই। ফলে আমি পবিত্রতা অর্জন করতে পারি না। আমি কি ছ্বলাত আদায় করা হতে বিরত থাকব? উত্তরে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, না, এটি হায়েয নয়; বরং একটি শিরা থেকে বের হওয়া রক্ত। বরং যে কয়েকদিন তোমার হায়েয তথা ঋতু হবে সেই কয়েকদিন তুমি ছ্বলাত আদায় করা হতে বিরত থাকবে। এরপর তুমি গোসল করে ছ্বলাত আদায় করবে। [ছ্বহীহ বুখারী হা/৩২৫ ও মুসলিম হা/৩৩৩]

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, এটা হায়েয নয়। অতএব যখন তোমার হায়েয হবে তখন তুমি ছ্বলাত আদায় করা হতে বিরত থাকবে। এরপর এটার সময় চলে গেলে তুমি তোমার হায়েযের রক্ত ধুয়ে ফেলে পবিত্র হবে ও ছ্বলাত আদায় করবে। [ছ্বহীহ বুখারী হা/৩০৬ ও মুসলিম হা/৩৩৩]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

১. মহিলাদের লজ্জাস্থান হতে স্বভাবগতভাবে নির্গত রক্ত ৩ প্রকার। যথা: হায়েযের রক্ত, নিফাসের রক্ত, ইস্তিহাযার রক্ত।

২. হায়েযের রক্ত ছ্বলাতের জন্য প্রতিবন্ধক। এর কারণে ছ্বলাত আদায় করতেও হবে না ও কাযাও আদায় করতে হবে না।

৩. হায়য ও নিফাস অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজসমূহ:

১. ছ্বলাত আদায় করা

২. ছ্বিয়াম পালন করা

৩. সহবাস করা ও

৪. কাবা ঘর ত্বওয়াফ করা। [ছ্বহীহ ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২০৯]

৪. হায়য অবস্থায় যেসব কাজ বৈধ:

১। আল্লাহর যিকির ও কুরআন পাঠ করা

২। সিজদার আয়াত শ্রবণে সিজদা করা

৩। ঋতুবতী মহিলার কোলে মাথা রেখে পুরুষের কুরআন তিলাওয়াত

৪। দু'ঈদের ছ্বলাতে উপস্থিত হওয়া

৫। ঋতুবতী মহিলার সাথে স্বামীর আহার ও পানাহার

৬। ঋতুবতী মহিলার স্বামীর খেদমত করা

৭। ঋতুবতী মহিলার স্বামীর সাথে একই লেপের মধ্যে ঘুমানো। [ছ্বহীহ ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২১৩]

٤٠. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: «أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا اُسْتُحِيضَتْ سَبْعَ سِنِينَ، فَسَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ؟ فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ؛ فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ».

৪০. আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, উম্মে হাবীবাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) দীর্ঘ সাত বছর ধরে ইস্তেহাযা রোগে আক্রান্ত ছিলেন। এজন্য তিনি রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে গোসল করতে বলেন। এরপর তিনি প্রত্যেক ছ্বলাতের জন্য গোসল করতেন। [ছ্বহীহ বুখারী হা/৩২৭ ও মুসলিম হা/৩৩৪]

٤١. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن إِنَاءٍ وَاحِدٍ، كِلَانَا جُنُبٌ .فَكَانَ يَأْمُرُنِي فَأَتَّزِرُ فَيُبَاشِرُنِي وَأَنَا حَائِضٌ. وَكَانَ يُخْرِجُ رَأْسَهُ إِلَيَّ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فَأَغْسِلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ.

৪১. আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমি ও রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উভয়ে অপিবত্র থাকাবস্থায় একই সাথে একই পাত্র হতে নাপাকির গোসল করতাম। [ছ্বহীহ বুখারী হা/২৯৯ ও মুসলিম হা/৩২১] আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, তিনি আমাকে নির্দেশ দিলে আমি শরীরের নিচের দিকে ভালোভাবে কাপড় পরে নিতাম। তারপর আমার হায়েয অবস্থায় তিনি আমার সাথে মেলামেশা করতেন। [ছ্বহীহ বুখারী হা/৩০০ ও মুসলিম হা/২৯৩] আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) আরো বলেন, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ই'তিকাফ করাকালীন সময়ে তার মাথা বের করে দিতেন আর ঋতুবতী থাকাবস্থায় আমি তার মাথা ধুয়ে দিতাম। [ছ্বহীহ বুখারী হা/৩০১ ও মুসলিম হা/২৯৭]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

১. হায়েযের সময় স্ত্রী সহবাস করা হারাম।

২. তবে হায়েযের সময় স্ত্রী সহবাস করলে কাফফারা হলো হায়েযের প্রথমে হলে এক দিনার ও হায়েযের শেষের দিকে হলে অর্ধদিনার ছ্বদাকা করতে হয়। আলবানী বলেন, মাওকুফ হিসাবে ছ্বহীহ, আবুদাউদ হা/২৫৬।

২. সহবাস কিংবা মিলন ব্যতীত ঋতুবতী মহিলার সাথে প্রেমালিঙ্গন করা বৈধ। তার শরীর পবিত্র। হায়েযের কারণে স্বামীর শরীরে অপবিত্রতা প্রবেশ করবে না।

৩. ঋতুবতী মহিলার জন্য মাসজিদে প্রবেশ করা নিষিদ্ধ।

٤٢. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَّكِئُ فِي حِجْرِي وَأَنَا حَائِضٌ فَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ.

৪২. আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ঋতুবতী থাকাবস্থায় রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কোলে হেলান

দিয়ে কুরআন তিলাওয়াত করতেন। [ছ্বহীহ বুখারী হা/২৯৭ ও মুসলিম হা/৩০১]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ঋতুবতী মহিলার কোলে হেলান দিয়ে কিংবা মাথা রেখে কুরআন তিলাওয়াত করা জায়েয।

٤٣. عَنْ مُعَاذَةَ قَالَتْ: «سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا فَقُلْتُ: مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ؟ فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ فَقُلْتُ: لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ، وَلَكِنِّي أَسْأَلُ، قَالَتْ: كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ».

৪৩. মুআ'যা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কে এ মর্মে জিজ্ঞাসা করলাম যে, ঋতুবতী মহিলারা ছ্বিয়াম কাযা করে অথচ ছ্বলাত কাযা করে না, এটি কেমন কথা? উত্তরে তিনি বললেন, তুমি কি হারুরিয়া? আমি বললাম, আমি হারুরীয়াহ নই। বরং আমি জিজ্ঞাসা করছি। তখন তিনি বললেন, আমাদেরও এরকম হায়েয হতো। তখন আমাদের কে ছ্বিয়াম কাযা আদায় করার নির্দেশ দেয়া হতো। কিন্তু ছ্বলাত কাযা করার নির্দেশ দেয়া হতো না। [ছ্বহীহ বুখারী হা/৩২১ ও মুসলিম হা/৩৩৫]

٢–كِتَابُ الصَّلَاةِ

পর্ব-২: ছ্বলাত

ছ্বলাতের শারঈ অর্থ: নিয়্যাত করাসহ এমন কতিপয় কথা ও কাজের নাম ছ্বলাত, যা তাকবীরে তাহরীমার দ্বারা শুরু হয় এবং সালাম দ্বারা শেষ হয়। আর পাঁচ ওয়াক্ত ছ্বলাত ইসলামের একটি বিশেষ রুকন। বরং এটা দুই শাহাদাতের পর সবচেয়ে বড় রুকন। এটা কুরআন, সুন্নাহ এবং ইজমা' দ্বারা প্রমাণিত যে এগুলোকে অস্বীকার করবে সে কাফির হবে।

٨–بَابُ المَوَاقِيتِ

অধ্যায়: ৮- ছ্বলাতের ওয়াক্ত বা সময়সমূহ

المواقيت শব্দটি " **ميقات** " এর বহুবচন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: সে সব সময় ফরয ছ্বলাত ও অন্যান্য ছ্বলাতের জন্য নির্ধারিত ও নির্দিষ্ট। ছ্বলাতের নির্ধারিত সময় হওয়া ছ্বলাতের শর্ত সমূহের দ্বিতীয় শর্ত।

٤٤. عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ وَاسْمُهُ: سَعْدُ بْنُ إِيَاسٍ – قَالَ: حَدَّثَنِي صَاحِبُ هَذِهِ الدَّارِ – وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى دَارِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ – قَالَ: (سَأَلْتُ النَّبِيَّ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –: أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ؟ قَالَ: الصَّلاةُ عَلَى وَقْتِهَا. قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: بِرُّ الْوَالِدَيْنِ، قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي بِهِنَّ رَسُولُ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وَلَوِ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِي) .

৪৪. আবূ আমর আশ শায়বানী যার নাম সা'দ ইবনে ইয়াস হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাকে এই বাড়ির মালিক হাদীছ বর্ণনা করেছেন। এরপর তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর ঘরের দিকে ইশারা করলেন। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলাম। আল্লাহ তা'আলার নিকট কোনো আমল অধিকতর প্রিয়? তিনি বললেন সময়মত ছ্বলাত আদায় করা। এরপর আমি বললাম, তারপর কোনটি? উত্তরে তিনি বললেন: পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা। আমি আবার বললাম, তারপর কোনটি? তিনি বললেন, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এগুলো বলেছেন। আমি যদি আরো বেশি বলতাম তিনি আমাকে আরো উত্তর দিতেন। [ছ্বহীহ বুখারী হা/৫২৭, ২৭৮২, ৭৫৩৪ ও মুসলিম হা/৮৫]

٤٥. عن عَائشَةَ قالت: لقَدْ كَانَ النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصلَي الْفجر فَتَشْهَد مَعَهُ نسَاء من الْمُؤْمنَات متَلَفعاتٍ بِمُروطِهِن، ثُمَّ يرجعن إِلَى بُيُوتِهِنَّ مَا يَعْرِفُهُنَّ أحَدٌ من الْغَلَسِ.

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: «لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الفَجْرَ، فَيَشْهَدُ مَعَهُ نِسَاءٌ مِنَ المُؤْمِنَاتِ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ، ثُمَّ يَرْجِعْنَ إِلَى بُيُوتِهِنَّ مَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الغَلَسِ».

قَالَ: المُرُوطُ: أَكْسِيَةٌ مُعْلَمَةٌ تَكُونُ مِنْ خَزٍّ، وَتَكُونُ مِنْ صُوفٍ.

وَمُتَلَفِّعَاتٌ: مُلْتَحِفَاتٌ.

وَالغَلَسُ: اخْتِلَاطُ ضِيَاءِ الصُّبْحِ بِظُلْمَةِ اللَّيْلِ.

৪৫. আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন সময়ে ফজরের ছ্বলাত পড়তেন। এ সময় মুমিনা মহিলাগণ নিজেদের চাদর মুড়ি দিয়ে মাসজিদে ছ্বলাতে উপস্থিত হতেন। এরপর ছ্বলাত শেষে তারা নিজেদের (ঘরে) ফিরে যেতেন। অন্ধকারের জন্য তাদেরকে কেউ চিনতে পারতো না। [ছ্বহীহ বুখারী হা/৩৭২ ও মুসলিম হা/৬৪৫]

বর্ণনাকারী বলেন: المروط অর্থ চাদর অর্থাৎ রেশমের নকশা করা চাদর। আবার পশম দ্বারা তৈরী করা চাদররে বুঝায়। আর "ومتلفعات" অর্থ মুড়ি দেয়া, চাদও দিয়ে শরীর ঢাকা। আর "الغلس" অর্থ রাতের অন্ধকারের সাথে ভোরের আলো মিশ্রিত হওয়া।

٤٦. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلَمَ يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ، وَالعَصْرَ وَالشَّمْسُ نَقِيَّةٌ، وَالمَغْرِبَ إِذَا وَجَبَتْ، وَالعِشَاءَ أَحْيَانًا وَأَحْيَانًا، إِذَا رَآهُمْ اجْتَمَعُوا عَجَّلَ، وَإِذَا رَآهُمْ أَبْطَؤُوا أَخَّرَ، وَالصُّبْحَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلَمَ يُصَلِّيهَا بِغَلَسٍ».

৪৬. জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, সূর্য ঢলে যাওয়ার পরে প্রচন্ড গরমে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুহরের ছ্বলাত আদায় করতেন। আছরের ছ্বলাত আদায় করতেন যখন সূর্য দীপ্তমান থাকত। আর মাগরীব ছ্বলাত আদায় করতেন, যখন সূর্য অস্ত যেত। ইশার ছ্বলাত কখনো আগেই আদায় করতেন যখন দেখতেন যে, লোকজন জমা হয়েছে। আর যখন দেখতেন যে, লোকজন মাসজিদে একত্র হতে বিলম্ব করছে, তখন তিনি ইশার ছ্বলাত বিলম্ব করেই আদায় করতেন। আর ফজরের ছ্বলাত অন্ধকার থাকতেই আদায় করতেন। [ছ্বহীহ বুখারী হা/৫৬০ ও মুসলিম হা/৬৪৬]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ইশার ছ্বলাত ব্যতীত বাকী চার ওয়াক্ত ছ্বলাত আওয়াল ওয়াক্তে আদায় করা মুস্তাহাব। আর ইশার ছ্বলাত বিলম্ব করে আদায় করা মুস্তাহাব।

٤٧. عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ سَيَّارِ بْنِ سَلَامَةَ قَالَ: «دَخَلْتُ أَنَا وَأَبِي عَلَى أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَقَالَ لَهُ أَبِي: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ؟ فَقَالَ: كَانَ يُصَلِّي الْهَجِيرَ - الَّتِي تَدْعُونَهَا الأُولَى - حِينَ تَدْحَضُ الشَّمْسُ، وَيُصَلِّي الْعَصْرَ، ثُمَّ يَرْجِعُ أَحَدُنَا إِلَى رَحْلِهِ فِي أَقْصَى الْمَدِينَةِ، وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ، وَنَسِيتُ مَا قَالَ فِي الْمَغْرِبِ، وَكَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُؤَخِّرَ مِنَ الْعِشَاءِ - الَّتِي تَدْعُونَهَا الْعَتَمَةَ، وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا، وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا، وَكَانَ يَنْفَتِلُ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ حِينَ يَعْرِفُ الرَّجُلُ جَلِيسَهُ، وَكَانَ وَيَقْرَأُ بِالسِّتِّينَ إِلَى الْمِئَةِ».

৪৭. আবূল মিনহাল সাইয়্যার ইবনে সালামা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ও আমার পিতা আবূ বারযাহ আল আসলামীর নিকট গেলাম। তাকে আমার আব্বা বললেন, রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরয ছ্বলাত কিরূপে পড়তেন? আল হাজিরা (যুহর) যাকে তোমরা প্রথম ছ্বলাত বল, এই ছ্বলাত আদায় করতেন যখন সূর্য ঢলে পড়ত এবং আছর ছ্বলাত এমন সময় আদায় করতেন যার পর আমাদের কেউ মদীনার শেষ প্রান্তে তার বাড়িতে ফিরত অথচ সূর্য তখনও পরিষ্কার থাকত। রাবী বলেন: মাগরীব সম্পর্কে কি বলেছেন, তা আমি

ভুলে গিয়েছি। আর ইশা যাকে তোমরা আতামাহ বল, এই ছ্বলাত দেরী করে আদায় করতে তিনি ভালোবাসতেন এবং ইশার ছ্বলাতের পূর্বে নিদ্রা যাওয়া ও পরে কথা বলা অপছন্দ করতেন। তিনি ফজরের ছ্বলাত এমন সময় শেষ করতেন যখন কেউ তার পাশে বসা ব্যক্তিকে চিনতে পারতো এবং এ ছ্বলাতে তিনি ষাট হতে একশত আয়াত পড়তেন। [ছ্বহীহ বুখারী হা/৫৪৭ ও মুসলিম হা/৬৪৭]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

১. যুহরের প্রথম সময় হচ্ছে, সূর্য ঢলে যাওয়ার সময়। যুহরের শেষ সময় হলো, সূর্য ঢলে যাওয়ার সময় প্রত্যেক বস্তুর মূল ছায়া ব্যতীত তার সমপরিমাণ হওয়া। [ছ্বহীহ মুসলিম হা/৬১২।]

২. প্রথম ওয়াক্তে দ্রুত যুহরের ছ্বলাত আদায় করা মুস্তাহাব। [ছ্বহীহ মুসলিম হা/৬১৮, আবূ দাউদ হা/৪০৩, ইবনে মাজাহ হা/৬৭৩।]

৩. গ্রীষ্মকালে বা অত্যধিক গরমে যুহরের ছ্বলাত বিলম্বে পড়া মুস্তাহাব। [ছ্বহীহ বুখারী হা/৯০৬, ছ্বহীহ মুসলিম হা/৬১৫।]

৪. যখন প্রত্যেক বস্তুর মূল ছায়া ব্যতীত তার সমপরিমাণ হয়, তখনই আসরের প্রথম ওয়াক্ত শুরু হয়। আসরের ছ্বলাতের উত্তম শেষ সময় হচ্ছে: প্রত্যেক বস্তুর মূল ছায়া ব্যতীত তার দ্বিগুণ ছায়া হওয়া পর্যন্ত। [ছ্বহীহঃ নাসাঈ হা/৫১৩] আর আসরের জায়েয শেষ সময় হচ্ছে, সূর্যের রং হলুদ বর্ণ না হওয়া পর্যন্ত। [ছ্বহীহ মুসলিম হা/৬১২। আর ওযর ও সমস্যার ক্ষেত্রে আসরের শেষ সময় হচ্ছে সূর্য ডোবার পূর্বে এক রাক'আত ছ্বলাত আদায় করার সময় পাওয়া পর্যন্ত। [ছ্বহীহ বুখারী হা/৫৭৯, ছ্বহীহ মুসলিম হা/৬০৮।]

৫. আসরের ছ্বলাত তাড়াতাড়ি পড়া মুস্তাহাব। [ছ্বহীহ বুখারী ৫৫০, ছ্বহীহ মুসলিম ৬২১।]

৬. মাগরিবের ছ্বলাতের প্রথম সময় হচ্ছে, যখন সূর্য পরিপূর্ণভাবে ডুবে যাবে। [মুগনী ১/৩৮১, নায়লুল আওতার ২/৫৬।] মাগরিবের শেষ সময় হচ্ছে লালিমা ডুবে যাওয়া পর্যন্ত।

৭. মাগরিবের ছ্বলাত তাড়াতাড়ি আদায় করা মুস্তাহাব। [ছ্বহীহ বুখারী হা/৫৫৯, মুসলিম হা/৬৩৭।]

৮. ইশার ছ্বলাতের প্রথম ওয়াক্ত হচ্ছে যখন লালীমা দূরীভূত হবে। আলিমগণ ইশার ছ্বলাতের শেষ সময় নিয়ে মতানৈক্য করেছেন: প্রথম মত: ইশার ছ্বলাতের শেষ সময় হচ্ছে রাতের এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত [ছ্বহীহঃ নাসাঈ

হা/৫২৬, ইবনে মাজাহ হা/৬৬৭]। দ্বিতীয় মত: ইশার শেষ সময় হচ্ছে অর্ধ রাত্রি পর্যন্ত। [ছ্বহীহ মুসলিম হা/৬১২, নাসাঈ হা/৫২২, ছ্বহীহ বুখারী হা/৫৭২]। তৃতীয় মত: ইশার ছ্বলাতের শেষ সময় হচ্ছে সুবহে সাদিক উদিত হওয়া পর্যন্ত।

৯. ইশার ছ্বলাত রাত্রির এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত দেরি করে আদায় করা মুস্তাহাব। [ছ্বহীহ: তিরমিযী হা/১৬৭, ইবনে মাজাহ হা/৬৯১]

১০. ইশার ছ্বলাতের পর কথোপকথন করা অনুচিত। [ছ্বহীহ বুখারী হা/৫৬৮, মুসলিম হা/৬৪৭।]

১১. তবে ইশার ছ্বলাতের পরে উপকারী ইলম চর্চা করা কিংবা মুসলমানদের কল্যাণমূলক কাজে ব্যস্ত থাকাতে কোনো সমস্যা নেই।

১২. ফজরের সময়: সুবহে সাদিক উদিত হওয়া থেকে ফজরের ছ্বলাতের প্রথম সময় আরম্ভ হয়। আর সূর্য উদিত হওয়া পর্যন্ত ফজরের ছ্বলাতের শেষ সময়।

১৩. ফজরের ছ্বলাত অন্ধকার থাকতে পড়া মুস্তাহাব। [ছ্বহীহ বুখারী হা/৫৭৮, মুসলিম হা/৬৪৫।]

٤٨. عَنْ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَوْمَ الْخَنْدَقِ: «مَلَأَ اللَّهُ قُبُورَهُمْ وَبُيُوتَهُمْ نَارًا؛ كَمَا شَغَلُونَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ»

وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ: «شَغَلُونَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى – صَلَاةِ الْعَصْرِ – ثُمَّ صَلَّاهَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالعِشَاءِ».

وَلَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: «حَبَسَ الْمُشْرِكُونَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاةِ العَصْرِ حَتَّى احْمَرَّتِ الشَّمْسُ أَوِ اصْفَرَّتْ؛ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: شَغَلُونَا عَنِ الصَّلَاةِ الوُسْطَى – صَلَاةِ العَصْرِ؛ مَلَأَ اللَّهُ أَجْوَافَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا – أَوْ حَشَا اللَّهُ أَجْوَافَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا».

৪৮. আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খন্দকের যুদ্ধে বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের কবর ও বাড়ি

ঘর আগুন দ্বারা পরিপূর্ণ করে দিন। কারণ তারা আমাদেরকে ছ্বলাতুল উস্তা অর্থাৎ আসরের ছ্বলাত আদায় করা থেকে বিরত রেখেছে। এমনকি এই অবস্থায় সূর্য অস্ত গিয়েছে। [ছ্বহীহ বুখারী হা/৬৩৯৬ ও মুসলিম হা/৬২৭]

ছ্বহীহ মুসলিমে রয়েছে আমাদের কে ছ্বলাতুল উস্তা অর্থাৎ আছরের ছ্বলাত আদায় করা হতে বিরত রেখেছে। এরপর সেই ছ্বলাত মাগরীব ও ইশার ছ্বলাতের মাঝামাঝি সময়ে আদায় করেন। [ছ্বহীহ মুসলিম হা/৬২৭]

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাদ্বিইয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: মুশরিকরা রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আছরের ছ্বলাত আদায় করা হতে বাধা প্রদান করে। অবশেষে সূর্য রক্তিম আকার কিংবা হলুদ আকার ধারণ করে। অতঃপর রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: তারা আমাদের কে ছ্বলাতুল উস্তা অর্থাৎ আছরের ছ্বলাত আদায় করা হতে বিরত রেখেছে। আল্লাহ তা'আলা তাদের পেটসমূহ ও কবরসমূহকে আগুন দ্বারা পরিপূর্ণ করে দিন। [ছ্বহীহ মুসলিম হা/৬২৮]

৪৭. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: «أَعْتَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعِشَاءِ، فَخَرَجَ عُمَرُ فَقَالَ: الصَّلَاةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! رَقَدَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ، فَخَرَجَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ يَقُولُ: لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي – أَوْ عَلَى النَّاسِ – لَأَمَرْتُهُمْ بِهَذِهِ الصَّلَاةِ هَذِهِ السَّاعَةِ».

৪৭. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাদ্বিইয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: একদা নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইশার ছ্বলাত আদায় করতে দেরি করলেন। অতঃপর উমার (রাদ্বিইয়াল্লাহু আনহু) বের হয়ে বললেন। হে আল্লাহর রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, ছ্বলাতের সময় হয়েছে। নারীরা এবং শিশুরা ঘুমিয়ে গিয়েছে। এরপর রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বের হয়ে আসলেন। এমতাবস্থায় তাঁর মাথা হতে টপটপ করে পানি পড়ছিল। আর তিনি বলছিলেন: আমি যদি আমার উম্মতের ওপর কিংবা জনগণের ওপর কঠিন মনে না করতাম তাহলে আমি তাদেরকে ইশার ছ্বলাত এই সময় আদায় করার আদেশ করতাম। [ছ্বহীহ বুখারী হা/৭২৩৯ ও মুসলিম হা/৬৪২]

٥٠. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَالَ: "إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ، وَحَضَرَ الْعَشَاءُ، فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ" . وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ :نَحْوُهُ.

৫০. আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। যখন ছ্বলাতের ইকামত হয় আর তখন রাতের খাবার উপস্থিত হয়, তখন তোমরা রাতের খাবার প্রথমে শুরু কর। [ছ্বহীহ বুখারী হা/৫৪৬৫ ও মুসলিম হা/৫৫৮]

ইবনু উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতেও এমনটি বর্ণিত হয়েছে। [ছ্বহীহ বুখারী হা/৬৭৩ ও মুসলিম হা/৫৫৯]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ছ্বলাতের সময় যদি খাবার ও পানীয় দ্রব্য উপস্থিত হয়, তাহলে ছ্বলাতের আগে পানাহার করবে। খাবারের প্রতি চাহিদা থাকা ব্যক্তির জন্য খাদ্য উপস্থিত হওয়া জামা'আত তরক করার একটি ওযর।

٥١. وَلِمُسْلِمٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ، وَلَا وَهُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ».

৫১. ছ্বহীহ মুসলিমে, আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত রয়েছে। তিনি বলেন: আমি রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলতেন, খাবার উপস্থিত হলে আর কোনো ছ্বলাত নেই এবং পেশাব পায়খানার চাপ থাকালীন অবস্থাতেও কোনো ছ্বলাত নেই। [ছ্বহীহ মুসলিম হা/৫৬০]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

জমহুর বিদ্বানগণ ছ্বলাত বিশুদ্ধ হয় বলে অভিমত পোষণ করেছেন। তবে এরকম অবস্থায় ছ্বলাত আদায় করা মাকরূহ। তারা বলেন: এই হাদীছে ছ্বলাত নেই, এর অর্থ হলো: ছ্বলাত পূর্ণাঙ্গরূপে না হওয়া। ছ্বলাত বিশুদ্ধ হয় না এই অর্থ নয়।

৫২. عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: «شَهِدَ عِنْدِي رِجَالٌ مَرْضِيُّونَ، وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي عُمَرُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ».

৫২. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমার কয়েকজন আস্থাভাজন ব্যক্তি- যাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আস্থাভাজন হলেন উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)। তারা আমাকে বলেছেন, রসূলুল্লাহ ছুল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের ছ্বলাতের পর সূর্য উদয় হওয়া পর্যন্ত এবং আছর ছ্বলাত হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত (সাধারণ নফল) ছ্বলাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন। [ছ্বহীহ বুখারী হা/৫৮১ ও মুসলিম হা/৮২৬]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ছ্বলাতের নিষিদ্ধ সময় তিনিটি:

প্রথম: ফজরের ছ্বলাতের পর থেকে এক বল্লম পরিমাণ সূর্য ওপরে উঠা পর্যন্ত সময়ে।

দ্বিতীয়: দ্বিপ্রহরের সময় যখন সূর্য ঠিক মাথার ওপরে উঠবে, যতক্ষণ না সূর্য ঢলে যায়। ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৯৬৬।

তৃতীয়: আছরের ছ্বলাতের পর থেকে সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত।

৫৩. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَن رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ، وَلا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ".

قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَفِي البَابِ: عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِي، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَسَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، وَسَلَمَةَ ابْنِ الأَكْوَعِ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَمُعَاذِ ابْنِ عَفْرَاءَ، وَكَعْبِ بْنِ مُرَّةَ، وَأَبِي أُمَامَةَ البَاهِلِيِّ، وَعَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ السُّلَمِيِّ، وَعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، وَالصُّنَابِحِيِّ – وَلَمْ يَسْمَعْ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَدِيثُهُ مُرْسَلٌ.

৫৩. আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছে, ফজরের পর হতে সূর্য উদয় হয়ে একটু ওপরে না ওঠা পর্যন্ত কোনো ছ্বলাত নেই। আর আছরের ছ্বলাতের পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত কোনো ছ্বলাত নেই। [ছ্বহীহ বুখারী হা/৫৮৬ ও মুসলিম হা/৮২৭]

লেখক রহিমাহুল্লাহ বলেন: এই বিষয়ে আলী ইবনে আবূ তালিব [ছ্বহীহ: মুসনাদে আহমাদ ১/৮১, আবূ দাউদ হা/১২৭৪, নাসাঈ হা/৫৭৩], আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ [আবূ ইয়ালা মাওছুলি হা/৪৯৭৭], আব্দুল্লাহ ইবনে উমার ইবনে খাত্তাব [ছ্বহীহ বুখারী হা/৫৮২-৫৮৩ ও মুসলিম হা/৮২৭।], আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে ‘আছ [হাসান: মুসনাদে আহমাদ ২/১৭৯], আবূ হুরায়রাহ [ছ্বহীহ বুখারী হা/৫৮৪ ও মুসলিম হা/৮২৫।], সামূরাহ ইবনে জুন্দুব [হাসান: মুসনাদে আহমাদ ৫/১৫], সালমাহ ইবনে আকওয়াহ [ছ্বহীহ: মুসনাদে আহমাদ ৪/৫১], যায়েদ ইবনে ছাবিত [ছ্বহীহ: মুসনাদে আহমাদ ৫/১৮৫], মু‘আয ইবনে আফরা [ছ্বহীহ: মুসনাদে আহমাদ ৪/২১৯, আবূ দাউদ ত্বয়ালিসী হা/১৩২২], কা‘ব ইবনে মুর্‌রাহ [ছ্বহীহ: মুসনাদে আহমাদ ৪/২৩৫], আবূ উমামাহ আল বাহেলী [যঈফ: মুসনাদে আহমাদ ৫/২৬০], আমর ইবনে আবাসা আস-সুলামী [ছ্বহীহ মুসলিম হা/৮৩২।], আয়েশা [ছ্বহীহ মুসলিম হা/৮৩৩।] (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) হতে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে এবং ছুনাবাহী [ছ্বহীহ (যদিও মুরসাল হাদীছ): মুসনাদে আহমাদ ৪/৩৪৮, ইবনে মাজাহ হা/১২৫৩] রহিমাহুল্লাহ হতেও একটি হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু তিনি নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে হাদীছ শ্রবণ করেননি। সুতরাং হাদীছটি মুরসাল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

১. আছরের ছ্বলাতের পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত ও ফজরের ছ্বলাতের পর থেকে এক বল্লম পরিমাণ সূর্য ওপরে উঠা পর্যন্ত সাধারণ নফল ছ্বলাত আদায় করা হারাম।

২. পক্ষান্তরে কারণ বিশিষ্ট ছ্বলাত যে কোনো সময় আদায় করা জায়েয। যেমন:

১. ছুটে যাওয়া ফরয ছ্বলাত

২. সুন্নাতে রাতেবা ছ্বলাত: ঐ সকল ছ্বলাত যা ফরয ছ্বলাতসমূহের আগে ও পরে আদায় করা হয়।

৩. তাহিয়্যাতুল মাসজিদ: মাসজিদে প্রবেশের পর দুই রাক'আত ছ্বলাত

৪. সিজদায়ে তিলাওয়াত, সিজদায়ে শুকর

৫. সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণের ছ্বলাত

৬. তাহিয়্যাতুল উযূ: উযূর পর দুই রাক'আত ছ্বলাত

৭. কা'বা ঘরের তাওয়াফ এর দুই রাক'আত ছ্বলাত।

٥٤. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، جَاءَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، فَجَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ، وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا كِدْتُ أُصَلِّي الْعَصْرَ حَتَّى كَادَتِ الشَّمْسُ تَغْرُبُ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " وَاللهِ مَا صَلَّيْتُهَا ". قَالَ: فَقُمْنَا إِلَى بُطْحَانَ فَتَوَضَّأَ لِلصَّلاةِ، وَتَوَضَّأْنَا لَهَا، فَصَلَّى الْعَصْرَ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا الْمَغْرِبَ.

৫৪. জাবির ইবনে আব্দিল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: উমার ইবনে খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) খন্দক যুদ্ধের দিনে সূর্য ডুবে যাওয়ার পর এসে কুরাইশ কাফিরদের কে গালি দেওয়া শুরু করেন এবং বলেন, হে আল্লাহর রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সূর্য ডুবে যাওয়ার উপক্রম না হওয়া পর্যন্ত আমি আছরের ছ্বলাত আদায় করতে সক্ষম হয়নি। অতঃপর রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহর কসম, আমিও ঐ আছরের ছ্বলাত আদায় করিনি। উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন: এরপর আমরা মদীনার বুতহান নামক স্থানে গিয়ে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আমরা ছ্বলাতের জন্য উযূ করলাম। অতঃপর সূর্য ডুবে যাওয়ার পর তিনি আছরের ছ্বলাত আদায় করলেন। এরপর মাগরীবের ছ্বলাত আদায় করলেন। [ছ্বহীহ বুখারী হা/৫৯৬ ও মুসলিম হা/৬৩১]

٩–بَابُ فَضْلِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ وَوُجُوبِهَا

অধ্যায়: ৯-জামা'আতে ছ্বলাত আদায় করার ফযীলত ও তা ওয়াজিব হওয়ার বিবরণ

٥٥. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً».

৫৫. আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। জামা'আতে ছ্বলাত আদায়ে একাকী ছ্বলাত আদায় করার চেয়ে সাতাইশ গুণ বেশি ফযীলত রয়েছে। [ছ্বহীহ বুখারী হা/৬৪৫ ও মুসলিম হা/৬৫০]

٥٦. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "صَلاةُ الرَّجُلِ فِي الجَمَاعَةِ تُضَعَّفُ عَلَى صَلاتِهِ فِي بَيْتِهِ وَفِي سُوقِهِ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ ضِعْفًا، وَذَلِكَ: أَنَّهُ إِذَا تَوَضَّأَ، فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ. ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ لا يُخْرِجُهُ إِلذَا الصَّلاةُ. لَمْ يَخْطُ خُطْوَةً إِلَّا رُفِعَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ، وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ، فَإِذَا صَلَّى لَمْ تَزَلِ الْمَلائِكَةُ تُصَلِّي عَلَيْهِ، مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيهِ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ، وَلا يَزَالُ فِي صَلاةٍ مَا انْتَظَرَ الصَّلاةَ ".

৫৬. আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: কোনো লোকের জামা'আতে ছ্বলাত আদায় করা একাকী বাড়িতে বা বাজারে ছ্বলাত আদায় করার চেয়ে পঁচিশ গুণ ছওয়াব বেশি হবে। আর এটা ঐ সময় হবে যখন সে সুন্দর করে উযূ করল অতঃপর মাসজিদের দিকে বের হয়ে গেল। একমাত্র ছ্বলাত আদায়ের জন্যই সে বাড়ি হতে বের হলো। এতে সে যতবার পা ফেলবে ততবার প্রতিটি পদক্ষেপের বিনিময়ে তার একটি করে মর্যাদা উন্নত হবে এবং একটি করে পাপ মোচন হয়ে যাবে। ফেরেশতাগণ সর্বদা তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে যতক্ষণ সে ছ্বলাত আদায়

করে মুছল্লাতে অবস্থান করে। তাঁরা এই বলে ইস্তেগফার করে, হে আল্লাহ তুমি তাঁর প্রতি রহম কর। আল্লাহ তুমি তাকে ক্ষমা করো। তাকে দয়া কর। আর যতক্ষণ সে ছ্বলাতের জন্য অপেক্ষা করে ততক্ষণ সে ছ্বলাতের মাঝেই অবস্থান করে বলে গণ্য করা হবে। হাদীছটি ইমাম বুখারী ও মুসলিম সংকলন করেছেন। আর শব্দগুলি ছ্বহীহ বুখারীর। [ছ্বহীহ বুখারী হা/৬৪৭, ৬৫৯ ও মুসলিম হা/৬৪৯]

৫৭. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ – قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَثْقَلُ الصَّلاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ: صَلاةُ الْعِشَاءِ، وَصَلاةُ الْفَجْرِ. وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا. وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلاةِ فَتُقَامَ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِي بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لا يَشْهَدُونَ الصَّلاةَ، فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ.

৫৭. আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: ইশা ও ফাজরের ছ্বলাত আদায় করা মুনাফিক্বদের জন্যে সর্বাপেক্ষা কঠিন। তারা যদি জানত যে, এ দু'টি ছ্বলাতের পুরস্কার বা ছ্বওয়াব কত তাহলে হামাগুড়ি দিয়ে বুক হেঁচড়ে হলেও তারা এ দু' ওয়াক্ত জামা'আতে উপস্থিত হতো। আমি ইচ্ছা করেছি ছ্বলাত আদায় করার আদেশ দিয়ে কাউকে ইমামতি করতে বলি। আর আমি কিছু লোককে নিয়ে জ্বালানী কাঠের বোঝাসহ যারা ছ্বলাতের জাম'আতে আসে না তাদের কাছে যাই অতঃপর আগুন দিয়ে তাদের ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দেই। [ছ্বহীহ বুখারী হা/৬৪৪, ৬৫৭ ও মুসলিম হা/৬৫১]

৫৮. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِذَا اسْتَأْذَنَتْ أَحَدَكُمِ امْرَأَتُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يَمْنَعْهَا. " قَالَ: فَقَالَ بِلالُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: وَاللهِ لَنَمْنَعُهُنَّ! قَالَ: فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللهِ، فَسَبَّهُ سَبًّا سَيِّئًا، مَا

سَمِعْتُهُ سَبَّهُ مِثْلَهُ قَطُّ، وَقَالَ: أُخْبِرُكَ عَن رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقُولُ: والله لَنَمْنَعُهُنَّ؟!. وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ ": " لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ ".

৫৮. আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যখন তোমাদের কারো স্ত্রী তোমাদের নিকট মাসজিদে যাওয়ার অনুমতি চাইলে চাইবে, তখন তাকে মাসজিদে গমন করতে বাঁধা দিবে না। বর্ণনাকারী বলেন: অতঃপর বিলাল ইবনে আব্দিল্লাহ বললেন: আল্লাহর কসম, আমরা তাদেরকে মাসজিদে যেতে বাঁধা প্রদান করব। বর্ণনাকারী বলেন: এরপর আব্দুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তার দিকে ফিরিয়ে তাকালেন, আর তাকে অত্যন্ত মন্দ ভাষায় গালি দিলেন। এ রকম গালি আমি আর কখনো শ্রবণ করিনি। আর তিনি বললেন: আমি তোমাকে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হাদীছ বর্ণনা করছি আর তুমি বলছ আল্লাহর কসম! আমরা তাদেরকে বাঁধা দিব? [ছ্বহীহ বুখারী হা/৫২৩৮ ও মুসলিম হা/৪৪২]

মুসলিমের অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে: তোমরা আল্লাহর বাঁদীদেরকে মাসজিদে গমন করতে বাঁধা দিবে না। [ছ্বহীহ বুখারী হা/৯০০ ও মুসলিম হা/৪৪২]

৫৯. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ. وَفِي لَفْظٍ: فَأَمَّا الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ وَالْفَجْرُ وَالْجُمُعَةُ: فَفِي بَيْتِهِ. وَفِي لَفْظٍ لِلْبُخَارِيِّ: " أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَتْنِي حَفْصَةُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى سَجْدَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ بَعْدَ مَا يَطْلُعُ الْفَجْرُ وَكَانَتْ سَاعَةً لَا أَدْخُلُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا.

৫৯. আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে যুহরের পূর্বে দুই রাক'আত ও পরে দুই রাক'আত, জুমুআ'হর পরে দুই রাক'আত,

মাগরীবের পরে দুই রাক‘আত এবং ‘ইশার পরে দুই রাক‘আত ছ্বলাত আদায় করেছি। [ছ্বহীহ বুখারী হা/১১৮০ ও মুসলিম হা/৭২৯]

অন্য বর্ণনায় রয়েছে: মাগরীব, ইশা, ফজর এবং জুমুআ‘হর দুই রাক‘আত সুন্নাত ছ্বলাত তাঁর বাড়িতে আদায় করতেন। [ছ্বহীহ বুখারী হা/১১৭২ ও মুসলিম হা/৭২৯]

ছ্বহীহ বুখারীর অন্য বর্ণনায় রয়েছে: আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন: আমাকে হাফছাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহা) হাদীছ বর্ণনা করেছেন। রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজর উদয় হওয়ার পর হালকা দুই রাক‘আত ছ্বলাত আদায় করতেন। সে সময়টি এমন ছিল যে, তখন আমি নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট প্রবেশ করতাম না। [ছ্বহীহ বুখারী হা/১১৭৩]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

১. কোনো কোনো ছ্বহীহ হাদীছে যুহরের ছয় রাক‘আত সুন্নাত ছ্বলাতের বর্ণনা এসেছে। যুহরের ফরয ছ্বলাতের পূর্বে চার রাক‘আত ও পরে দুই রাক‘আত। ছ্বহীহ: তিরমিযী হা/৪১৫।

২. উল্লেখিত সুন্নাতগুলো নিয়মিত পালন করা মুস্তাহাব।

৩. মাগরীব, ইশা, ফজর এবং জুমুআ‘হর এই সুন্নাতে রাতেবাহগুলো বাড়িতে আদায় করা মুস্তাহাব।

৪. ফজরের দুই রাক‘আত সুন্নাত ছ্বলাত হালকা করে আদায় করা মুস্তাহাব।

٦٠. عَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدَّ تَعَاهُدًا مِنْهُ عَلَى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ. وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ: «رَكْعَتَا الفَجْرِ؛ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا».

৬০. আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত: নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের দুই রাক‘আত সুন্নাত ছ্বলাতের চেয়ে অন্য কোনো নফল ছ্বলাতের প্রতি বেশি গুরুত্বারোপ ও হিফাযত করতেন না। [ছ্বহীহ বুখারী হা/১১৬৯ ও মুসলিম হা/৭২৪]

মুসলিম এর অন্য বর্ণনায় রয়েছে: ফজরের দুই রাক‘আত ছ্বলাত পৃথিবী এবং তার মধ্যে যা কিছু আছে সব কিছুর থেকে উত্তম। [মুসলিম হা/৭২৫]

١٠–بَابُ الْأَذَانِ

অধ্যায়: ১০-আযানের বর্ণনা

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মানুষ যদি জানত আযান দেয়া এবং ছ্বলাতের প্রথম কাতারে মাঝে কী ফযীলত ও মর্যাদা রয়েছে, তাহলে তারা তা পালন করার জন্য লটারী করা ছাড়া সুযোগ পেত না। ছ্বহীহ বুখারী হা/৫৯০ ও মুসলিম হা/১০০৯।

٦١. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ، وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ.

৬১. আনাস ইবনে মালিক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, বেলাল (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কে আযানের শব্দগুলো জোড়া জোড়া এবং ইক্বামতের শব্দসমূহ বেজোড় করে দেয়ার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়। [ছ্বহীহ বুখারী, হা/৬০৩, ছ্বহীহ মুসলিম,হা/৩৭৮]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

১. আযানের বাক্যগুলো জোড়া জোড়া এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আযানের শুরুতে চার বার আল্লাহ আকবার এবং শেষে লা-ইলাহা একবার বলা ব্যতীত বাকী বাক্যগুলো জোড়া জোড়া বলা। বিষয়টি অন্যান্য বিশেষ বিশেষ দলীল দ্বারা প্রমাণিত।

২. আল্লাহু আকবার দু’বার ব্যতীত আযানের বাক্যগুলো একবার একবার করে বলা এবং ‘ক্বদক্বমাতিছ ছ্বলাহ’ বাক্যটি দুইবার করে বলার নাম হলো ইক্বামত।

٦٢. عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ السُّوَائِيِّ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي قُبَّةٍ لَهُ حَمْرَاءَ مِنْ أَدَمٍ، قَالَ: فَخَرَجَ بِلالٌ بِوَضُوءٍ، فَمِنْ نَاضِحٍ وَنَائِلٍ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ سَاقَيْهِ، قَالَ: فَتَوَضَّأَ وَأَذَّنَ بِلالٌ، قَالَ: فَجَعَلْتُ أَتَتَبَّعُ فَاهُ هَهُنَا وَهَهُنَا، يَقُولُ يَمِينًا وشِمَالًا: حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلاحِ، ثُمَّ رُكِزَتْ لَهُ عَنَزَةٌ، فَتَقَدَّمَ وَصَلَّى الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ لَمْ يَزَلْ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْمَدِينَةِ.

৬২. আবূ জুহাইফা ওয়াহাব ইবনে আব্দুল্লাহ আস-সুওয়াঈ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট আসলাম এমতাবস্থায় তিনি চামড়ার তৈরি একটি লাল তাবুর ভিতরে ছিলেন। অতঃপর বিলাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তার উযূর পানি নিয়ে বের হলেন। অতঃপর কেউ রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উযূর অবশিষ্ট পানি পেল, আবার কেউ অন্যের নিকট হতে পানির ছিটা নিল। অতঃপর রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লাল রঙের পোশাক পরে বের হলেন। আমি যেন এখনও তাঁর পায়ের গোছাদ্বয়ের শুভ্রতা দেখতে পাচ্ছি। তিনি উযূ করলেন এবং বিলাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আযান দিলেন। আমি দেখছিলাম তিনি حَي عَلَى الصَّلاةِ এবং حَيَّ عَلَى الفَلاح বলার সময় এদিকে ওদিকে অর্থাৎ ডানে ও বামে মুখ ফিরাচ্ছেন। অতঃপর নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য (কিবলার দিকে) একটি বর্শা পুঁতে দেয়া হলো। তিনি সামনে এগিয়ে গেলেন এবং যুহরের দুই রাক'আত ছ্বলাত আদায় করলেন। এরপর (সেই সফরে তিনি যতদিন ছিলেন) মদীনায় ফিরিয়ে না আসা পর্যন্ত দুই রাক'আত করে ছ্বলাত আদায় করেছিলেন। [ছ্বহীহ বুখারী হা/১৮৭ ও মুসলিম হা/৫০৩]

٦٣. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ؛ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ».

৬৩. আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ছ্বাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নিশ্চয় বিলাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রাত থাকতেই আযান দেন, তখন তোমরা খাও। যতক্ষণ না ইবনু উম্মে মাকতুম আযান দেন। [ছ্বহীহ বুখারী হা/৬১৭, ৬২২, ৬২৩ ও মুসলিম হা/১০৯২]

٦٤. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْل مَا يَقُولُ ".

৬৪. আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ছ্বাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন তোমরা মুয়াযি্যনকে আযান বলতে শুনবে তখন তোমরাও অনুরূপ বলো। [ছ্বহীহ বুখারী হা/৬১১ ও মুসলিম হা/৩৮৩]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আর অধিকাংশ আলিমের মতে: মুয়াযি্যন " حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ " ও " حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ " বলার সময় " لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ " বলবে। যেমন ছ্বহীহ মুসলিমে রয়েছে, উমার ইবনে খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, অতঃপর মুয়াযি্যন যখন " حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ " বললেন, তখন তিনি বললেন: " لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ "। এরপর মুয়াযি্যন যখন " حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ " বললেন তখন তিনি বললেন: " لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ "। (ছ্বহীহ মুসলিম হা/৮৭৬)

ছ্বহীহ বুখারীতে বর্ণিত রয়েছে, জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রসূল ছ্বাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আযান শুনে বলবে:

اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلاَةِ القَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّدًا الوَسِيلَةَ وَالفَضِيلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ.

হে আল্লাহ (তাওহীদের) এই পরিপূর্ণ আহবান ও প্রতিষ্ঠিত ছ্বলাতের তুমিই প্রভূ। মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে তুমি দান কর, অসীলা (নামক জান্নাতের সর্বোচ্চ সম্মানিত স্থান) ও মর্যাদা এবং পৌঁছে দাও তাঁকে (শাফ‘আতের) প্রশংসিত স্থানে ‘মাক্বামে মাহমূদে’ যার ওয়াদা তুমি তাঁকে করেছ। তার জন্য ক্বিয়ামতের দিন আমার শাফা‘আত বৈধ হবে। [ছ্বহীহ বুখারী হা/৬১৪।]

١١–بَابُ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ

অধ্যায়: ১১- ছ্বলাতে ক্বিবলাকে সামনে করা

٦٥. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسَبِّحُ عَلَى ظَهْرِ رَاحِلَتِهِ، حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ، يُومِئُ بِرَأْسِهِ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَفْعَلُهُ». وَفِي رِوَايَةٍ: «كَانَ يُوتِرُ عَلَى بَعِيرِهِ».

وَلِمُسْلِمٍ: «غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَةَ». وَلِلْبُخَارِيِّ: «إِلَّا الْفَرَائِضَ»

৬৫. আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত: রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তিনি তার বাহনের ওপর থাকতেন তখন নফল ও সুন্নাত ছ্বলাতগুলো বাহনের ওপর আদায় করতেন। তাঁর চিহারা যে দিকেই ফিরে যাক, তিনি শুধু মাথা দিয়ে ইশারা করতেন। আর ইবনু উমার (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এমনটি করতেন। [ছ্বহীহ বুখারী হা/১১০৫ ও মুসলিম হা/৭০০]

অপর একটি বর্ণনায় রয়েছে, তিনি উটের ওপর থাকা অবস্থায় বিতর ছ্বলাতও আদায় করতেন। [ছ্বহীহ বুখারী হা/৯৯৯ ও মুসলিম হা/৭০০, নাসাঈ ৩/২৩২, ইবনে মাজাহ হা/১২০০]

আর ছ্বহীহ মুসলিমে রয়েছে, তবে তিনি বাহনের ওপর ফরয ছ্বলাত ব্যতীত অন্যান্য ছ্বলাত আদায় করতেন। [ছ্বহীহ বুখারী হা/১০৯৭ ও মুসলিম হা/৭০০] আর বুখারীতে রয়েছে " إِلا الْفَرَائِضَ " অর্থাৎ ফরয ব্যতীত। [ছ্বহীহ বুখারী হা/১০০০]

٦٦. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: بَيْنَمَا النَّاسُ بِقُبَاءَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ، إِذْ جَاءَهُم آتٍ، فَقَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْآنٌ، وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ، فَاسْتَقْبِلُوهَا، وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّامِ، فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْكَعْبَةِ.

৬৬. আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, একদা লোকজন কুবা নামক স্থানে ফজরের ছ্বলাত আদায় করছিলেন। এমতাবস্থায় একজন আগন্তক আগমন করে বলেন, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ওপর আজ রাতে কুরআনের আয়াত নাযিল করে এই আদেশ দেয়া হয়েছে যে, মক্কার কা'বাকে এখন থেকে যেন কিবলা করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে তারা কা'বাকে কিবলা করে নেন। তখন তাদের চেহারা ছিল শামের দিকে। অতঃপর তারা কা'বা অভিমুখী হয়ে যান। [ছ্বহীহ বুখারী হা/৪০৩ ও মুসলিম হা/৫২৬]

٦٧. عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: اسْتَقْبَلْنَا أَنَسًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حِينَ قَدِمَ مِنَ الشَّامِ، فَلَقِينَاهُ بِعَيْنِ التَّمْرِ، فَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ، وَوَجْهُهُ مِنْ ذَا الْجَانِبِ- يَعْنِي عَنْ يَسَارِ الْقِبْلَةِ-، فَقُلْتُ: رَأَيْتُكَ تُصَلِّي لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ؟ فَقَالَ: لَوْ لَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ مَا فَعَلْتُهُ.

৬৭. আনাস ইবনে সীরীন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : আনাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) যখন শাম থেকে আগমন করলেন, আমরা তাকে স্বাগতম জানানোর জন্য অগ্রসর হলাম। অতঃপর আমরা তার সাথে 'আইনুত তামার' নামক স্থানে সাক্ষাৎ করলাম। তাকে আমরা গাধার পিঠের ওপর

কিবলার বাম দিকে মুখ করে ছ্বলাত আদায় করতে দেখলাম। অতঃপর আমি তাকে বললাম, আমি আপনাকে কিবলা ছাড়া অন্য দিকে মুখ করে ছ্বলাত আদায় করতে দেখলাম? উত্তরে তিনি বললেন, আমি যদি রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবে ছ্বলাত আদায় করতে না দেখতাম তাহলে আমিও এভাবে ছ্বলাত আদায় করতাম না। [ছ্বহীহ বুখারী হা/১১০০ ও মুসলিম হা/৭০২]

١٢– بَابُ الصُّفُوفِ

অধ্যায়: ১২-ছ্বলাতের কাতারসমূহ

٦٨. عَن أنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " سَوُّوا صُفُوفَكُمْ، فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ تَمَامِ الصَّلاةِ ".

৬৮. আনাস ইবনে মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা ছ্বলাতে কাতার সোজা করো। কেননা, ছ্বলাতে কাতার সোজা করা ছ্বলাত পূর্ণ করার অন্তর্ভুক্ত। [ছ্বহীহ বুখারী হা/৭২৩ ও মুসলিম হা/৪৩৩]

٦٩. عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ، أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللهُ بَيْنَ وُجُوهِكُم ".

وَلِمُسْلِمٍ: "كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَوِّي صُفُوفَنَا، حَتَّى كَأَنَّمَا يُسَوِّى بِهَا الْقِدَاحَ، حَتَّى رَأَى أَنْ قَدْ عَقَلْنَا عَنْهُ، ثُمَّ خَرَجَ يَوْمًا فَقَامَ، حَتَى كَادَ أَنْ يُكَبِّرَ، فَرَأَى رَجُلًا بَادِيًا صَدْرُهُ، فَقَالَ: " عِبَادَ اللهِ! لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ، أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللهُ بَينَ وُجُوهِكُمْ ".

৬৯. নু'মান বাশীর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন: আমি রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি। তিনি বলতেন: অবশ্যই তোমরা ছ্বলাতে

কাঁতার সোজা করে দাঁড়াবে। নতুবা আল্লাহ তা'আলা তোমাদের মাঝে মতভেদ, শত্রুতা ও ঘৃণা সৃষ্টি করে দিবেন। হাদীছটি ইমাম বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা কছেন। [ছ্বহীহ বুখারী হা/৭১৭ ও মুসলিম হা/৪৩৬]

ছ্বহীহ মুসলিমে রয়েছেঃ রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের ছ্বলাতের কাতার এমন ভাবে সোজা করতেন, যেন তিনি তীর সোজা করছেন। তিনি এরূপ করতেন যতক্ষণ না বুঝতে পারতেন যে, আমরা বিষয়টি তাঁর নিকট হতে পুরোপুরি বুঝতে পেরেছি। অতঃপর একদা তিনি ঘর হতে বের হলেন এবং ছ্বলাতে দাঁড়ালেন, এমনকি তাকবীরে তাহরীমা বলার উপক্রম হলেন, এমন সময় দেখলেন এক ব্যক্তি সারি হতে সম্মুখে বক্ষ বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তখন রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ হে আল্লাহর বান্দাগণ, তোমরা তোমাদের সারি সোজা করবে নতুবা আল্লাহ তা'আলা তোমাদের মাঝে মতভেদ, শত্রুতা ও ঘৃণা সৃষ্টি করে দিবেন। [ছ্বহীহ মুসলিম হা/৪৩৩]

٧٠. عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ لَهُ، فَأَكَلَ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ: "قُومُوا فَلْأُصَلِّ بِكُم " قَالَ أَنَسٌ: فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَنَا قَدِ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لَبِثَ، فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ، فَقَامَ عَلَيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَصَفَفْتُ أَنَا وَالْيَتِيمُ وَرَاءَهُ، وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا. فَصَلَّى لَنَا رَكْعَتينِ، ثُمَّ انْصَرَفَ.

وَلِمُسْلِمٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِ وَبِأُمِّهِ، فَأَقَامَنِي عَن يَمِينِهِ، وَأَقَامَ الْمَرْأَةَ خَلْفَنَا. اليَتِيمُ: هُوَ: ضُمَيْرَةُ؛ جَدُّ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ضُمَيْرَةَ.

৭০. আনাস ইবনে মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তাঁর দাদী মুলাইকা রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একদা খাদ্যগ্রহণ করার জন্য দাওয়াত দিলেন যেটি তিনি নিজেই রসূলের জন্যে তৈরি করেছিলেন। রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে খাবার খেলেন। অতঃপর বললেনঃ তোমরা উঠো! আমি তোমাদেরকে নিয়ে ছ্বলাত আদায় করবো। আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেনঃ তখন আমি আমাদের একটি

পাটি/মাদুর নিয়ে আসার জন্য গমন করলাম। যা দীর্ঘ দিন থাকার করার কারণে কালো হয়ে গেছে। অতঃপর সেই পাটিটির ওপর আমি পানি ছিটিয়ে দেই। সেই পাটিটির ওপর রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছ্বলাত আদায়ের জন্য দাঁড়ালেন। আর আমি ও এক ইয়াতীম ছেলে (যুমাইরাহ) আমরা দু'জন রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পিছনে দাঁড়ালাম। আর বৃদ্ধা মহিলাটি (আনাসের দাদী) আমাদের পিছনে দাঁড়ালেন। অতঃপর রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নিয়ে দুই রাক'আত ছ্বলাত আদায় করেন। অতঃপর তিনি চলে গেলেন। [ছ্বহীহ বুখারী হা/৩৮০ ও মুসলিম হা/৬৫৮]

ছ্বহীহ মুসলিমের অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছেঃ রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এবং তাঁর মাকে নিয়ে ছ্বলাত আদায় করলেন। তিনি আমাকে তাঁর ডান পাশে আর মহিলাটিকে আমাদের পিছনে দাঁড় করিয়ে দেন। [ছ্বহীহ মুসলিম হা/৬৬০, ছ্বহীহ বুখারী হা/৭২৭] ইয়াতীম ছেলেটির ছিলেন হুসাইন ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে যুমায়রাহ এর দাদা যুমায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মহিলাদের দাঁড়ানোর স্থান হলো পুরুষদের পিছনে। মহিলা একজন হলে একাই কাতারের পিছনে দাঁড়াবে।

٧١. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ، فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ، فَقُمْتُ عَن يَسَارِهِ، فَأَخَذَ بِرَأْسِي فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ.

৭১. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আমার খালা রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর স্ত্রী মাইমূনাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর ঘরে একদা রাত্রি যাপন করি। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাত্রিতে ছ্বলাত আদায়ের জন্য দাঁড়ালেন। অতঃপর আমি তার বাম পাশে দাঁড়ালাম। তখন তিনি আমার মাথা ধরে তার ডান পাশে দাঁড় করিয়ে দেন। [ছ্বহীহ বুখারী হা/৬৯৯ ও মুসলিম হা/৭৬৩]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

১. মুক্তাদী যদি একজন হয় তাহলে ইমামের ডান পার্শ্বে দাঁড়ানো উত্তম।

২. যে সকল নফল ছ্বলাত জামা'আতে নিয়মিত আদায় করা সুন্নাত: যেমন- সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণের ছ্বলাত, বৃষ্টি প্রার্থনার ছ্বলাত, তারাবীর ছ্বলাত।

৩. অন্যান্য নফল ছ্বলাত জামা'আতে নিয়মিত আদায় করা সুন্নাহ নয়, তবে মাঝে মধ্যে জামা'আতে আদায় করা জায়েয, কিন্তু নিয়মিত জামা'আতে আদায় করা শরী'আসম্মত নয়, বরং বিদ'আত। যেমন-তাহাজ্জুদ ছ্বলাত। মিসকুল খিতাম।

١٣–بَابُ الْإِمَامَةِ

অধ্যায়: ১৩-ইমামতি করা

٧٢. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " أَمَا يَخْشَى الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الإِمَامِ، أَنْ يُحَوِّلَ الله رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ، أَوْ يَجْعَلَ اللهُ صُورَتَهُ صُورَةَ حِمَارٍ؟! ".

৭২. আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি ইমামের আগেই মাথা উঠায় তার কি ভয় হয় না যে, আল্লাহ তা'আলা তার মাথাকে গাধার মাথায় পরিণত করে দিবেন? অথবা আল্লাহ তা'আলা তার চেহারাকে গাধার আকৃতিতে পরিণত করে দিবেন? [ছ্বহীহ বুখারী হা/৬৯১ ও মুসলিম হা/৪২৭]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ছ্বলাত আদায় করা অবস্থায় ইমামের আগে সিজদা থেকে মাথা উঠানো হারাম।

٧٣. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَلا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا. وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا،

وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. فَقُولُوا: رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ ".

৭৩. আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: ইমাম নিযুক্ত করা হয়েছে কেবলমাত্র তাঁর অনুসরণ করার জন্য। সুতরাং অনুসরণের ব্যাপারে তার বিরোধিতা করো না। অতএব যখন ইমাম তাকবীর দিবে তখন তোমরাও তাকবীর দিবে। আর যখন রুকূ' করবে তখন তোমরাও রুকূ' করবে। আর ইমাম যখন سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ বলবে তখন তোমরা رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ (সকল প্রশংসা তোমার জন্য হে আমাদের রব) বলবে। আর যখন ইমাম সিজদা করবে তখন তোমরাও সিজদা করবে। যখন ইমাম বসে ছ্বলাত করবে, তখন তোমরাও সবাই বসে ছ্বলাত আদায় করবে। [ছ্বহীহ বুখারী হা/৭২২, ৭৩৪ ও মুসলিম হা/৪১৪]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

১. ছ্বলাতে ইমামের অনুসরণ করা মুক্তাদীদের জন্য ওয়াজীব।

২. ইমামের সাথে সাথে কোনো কাজ করবে না, কারণ এ রকম করা মাকরূহ, এতে ছ্বলাতের ত্রুটি হয়। আবার ইমামের থেকে বেশি দেরি করাও যাবে না, যা পাপের কারণ। বরং প্রকাশ্য কর্ম ও কথা (যেমন-তাকবীর, দাঁড়ান, রুকু, সিজদা, বসা ইত্যাদি) ইমামের পরে পরেই করা ওয়াজীব। তবে অপ্রকাশ্য কর্ম ও কথা (যেমন-তাশাহুদ, দুরুদ, দু'আ মাছুরা ইত্যাদি) ইমামের সাথে সাথে বা আগে করতে সমস্যা নেই।

٧٤. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا قَالَتْ: "صَلَّى رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاكٍ، فصَلَّى جَالِسًا، وَصَلَّى وَرَاءَهُ قَومٌ قِيَامًا، فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ: أَنِ اجْلِسُوا، فلَمَّا انْصَرَفَ، قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، وإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ ".

৭৪. আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা অসুস্থ থাকা অবস্থায় বাড়িতে বসে বসে

ছ্বলাত আদায় করলেন। আর জনগণ তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে ছ্বলাত আদায় করতে শুরু করে। অতঃপর রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইশারা করে তাদের সবাইকে বসে ছ্বলাত আদায় করতে বললেন। অতঃপর সালাম ফিরিয়ে বললেন, ইমামকে নিযুক্ত করা হয়েছে একমাত্র তার অনুসরণ করার জন্য। অতএব যখন সে রুকূ‘ করবে, তার পরে পরে তোমরাও রুকূ‘ করবে। আর যখন সে রুকূ‘ হতে মাথা উঠাবে, তার পরে পরে তোমরাও মাথা উঠাবে। আর যখন سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বলবে তারপর তোমরাও رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ বলবে। আর যখন ইমাম বসে বসে ছ্বলাত আদায় করবে তখন তোমরাও সবাই বসেই ছ্বলাত আদায় করবে। [ছ্বহীহ বুখারী হা/৬৮৮ ও মুসলিম হা/৪১২]

٧٥. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ الْخَطْمِيِّ الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: حَدَّثَنِي الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ، وَهُوَ غَيْرُ كَذُوبٍ، قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَالَ: " سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ "، لَمْ يَحْنِ أَحَدٌ مِنَّا ظَهْرَهُ، حَتَّى يَقَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاجِدًا، ثُمَّ نَقَعُ سُجُودًا بَعْدَهُ".

৭৫. আব্দুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদ আল খাতমী আল আনছারী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, বারা ইবনে আযিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আমাকে হাদীছ শুনিয়েছেন আর তিনি মিথ্যাবাদী নন। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বলতেন, سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ তখন আমাদের মধ্যকার কেউ তার পিঠকে সিজদার জন্য ঝুকিয়ে দিতেন না, যতক্ষণ না রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিজদায় গমন করতেন। তার সিজদার পর আমরা সিজদায় যেতাম। [ছ্বহীহ বুখারী হা/৬৯০ ও মুসলিম হা/৪৭৪]

٧٦. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ – أَنَّ رَسُولَ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَالَ: إِذَا أَمَّنَ الإِمَامُ فَأَمِّنُوا، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلائِكَةِ: غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

৭৬. আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন ইমাম আমীন বলবে তার পরেই তোমরাও আমীন বলবে। কারণ যার আমীন ফেরেশতাদের আমীন বলার সাথে মিলে যাবে। তার পূর্বের যাবতীয় গুনাহকে ক্ষমা করে দেয়া হবে। [ছ্বহীহ বুখারী হা/৭৮০ ও মুসলিম হা/৪১০]

٧٧. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ –: أَنَّ رَسُولَ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَالَ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ، فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ وَالسَّقِيمَ وَذَا الْحَاجَةِ، وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ.

৭৭. আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। যখন তোমাদের কেউ লোকদের ছ্বলাত পড়িয়ে দিবে তথা ইমামতি করবে, সে যেন হালকা করে ছ্বলাত আদায় করে। কারণ ছ্বলাতের জামা'আতে দুর্বল, অসুস্থ এবং কর্মব্যস্ত লোক রয়েছে। আর যখন তোমাদের কেউ একাকী নিজে নিজে ছ্বলাত আদায় করবে সে যেন ইচ্ছামত ছ্বলাত দীর্ঘ করে আদায় করে। [ছ্বহীহ বুখারী হা/৭০৩ ও মুসলিম হা/৪৬৭]

٧٨. عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ – قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فَقَالَ: إِنِّي لأَتَأَخَّرُ عَنْ صَلاةِ الصُّبْحِ مِنْ أَجْلِ فُلانٍ، مِمَّا يُطِيلُ بِنَا، قَالَ: فَمَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – غَضِبَ فِي مَوْعِظَةٍ قَطُّ أَشَدَّ مِمَّا غَضِبَ يَوْمَئِذٍ، فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِينَ! فَأَيُّكُمْ أَمَّ النَّاسَ فَلْيُوجِزْ، فَإِنَّ مِنْ وَرَائِهِ الْكَبِيرَ وَالضَّعِيفَ وَذَا الْحَاجَةِ.

৭৮. আবূ মাসউদ আল আনছারী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, জনৈক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসে বলল, আমি অমুক ব্যক্তির কারণে ফজরের ছ্বলাতের জামা'আতে উপস্থিত হই না। কারণ সে ফজরের ছ্বলাতে দীর্ঘ কিরআত পাঠ করে। বর্ণনাকারী বলেন: এরপর আমি নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আলোচনায় এতো কঠিনভাবে রাগান্বিত হতে দেখি, সে দিনের রাগের মত আলোচনার মাঝে আর আমি কোনোদিন ততটা রাগান্বিত হতে দেখিনি। অতঃপর

তিনি বললেন: হে মানব মণ্ডলী, তোমাদের মধ্যে কতক এমন লোক রয়েছ যে লোকদেরকে (জামা'আতের প্রতি) ভীতশ্রদ্ধ করে ফেলে। অতএব, তোমাদের কেউ লোকদের ইমামতি করলে সে যেন ছ্বলাত সংক্ষেপ করে। কেননা, তার পিছনে মুক্তাদীদের মধ্যে দুর্বল, বৃদ্ধ ও কর্ম ব্যস্ত লোকও আছে। [ছ্বহীহ বুখারী হা/৭০৪ ও মুসলিম হা/৪৬৬]

١٤–بَابُ صِفَةِ صَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

অধ্যায়: ১৪-নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ছ্বলাতের বিবরণ

রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي

তোমরা সেভাবেই ছ্বলাত আদায় করো যে ভাবে তোমরা আমাকে ছ্বলাত আদায় করতে দেখেছ। ছ্বহীহ বুখারী হা/৬৩১।

٧٩. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ – قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – إِذَا كَبَّرَ فِي الصَّلَاةِ، سَكَتَ هُنَيْهَةً قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، أَرَأَيْتَ سُكُوتَكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ: مَا تَقُولُ؟ قَالَ: أَقُولُ: "اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ".

৭৯. আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছ্বলাতে যখন তাকবীর তাহরীমা প্রদান করতেন, তখন ক্বিরাআত পাঠ করার পূর্বে সামান্য সময় নীরব থাকতেন। অতঃপর আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আমার বাবা মা আপনার জন্য কুরবান হোক। তাকবীর ও কির'আতের মাঝে নীরব থাকা সময়ে আপনি কি বলেন? তিনি বললেন: আমি (নিম্নোক্ত) দু'আ (ছানা) বলি:

اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ.

হে আল্লাহ! আপনি আমার ও আমার গোনাহ সমূহের মধ্যে এমন দূরত্ব সৃষ্টি করে দিন যেমন দূরত্ব সৃষ্টি করেছেন পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে গোনাহ সমূহ হতে এমনভাবে পরিচ্ছন্ন করুন যেমন সাদা কাপড়কে ময়লা হতে পরিচ্ছন্ন করা হয়। হে আল্লাহ! আপনি আমার গোনাহ সমূহ কে ধুয়ে ছাফ করে দিন পানি দ্বারা, বরফ দ্বারা, ও শিশির দ্বারা। [ছ্বহীহ বুখারী হা/৭৪৪ ও মুসলিম হা/৫৯৮]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ছ্বলাতে দু‘আয়ে ইস্তেফতাহ (ছানা) পাঠ করা মুস্তাহাব। প্রত্যেক ছ্বলাতের প্রথম রাকআ‘তে তাকবীরে তাহরীমা ও সূরায়ে ফাতিহা পাঠ করার মাঝে এই দু‘আয়ে ইস্তেফতাহ পাঠ করবে।

٨٠. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – يَسْتَفْتِحُ الصَّلَاةَ بِالتَّكْبِيرِ، وَالْقِرَاءَةَ بِـ «الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ» وَكَانَ إِذَا رَكَعَ، لَمْ يُشْخِصْ رَأْسَهُ، وَلَمْ يُصَوِّبْهُ، وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ، وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِمًا، وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِن السَّجْدَةِ، لَمْ يَسْجُدْ، حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا، وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ، وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى، وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى، وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقْبَةِ الشَّيْطَانِ، وَيَنْهَى أَنْ يَفْتَرِشَ الرَّجُلُ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ السَّبُعِ، وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلَاةَ بِالتَّسْلِيمِ.

৮০. আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকবীরে তাহরীমা দিয়ে ছ্বলাত আরম্ভ করতেন। আর কিরাআত শুরু করতেন {الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ} দিয়ে। যখন তিনি রুকূ‘ করতেন তখন মাথা বেশি উঁচুও করতেন না আবার বেশি নিচুও করতেন না বরং এর মাঝামাঝি রাখতেন। যখন রুকূ‘ হতে মাথা উত্তোলন করতেন সোজা হয়ে না দাঁড়ানো পর্যন্ত সিজদায় যেতেন না।

আর সিজদা হতে মাথা উত্তোলন করে সোজা হয়ে না বসা পর্যন্ত পুনরায় সিজদায় যেতেন না। আর তিনি প্রতি দুই রাকআ'তে একবার আত্তাহিয়াতু পড়তেন। আর বসার সময় তিনি তাঁর বাম পা বিছিয়ে দিতেন এবং ডান পা খাড়া রাখতেন। তিনি শয়তানের বসার মত বসতে নিষেধ করতেন এবং কোনো ব্যক্তিকে তার ছ্বলাতে দুই হাত হিংস্র জন্তুর মত বিছিয়ে দিতে নিষেধ করতেন এবং সালামের মাধ্যমে ছ্বলাত শেষ করতেন। [ছ্বহীহ মুসলিম হা/৪৯৮]

٨١. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاةَ، وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ، وَقَالَ:" سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ". وَكَانَ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ.

৮১. আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ছ্বলাত শুরু করতেন, তখন তার দুই হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠাতেন। যখন রুকূর জন্য তাকবীর বলতেন এবং যখন রুকূ' হতে মাথা উঠাতেন তখনও এরূপ হাত উঠাতেন এবং সামিআল্লাহু লিমান হামীদাহ, রাব্বানা লাকাল হামদ বলতেন। কিন্তু তিনি সিজদায় এরূপ করতেন না। [ছ্বহীহ বুখারী হা/৭৩৫, মুসলিম হা/৩৯০]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

১. ছ্বলাতে কেবল চার স্থানে হাত উঠানো মুস্তাহাবঃ

১. তাকবীরে তাহরীমার সময়- একদল আলিম হাত উঠানো ওয়াজিব বলেছেন। তবে অধিকাংশ আলিম মুস্তাহাব বলেছেন।

২. রুকূ' করার সময়- হাত উঠানো মুস্তাহাব।

৩. রুকূ' হতে মাথা উঠানোর সময়- হাত উঠানো মুস্তাহাব।

৪. প্রথম তাশাহুদ থেকে ডণ্ডায়মানের সময়- হাত উঠানো মুস্তাহাব। ছ্বহীহঃ আবূ দাউদ হা/ ৭৩০, মিশকাত হা/ ৮০১। [মিসকুল খিতাম ১/৪৩৮]

২. নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিজদায় যাওয়ার সময় দুই হাত উঠাতেন না।

৩. মুছল্লী ইচ্ছা করলে দু'হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠাতে পারে, ইচ্ছা করলে কান পর্যন্ত উঠাতে পারে। [মিসকুল খিতাম ১/৪৪৪]

٨٢. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ: عَلَى الْجَبْهَةِ – وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى أَنْفِهِ – وَالْيَدَيْنِ، وَالرُّكْبَتَيْنِ، وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ.

৮২. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি সাতটি অঙ্গ প্রতঙ্গের ওপর সাজদা করতে আদিষ্ট হয়েছি: কপালের ওপর, তিনি স্বীয় হাত দ্বারা নিজের কপালের দিকে ইশারা করে দেখালেন, দুই হাতের ওপর, দুই হাঁটুর ওপর এবং দুই পায়ের আঙ্গুলসমূহের ওপর। [ছ্বহীহ বুখারী হা/৮১২, মুসলিম হা/৪৯০]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সাত অঙ্গপ্রতঙ্গের ওপর সাজদাহ করা ওয়াজিব: প্রথমটি হলো: নাকসহ কপাল। দ্বিতীয় ও তৃতীয় হলো দুই হাত। দুই হাতের পেটকে মাটির সাথে বরাবর করা। চতুর্থ ও পঞ্চম দুই হাঁটু। ষষ্ঠ ও সপ্তম উভয় পায়ের অগ্রভাগ। উভয় পায়ের আঙ্গুলগুলোকে কিবলামুখী করে রাখবে।

٨٣. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ – قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ، يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ، ثُمَّ يَقُولُ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ، ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ. ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَهْوِي، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَسْجُدُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، ثُمَّ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ كُلِّهَا حَتَّى يَقْضِيَهَا، وَيُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنَ الثِّنْتَيْنِ بَعْدَ الْجُلُوسِ.

৮৩. আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ছ্বলাতের উদ্দেশ্যে দাঁড়াতেন, তখন তাকবীর (আল্লাহু আকবার) বলতেন। অতঃপর রুকূ' করার সময়ও আল্লাহু আকবার বলতেন। রুকূ' হতে পিঠ সোজা করে উঠবার সময় সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ বলতেন। তারপর দাঁড়িয়ে বলতেন, রাব্বানা ওয়া লাকাল হামদ। অতঃপর যখন নিচের দিকে ঝুঁকতেন অর্থাৎ সাজদায় যাওয়ার সময় তাকবীর বলতেন। আবার সাজদাহ হতে মাথা উঠানোর সময় তাকবীর বলতেন। অতঃপর (পুনরায়) তাকবীর বলে সাজদায় যেতেন এবং মাথা উঠানোর সময় তাকবীর বলতেন। এভাবে তিনি ছ্বলাত সমাপ্ত না করা পর্যন্ত পুরো ছ্বলাতেই এরূপ করতেন। আর দুই রাক'আত ছ্বলাত পড়ে বৈঠক শেষে যখন দাঁড়াতেন তখনও আল্লাহু আকবার বলতেন। [ছ্বহীহ বুখারী হা/৭৮৯, মুসলিম হা/৩৯২]

٨٤. عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ قَالَ: (صَلَّيْتُ أَنَا وَعِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ خَلْفَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَكَانَ إِذَا سَجَدَ كَبَّرَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ كَبَّرَ، وَإِذَا نَهَضَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلاةَ، أَخَذَ بِيَدِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ، فَقَالَ: قَدْ ذَكَّرَنِي هَذَا صَلاةَ مُحَمَّدٍ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – أَوْ قَالَ: صَلَّى بِنَا صَلاةَ مُحَمَّدٍ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –) .

৮৪. মুতার্‌রিফ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে শিখ্‌খির হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ও ইমরান ইবনে হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আলী ইবনে আবূ তালিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর পিছনে ছ্বলাত আদায় করলাম। তিনি যখন সাজদাহ করলেন তখন তিনি আল্লাহু আকবার বললেন। আর যখন সাজদাহ হতে মাথা উঠালেন তখন তিনি আল্লাহু আকবার বলে উঠলেন। আবার যখন দুই রাক'আত ছ্বলাত আদায় করে উঠে দাঁড়ালেন, তখন আল্লাহু আকবার বললেন। অতঃপর তিনি যখন ছ্বলাত সম্পন্ন করলেন, তখন ইমরান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আমার হাত ধরলেন, আর বললেন, এই আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আমাকে রাসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ছ্বলাতের কথা স্মরণ করে দিলেন। অথবা বললেন: ইনি আমাদেরকে নিয়ে রসূলুল্লাহ

ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ছ্বলাতের মতো ছ্বলাত আদায় করালেন। [ছ্বহীহ বুখারী হা/৭৮৬, মুসলিম হা/৩৯৩]

٨٥. عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: (رَمَقْتُ الصَّلاةَ مَعَ مُحَمَّدٍ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فَوَجَدْتُ قِيَامَهُ، فَرَكْعَتَهُ فَاعْتِدَالَهُ بَعْدَ رُكُوعِهِ، فَسَجْدَتَهُ، فَجَلْسَتَهُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، فَسَجْدَتَهُ فَجَلْسَتَهُ مَا بَيْنَ التَّسْلِيمِ وَالانْصِرَافِ: قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ) . وَفِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ: (مَا خَلا الْقِيَامَ وَالْقُعُودَ قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ).

৮৫. বারা ইবনে ‘আযিব (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ছ্বলাত ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করেছি। অতঃপর আমি দেখেছি যে, তাঁর কিয়াম বা দাঁড়ানো, রুকূ‘, রুকূ‘ হতে সোজা হয়ে দাঁড়ানো, সাজদা করা ও দুই সাজদার মাঝে বসা, আবার সাজদাহ করা এবং সালাম ফিরানোর সময় সমূহের পরিমাণ প্রায় সমান ছিল। [ছ্বহীহ বুখারী হা/৭৯২ ও মুসলিম হা/৪৭১]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, কিয়াম বা দাঁড়ানো ও বসার পরিমাণে ব্যতিক্রম ছিল। [ছ্বহীহ বুখারী হা/৭৯২]

٨٦. عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ – قَالَ: (إِنِّي لا آلُو أَنْ أُصَلِّيَ بِكُمْ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – يُصَلِّي بِنَا. قَالَ ثَابِتٌ: فَكَانَ أَنَسٌ يَصْنَعُ شَيْئًا لا أَرَاكُمْ تَصْنَعُونَهُ. كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ: انْتَصَبَ قَائِمًا، حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ: قَدْ نَسِيَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ السَّجْدَةِ: مَكَثَ، حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ: قَدْ نَسِيَ) .

৮৬. ছাবিত আল বুনানী হতে বর্ণিত, তিনি আনাস ইবনে মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, যেভাবে রাসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নিয়ে ছ্বলাত পড়তেন, সেভাবে আমি তোমাদেরকে ছ্বলাত পড়িয়ে দিতে কমতি করব না। ছাবিত রহিমাহুল্লাহ বলেন, আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এমন কিছু করতেন আমি

তোমাদেরকে সে রকম করতে দেখি না। তিনি যখন রুকূ‘ হতে মাথা উঠাতেন তখন তিনি দাঁড়িয়েই থাকতেন। এমন কি ধারণাকারী বলতেন, তিনি মনে হয় (সাজদা করতে) ভুলেই গিয়েছেন। আর যখন তিনি সাজদাহ হতে মাথা উঠাতেন তখন তিনি বসেই থাকতেন। এমনকি ধারণাকারী মনে করতেন, তিনি মনে হয় (সালাম ফিরাতে) ভুলেই গিয়েছেন। [ছ্বহীহ বুখারী হা/৮২১, মুসলিম হা/৪৭২]

٨٧. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ – قَالَ: مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ إِمَامٍ قَطُّ أَخَفَّ صَلَاةً وَلَا أَتَمَّ صَلَاةً مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

৮৭. আনাস ইবনে মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চেয়ে অধিকতর সংক্ষেপ ও পূর্ণাঙ্গরূপে ছ্বলাত অন্য কোনো ইমামের পিছনে আমি কখনই পড়িনি। [ছ্বহীহ বুখারী হা/৭০৮, মুসলিম হা/৪৬৯]

٨٨. عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ الْجَرْمِيِّ الْبَصْرِيِّ – قَالَ: (جَاءَنَا مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ فِي مَسْجِدِنَا هَذَا، فَقَالَ: إِنِّي لأُصَلِّي بِكُمْ، وَمَا أُرِيدُ الصَّلاةَ، أُصَلِّي كَيْفَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – يُصَلِّي، فَقُلْتُ لأَبِي قِلابَةَ: كَيْفَ كَانَ يُصَلِّي؟ فَقَالَ: مِثْلَ صَلاةِ شَيْخِنَا هَذَا، وَكَانَ يَجْلِسُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ السُّجُودِ قَبْلَ أَنْ يَنْهَضَ) . أَرَادَ بِشَيْخِهِمْ: أَبَا يَزِيدَ، عَمْرَو بْنَ سَلِمَةَ الْجَرْمِيَّ.

৮৮. আবূ কিলাবাহ আব্দুল্লাহ ইবনে যায়িদ আল জারমী আল বাছরী রহিমাহুল্লাহ বলেন, আমাদের এই মাসজিদে মালিক ইবনে হুওয়াইরিছ আসলেন। অতঃপর বললেন, আমি তোমাদের নিয়ে ছ্বলাত আদায় করবো। কিন্তু ছ্বলাত আদায় করা আমার উদ্দেশ্য নয়। বরং আমি ছ্বলাত আদায় করে দেখিয়ে দিতে চাই কিভাবে রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছ্বলাত আদায় করতেন। অতঃপর আমি আবূ ক্বিলাবাহকে বললাম। রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিভাবে ছ্বলাত আদায় করতেন? তিনি বললেন, আমাদের এই শাইখের ছ্বলাতের মত। আর তিনি যখন সাজদাহ হতে মাথা উঠাতেন তখন দাঁড়িয়ে যাওয়ার পূর্বে বসতেন। [ছ্বহীহ বুখারী হা/৬৭৭, মুসলিম

হা/৪৭২] তাদের শাইখ দ্বারা তিনি আবূ ইয়াযিদ আমর ইবনে সালামাহ আল জারমীকে বুঝিয়েছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

দাঁড়িয়ে যাওয়ার পূর্বে এরূপ বসা (জলসায়ে ইসতি-রহাত) মুস্তাহাব। বসার ধরন- ডান পায়ের অগ্রভাগ খাড়া করে 'বাম পা' এর ওপরে বসাকে ইফতিরাশ বলে।

৮৯. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَالِكٍ ابْنِ بُحَيْنَةَ – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ –: (أَنَّ النَّبِيَّ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – كَانَ إِذَا صَلَّى فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ، حَتَّى يَبْدُوَ بَيَاضُ إِبْطَيْهِ) .

৮৯. আব্দুল্লাহ ইবনে মালিক ইবনে বুহাইনাহ হতে বর্ণিত, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ছ্বলাত আদায় করতেন তখন তিনি দুই হাতের মাঝে এমনভাবে ফাঁকা করতেন যে, তাঁর উভয় বগলের শুভ্রতা প্রকাশ পেয়ে যেত। [ছ্বহীহ বুখারী হা/৮০৭, মুসলিম হা/৪৯৫]

৯০. عَنْ أَبِي مَسْلَمَةَ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: (سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ: أَكَانَ النَّبِيُّ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ) .

৯০. আবূ সালামাহ সাঈদ ইবনু ইয়াযীদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আনাস ইবনে মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে জিজ্ঞেস করলাম, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি তাঁর দুই জুতা পরিধান করা অবস্থায় ছ্বলাত পড়তেন? তিনি উত্তরে বললেন: হ্যাঁ। [ছ্বহীহ বুখারী হা/৩৮৬, মুসলিম হা/৫৫৫]

৯১. عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلأَبِي الْعَاصِ ابْنِ الرَّبِيعِ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ، فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا، وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا.

৯১. আবূ ক্বাতাদাহ আল আনছারী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার মেয়ে যায়নাবের কন্যা, উমামাহ বিনতে আবূল 'আছ ইবনে রবী' ইবনে আব্দেশ্‌শামসকে বহন করা

অবস্থায় ছ্বলাত আদায় করতেন। অতঃপর যখন তিনি সাজদাহ করতেন তখন তিনি মেয়েটিকে রেখে দিতেন আর যখন তিনি দাঁড়াতেন তখন আবার মেয়েটিকে উঠিয়ে নিতেন। [ছ্বহীহ বুখারী হা/৫১৬, মুসলিম হা/৫৪৩]

৯২. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ، وَلا يَبْسُطْ أحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبِسَاطَ الْكَلْبِ ".

৯২. আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: তোমরা সাজদায় মধ্যমপন্থা অবলম্বন করবে। তোমাদের কেউ যেন কুকুরের মত কনুই পর্যন্ত হাত বিছিয়ে না দেয়। [ছ্বহীহ বুখারী হা/৮২২, মুসলিম হা/৪৯৩]

١٥–بَابُ وُجُوبِ الطُّمَأْنِينَةِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

অধ্যায়: ১৫- রুকূ‘ও সাজদায় ধিরস্থিরতা অবলম্বন করা ফরয

৯৩. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ –: (أَنَّ النَّبِيَّ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – دَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فَقَالَ: ارْجِعْ فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ. فَرَجَعَ فَصَلَّى كَمَا صَلَّى، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فَقَالَ: ارْجِعْ فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ – ثَلاثًا – فَقَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أُحْسِنُ غَيْرَهُ، فَعَلِّمْنِي، فَقَالَ: إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاةِ فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا وَافْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلاتِكَ كُلِّهَا).

৯৩. আবূ হুরায়রাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, একদা রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাসজিদে প্রবেশ করলেন। অতঃপর জনৈক ব্যক্তি

মাসজিদে প্রবেশ করে ছ্বলাত আদায় করে। অতঃপর রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসে সালাম প্রদান করে। তখন রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: তুমি ফিরে যাও অতঃপর ছ্বলাত আদায় কর। কারণ তুমি ছ্বলাত । অতঃপর লোকটি ফিরে গেল। এরপর আবার ছ্বলাত আদায় করল যেমন সে আগের বার ছ্বলাত আদায় করেছিল। অতঃপর রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসে আবার সালাম দিলো। অতঃপর রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন। তুমি ফিরে যাও, অতঃপর ছ্বলাত আদায় করো। কারণ তুমি ছ্বলাত আদায় করনি। এভাবে তিনবার লোকটি ছ্বলাত পড়ল। অতঃপর লোকটি বলল: যে আল্লাহ তা'আলা আপনাকে সত্যসহ পাঠিয়েছেন তাঁর কসম করে বলছি, আমি এর চেয়ে সুন্দর করে ছ্বলাত আদায় করতে জানি না। আমাকে ছ্বলাত শিখিয়ে দিন। তখন রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যখন তুমি ছ্বলাতের উদ্দেশ্যে দাঁড়াবে তখন তাকবীর বলবে। অতঃপর কুরআন মাজীদের মধ্য হতে যা তোমার পক্ষে সহজ হয় তা তিলাওয়াত করবে। অতঃপর রুকূ' করবে এবং রুকূ'তে বেশ কিছু সময় স্থির থাকবে। এরপর মাথা উঠাবে এবং সোজা হয়ে দাঁড়াবে। অতঃপর সাজদা করবে ও সাজদায় গিয়ে বেশ কিছু সময় স্থির থাকবে। তারপর মাথা উঠাবে এবং স্থির হয়ে বসবে। অতঃপর তোমার সম্পূর্ণ ছ্বলাতে এরূপই করবে। [ছ্বহীহ বুখারী হা/৭৫৭, মুসলিম হা/৩৯৭]

١٦–بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ

অধ্যায়: ১৬-ছ্বলাতে ক্বিরাআত পাঠ করা

٩٤. عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ".

৯৪. উবাদাহ ইবনে ছামিত (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা পড়বে না তার কোনো ছ্বলাত নেই। [ছ্বহীহ বুখারী হা/৭৫৬, মুসলিম হা/৩৯৪]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মুক্তাদীদের সূরা ফাতিহা পড়ার হুকুম

এই মাসআলাতে তিনটি মত আছে।

প্রথম মত: সেররী (নীরবে) ও জেহরী (উচ্চস্বরে) কোন ছ্বলাতেই মুক্তাদীরা কিছুই পড়বে না। হাদীছে আছে, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ؛ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ»

যে ব্যক্তি ইমামের পিছনে ছ্বলাত আদায় করে, ইমামের কিরাআতই তার কিরাআত (ইবনু মাজাহ, হা/৮৫০, যঈফ)।

ইবনুল মুনযির এই মতটি ছুফিয়ান ছাওরী, ইবনু উয়াইনাহ ও একদল কুফাবাসী থেকে বর্ণনা করেছেন। আর এটা ইমাম আবু হানীফা রহিমাহুল্লাহ এর মাযহাব।

দ্বিতীয় মত: শুধু সেররী ছ্বলাতে মুক্তাদীরা কিরাআত পড়বে, জেহরী ছ্বলাতে পড়বে না। কারণ আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

{وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ}

যখন কুরআন তিলাওয়াত করা হয় তখন মনযোগ দিয়ে সেটা শুনো ও চুপ থাকো যাতে তোমাদের প্রতি দয়া করা হয় (সূরা আল আরাফ:২০৪)। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا

যখন কুরআন তিলাওয়াত করা হয় তখন তোমরা চুপ থাকো (ছ্বহীহ মুসলিম হা/৪০৪, ইবনে মাজাহ হা/৮৪৬, আবূ দাউদ হা/৬০৪, নাসাঈ হা/৯২১)।

ইবনুল মুনযির রহিমাহুল্লাহ এই মতটি যুহরী, মালিক, আহমাদ ও ইসহাক রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেছেন। শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমীয়াহ, আল্লামা নাসিরুদ্দিন আলবানী এই অভিমতকে পছন্দ করেছেন।

তৃতীয় মত: সেররী ছ্বলাতে মুক্তাদীরা সূরা ফাতিহার সাথে অন্য সূরাও পাঠ করবে কিন্তু জেহরী ছ্বলাতে শুধু সূরা ফাতিহা পাঠ করবে।

কারণ নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ

যে সূরা ফাতিহা পড়ে না তার ছ্বলাত হয় না। (মুত্তাফাকুন আলাইহি, বুখারী হা/৭৫৬, মুসলিম হা/৩৯৪)। অন্য বর্ণনায় আছে, তিনি ছাহাবীদের বললেন যে,

لَعَلَّكُمْ تَقْرَءُونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ؟ قُلْنَا: نَعَمْ. قَالَ: لَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ؛ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا

সম্ভবত তোমরা ইমামের পিছনে কিরাআত পড়। ছাহাবীগণ বললেন যে, হ্যাঁ। তিনি ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা সূরা ফাতিহা ব্যতীত অন্য সূরা পাঠ করো না। কারণ যে সূরা ফাতিহা পড়ে না তার ছ্বলাত হয় না। (ছ্বহীহ: মুসনাদে আহমাদ, আবূদাউদ হা/৮২৩, তিরমিযী হা/৩১১, ইবনে হিব্বান হা/১৭৮৫)] এই হাদীছগুলো ব্যাপক অর্থবোধক।

ইবনুল মুনযির এই মতটি ইবনু আউন, আওযায়ী, আবু ছাওর, ইমাম শাফেয়ীর অনুসারীগণ থেকে বর্ণনা করেছেন। আর এটি ইমাম বুখারীর মাযহাব।

আবু আব্দুল্লাহ (মুহাম্মাদ ইবনে হিযাম) বলেন, তৃতীয় মতটিই সঠিক। কারণ এই মতের পক্ষে হাদীছগুলো ছ্বহীহ। আর প্রথম মতের দলীলটি হলো যঈফ। যার ছনদে জাবির আল জু‘ফী নামে একজন মিথ্যুক রাবী আছে। ঐ হাদীছের অন্য আরেকটি মুরসাল সনদ আছে। ইবনু কাছীর রহিমাহুল্লাহ তার তাফসীরে বলেছেন, ঐ হাদীছটি অনেকগুলো ছনদে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু একটিও নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে ছহীহ সূত্রে প্রমাণিত নয়।

আর দ্বিতীয় মতের দলীলগুলো আম বা ব্যাপক অর্থবোধক। আর তৃতীয় মতের দলীলগুলো খাছ বা নির্দিষ্ট। আর এই আম ও খাছের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। এই তৃতীয় মতটিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন শায়খ মুকবিল বিন হাদী, শায়খ ইবনে উছাইমীন, শায়খ ইবনে বায। [ফাতহুল আল্লাম, মুহাম্মাদ ইবনে হিযাম, ২/৪১১।]

٩٥. عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ مِنْ صَلاةِ الظُّهْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ، يُطَوِّلُ فِي الأُولَى، ويُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ، يُسْمِعُنَا الآيَةَ أَحْيَانًا. وَكَانَ يَقْرَأُ فِي الْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ، يُطَوِّلُ فِي الأُولَى، وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ، وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُخْرَيَيْنِ بِأُمِّ الْكِتَابِ. وَكَانَ يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى فِي صَلاةِ الصُّبْحِ وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ.

৯৫. আবূ কাতাদাহ আল আনছারী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুহরের প্রথম দুই রাক‘আতে সূরাতুল ফাতিহা ও অন্য দুইটি সূরা পাঠ করতেন। প্রথম রাক‘আতে কিরআত লম্বা (বেশি আয়াত পড়তেন) করতেন এবং দ্বিতীয় রাক‘আতে সংক্ষেপ (কম আয়াত পড়তেন) করতেন। তিনি কখনো কখনো আমাদেরকে কোনো আয়াত শোনাতেন। আর তিনি ‘আছরের ছ্বলাতে (প্রথম দুই রাক‘আতে) সূরাতুল ফাতিহা এবং অন্য আরো দুইটি সূরা তিলাওয়াত করতেন। প্রথম রাক‘আতের ক্বিরাআত লম্বা আর দ্বিতীয় রাকাতের কির‘আত সংক্ষেপ করতেন। আর অবশিষ্ট দুই রাক‘আতে (যুহর ও আছরের) শুধু উম্মুল কিতাব অর্থাৎ সূরা ফাতিহা পাঠ করতেন। আর ফজরের ছ্বলাতে প্রথম রাক‘আত তিনি দীর্ঘ করতেন আর দ্বিতীয় রাক‘আত সংক্ষেপ করতেন। [ছ্বহীহ বুখারী হা/৭৫৯, মুসলিম হা/৪৫১]

٩٦. عن جُبَيرِ بْنِ مُطْعِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِـ " وَالطُّورِ".

৯৬. জুবাইর ইবনে মুতঈম (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মাগরীবের ছ্বলাতে সূরা আত-তূর পাঠ করতে শুনেছি। [ছ্বহীহ বুখারী হা/৭৬৫, ৩০৫০, মুসলিম হা/৪৬৩]

٩٧. عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي سَفَرٍ، فَصَلَّى الْعِشَاءَ الآخِرَةَ، فَقَرَأَ فِي إِحْدَى الرَّكْعَتَيْنِ بِ"وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُونِ" فَمَا سَمِعْتُ أَحَدًا أَحْسَنَ صَوْتًا أَوْ قِرَاءَةً مِنْهُ.

৯৭. বারা ইবনে আযিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা সফরে ছিলেন। অতঃপর তিনি ইশার ছ্বলাত আদায় করলেন। সেই ছ্বলাতের প্রথম দু'রাক'আতের কোনো এক রাক'আতে সূরা আত-তীন তিলাওয়াত করলেন। আমি তাঁর চেয়ে সুন্দর কণ্ঠস্বর কিংবা ক্বিরাআত শুনিনি। [ছ্বহীহ বুখারী হা/৭৬৭, মুসলিম হা/৪৬৪]

٩٨. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: (أَنَّ رَسُولَ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – بَعَثَ رَجُلًا عَلَى سَرِيَّةٍ، فَكَانَ يَقْرَأُ لأَصْحَابِهِ فِي صَلاتِهِمْ، فَيَخْتِمُ بِ «قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ» فَلَمَّا رَجَعُوا، ذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فَقَالَ: سَلُوهُ لأَيِّ شَيْءٍ يَصْنَعُ ذَلِكَ؟ فَسَأَلُوهُ. فَقَالَ: لأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ، فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –: أَخْبِرُوهُ: أَنَّ اللهَ تَعَالَى يُحِبُّهُ) .

৯৮. আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা একটি লোককে সৈন্যবাহিনীর প্রতিনিধি করে পাঠালেন। লোকটি তাঁর সঙ্গীদের ছ্বলাতের ইমামতি করার সময় সূরা ইখলাছ (ক্বুলহু আল্লাহু আহাদ) দ্বারা ক্বিরাআত শেষ করতেন। যখন তাঁরা যুদ্ধ হতে ফিরে আসলো তখন বিষয়টি রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট উপস্থাপন করল। অতঃপর তিনি বললেন, তোমরা তাকে জিজ্ঞেস করো কেন সে এরকম করত। অতঃপর তাঁরা তাঁকে জিজ্ঞেস করলে উত্তরে সে বলে, এ সূরাটি আল্লাহর তা'আলার গুণাবলি সম্পন্ন একটি সূরা। অতএব, আমি এ সূরাটি পাঠ করতে ভালোবাসি। অতঃপর রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুনে বললেন, তোমরাও তাঁকে সংবাদ দাও যে, আল্লাহ

তা'আলাও তাকে ভালোবাসেন। [ছ্বহীহ বুখারী হা/৭৩৭৫, মুসলিম হা/৮১৩]

٩٩. عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِمُعَاذٍ: فلَوْلا صَلَّيْتَ بـ"{سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى}"، {وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا}، و{وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى}. فَإِنَّهُ يُصَلِّي وَرَاءَكَ الْكَبِيرُ وَالضَّعِيفُ وَذُو الْحَاجَةِ.

৯৯. জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মু'আয (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে বললেন: **{سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى}** (সূরা আল আলা), **{وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا}** (সূরা আশ শামস), **{وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى}** (সূরা আল লাইল) এসব সূরা দ্বারা তুমি কেন ছ্বলাত পড়াও না। কারণ তোমার পিছনে বৃদ্ধ, দুর্বল ও কর্মব্যস্ত লোক থাকে। [ছ্বহীহ বুখারী হা/৭০৫, মুসলিম হা/৪৬৫]

١٧- بَابُ تَرْكِ الجَهْرِ بِ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}

অধ্যায়: ১৭-বিসমিল্লাহির রহমানির উচ্চস্বরে পরিত্যাগ করা

١٠٠. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ –: (أَنَّ النَّبِيَّ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: كَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ الصَّلاةَ بِ «الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ») . وَفِي رِوَايَةٍ: (صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ، فَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْهُمْ يَقْرَأُ (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ).

وَلِمُسْلِمٍ: (صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ فَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ الصَّلَاةَ بِ «الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ»، لا يَذْكُرُونَ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فِي أَوَّلِ قِرَاءَةٍ وَلا فِي آخِرِهَا) .

১০০. আনাস ইবনে মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত: নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবূ বকর ও উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) তাঁরা সবাই " **الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ** " দ্বারা ছ্বলাত শুরু করতেন। [ছ্বহীহ বুখারী হা/৭৪৩, মুসলিম হা/৩৯৯]

অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, তিনি বলেন, আমি আবূ বকর, উমার এবং ওসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর পিছনে ছ্বলাত আদায় করেছি, তাঁদের কারো নিকট হতে আমি **بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ** বলতে শুনিনি। [ছ্বহীহ মুসলিম হা/৩৯৯]

ছ্বহীহ মুসলিমে রয়েছে, আমি নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবূ বকর, উমারএবং ওসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর পিছনে ছ্বলাত আদায় করেছি, তারা সকলেই " **الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ** " দ্বারা ছ্বলাত শুরু করতেন। তারা কেউ " **بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ** " কে ছ্বলাতের শুরুতে কিংবা শেষে উল্লেখ করতেন না। [ছ্বহীহ মুসলিম হা/৩৯৯]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

১. দু'আয়ে ইস্তিফতাহ (ছানা) ও আউযুবিল্লাহ পাঠ করার পরে এবং সূরা ফাতিহা পাঠ করার পূর্বে বিসমিল্লাহির রাহমানির রহীম নীরবে পাঠ করা মুস্তাহাব।

২. আর বিস্‌মিল্লাহ সূরা ফাতিহার অন্তর্ভুক্ত নয়, বরং তা দু'সূরার মধ্যবর্তী আয়াত, কিন্তু সূরা আনফাল ও সূরা আত-তাওবার মধ্যবর্তী নয়। তাইসীরুল আল্লাম ১৯১ পৃষ্ঠা, মিসকুল খিতাম ১/৫০১।

৩. আউযুবিল্লাহ প্রথম রাক'আতে পাঠ করা ওয়াজিব।

١٨–بَابُ سُجُودِ السَّهْوِ

অধ্যায়: ১৮- সাহ্ও সিজদাহ

সাহ্ও অর্থ ভুল করা। আর সিজদাহ দেয়ার তিনটি কারণ নিহিত রয়েছে।

১. ছ্বলাতের মাঝে কোনো কিছু বৃদ্ধি হওয়ার কারণে অথবা

২. ছ্বলাতের কোনো কিছু ঘাটতি হওয়ার কারণে অথবা

৩. কোনো সন্দেহ সৃষ্টি হওয়ার কারণে।

١٠١. عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ – قَالَ: (صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ– صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – إِحْدَى صَلاتَيْ الْعَشِيِّ – قَالَ ابْنُ سِيرِينَ: وَسَمَّاهَا أَبُو هُرَيْرَةَ. وَلَكِنْ نَسِيتُ أَنَا – قَالَ: فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ. فَقَامَ إِلَى خَشَبَةٍ مَعْرُوضَةٍ فِي الْمَسْجِدِ، فَاتَّكَأَ عَلَيْهَا كَأَنَّهُ غَضْبَانُ، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى، وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ. وَوَضَعَ خَدَّهُ الْأَيْمَنَ عَلَى ظَهْرِ كَفِّهِ الْيُسْرَى، وَخَرَجَتِ السَّرَعَانُ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالُوا: أَقَصُرَتِ الصَّلاةُ؟ – وَفِي الْقَوْمِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ – فَهَابَا أَنْ يُكَلِّمَاهُ. وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ فِي يَدَيْهِ طُولٌ، يُقَالُ لَهُ: ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَنَسِيتَ، أَمْ قَصُرَتِ الصَّلاةُ؟ قَالَ: لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تُقْصَرْ. فَقَالَ: أَكَمَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ؟ فَقَالُوا: نَعَمْ. فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى مَا تَرَكَ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَكَبَّرَ، ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ. فَرُبَّمَا سَأَلُوهُ: ثُمَّ سَلَّمَ؟ قَالَ: فَنُبِّئْتُ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ قَالَ: ثُمَّ سَلَّمَ) . العَشِيُّ: مابينَ زوالِ الشمسِ وغروبِها.

১০১. প্রখ্যাত তাবেয়ী মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন রহিমাহুল্লাহ আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেন। আবু হুরায়রাহ বলেন, একদিন রসূলুল্লাহ

ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নিয়ে জোহর অথবা আছর এই দুই ছ্বলাতের মধ্য হতে কোনো এক ছ্বলাত আদায় করলেন। ইবনে সীরীন রহিমাহুল্লাহ বলেন, আবূ হুরায়রাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) সে ছ্বলাতের নাম (যুহর ও আছর) বলেছিলেন কিন্তু আমি তা ভুলে গিয়েছি। আবূ হুরায়রাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, তিনি আমাদের কে সঙ্গে নিয়ে (চার রাক'আতের স্থলে) দুই রাক'আত আদায় করলেন। অতঃপর সালাম ফিরালেন। তারপর মাসজিদের মধ্যে রাখা একটি কাঠের খণ্ডের সাথে হেলান দিয়ে এমনভাবে দাঁড়ালেন যেন তিনি খুবই রাগান্বিত হয়ে আছেন। আর তিনি তাঁর ডান হাতকে বাম হাতের ওপর রাখলেন এবং উভয় হাতের আঙ্গুলগুলো পরস্পরের মধ্যে প্রবেশ করালেন। এদিকে দ্রুতগামী লোকেরা মাসজিদের বিভিন্ন দরজা দিয়ে বের হয়ে পড়ল। লোকেরা বলাবলি করতে লাগল, ছ্বলাত সংক্ষিপ্ত করা হলো নাকি? জনতার মধ্যে আবূ বকর ও উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) ছিলেন। তাঁরাও এ বিষয়ে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে কথা বলতে ভয় (সংকোচ) করছিলেন। লোকদের মধ্যে এমন এক ব্যক্তি ছিলেন যার দুই হাত কিছুটা লম্বা ছিল। তাকে যুল ইদাঈন তথা লম্বা দু'হাত ওয়ালা বলা হতো। সে বলল, হে আল্লাহর রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আপনি কি ভুল করছেন, নাকি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে ছ্বলাত সংক্ষেপ করা হয়েছে? রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি ভুলে যাইনি এবং এবং ছ্বলাতও সংক্ষেপ করা হয়নি। তখন রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাহাবীগণ কে প্রশ্ন করলেন, যুল ইদাঈন যা বলছে তা কি সঠিক? তাঁরা বললেন, হ্যাঁ। অতঃপর তিনি অগ্রসর হয়ে সামনে গেলেন এবং বাকী ছ্বলাত পড়লেন যা তিনি ছেড়ে দিয়েছিলেন। অতঃপর ছালাম ফিরালেন। তারপর তাকবীর তথা আল্লাহু আকবার বললেন এবং সিজদাহ করলেন ছ্বলাতের সাধারণ সাজদার মত। অথবা এর চেয়েও কিছুটা লম্বা। তারপর নিজ মাথা উঠালেন এবং তাকবীর (আল্লাহু আকবার) বললেন। তারপর তাকবীর তথা আল্লাহু আকবার বললেন এবং সিজদাহ করলেন ছ্বলাতের সাধারণ সাজদার মত। অথবা এর চেয়েও কিছুটা লম্বা। তারপর নিজ মাথা উঠালেন এবং তাকবীর (আল্লাহু আকবার) বললেন। বর্ণনাকারীকে লোকেরা জিজ্ঞাসা করল, (আবূ হুরায়রাহ কি এটাও বলেছেন?) যে, অতঃপর রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাম

ফিরালেন? তখন ইবনে সীরীন বললেন, আমার কাছে সংবাদ পৌঁছেছে যে, ইমরান ইবনে হুসাঈন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন, অতঃপর রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাম ফিরালেন। [ছ্বহীহ বুখারী হা/৪৮২, মুসলিম হা/৫৭৩]

হাদীছে উল্লেখিত الْعَشِيُّ শব্দের অর্থ সূর্য ঢলে যাওয়ার পর থেকে সূর্য ডুবে যাওয়া পর্যন্ত সময়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

১. ভুলকারীর পক্ষ থেকে ছ্বলাতের মাঝে কথা বার্তা বলাতে ছ্বলাত বিনষ্ট হবে না।

২. যে কয় রাক'আত ছ্বলাত বর্জন করেছে, তা আদায় করবে।

৩. যে ব্যক্তি ছ্বলাতে ভুল করবে তার জন্য দুটি সাহ্ও সিজদাহ দেয়া ওয়াজিব। এতে ছ্বলাতের মাঝে কিছু অতিরিক্ত হয়েছে কিংবা যা ঘাটতি হয়েছে তা পূর্ণ হবে এবং শয়তানকে লাঞ্ছিত করা হবে।

৪. দুই সাহ্ও সিজদাহর পর তাশাহুদের ব্যাপারে শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়াহ রহিমাহুল্লাহ বলেন, সিজদাহর পর তাশাহুদ পাঠের নির্দেশের ব্যাপারে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে কোনো বক্তব্য বর্ণিত হয়নি এবং গ্রহণযোগ্য কোনো ছ্বহীহ হাদীছেও এমনটি বর্ণিত হয়নি। বরং দুইটি সাহ্ও সিজদাহর পরপরই সালাম ফিরাতে হবে। তাশাহুদ কিংবা অন্য কোনো দুআ' দ্বারা পার্থক্য করা যাবে না।

৫. সাহ্ও সিজদা সালামের আগে দেয়া বা পরে দেয়া দুটোই জায়েয। তবে উত্তম হলো ছ্বলাতে কমতি/ঘাটতি হলে সালামের আগে, আর ছ্বলাতে বাড়তি হলে সালামের পরে দেয়া।

৬. জানাযার ছ্বলাত ও তিলাওয়াতে সিজদায় সাহ্ও সিজদা নেই।

৭. ছ্বলাতে ভুলবশত কোন রুকন/ফরয যে রাক'আতে ছুটে যাবে শুধু সে রাক'আত বাতিল হবে, পুরো ছ্বলাত বাতিল হবে না, তারপর ভুলের জন্য সাহ্ও সিজদা দিতে হবে।

৮. ছ্বলাতে ভুলবশত কোন ওয়াজিব ছুটে গেলে সাহ্ও সিজদা দেয়া ওয়াজিব।

৯. ছ্বলাতে ভুলবশত কোন মুস্তাহাব/সুন্নাত ছুটে গেলেও সাহ্ও সিজদা দেয়া মুস্তাহাব। শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে সালিহ আল উছাইমীন এ মত পছন্দ করেছেন।

١٠٢. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُحَيْنَةَ – وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – (أَنَّ النَّبِيَّ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – صَلَّى بِهِمُ الظُّهْرَ، فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ، وَلَمْ يَجْلِسْ، فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، حَتَّى إِذَا قَضَى الصَّلاَةَ، وَانْتَظَرَ النَّاسُ تَسْلِيمَهُ: كَبَّرَ وَهُوَ جَالِسٌ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، ثُمَّ سَلَّمَ).

১০২. আব্দুল্লাহ ইবনে বুহাইনাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অন্যতম একজন ছাহাবী ছিলেন। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা তাঁদেরকে নিয়ে যুহরের ছ্বলাত আদায় করলেন। অতঃপর তিনি প্রথম দুই রাক‘আত পর (প্রথম বৈঠক না করেই) দাঁড়িয়ে গেলেন, আর বসলেন না। অতঃপর লোকজন তাঁর সাথে দাঁড়িয়ে যায়। অবশেষে যখন তিনি ছ্বলাত আদায় করা শেষ করেন, লোকজন তাঁর সালামের অপেক্ষা করছিলেন। এমতাবস্থায় তিনি বসে থেকেই তাকবীর প্রদান করেন। অতঃপর সালাম ফিরানোর পূর্বে দু'টি সিজদাহ দেন। তারপর সালাম ফিরান। [ছ্বহীহ বুখারী হা/৮২৯, মুসলিম হা/৫৭০]

١٩–بَابُ الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي

অধ্যায়: ১৯- মুছল্লীর সামনে দিয়ে অতিক্রম করা

١٠٣. عَنْ أَبِي جُهَيْمِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الصِّمَّةِ الأَنْصَارِيِّ – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ – قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –: (لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ

الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ مِن الإِثْمِ؟ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَي الْمُصَلِّي) . قَالَ أَبُو النَّضْرِ: لا أَدْرِي: قَالَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، أَوْ شَهْرًا، أَوْ سَنَةً.

১০৩. আবূ জুহাইম ইবনে হারিছ ইবনে ছামত আল আনছারী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যদি ছ্বলাত আদায়কারী ব্যক্তির সামনে দিয়ে চলাচলকারী জানত যে, এতে তার কত গুনাহ হয়, তবে সে ছ্বলাত আদায়কারীর সামনে দিয়ে অতিক্রম করার চেয়ে চল্লিশ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকাকেই উত্তম মনে করত। [ছ্বহীহ বুখারী হা/৫১০, মুসলিম হা/৫০৭]

বর্ণনাকারী আবূ নযর বলেন, আমি জানি না (অর্থাৎ আমার মনে নেই) আবূ জুহাইম চল্লিশ দিন না চল্লিশ মাস না চল্লিশ বছর বলেছেন।

١٠٤. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ. فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ، – فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ ".

১০৪. আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর থেকে শুনেছি। তিনি বলতেন, যখন তোমাদের কেউ কোনো জিনিসকে মানুষ হতে আড়াল (সুতরাহ) হিসেবে দাঁড় করিয়ে ছ্বলাত আদায় করে, আর তখন কেউ যদি তার (ছ্বলাত আদায়কারীর) সামনে দিয়ে যাতায়াত করতে চায়, তবে সে যেন তাকে বাধা দেয়। যদি সে বাধাকে অমান্য করে, তবে যেন তার সাথে লড়াই করে। কেননা সে (মানুষরূপী) শয়তান। [ছ্বহীহ বুখারী হা/৫০৯, মুসলিম হা/৫০৫]

١٠٥. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى حِمَارٍ أَتَانٍ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الاحْتِلامَ، وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِالْنَّاسِ بِمِنىً إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ، فَمَرَرْتُ بَيْنَ بَعْضِ الصَّفِّ فَنَزَلْتُ، وَأَرْسَلْتُ الأَتَانَ تَرْتَعُ، وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ.

১০৫. ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আমি একটি গাধীর পিঠে চড়ে (মিনায়) হাজির হলাম, তখন আমি সবেমাত্র যৌবনে পদার্পণ করেছিলাম। ঐ সময় রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিনাতে কোনো দেয়ালের আড়াল ছাড়াই ছাহাবীদের নিয়ে ছ্বলাত আদায় করেছিলেন। আর আমি ছ্বলাতের সারির একাংশের সামনে দিয়ে অতিক্রম করে গেলাম। অতঃপর অবতরণ করলাম এবং গাধীটিকে মাঠে চরতে ছেড়ে দিয়ে আমি ছ্বলাতের সারিতে শামিল হলাম। কিন্তু আমার এ কাজে কেউই অপছন্দ করলেন না। [ছ্বহীহ বুখারী হা/৪৯৩, মুসলিম হা/৫০৪]

١٠٦. عَنْ عَائِشَةَ رضىَ الله عَنْهَا قَالَتْ: كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِجْلايَ فِي قِبْلَتِهِ، فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي، فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ. وَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا، وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ.

১০৬. আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সামনে ঘুমিয়ে থাকতাম। আর আমার পাদ্বয় তাঁর ক্বিবলার দিকে থাকত। তিনি যখন সাজদায় যেতেন তখন তিনি আমাকে চিমটি কাটতেন, অতঃপর আমি আমার পাদ্বয়কে গুটিয়ে নিতাম। আর যখন তিনি দাঁড়াইতেন তখন আমি আবার আমার পা দুটিকে বিছিয়ে দিতাম। আর সে সময় ঘর সমূহে কোনো বাতি ছিল না। [ছ্বহীহ বুখারী হা/৩৮২, মুসলিম হা/৫১২]

٢٠- بَابٌ جَامِعٌ

অধ্যায়ঃ ২০-বিবিধ বিষয়

١٠٧. عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْحَرِثِ بْنِ رِبْعِيٍّ الأَنْصَارِيِّ – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ – قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –: (إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ، فَلا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ).

১০৭. আবূ ক্বাতাদাহ ইবনে রবঈ আল আনছারী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। যখন তোমাদের কেউ মাসজিদে প্রবেশ করবে সে যেন দুই রাক'আত ছ্বলাত আদায় না করা পর্যন্ত মাসজিদে না বসে। [ছ্বহীহ বুখারী হা/১১৬৩, মুসলিম হা/৭১৪]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

১. যেকোনো সময়ে মাসজিদে প্রবেশকারীর জন্য তাহিয়্যাতুল মাসজিদ ছ্বলাত আদায় করা মুস্তাহাব, যদিও নিষিদ্ধ সময়ে হয়।

২. আর মাসজিদে প্রবেশকারীর জন্য উযূ করা মুস্তাহাব, যাতে তার থেকে এই আদিষ্ট ছ্বলাত ছুটে না যায়।

١٠٨. عَنْ زَيدِ بْنِ أَرْقَمَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: "كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِي الصَّلاةِ، يُكَلِّمُ الرَّجُلُ مِنَّا صَاحِبَهُ، وَهُوَ إِلَى جَنْبِهِ فِي الصَّلاةِ، حَتَّى نَزَلَتْ {وَقُومُوا للهِ قَانِتِينَ} فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ وَنُهِينَا عَنِ الْكَلام".

১০৮. যায়েদ ইবনে আরকাম (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা ছ্বলাত পড়া অবস্থায় কথপোকথন করতাম। আমাদের মধ্যকার লোকজন তার পাশে থাকা ভাইয়ের সাথে কথা বলত। অবশেষে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হলো

{وقُومُوا لله قَانِتِينَ} আর তোমরা মহান আল্লাহর জন্য অনুগত হয়ে দাঁড়িয়ে যাও। (সূরা আল বাকারা:২৩৮)

সুতরাং আমাদেরকে চুপ থাকতে নির্দেশ প্রদান করা হয় এবং কথা বলতে বারণ করা হয়। [ছ্বহীহ বুখারী হা/১২০০, মুসলিম হা/৫৩৯]

١٠٩. عَنْ عَبدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلاةِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ.

১০৯. আব্দুল্লাহ ইবনে উমার ও আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) হতে বর্ণিত, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। যখন সূর্যের উত্তাপ

অধিক হবে, তখন তোমরা ছ্বলাতকে ঠাণ্ডা করে পড়বে তথা দেরিতে আদায় করবে। কারণ গরমের তীব্রতা জাহান্নামের নিঃশ্বাসের কারণে হয়ে থাকে। [ছ্বহীহ বুখারী হা/৫৩৩,৫৩৪,৫৩৬, মুসলিম হা/৬১৫]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

তীব্র গরমের দিনে যুহরের ছ্বলাত ঠাণ্ডা হওয়া ও উত্তাপ কমে যাওয়া সময় পর্যন্ত বিলম্বে আদায় করা মুস্তাহাব।

١١٠. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ، فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنَا أَنْ يُمَكِّنَ جَبْهَتَهُ مِنَ الأَرْضِ: بَسَطَ ثَوْبَهُ فَسَجَدَ عَلَيْهِ.

১১০. আনাস ইবনে মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে তীব্র গরমের সময় ছ্বলাত আদায় করছিলাম। অতঃপর আমাদের কেউ যখন তার কপালকে মাটিতে রাখতে সক্ষম হতেন না, তখন সে তার কাপড়কে মাটিতে বিছিয়ে দিয়ে তার ওপর সিজদাহ করতেন। [ছ্বহীহ বুখারী হা/১২০৮, ছ্বহীহ মুসলিম হা/৬২০]

١١١. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ نَسِيَ صَلاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، لا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ. وَتَلا قَوْلَهُ تَعَالَى: {وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِى} وَلِمُسْلِمٍ "مَن نَسِيَ صَلاةً، أَوْ نَامَ عَنْهَا، فَكَفَّارَتُهَا: أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا".

১১১. আনাস ইবনে মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। যে ব্যক্তি কোনো ছ্বলাত আদায় করতে ভুলে যাবে সে যেন তখনই আদায় করে যখন তার স্মরণ হবে। এটা ছাড়া তার অন্য কোনো কাফ্ফারা নেই। অতঃপর তিনি আল্লাহ তা'আলার নিম্নোক্ত আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন,

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي

আমার স্মরণার্থে তুমি ছ্বলাত আদায় কর (সূরা ত্ব-হাঃ ১৪)। [ছ্বহীহ বুখারী হা/৫৯৭, মুসলিম হা/৬৮৪]

আর ছ্বহীহ মুসলিমে বর্ণিত রয়েছে, যে ব্যক্তি ছ্বলাত আদায় করতে ভুলে যাবে অথবা ছ্বলাত না পড়েই ঘুমিয়ে যাবে, তার কাফ্ফারাহ হলো যখন তার স্মরণ হবে তখনই যেন সে তা আদায় করে নেয়। [ছ্বহীহ মুসলিম হা/৬৮৪]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

১. ঘুমন্ত ব্যক্তি ও ছ্বলাত আদায় করতে ভুলে যাওয়া ব্যক্তির যখনই স্মরণ হবে তখনই ছ্বলাত কাযা আদায় করা ওয়াজিব।

২. ছ্বলাত কাযা আদায় করতে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা মুস্তাহাব।

١١٢. عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ كَانَ يُصَلِّي مَعَ رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ الآخِرَةَ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى قَوْمِهِ، فَيُصَلِّي بِهِمْ تِلْكَ الصَّلاةَ.

১১২. জাবির ইবনে আব্দিল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, মু'আয (রাযিয়াল্লাহু আনহু) প্রথমে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে ইশার ছ্বলাত আদায় করতেন। অতঃপর তিনি তাঁর কওমের নিকট ফিরে এসে তাদের কে উক্ত ছ্বলাত পড়াতেন। [ছ্বহীহ বুখারী হা/৭০০,৭০১, মুসলিম হা/৪৬৫]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

১. নফল ছ্বলাত আদায়কারী ব্যক্তির, ফরয ছ্বলাত আদায়কারী ব্যক্তির ছ্বলাতের ইমামতি করা জায়েয।

২. আর পুনরায় ফরয ছ্বলাত আদায় করা জায়েয। অথবা একাকী ছ্বলাত আদায় করার পর মাসজিদে প্রবেশ করে যদি জামা'আত হতে দেখে তাহলে পুনরায় তাদের সাথে জামা'আতে ছ্বলাত আদায় করলে তার একাকী ছ্বলাতের ঘাটতি বা অসম্পূর্ণতা পূর্ণ হবে।

١١٣. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا يُصَلِّ أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ ".

১১৩. আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের মধ্য হতে কোনো ব্যক্তি যেন এরূপ এক পোশাক পরিধান করে ছ্বলাত আদায় না করে, যার কোনো এক অংশ তাঁর কাঁধের ওপর থাকে না। [ছ্বহীহ বুখারী হা/৩৫৯, মুসলিম হা/৫১৬]

١١٤. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلًا. فَلْيَعْتَزِلْنَا أَوْ: لِيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا، وَلْيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ. وَأُتِيَ بِقِدْرٍ فِيهِ خَضِرَاتٌ مِنْ بُقُولٍ. فَوَجَدَ لَهَا رِيحًا، فَسَأَلَ، فَأُخْبِرَ بِمَا فِيهَا مِن الْبُقُولِ. فَقَالَ: (قَرِّبُوهَا) إِلَى بَعْضِ أَصْحَابِهِ كَانَ مَعَهُ. فَلَمَّا رَآهُ، كَرِهَ أَكْلَهَا. قَالَ: (كُلْ، فَإِنِّي أُنَاجِي مَنْ لا تُنَاجِي) .

১১৪. জাবির ইবনে আব্দিল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি (কাঁচা) রসুন কিংবা পিঁয়াজ খাবে, সে যেন আমাদের থেকে অথবা আমাদের মাসজিদ হতে আলাদা থাকে। সে যেন তার বাড়িতেই অবস্থান করে। এরপর রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকটে একদা একটি পাতিলে সবজি জাতীয় কিছু আনা হলে তার থেকে দুর্গন্ধ অনুভব করেন। অতঃপর তিনি সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। এরপর তার মধ্যে থাকা সবজি সম্পর্কে বলা হলে তিনি সে গুলোকে তাঁর সঙ্গে থাকা অন্য এক ছাহাবীর নিকট নিয়ে যেতে বলেন। অতঃপর নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন দেখলেন যে, ঐ ছাহাবী সেই খাবারটি খেতে অপছন্দ করছে তখন তিনি বললেন, তুমি খাও। কারণ আমি এমন ব্যক্তির সাথে গোপনে কথা বলি যার সাথে তুমি বল না। [ছ্বহীহ বুখারী হা/৮৫৫, মুসলিম হা/৫৬৪]

١١٥. عَنْ جَابِرِ بْنِ عبدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَالَ: مَنْ أَكَلَ الْبَصَلَ أَوِ الثُّومَ أَوِ الْكُرَّاثَ، فَلا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا، فَإِنَّ الْمَلائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُو الإِنْسَانِ. وَفِي رِوَايَةٍ (بَنُو آدَمَ) .

১১৫. জাবির (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি রসুন, পিঁয়াজ কিংবা কুররাছ (পেঁয়াজজাতীয় সবজিবিশেষ) খাবে, সে যেন আমাদের মাসজিদের নিকটবর্তী না হয় কারণ, যা দ্বারা মানুষ কষ্ট পায়, তা দ্বারা ফিরিশতাগণও কষ্ট পায়। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, আদম সন্তান। [ছ্বহীহ মুসলিম হা/৫৬৪]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

(কাঁচা) রসুন, পিঁয়াজ এবং এ জাতীয় দুর্গন্ধযুক্ত কোনো কিছু খেয়ে মাসজিদে আসা নিষেধ।

٢١–بَابُ التَّشَهُّدِ

অধ্যায়: ২১-তাশাহুদ

١١٦. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ – قَالَ: (عَلَّمَنِي رَسُولُ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – التَّشَهُّدَ – كَفِّي بَيْنَ كَفَّيْهِ – كَمَا يُعَلِّمُنِي السُّورَةَ مِن الْقُرْآنِ: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، وَالصَّلَوَاتُ، وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

وَفِي لَفْظٍ: إِذَا قَعَدَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاةِ فَلْيَقُلْ: التَّحِيَّاتُ لله .....– وَذَكَرَهُ أِلَى آخره. وَفِيهِ: فَإِنَّكُمْ إِذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ فَقَدْ سَلَّمْتُمْ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضِ. وَفِيهِ – فَلْيَتَخَيَّرْ مِن الْمَسْأَلَةِ مَا شَاءَ.

১১৬. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যেমনিভাবে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে পবিত্র কুরআনের সূরা শিক্ষা দিতেন তেমনি তিনি আমাকে তাশাহুদ শিক্ষা

দিয়েছেন। এমতাবস্থায় আমার হাত নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দুই হাতের মাঝে ছিল।

التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، وَالصَّلَوَاتُ، وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

আত্তাহিয়্যাতু (সমস্ত রাজত্ব, মহত্ব, স্থায়িত্ব ও যাবতীয় মন্দগুণ হতে পবিত্রতা), ওয়াছছ্বলাওয়াতু (পাঁচ ওয়াক্ত ছ্বলাতসহ অন্যান্য ছ্বলাতসমূহ), ওয়া ত্বয়্যিবাতু (যাবতীয় উত্তম কথা, কাজ ও গুণসমূহ) একমাত্র আল্লাহর জন্যে। হে নাবী আপনার প্রতি আল্লাহর শান্তি, কল্যাণ এবং অনুগ্রহ বর্ষিত হোক। আর আমাদের প্রতি ও আল্লাহর নেককার বান্দাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোনো মা'বূদ নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রসূল। [ছ্বহীহ বুখারী হা/৬২৬৫, মুসলিম হা/৪০২]

অন্য শব্দে বর্ণিত হয়েছে, যখন তোমাদের কেউ ছ্বলাতের জন্য বসবে, তখন সে যেন বলে, আত্যাহিয়্যাতু লিল্লাহ.... শেষ পর্যন্ত বর্ণনা করলেন। সে বর্ণনায় আরো রয়েছেঃ তোমরা যখন এমনটি করবে, তখন তোমরা আসমান ও যমীন সমূহের সকল নেককার ও সৎ ব্যক্তিদের প্রতি সালাম বা শান্তি বর্ষনের দু'আ করলে।

সে বর্ণনায় আরো বর্ণিত রয়েছে যে, অতঃপর ইচ্ছা অনুযায়ী যেকোনো আবেদন বা দু'আ পছন্দ করবে। [ছ্বহীহ বুখারী হা/৮৩৫,৬২৩০, মুসলিম হা/৪০২]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

১. প্রথম তাশাহুদের জন্য বসা ও প্রথম তাশাহুদ পড়া ওয়াজিব। ভুলে পরিত্যাগ করলে সাহ্ও সিজদা দিতে হবে। আর শেষ তাশাহুদে বসা ও পড়া রুকন বা ফরয। ভুলে পরিত্যাগ করলে ভুলকৃত রাক'আত বাতিল হবে। তাশাহুদ নীরবে পড়বে, উচ্চস্বরে পড়া মাকরূহ।

২. তাশাহুদে বসার নিয়মঃ প্রথম তাশাহুদে ইফতিরাশ করবে। আর দ্বিতীয় তাশাহুদে তাওয়াররুক করবে। ইফতিরাশ হলোঃ ডান পায়ের অগ্রভাগ খাড়া

করে ‘বাম পা’ এর উপরে বসা। আর তাওয়াররুক হলো: ডান পায়ের পাতা খাড়া রেখে (ডান পায়ের তলা দিয়ে) বাম পায়ের অগ্রভাগ বের করে দিয়ে বাম নিতম্ব মাটিতে রেখে বসা।

৩. মহিলারা পুরুষের মতই তাশাহুদে বসবে, তবে সতর উন্মুক্ত হওয়ার ভয় থাকলে যেভাবে সহজ বসবে।

١١٧. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: (لَقِيَنِي كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ، فَقَالَ أَلا أُهْدِي لَكَ هَدِيَّةً؟ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَلَيْنَا، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ! قَدْ عَلِمْنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ: فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ قَالَ: قُولُوا:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

১১৭. আব্দুর রহমান ইবনে আবী লাইলা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমার সাথে কা‘ব ইবনে ওযরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সাক্ষাত করলেন। অতঃপর তিনি বললেন, হে আব্দুর রহমান আমি কি তোমাকে একটি বাণী উপহার দিব না? নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা আমাদের কাছে আসলেন অতঃপর আমরা বললাম, হে আল্লাহর রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিভাবে আপনার ওপর সালাম জানাব তা আমরা (আপনার কাছ থেকে) জানতে পেরেছি। অতএব, কি পদ্ধতিতে আমরা আপনার ওপর ছ্বলাত (দরুদ) পাঠ করব? উত্তরে তিনি বললেন, তোমরা বলবে,

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

হে আল্লাহ! আপনি মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি ও তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি রহমত বর্ষণ কর যেভাবে আপনি ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) এবং তাঁর পরিবারবর্গের ওপর রহমত বর্ষণ করে ছিলেন।

নিশ্চয় আপনি প্রশংসিত ও সম্মানিত। হে আল্লাহ! আপনি মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি কল্যাণ বর্ষণ করুন যেমনি ভাবে আপনি ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) এর প্রতি ও তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি কল্যাণ বর্ষণ করেছিলেন। অবশ্যই আপনি প্রশংসিত ও সম্মানিত। [ছ্বহীহ বুখারী হা/৩৩৭০, মুসলিম হা/৪০৬]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

১. ছ্বলাতে শেষ তাশাহুদের পরে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি দরুদ পাঠ করা রুকন বা ফরয।

২. ছ্বলাতে প্রথম তাশাহুদের পরে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি দরুদ পাঠ করা একদল আলেমের মতে মুস্তাহাব। ইমাম শাওকানী ও আল্লামা আলবানী প্রথম তাশাহুদে দরুদ পড়া পছন্দ করেছেন।

আরেকদল আলেম বলেন, তাশাহুদের পরে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি দরুদ পাঠ করা শরীয়াতসম্মত নয়। হাফিয ইবনুল কাইয়্যিম ও শাইখ মুক্ববিল ইবনে হাদী আল ওয়াদী এ মতকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। মিসকুল খিতাম ১/৫৮৫।

١١٨. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ – قَالَ: (كَانَ رَسُولُ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – يَدْعُو: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ، وَعَذَابِ النَّارِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ.

وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ: إِذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ مِنْ أَرْبَعٍ، يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ.

১১৮. আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'আ করতেন,

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ، وَعَذَابِ النَّارِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ.

হে আল্লাহ! আমি আপনার আশ্রয় চাই কবরের ‘আযাব হতে, জাহান্নামের আযাব হতে, জীবন ও মৃত্যুকালীন ফিৎনা হতে এবং মাসীহ দাজ্জালের ফিৎনা হতে। [ছ্বহীহ বুখারী হা/১৩৭৭, মুসলিম হা/৫৮৮]

মুসলিমের অন্য শব্দে রয়েছেঃ যখন তোমাদের কেউ তাশাহুদ পাঠ করবে। সে যেন চারটি বিষয় হতে মহান আল্লাহর নিকট আশ্রয় চায়।

اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ.

হে আল্লাহ! আমি আপনার আশ্রয় চাই জাহান্নামের ‘আযাব হতে, কবরের ‘আযাব হতে, জীবন ও মৃত্যুকালীন ফিৎনা হতে এবং মাসীহ দাজ্জালের অনিষ্ট ফিৎনা হতে। [ছ্বহীহ মুসলিম হা/৫৮৮]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

তাশাহুদের শেষ বৈঠকে বসে এই দু‘আ পাঠ করা অধিকাংশ আলিম মুস্তাহাব বলেছেন। আরেকদল আলিম ওয়াজীব বলেছেন। তাদের মধ্যে ইমাম ইবনে হাযম, ইমাম শাওকানী ও সানআনী রহিমাহুমুল্লাহ।

١١٩. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –:عَلِّمْنِي دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فِي صَلَاتِي. قَالَ: قُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي، إِنَّكَ أَنْتَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ».

১১৯. আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে ‘আছ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আবূ বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেন। আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বললেন, হে আল্লাহর রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আপনি আমাকে এমন একটি দু‘আ শিক্ষা দিন যা দিয়ে আমি আমার ছ্বলাতে আল্লাহ তা‘আলার নিকট প্রার্থনা করতে পারব। তিনি বললেন, তুমি বল,

اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي، إِنَّكَ أَنْتَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ».

হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই আমি আমার আত্মার প্রতি অত্যাধিক যুলুম করেছি। আর এসব পাপ তুমি ব্যতীত আর কেউ ক্ষমা করবে না। অতএব, তোমার পক্ষ হতে আমাকে ক্ষমা করো এবং আমার প্রতি দয়া করো। নিশ্চয় তুমি পরম ক্ষমাশীল ও অতি করুণাময়। [ছ্বহীহ বুখারী হা/৮৩৪, মুসলিম হা/২৭০৫]

١٢٠. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالت: مَا صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاةً بَعْدَ أَنْ نَزَلَتْ عَلَيْهِ: "إِذَا جَاءَ نَصرُ الله وَالْفَتحُ"، إِلَّا يَقُولُ فِيهَا: "سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي".

وَفِي لَفْظٍ: كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ.: "سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي".

১২০. আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি "إِذَا جَاءَ نَصرُ الله وَالْفَتحُ" সূরা নাছর নাযিল হওয়ার পর তিনি প্রত্যেক ছ্বলাতেই বলতেন,

"سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي".

হে আল্লাহ, আমরা প্রশংসাসহ তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি, হে আমাদের প্রতিপালক। হে আল্লাহ তুমি আমাকে ক্ষমা করো। [ছ্বহীহ বুখারী হা/৮১৭, মুসলিম হা/৪৮৪]

অন্য শব্দে রয়েছে, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর রুকূ' ও সিজদাহর মধ্যে বেশি বেশি বলতেন,

"سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي".

হে আল্লাহ, আমরা প্রশংসাসহ তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি হে আমাদের প্রতিপালক। হে আল্লাহ তুমি আমাকে ক্ষমা করো। [ছ্বহীহ বুখারী হা/৪৯৬৮, মুসলিম হা/৪৮৪]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

রুকূ‘ ও সাজদাহর মধ্যে এ ধরনের দু‘আ বেশি বেশি করা মুস্তাহাব।

٢٢–بَابُ الْوِتْرِ

অধ্যায়: ২২- বিতর ছ্বলাত

١٢١. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ: مَا تَرَى فِي صَلاةِ اللَّيْلِ؟ قَالَ: "مَثْنَى، مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى وَاحِدَةً، فَأَوْتَرَتْ لَهُ مَا صَلَّى". وَإِنَّهُ كَانَ يَقُولُ: اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرَا».

১২১. আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা জনৈক ব্যক্তি রসূল ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রাতের ছ্বলাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। এমতাবস্থায় তিনি মিম্বারের ওপর ছিলেন। লোকটি বলল, রাতের ছ্বলাত সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? উত্তরে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, রাতের ছ্বলাত দু’ দু’ রাক‘আত করে অর্থাৎ জোড়া জোড়া। যখন তোমাদের কেউ ভোর হয়ে যাবার আশঙ্কা করবে, সে এক রাক‘আত (বিতর) ছ্বলাত পড়বে। এটা তার পূর্বে আদায়কৃত জোড় ছ্বলাতকে বিতর অর্থাৎ বেজোড় করে দিবে।

নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলতেন, তোমরা তোমাদের রাতের শেষ ছ্বলাতকে বিতর তথা বেজোড় করবে। [ছ্বহীহ বুখারী হা/৪৭২, মুসলিম হা/৭৪৯]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

১. বিতর ছ্বলাতের ওয়াক্ত ফজর উদয় হওয়া পর্যন্ত।

২. বিতর ছ্বলাত আদায় করা অধিকাংশ আলিমের মতে সুন্নাতে মুয়াক্কাদা।

৩. বিতর ছ্বলাতের সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ রাক‘আত সংখ্যা:

ইমাম নাববী রহিমাহুল্লাহ তার শারহুল মুহাযযাব (৪/২১-২২) কিতাবে বলেছেন, আমাদের মাযহাব অনুযায়ী বিতর ছ্বলাত সর্বনিম্ন হলো এক রাকা‘আত আর সর্বোচ্চ হলো এগারো রাকা‘আত বা অন্য মতে তের রাকা‘আত। এক ও তের বা এগারো রাকা‘আতের মধ্যে (তিন বা পাঁচ বা সাত বা নয় রাকা‘আত আদায় কারও) জায়েয। যে বিতর ছ্বলাত সর্বোচ্চ রাকা‘আত সংখ্যার যত নিকটে হবে সেটি ততই উত্তম। ছাহাবী, তাবেঈ ও তাদের পরবরতীদের মধ্যে অধিকাংশ আলেমই এই মত দিয়েছেন।

আর ইমাম আবু হানীফা রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, মাগরিবের ছ্বলাতের মতো এক সালামে তিন রাকা‘আত ব্যতীত বিতর জায়েয নেই। তিনি আরো বলেন, যদি কেউ এক রাকা‘আত বা দুই সালামে তিন রাকা‘আত বিতর পড়ে তবে তা ছহীহ নয়। ইমাম আবু হানীফার মতের পক্ষে আবু সাঈদের একটি মারফু হাদীছ দিয়ে দলীল পেশ করা হয়। তাতে আছে, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক রাকা‘আত বিতর ছ্বলাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন। হাদীছটি ইবনু আব্দিল বার (১৩/২৫৪) বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এই হাদীছটি যঈফ। কারণ এই হাদীছের সানাদে উসমান ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে রবী‘আ নামে একজন রাবী আছে। আর উকাইলী বলেন, তার অধিকাংশ হাদীছে ভ্রম আছে। এই হাদীছটি মুরসালভাবেও বর্ণনা করা হয়েছে। সাঈদ ইবনে মানছুর রহিমাহুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে কাব আল কুরাযির হাদীছটি মুরসালভাবে বর্ণনা করেছেন।

জমহুর আলেম বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত ইবনে উমার (রা) এর হাদীছ দিয়ে দলীল পেশ করেন। তাতে আছে, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

فإذا خِفْتَ الصبحَ؛ فأوتر بواحدة

যখন ভোর হওয়ার আশঙ্কা করো তখন এক রাকা‘আত বিতর পড়ে নাও। (ছহীহ বুখারী,হা/১১৩৭, ছহীহ মুসলিম, হা/১৪৭, ৭৪৯)

তারা ছহীহ মুসলিমে ইবনে উমার থেকে বর্ণিত আরেকটি মারফু হাদীছ দিয়েও দলীল পেশ করেন। তাতে আছে, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

الوتر ركعة من آخر الليل

রাতের শেষাংশে বিতর ছলাত মাত্র এক রাক‘আত। (ছহীহ মুসলিম, হা/৭৫২)

তারা আরো দলীল হিসেবে পেশ করেন ছহীহ মুসলিমে বর্ণিত আয়েশা (রা) এর হাদীছ দিয়ে। তাতে আছে,

كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة، يسلم بين كل ركعتين، ويوتر بواحدة

নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে এগারো রাকা‘আত ছলাত আদায় করতেন। প্রতি দুই রাকা‘আত পরে তিনি সালাম ফিরাতেন। পরে তিনি এক রাকা‘আত বিতর পড়তেন। (ছহীহ মুসলিম, হা/৭৩৬)

আর একদল ছাহাবী থেকে ছহীহভাবে প্রমাণিত যে, তারা এক রাক‘আত বিতর আদায় করতেন। আর এই বিষয়ে কেউ তাদের বিরোধিতা করেছেন বলে জানা যায় না।

জমহুর আলেমের মতটিই সঠিক। (দেখুন, আল মুগনী-২/৫৭৮, আল মাজমু-৪/২১-২৩, ইবনে রজবের আল ফাতহ-৬/১৯৮, আন নাইল-২/২০৮, আল আওসাত-৫/১৭৭)

١٢٢. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ، وَأَوْسَطِهِ وَآخِرِهِ، فَانْتَهَى وِتْرُهُ إِلَى السَّحَرِ».

১২২. আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের সকল অংশেই বিতর ছলাত আদায় করতেন, রাতের প্রথমভাগে, মধ্যভাগে এবং শেষভাগে। জীবনের শেষ দিকে তাঁর বিতর ছিল সাহরী পর্যন্ত। [ছহীহ বুখারী হা/৯৯৬, মুসলিম হা/৭৪৫]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যে ব্যক্তি শেষ রাতে কিয়াম করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করেছে তার জন্য শেষ রাতে বিতর ছলাত আদায় করা উত্তম।

١٢٣. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُوتِرُ مِنْ ذَلِكَ بِخَمْسٍ، لا يَجْلِسُ فِي شَيْءٍ إِلَّا فِي آخِرِهَا.

১২৩. আয়েশা (রাদ্বিইয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে তেরো রাক'আত ছ্বলাত আদায় করতেন। এর মধ্য হতে পাঁচ রাক'আত বিতর পড়তেন। তিনি শেষ রাক'আতে ছাড়া আর বসতেন না। [ছ্বহীহ মুসলিম হা/৭৩৭]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

১. রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো কখনো রাতের ছ্বলাত তেরো রাক'আত আদায় করতেন, ফজরের দুই রাক'আত (সুন্নাত) ছ্বলাত ব্যতীতই।

২. মাঝে মাঝে তিনি তাঁর ছ্বলাতের মধ্য হতে তিন রাক'আত বিতর করতেন। এর সর্বশেষ রাক'আতে গিয়ে বসতেন, তারপর সালাম ফিরাতেন। আরেকটি পদ্ধতিঃ দু'রাক'আত পড়ে সালাম ফিরাবে। তারপর এক রাক'আত পড়ে আবার সালাম ফিরাবে।

৩. মাঝে মাঝে তিনি তাঁর ছ্বলাতের মধ্য হতে পাঁচ রাক'আত বিতর করতেন। এর সর্বশেষ রাক'আতে গিয়ে তিনি বসতেন, তারপর সালাম ফিরাতেন।

৪. মাঝে মাঝে তিনি তাঁর ছ্বলাতের মধ্য হতে সাত রাক'আত বিতর করতেন। তিনি ষষ্ঠ রাক'আতে বসতেন, তারপর উঠে সর্বশেষ সপ্তম রাক'আতে গিয়ে বসতেন, তারপর সালাম ফিরাতেন।

৫. মাঝে মাঝে তিনি তাঁর ছ্বলাতের মধ্য হতে নয় রাক'আত বিতর করতেন। তিনি অষ্টম রাক'আতে বসতেন, তারপর উঠে সর্বশেষ নবম রাক'আতে গিয়ে বসতেন, তারপর সালাম ফিরাতেন।

٢٣– بَابُ الذِّكْرِ عَقِيبَ الصَّلَاةِ

অধ্যায়: ২৩- ছ্বলাতের পর যিকর (দু‘আ)

١٢٤. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَفْعَ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ حِينَ يَنْصَرِفُ النَّاسُ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ– كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كُنْتُ أَعْلَمُ إِذَا انْصَرَفُوا بِذَلِكَ إِذَا سَمِعْتُهُ.

وَفِي لَفْظٍ: «مَا كُنَّا نَعْرِفُ انْقِضَاءَ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا بِالتَّكْبِيرِ».

১২৪. ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, যখন লোকজন ছ্বলাত হতে সালাম ফিরাতেন তখন উচ্চ শব্দে যিকির করার প্রচলন রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সময়ে ছিল। ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, যখন তারা সালাম ফিরাতেন তখন আমি তাদের থেকে এরূপ শুনতে পেতাম। [ছ্বহীহ বুখারী, হা/৮৪১, ছ্বহীহ মুসলিম, হা/৫৮৩]

অন্য শব্দে রয়েছে: আমরা রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ছ্বলাতের সমাপ্ত বুঝতে পারতাম না যতক্ষণ না তিনি তাকবীর না দিতেন। [ছ্বহীহ বুখারী, হা/৮৪২, ছ্হীহ মুসলিম, হা/৫৮৩]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ছ্বলাতের পর যিকির করা মুস্তাহাব।

١٢٥. عَنْ وَرَّادٍ مَوْلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: أَمْلَى عَلَيَّ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فِي كِتَابٍ إِلَى مُعَاوِيَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاةٍ مَكْتُوبَةٍ: " لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ".

ثُمَّ وَفَدْتُ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى مُعَاوِيَةَ،. فَسَمِعْتُهُ يَأْمُرُ النَّاسَ بِذَلِكَ. وَفِي لَفْظٍ "كانَ يَنْهَى عَنْ قِيل وَقَالَ، وَإِضَاعَةِ الْمَالِ، وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ". وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقُوقِ الأُمَّهَاتِ، وَوَأْدِ الْبَنَاتِ، وَمَنْعٍ وَهَاتِ.

১২৫. মুগীরাহ ইবনে শু‘বাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর কৃতদাস ওয়াররদ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, মুগীরাহ ইবনে শু‘বাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) মুআবিয়া (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর কাছে পাঠানোর জন্য আমাকে দিয়ে একটি পত্র লিখালেন। সেই পত্রে ছিল, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক ফরয ছ্বলাতের পর বলতেন,

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ.

আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোনো উপাস্য নেই, যিনি একক ও শরীক বিহীন। তাঁরই জন্য সকল রাজত্ব ও তাঁরই জন্য যাবতীয় প্রশংসা। তিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাশালী। হে আল্লাহ আপনি যা দিতে চান, তা রোধ করার কেউ নেই। এবং আপনি যা রোধ করেন, তা দেয়ার কেউ নেই। আপনার নিকটে নেক আমল ব্যতীত সম্পদশালীর কোনো সম্পদ তার কোনো উপকারে আসবে না।

অতঃপর পরবর্তীতে আমি মু‘আবীয়াহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর নিকট আগমন করলে আমি তাঁকে বলতে শুনলাম, তিনি লোকদের কে এ দু‘আ পাঠের আদেশ করছেন। [ছ্বহীহ বুখারী, হা/৮৪৪, ৬৩৩০, ছ্বহীহ মুসলিম, হা/৫৯৩]

অন্য একটি শব্দে রয়েছে, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভিত্তিহীন কথা বলতে, সম্পদ নষ্ট করতে ও বেশি বেশি প্রশ্ন করতে নিষেধ করেছেন। তিনি আরো নিষেধ করেছেন মাতাদের অবাধ্য হতে, কন্যা সন্তানকে জীবন্ত প্রোথিত করতে এবং অপরের প্রাপ্য অধিকার বাধাগ্রস্ত করতে। [ছ্বহীহ বুখারী, হা/৭২৯২, ছ্বহীহ মুসলিম, হা/১৭১৫]

١٢٦. عَنْ سُمَيٍّ مَولَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ فُقَرَاءَ الْمُهَاجِرِينَ أَتُوْا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالدَّرَجَاتِ الْعُلَى، وَالنَّعِيمِ الْمُقِيمِ. قَالَ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالُوا: يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، وَيَتَصَدَّقُونَ وَلا نَتَصَدَّقُ، وَيُعْتِقُونَ وَلا نُعْتِقُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَفَلا أُعَلِّمُكمْ شَيْئًا تُدْرِكُونَ بِهِ مَنْ سَبَقَكُم، وَتَسْبِقُونَ مَن بَعْدَكُمْ، وَلا يَكُونُ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِنْكُمْ، إِلَّا مَنْ صَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُمْ؟ " قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: " تُسَبِّحُونَ وَتُكَبِّرُونَ وَتَحْمَدُونَ دُبُرَ كُلِّ صَلاَةٍ: ثَلاثًا وَثَلاثِينَ مَرَّةً ".

قَالَ أَبُو صَالِحٍ: فَرَجَعَ فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سَمِعَ إِخْوَانُنَا أَهْلُ الأَمْوَالِ بِمَا فَعَلْنَا، فَفَعَلُوا مِثْلَهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ذَلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ ". قَالَ سُمَي: فَحَدَّثْتُ بَعْضَ أَهْلِي بِهَذَا الْحَدِيثِ، فَقَالَ: وَهِمْتَ، إِنَّمَا قَالَ: تُسَبِّحُ اللهَ ثَلاثًا وَثَلاثِينَ، وَتُكَبِّرُ اللهَ ثَلاثًا وَثَلاثِينَ، وَتَحْمَدُ اللهَ ثَلاثًا وَثَلاثِينَ. فَرَجَعْتُ إِلَى أَبِي صَالِحٍ، فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ: قُلِ: "اللهُ أَكْبَرُ وَسُبْحَانَ اللهِ والْحَمْدُ للهِ، حَتَّى تَبْلُغَ مِنْ جَمِيعِهِنَّ ثَلاثًا وَثَلاثِينَ ".

১২৬. আবূ বকর ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে হারিছ ইবনে হিশাম এর কৃতদাস সুমাই হতে বর্ণিত, তিনি আবূ ছালিহ আস সামান হতে, তিনি আবূ হুরায়রাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেন। আবূ হুরায়রাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, একবার দরিদ্র মুহাজিরগণ রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সমীপে আগমন করে বললেন, হে আল্লাহর রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পদশালী লোকেরাই তো উচ্চ মার্যাদাসমূহ ও স্থায়ী কল্যাণ সমূহ নিয়ে গেলেন। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন এটা কেমন কথা? তখন তাঁরা বললেন, তাঁরা আমাদের মত ছ্বলাত পড়েন, (আমাদের মত) ছিয়াম রাখেন, তারা দান ছ্বদাকা করেন, কিন্তু আমরা

দান ছ্বদাকা করতে পারি না। তাঁরা দাস দাসী মুক্ত করেন, কিন্তু আমরা (সামর্থের অভাবে) দাস-দাসী মুক্ত করতে সক্ষম হইনা। তখন এটা শুনে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি বিষয় শিখিয়ে দিব না? যার বাদৌলতে তোমরা ঐ সমস্ত লোকদের সমমর্যাদায় পৌঁছে যাবে, যারা তোমাদেন চেয়ে অগ্রগামী হয়েছিল। (অথবা তোমাদের পূর্বে অতীত হয়ে গেছে) এবং যার বাদৌলতে তোমারা তোমাদের পরবর্তীদের তুলনায় অগ্রগামী থাকবে এবং তোমাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠতম আর কেউ হতে পারবে না? তবে হ্যাঁ যারা তোমাদের মত কাজ করবে কেবল তাঁরাই তোমাদের মতো মর্যাদা লাভ করতে পারবে। তখন তাঁরা বললেন, জী হ্যাঁ হে আল্লাহর রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (আমাদের কে তা বলে দিন)। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: তোমরা প্রত্যেক ছ্বলাতের পরে তেত্রিশবার সুবহানাল্লাহ, আল্লাহু আকবার তেত্রিশবার এবং আলহামদু লিল্লাহ তেত্রিশবার পাঠ করবে। (অধস্তন রাবী) আবূ ছালিহ বলেন, অতঃপর আর একদিন দরিদ্র মুহাজিরগণ রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সমীপে এসে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমাদের ধনী ব্যক্তিগণও এটা শুনেছেন এবং আমরা যেরূপ করি তারাও সেরূপ করতে আরম্ভ করেছেন। এটা শুনে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এটা আল্লাহর দান, তিনি তা যাকে ইচ্ছা দান করতে পারেন। (অর্থাৎ এতে তোমাদের হিংসা করার কিছুই নেই। বর্ণনাকারী সুমাই বলেন, অতঃপর আমি এই হাদীছটি আমার কোন এক পরিবারের একজনকে বললে, তিনি বলেন, আপনি বিভ্রম করছেন, বরং তিনি বলেছেন, তুমি সুবহানাল্লাহ তেত্রিশ বার বলবে, আল্লাহু আকবার তেত্রিশ বার বলবে, আলহামদু লিল্লাহ তেত্রিশ বার বলবে। অতঃপর আমি আবূ ছালিহ এর নিকট ফিরে আসলাম অতঃপর আমি তাঁর নিকট বিষয়টি বর্ণনা করলাম। অতঃপর তিনি আমার হাত ধরে বলেন, তুমি আল্লাহু আকবার, সুবহানাল্লাহ এবং আলহামদুল্লিাহ বলবে। যাতে সবগুলো মিলে তেত্রিশবার হয়। [ছ্বহীহ বুখারী, হা/৮৪৩, ৬৩২৯, ছ্বহীহ মুসলিম, হা/৫৯৫]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ফরয ছ্বলাতের পর যিকিরের বিভিন্ন পদ্ধতি: মিসকুল খিতাম ২/২২।

১. সুবহানাল্লাহ ৩৩ বার বলবে, আল্লাহু আকবার ৩৩ বার বলবে, আলহামদু লিল্লাহ ৩৩ বার বলবে। ছ্বহীহ মুসলিম, হা/৫৯৫

২. সুবহানাল্লাহ ৩৩ বার বলবে, আল্লাহু আকবার ৩৩ বার বলবে, আলহামদু লিল্লাহ ৩৩ বার বলবে। তারপর ১০০ বার পূরণ করতে একবার বলবে,

لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

ছ্বহীহ মুসলিম, হা/৫৯৭।

৩. সুবহানাল্লাহ ১০ বার বলবে, আল্লাহু আকবার ১০ বার বলবে, আলহামদু লিল্লাহ ১০ বার বলবে। ছ্বহীহ বুখারী হা/৬৩২৯।

৪. সুবহানাল্লাহ ৩৩ বার বলবে, আল্লাহু আকবার ৩৪ বার বলবে, আলহামদু লিল্লাহ ৩৩ বার বলবে। ছ্বহীহ মুসলিম হা/৫৯৬।

৫. সুবহানাল্লাহ ২৫ বার বলবে, আল্লাহু আকবার ২৫ বার বলবে, আলহামদু লিল্লাহ ২৫ বার বলবে, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ ২৫ বার বলবে। ছ্বহীহঃ সুনানে নাসাঈ হা/১৩৫০।

١٢٧. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي خَمِيصَةٍ لَهَا أَعْلامٌ، فَنَظَرَ إِلَى أَعْلامِهَا نَظْرَةً. فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: " اذْهَبُوا بِخَمِيصَتِي هَذِهِ إِلَى أَبِي جَهْمٍ، وَأْتُونِي بِأَنْبِجَانِيَّةِ أَبِي جَهْمٍ، فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِي آنِفًا عَن صَلاتِي.

১২৭. আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত: তিনি বলেন নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার একটি নকশাকৃত চাদর পরিধান করে ছ্বলাত আদায় করলেন। তিনি এর নকশার দিকে একবার দৃষ্টিপাত করলেন। যখন তিনি ছ্বলাত হতে অবসর হলেন, তখন বললেন, আমার এ চাদরটি নিয়ে আবূ জাহম (একজন ব্যবসায়ী) এর নিকট যাও। এর পরিবর্তে আমার জন্য তার কাছ থেকে আম্বেজানিয়া চাদর নিয়ে আস। কারণ, এ চাদর এখনই আমাকে ছ্বলাত হতে অমনোযোগী করেছে। [ছ্বহীহ বুখারী, হা/৩৭৩, ছ্বহীহ মুসলিম, হা/৫৫৬]

٢٤–بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ فِي السَّفَرِ

অধ্যায়: ২৪-সফর অবস্থায় দুই ছ্বলাতকে একত্র করা

١٢٨. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: (كَانَ رَسُولُ اللهِ– صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – يَجْمَعُ فِي السَّفَرِ بَيْنَ صَلاةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، إِذَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ سَيْرٍ، وَيَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ) .

১২৮. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুহর ও ‘আছর দুই ছ্বলাতকে একত্রে আদায় করতেন, যখন তিনি সফরে চলন্ত অবস্থায় থাকতেন। আর তিনি মাগরীব ও ইশা দুই ছ্বলাতকেও একত্রে আদায় করতেন। [ছ্বহীহ বুখারী, হা/১১০৭, ছ্বহীহ মুসলিম, হা/৭০৫]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

এই হাদীছ এবং অন্যান্য হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, দুই ছ্বলাতকে একত্রে আদায় করা খাছ শুধু যুহরের সাথে ‘আছরকে এবং মাগরীবের সাথে ‘ঈশাকে। আর ফজরের ছ্বলাতকে কোনো কিছুর সাথে একত্র করা যাবে না।

٢٥– بَابُ قَصْرِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ

অধ্যায়: ২৫-সফর অবস্থায় ছ্বলাত কছর করা

١٢٩. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: (صَحِبْتُ رَسُولَ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فَكَانَ لا يَزِيدُ فِي السَّفَرِ عَلَى رَكْعَتَيْنِ، وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ كَذَلِكَ) .

১২৯. আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, আমি রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে সফর করেছি। তিনি সফর অবস্থায় দুই

রাক‘আতের চেয়ে অতিরিক্ত ছ্বলাত আদায় করতেন না। আবূ বকর, উমার, এবং ওছমান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম) তারা সকলেই এমনটি করতেন। [ছ্বহীহ বুখারী, হা/১১০২, ছ্বহীহ মুসলিম, হা/৬৮৯]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

কছর আদায় করা নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাত এবং খুলাফায়ে রাশিদীনের সুন্নাত। কছর করাকে একদল আলিম ওয়াজিব বলেছেন।

٢٦–بَابُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ

অধ্যায়: ২৬- জুমু‘আর ছ্বলাত

١٣٠. عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رِجَالًا تَمَاروا فِي مِنْبَرِ رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن أَيِّ عُودٍ هُوَ؟ فَقَالَ سَهْلٌ: مِنْ طَرْفَاء الْغَابَةِ، وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ عَلَيهِ فَكَبَّرَ وَكَبَّرَ النَّاسُ وَرَاءَهُ، وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ. ثُمَّ رَكَعَ فَنَزَلَ الْقَهْقَرَي، حَتَّى سَجَدَ فِي أَصْلِ الْمِنْبَرِ، ثُمَّ عَادَ حَتَّى فرَغَ مِنْ آخِرِ صَلاتِهِ. ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: " يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّمَا صَنَعْتُ هَذَا لِتَأْتَمُّوا بِي، وَلِتَعَلَّمُوا صَلاتِي ". وَفِي لَفْظٍ: " فَصَلَّى وَهُوَ عَلَيْهَا، ثُمَّ كَبَّرَ عَلَيْهَا، ثُمَّ رَفَعَ وَهُوَ عَلَيْهَا، ثُمَّ نَزَلَ الْقَهْقَرَى".

১৩০. সাহল ইবনে সা‘দ আস সাঈদী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন কতক লোক রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খুতবাহর মিম্বার সম্পর্কে বিতর্ক করে যে, সে মিম্বারটি কিসের তথা কোনো কাঠের তৈরী ছিল? সাহল (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, সেটি গাবা নামক স্থানের ঝাউকাঠ দ্বারা তৈরী করা হয়েছিল। আমি রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে দেখেছি, তিনি সে মিম্বারের ওপর উঠলেন। অতঃপর তিনি আল্লাহু আকবার বলে (ছ্বলাত শুরু করলেন) এরপর লোকজন তাঁর পিছনে আল্লাহু আকবার বলল (ও ছ্বলাত শুরু করল)।

এমতাবস্থায় তিনি মিম্বারের ওপরেই ছিলেন। অতঃপর তিনি রুকূ‘ করলেন। অতঃপর পিছনে সরে এসে মিম্বারের গোড়ায় সিজদাহ করলেন। অতঃপর আবার তিনি মিম্বারে উঠলেন এভাবে তিনি ছ্বলাত আদায় করা শেষ করলেন। এরপর তিনি জনগণের দিকে মুখ করে বললেন, হে মানব মণ্ডলী! আমি (আজ) এমনটি এই জন্য করলাম যে, যাতে তোমরা আমার অনুসরণ কর এবং আমার ছ্বলাত আদায়ের পদ্ধতি জানতে পার।

অন্য শব্দে রয়েছে, অতঃপর তিনি মিম্বারের ওপরে থাকা অবস্থায় ছ্বলাত আদায় করলেন। অতঃপর তার ওপরেই তাকবীর প্রদান করেন। এরপর তিনি মিম্বারের ওপর থাকাবস্থায় রুকূ‘ করেন এবং রুকূ‘ হতে মাথা উঠান। অতঃপর তিনি মিম্বার থেকে নেমে একটু পিছনে সরে (সেই মিম্বারের ওপর সিজদাহ করেন)। [ছ্বহীহ বুখারী, হা/৩৭৭, ৯১৭, ছ্বহীহ মুসলিম, হা/৫৪৪]

١٣١. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَالَ: مَنْ جَاءَ مِنْكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ.

১৩১. আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি জুমু‘আর ছ্বলাতে আসবে সে যেন গোসল করে। [ছ্বহীহ বুখারী, হা/৮৯৪, ছ্বহীহ মুসলিম, হা/৮৪৪]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

১. অধিকাংশ আলিমের মতে জুমু‘আর ছ্বলাতের জন্য গোসল করা মুস্তাহাব। আরেকদল আলিমের মতে জুমু‘আর ছ্বলাতের জন্য গোসল করা ওয়াজিব।

২. অধিকাংশ আলিমের মতে ফজর উদিত হওয়ার পর হতে জুমু‘আর ছ্বলাতের জন্য গোসল করা জায়েয।

৩. অধিকাংশ আলিমের মতে ফরয গোসল (জানাবাতের গোসল) ও জুমু‘আর গোসলের জন্য নিয়্যাত করে একবার গোসল করাই যথেষ্ট।

١٣٢. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: أَصَلَّيْتَ يَا فُلانُ؟ قَالَ: لا، قَالَ: "قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ". وَفِي رِوَايَةٍ: «فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ».

১৩২. জাবির ইবনে আব্দিল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, একদা রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমু'আর খুতবা দিচ্ছিলেন। এমন সময় জনৈক ব্যক্তি মাসজিদে প্রবেশ করে বসে পড়ে। তখন নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে উদ্দেশ্য করে বলেন, হে অমুক ব্যক্তি, তুমি কি (দুই রাক'আত তাহিয়্যাতুল মাসজিদ) ছ্বলাত পড়েছ? সে বলল, না। আল্লাহর রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি দাঁড়াও এবং দুই রাক'আত ছ্বলাত আদায় কর। [ছ্বহীহ বুখারী, হা/৯৩০, ছ্বহীহ মুসলিম, হা/৮৭৫]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ইমাম খুতবা দেয়া অবস্থায় কেউ মাসজিদে প্রবেশ করলে তার জন্য দুই রাক'আত ছ্বলাত আদায় করা মুস্তাহাব। মিসকুল খিতাম ২/৫৯, ফাতহুল আল্লাম ৩/২১৬।

١٣٣. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ وَهُوَ قَائِمٌ، يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِجُلُوسٍ.

১৩৩. আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় (জুমু'আহর) দুইটি খুতবাহ প্রদান করতেন। মাঝখানে বসার মাধ্যমে তিনি খুতবা দু'টিকে পৃথক করতেন। [ছ্বহীহ বুখারী, হা/৯২০, ছ্বহীহ মুসলিম, হা/৮৬১]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

১. ছ্বলাতের পূর্বে জুমু'আহর দু'টি খুতবাহ প্রদান করা ওয়াজিব।

২. দুই খুতবায় খত্বীব সাহেবকে দাঁড়ানো মুস্তাহাব। শাফিঈ মাযহাব অনুসারে দাঁড়ানোর ক্ষমতা রাখে এমন খত্বীবের জন্য দাঁড়িয়ে খুতবাহ দেয়া ওয়াজিব।

৩. দুই খুতবার মাঝে পৃথক করার সময় সামান্য সময় বৈঠক করা মুস্তাহাব। আর কিছু কিছু বিদ্বান এটাকে ওয়াজিব বলেছেন। আর জমহুর বিদ্বানগণের মতে, এটা সুন্নাত, ওয়াজিব নয়।

١٣٤. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ: أَنْصِتْ يَومَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ ".

১৩৪. আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জুমু'আর দিনে খত্বীব সাহেব খুতবাহ প্রদানের সময় যদি তুমি তোমার নিকটে থাকা ব্যক্তিকে কোনো বিষয়ে চুপ করতে বল তবে তুমি অনর্থক কাজ করলে। [ছ্বহীহ বুখারী, হা/৯৩৪, ছ্বহীহ মুসলিম, হা/৮৫১]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

খুতবাহ শ্রবণের সময় কথা বলা হারাম। তবে যার সাথে ইমাম কথা বলবে বা যে ইমামের সাথে কথা বলবে, তার বিষয়টি এর থেকে আলাদা।

١٣٥. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَن اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، ثُمَّ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْأُولَى فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً. وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ. وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرّبَ دَجَاجَةً. وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ، حَضَرَتِ الْمَلائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكرَ".

১৩৫. আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি জুমু'আর দিনে গোসল করল, অতঃপর প্রথম সময়ে মাসজিদে গমন করল, সে যেন (মক্কায় কুরবানীর জন্য) একটি কুরবানীর জন্য উট নিকটবর্তী করল। আর যে ব্যক্তি দ্বিতীয় সময়ে গমন করল সে যেন একটি গাভী নিকটবর্তী করল। আর যে ব্যক্তি তৃতীয় সময়ে গমন করল সে যেন একটি দুম্বা নিকটবর্তী করল। আর যে ব্যক্তি চতুর্থ সময়ে গমন করল সে যেন একটি মুরগী নিকটবর্তী করল। আর যে ব্যক্তি পঞ্চম সময়ে গমন করল সে যেন একটি ডিম

নিকটবর্তী করল। এরপর ইমাম যখন খুতবার জন্য বের হন তখন ফেরেশতাগণ খুতবাহ শ্রবণের জন্য উপস্থিত হন। [ছ্বহীহ বুখারী, হা/৮৮১, ছ্বহীহ মুসলিম, হা/৮৫০]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

কুরবানীর জন্য উট গাভীর চেয়ে উত্তম। অনুরূপভাবে গাভী ছাগলের চেয়ে উত্তম।

١٣٦. عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ – وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ – قَالَ: (كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ، ثُمَّ نَنْصَرِفُ. وَلَيْسَ لِلْحِيطَانِ ظِلٌّ نَسْتَظِلُّ بِهِ) .

وَفِي لَفْظٍ: (كُنَّا نُجَمِّعُ مَعَ رَسُولِ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ نَرْجِعُ فَنَتَتَبَّعُ الْفَيْءَ) .

১৩৬. সালামাহ ইবনে আকওয়াহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বায়আতে রিযওয়ানের সময় ঐ দলে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, আমরা রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে জুমু'আর ছ্বলাত আদায় করছিলাম। অতঃপর আমরা ছ্বলাত আদায় করে ফিরে আসার পরেও ছায়া গ্রহণের জন্য আমরা কোনো দেয়াল বা প্রাচীরের কোনো ছায়া পাইতাম না।

অন্য শব্দে বর্ণিত রয়েছে। আমরা রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে এমন সময়ে জুমু'আর ছ্বলাত আদায় করতাম যখন সূর্য ঢলে যেত। এরপর আমরা ছ্বলাত আদায় করে ফিরতাম আর ছায়া তালাশ করতাম। [ছ্বহীহ বুখারী, হা/৪১৬৮, ছ্বহীহ মুসলিম, হা/৮৬০]

١٣٧. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرأُ فِي صَلاَةِ الْفَجْرِ يَوْمَ الجُمُعَةِ: " آلم تَنزِيلُ " السجدة، وَفِي الثانية، – " هَلْ أَتَى عَلَى الإنسَانِ ".

১৩৭. আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমু'আর দিনে ফজর ছ্বলাতের প্রথম রাক'আতে "

" آلم تنزيل " তথা সূরা “আস সিজদাহ” এবং দ্বিতীয় রাক‘আতে " هَل أَتَى عَلَى الإنسَانِ ". তথা “সূরা আদ-দাহার” পাঠ করতেন। [ছ্বহীহ বুখারী, হা/৮৯১, ছ্বহীহ মুসলিম, হা/৮৮০]

٢٧–بَابُ صَلاَةِ الْعِيدَيْنِ

অধ্যায়: ২৭-ঈদের ছ্বলাত

١٣٨. عَنْ عَبدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ يُصَلُّونَ الْعِيدَيْنِ قَبْلَ الخُطْبَةِ.

১৩৮. আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবূ বকর ও উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) দুই ঈদের ছ্বলাত খুতবার পূর্বেই আদায় করতেন। [ছ্বহীহ বুখারী, হা/৯৬৩, ছ্বহীহ মুসলিম, হা/৮৮৮]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

১. নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মদীনায় আগমন করলেন। আর তখন তাদের এমন দু’টি দিন ছিল যাতে তারা খেলাধুলা করত। নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের এ দু’টি দিন কী? তারা বলল, ইসলাম পূর্ব জাহিলিয়্যাত যুগে এ দু’দিনে আমরা খেলাধুলা করতাম। রসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, আল্লাহ সে দু’দিনের পরিবর্তে উত্তম দু’টি দিন তোমাদেরকে দান করেছেন। ঈদুল আযহার দিন ও ঈদুল ফিতরের দিন। ছ্বহীহ: আবূ দাউদ হা/১১৩৪, নাসায়ী ৩/১৭৯, আহমদ ৩/১০৩।

২. ঈদের ছ্বলাতের বিধানের ব্যাপারে বিদ্বানগণ তিন ধরনের মতামত ব্যক্ত করেছেন:

প্রথম অভিমত: ঈদের ছ্বলাত ওয়াজীব।

এটি ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম শাফেয়ীর দু’টি অভিমতের একটি এবং ইমাম আহমাদ ও কতিপয় মালিকী অনুসারী বিদ্বানগণের (রহিমাহুমুল্লাহ) অভিমত।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রাহিমাহুল্লাহ) এ অভিমতকে উত্তম বলেছেন। মাজমূ' ফাতাওয়া ২৩/১৬১। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ

অতএব আপনি আপনার রবের উদ্দেশ্যে ছ্বলাত পড়ুন ও কুরবানী করুন *(সূরা কাউসার ১০৮:২)।* এ আয়াতে আমরের তথা আদশে সূচক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যা দ্বারা ওয়াজিব হওয়াকে বুঝায়। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ

আর মহান আল্লাহ তোমাদেরকে যে সঠিক পথ দেখিয়েছেন এজন্য তার বড়ত্ব ঘোষণা করবে (সূরা আল বাক্বারা ২:১৮৫)।

নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বাদাই এ দু'ঈদের ছ্বলাত আদায় করেছেন। আর কোন ঈদেই এ ছ্বলাত ত্যাগ করেননি। পরবর্তীতে মুসলিম জনগণ ও খলীফাগণ সর্বদা এ ছ্বলাত আদায় করেছেন। ছ্বহীহ ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৫৯৮।

নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লোকজনকে এ ছ্বলাতের জন্য ঈদগাহে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। এমনকি মহিলাদেরকেও, তাদের মধ্যে যারা পর্দানশীল ও ঋতুবতী তাদেরকেও এ নির্দেশ দিয়েছেন। আর ঋতুবতী মহিলাগণ ছ্বলাত আদায়কালে ঈদগাহ হতে দূরে থাকবেন। এমনকি যে সব মহিলার লম্বা চাদর কিংবা বোরখা নেই তাদেরকে অন্য মহিলার বোরখা বা চাদরে জড়িয়ে আসতে বলা হয়েছে। ছ্বহীহ বুখারী হা/৯৭৪, ৯৮০-৯৮১।

দ্বিতীয় অভিমত: ঈদের ছ্বলাত ফরযে কিফায়াহ।

যদি মুসলিম জনগণের কতিপয় লোক আদায় করে তাহলে সকলের জন্য আদায় করা হয়। আর এটা হাম্বালী ও কতিপয় শাফেয়ী বিদ্বানের অভিমত। আল মুগনী (২/৩০৪), কাশফুল কান্না (২/৫০), মাজমূ' (৫/২)।

তাদের দলীল প্রথম অভিমত পোষণকারীদের প্রদত্ত দলীলসমূহ। তবে তারা বলেছেন, ঈদের ছ্বলাত ফরযে আইন নয়। কারণ এর জন্য আযান বৈধ নয়। সুতরাং এটা ফরযে আইন ছ্বলাত নয়। বরং তা জানাযার ছ্বলাতের ন্যায় ফরযে কিফায়াহ্। আর যদি ফরযই হতো তাহলে এর জন্য খুতবা দেয়া আবশ্যক হতো এবং জুমু'আর খুতবার ন্যায় তা শ্রবণ করা ফরয হয়ে যেত।

তৃতীয় অভিমতঃ ঈদের ছ্বলাত সুন্নাতে মু'আক্কাদাহ, ওয়াজিব নয়।

এটা ইমাম মালিক, শাফেয়ী ও তাদের অনুসারী অধিকাংশ বিদ্বানের (রহিমাহুমুল্লাহ) অভিমত। মাজমূ' (৫/২), ছ্বহীহ ফিক্বহুস সুন্নাহ, ফিক্বহুস সুন্নাহ, মাওসূআতুল ফিক্বহিল ইসলামী।

নাবী (ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জনৈক গ্রাম্য লোককে বলেছেন, যখন পাঁচ ওয়াক্ত ছ্বলাতের আলোচনা হয়েছিল। তখন ঐ ব্যক্তি বলল, এ ছ্বলাতসমূহ ব্যতীত অন্য কোন ছ্বলাত আদায় করা আমার জন্য কী আবশ্যক। তিনি বললেনঃ না। তবে তুমি অতিরিক্ত কিছু ছ্বলাত আদায় করলে করতে পারো। ছ্বহীহ বুখারী হা/৪৬, মুসলিম হা/১১।

৩. ঈদের ছ্বলাতের সময়ঃ এক বর্শা পরিমাণ (তিন মিটার) সূর্য আকাশে উঠার পর থেকেই ঈদের ছ্বলাতের সময় শুরু হয় অর্থাৎ সূর্য উদয়ের প্রায় ১৫ মিনিটি পর হতে শুরু হয়। আর দ্বি-প্রহরের পূর্ব পর্যন্ত ছ্বলাতের সময় থাকে। অধিকাংশ বিদ্বানঃ যেমন হানাফী, মালিকী ও হাম্বালীগণ এ মতই ব্যক্ত করেছেন। ইবনু আবেদীন (১/৫৮৩) দাসুকী (১/৩৯৬) কাশফুল কান্না (২/৫০, ফিক্বহুস সুন্নাহ।

আউয়াল (প্রথম) ওয়াক্তে ঈদুল আযহার ছ্বলাত আদায় করা সর্বোত্তম, যাতে মুসলমানগণ কুরবানীর কাজে সুযোগ পায়। আর ঈদুল ফিতরের ছ্বলাত এ সময় হতে কিছু বিলম্ব করে পড়া মুস্তাহাব, যাতে লোকজন যাকাতুল ফিতর বের করার সুযোগ গ্রহণ করতে পারে। ইবনু আবেদীন (১/৫৮৩), দাসুকী (১/৩৯৬), কাশফুল কান্না (২/৫০)।

ঈদগাহে যাওয়ার কতিপয় আদব

১। ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বে গোসল করা মুস্তাহাব।

ইবনু উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) ঈদুল ফিতরের দিন ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বে সকালে গোসল করতেন। ছ্বহীহঃ মালিক ৪২৬ শাফেয়ী ৭৩, আব্দুর রাযযাক হা/৫৭৫৪। আলী ইবনে আবু তালিব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কে গোসল করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেনঃ জুমুআর দিন, আরাফাহ্র দিন, কুরবানীর ঈদের দিন এবং ঈদুল ফিতরের দিন গোসল করা। ছ্বহীহঃ শাফেয়ী ১১৪, বায়হাক্বী ৩/২৭৮।

২। সজ্জিত হওয়া ও সুন্দর কাপড় পরিধান করা। ছ্বহীহঃ বুখারী হা/৮৮৬, মুসলিম হা/২০৬৮।

৩। ঈদুল ফিতরে ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বে আহার করা, ঈদুল আযহায় পরেঃ

নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈদুল ফিতরের দিনে কোন কিছু না খাওয়া পর্যন্ত ঈদগাহের উদ্দেশ্যে বের হতেন না। আর কুরবানীর দিন ফিরে না আসা পর্যন্ত কোন কিছু খেতেন না। ফিরে এসে তিনি কুরবানীর গোশত খেতেন। হাসানঃ তিরমিযী হা/৫৪২, ইবনু মাজাহ হা/১৭৫৬, আহমাদ ৫/৩৫২।

৪। বের হওয়ার পর হতে তাকবীর পাঠ করা।

রসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঈদুল ফিতরে তাকবীর দিতে দিতে ঈদগাহ পর্যন্ত আসতেন এবং ছ্বলাত আদায় করা পর্যন্ত তাকবীর পড়তেন। যখন ছ্বলাত সম্পন্ন হতো তখন তাকবীর পাঠ বন্ধ করতেন। মুরসালঃ তবে শাহেদ রয়েছেঃ ইবনু আবী শায়বাহ ১/৪৮৭, ছ্বহীহা (আলবানী) হা/১৮০। প্রত্যেকেই উচ্চ কণ্ঠে তাকবীর ধ্বনি দিয়ে ঈদগাহে যাবে। এ ব্যাপারে সকল ইমাম ঐকমত্য হয়েছেন। মাজমূ‘ ফাতাওয়া ২৪/২২০

তাকবীরের শব্দঃ নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে মারফু সূত্রে তাকবীরের শব্দ সম্পর্কে কোনো ছ্বহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়নি।

[اللَّهُ أَكْبَرُ]،اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ

(আল্লাহ সর্ব মহান), আল্লাহ সর্ব মহান, আল্লাহ সর্বমহান, তিনি ছাড়া প্রকৃত কোন ইলাহ নেই, আল্লাহ সর্ব মহান আল্লাহ সর্বমহান। সকল প্রশংসা তার। ছ্বহীহঃ ইবনু আবী শাইবাহ ২/১৬৮, ফিক্বহুস সুন্নাহ, মাওসূ‘আতুল ফিক্বহিল ইসলামী।

সালমান (রাহিমাহুল্লাহ) বলেনঃ তোমরা তাকবীর দাও এভাবে যে,

الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرًا

আল্লাহ সর্ব মহান, আল্লাহ সর্ব মহান, আল্লাহ সর্ব মহান ও সর্বশ্রেষ্ঠ। ছ্বহীহঃ সুনানুল কুবরা বায়হাকী হা/৬২৮২, ফিক্বহুস সুন্নাহ।

তাকবীরের সময়সমূহঃ

ঈদুল ফিতরের তাকবীরের সময়ঃ ঈদের আগের রাত (সূর্যাস্তের পর) থেকে শুরু করে ঈদের ছ্বলাত আদায় করা পর্যন্ত বলা সুন্নাত। মাওসূ‘আতুল ফিক্বহিল ইসলামী, ফিক্বহুস সুন্নাহ।

ঈদুল আযহার তাকবীরের সময়ঃ আরাফার (৯ যিলহাজ্জ) দিনের ফজর হতে আইয়ামে তাশরীকের শেষ দিন (১৩ যিলহাজ্জ সূর্যাস্ত) পর্যন্ত। ছ্বহীহ ফিক্বহুস সুন্নাহ, ফিক্বহুস সুন্নাহ।

৫। বালক বালিকা, নারীদের এমনকি ঋতুবর্তী মহিলারও ঈদগাহে যাওয়া। ছ্বহীহ বুখারী হা/৯৭১, ছ্বহীহ মুসলিম হা/৮৯০।

৬। ঈদগাহে যাওয়া-আসার সময় রাস্তা পরিবর্তন করা। ছ্বহীহঃ বুখারী হা/৯৮৬।

৭। ঈদগাহে পায়ে হেঁটে যাওয়া মুস্তাহাব, বিনা প্রয়োজনে আরোহন না করা। হাসানঃ ছ্বহীহ ইবনু মাজাহ, আলবানী) হা/১০৭১।

৮। ঈদের ছ্বলাতের আগে ও পরে কোন সুন্নাত (ছ্বলাত) নেই। ছ্বহীহঃ বুখারী হা/৯৮৯, তিরমিযী হা/৫৩৭, নাসায়ী ৩/১৯৩, ইবনু মাজাহ হা/১২৯১।

৯। ঈদের ছ্বলাতে কোন আযান ও ইক্বামাত নেই। ছ্বহীহ বুখারী হা/৯৬০, ছ্বহীহ মুসলিম হা/৮৮৬।

١٣٩. عَن الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: خَطَبَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الأَضْحَى بَعْدَ الصَّلاةِ، فَقَالَ: " مَن صَلَّى صَلاَتَنَا، وَنَسَكَ نُسُكَنَا فَقَدْ أصَابَ النُّسُكَ، وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلاةِ فَلاَ نُسُكَ لَه. فَقَالَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ – خَالُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّ نَسَكْتُ شَاتِي قَبْلَ الصَّلاَةِ، وَعَرَفْتُ أَنَّ الْيَوْمَ يومُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ. وَأَحْبَبْتُ أَنْ تَكُون شَاتِي أَوَّلَ مَا يُذْبَحُ فِي بَيْتِي، فَذَبَحْتُ شَاتِي وَتَغَدَّيْتُ قَبْلَ أَنْ آتِيَ الصَّلَاةَ. قَالَ: " شَاتُكَ شَاةُ لَحْمٍ ". قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! فَإِنَّ عِنْدَنَا عَنَاقًا وَهِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ شَاتَيْنِ، أَفَتَجْزِى عَنِّ؟ قَالَ: " نَعَمْ، وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ".

১৩৯. বারা ইবনে আযিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা ঈদুল আযহার দিনে ছ্বলাতের পর খুতবাহ প্রদান করলেন। অতঃপর তিনি বললেন, যে ব্যক্তি আমাদের ছ্বলাতের ন্যায় ছ্বলাত পড়ল এবং আমাদের কুরবানীর মত কুরবানী

করল, অবশ্যই তার কুরবানী সঠিক হলো। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি ঈদের ছ্বলাতের পূর্বেই কুরবানী করল, তার কুরবানী হলো না। অতঃপর আবূ বুরদাহ ইবনে নিয়ার (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) যিনি বারা ইবনে আযিব (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এর মামা ছিলেন, তিনি বললেন হে আল্লাহর রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আমি আমার একটি ছাগলকে ছ্বলাতের পূর্বেই কুরবানী করেছি। আর আমি ভেবে ছিলাম যে, আজকের দিনতো শুধু খাওয়া ও পান করারই দিন। আর আমি পছন্দ করেছিলাম যে, আমার বাড়িতে আমার ছাগলটিই সবার আগে যবাই করা হোক। সেহেতু আমি আমার ছাগলকে ঈদের ছ্বলাতের পূর্বেই যবাই করে ছ্বলাতে আসার আগেই আমি সকালের খাওয়া খেয়ে এসেছি। উত্তরে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার এ ছাগল গোশত খাওয়ার ছাগল হিসেবে গণ্য হয়েছে (কুরবানীর ছাগল হিসেবে নয়)। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আমার একটি 'আনাক্ব তথা একবছর পূর্ণ হয়নি এরকম একটি ভেড়ার বাচ্চা রয়েছে, আমার নিকট ওটা দুইটি ছাগল অপেক্ষা উত্তম। আমি যদি সেটি কুরবানী করি তাহলে তা আমার পক্ষ থেকে যথেষ্ট হবে কি? তিনি উত্তরে বললেন, হ্যাঁ হবে। তবে তোমার পর আর কারো পক্ষ থেকে তা গ্রহণ হবে না। [ছ্বহীহ বুখারী, হা/৯৫৫, ছ্বহীহ মুসলিম, হা/১৯৬১]

١٤٠. عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَومَ النَّحْرِ، ثُمَّ خَطَبَ، ثُمَّ ذَبَحَ، وَقَالَ: " مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ– أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيَذْبَحْ أُخْرَى مَكَانَهَا، وَمَن لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ اللهِ.

১৪০. জুনদুব ইবনে আব্দুল্লাহ আল বাজালী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা কুরবানীর ঈদের ছ্বলাত আদায় করলেন। এরপর তিনি খুতবা প্রদান করলেন। তারপর তিনি কুরবানী করলেন। আর বললেন, যে ব্যক্তি ছ্বলাত আদায় করার আগেই কুরবানী করল, সে যেন তার পরিবর্তে আরো একটি কুরবানী যবাই করে। আর যে ব্যক্তি ছ্বলাতের আগে কুরবানী করল না সে যেন বিসমিল্লাহ বলে যবাই করে। [ছ্বহীহ বুখারী, হা/৯৮৫, ছ্বহীহ মুসলিম, হা/১৯৬০]

١٤١. عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: " شَهِدْتُ مَعَ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يومَ الْعِيدِ، فَبَدَأَ بِالصَّلاةِ قَبْلَ الخُطْبَةِ بِلاَ أذَانٍ وَلا إقَامَةٍ، ثُمَّ قَامَ متوَكِّئًا عَلَى بِلالٍ، فَأَمَرَ بِتَقْوَى الله، وَحَثَّ عَلَى طَاعَتِهِ، وَوَعَظَ النَّاسَ وَذَكَّرَهُمْ، ثُمَّ مَضَى حَتَّى أَتَى النِّسَاءَ فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ، فَقَالَ: يَا معْشَرَ النِّساءِ تَصَدَّقْنَ، فَإِنَّكُنَّ أَكْثَرُ حطَبِ جَهَنَّمَ". فَقَامَتِ امْرَأَةٌ مِن سِطَةِ النِّسَاءِ، سَفْعَاءُ الخَدَّينِ، فَقَالتْ: لِمَ يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: " لأَنَّكُنَّ تُكْثِرْنَ الشَّكَاة، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ ". قَالَ: فَجَعَلْنَ يَتَصَدَّقْنَ مِن حُلِيِّهِنَّ: يُلْقِينَ فِي ثَوْبِ بِلالٍ مِن أَقْرَاطِهِنَّ وَخَوَاتِيمِهِنَّ.

১৪১. জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে ঈদের ছ্বলাতে উপস্থিত ছিলাম। দেখলাম তিনি আযান ও ইক্বামাত ছাড়া খুতবাহ প্রদানের আগে প্রথমে ছ্বলাত আদায় করলেন। তারপর যখন তিনি ছ্বলাত সমাপ্ত করলেন, তিনি বিলাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর গায়ে ভর দিয়ে দাঁড়ালেন এবং আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা ও গুণকীর্তন করলেন। তারপর তিনি লোকদের আল্লাহ ভীতি অর্জনের, আল্লাহর আনুগত্য করার নির্দেশ দিলেন। এরপর আরো কিছু উপদেশ ও নছীহত প্রদান করলেন। এরপর তিনি মহিলাদের দিকে গেলেন এবং তাদেরকে কিছু উপদেশ দিলেন আর বললেন, হে নারীর দল! তোমরা ছাদক্বা করো। কারণ তোমাদের অধিকাংশই জাহান্নামের লাকড়ী হবে। অতঃপর উপস্থিত বৈঠকের মহিলাদের মধ্য হতে দুই গাল মোটা বিশিষ্ট এক মহিলা দাঁড়িয়ে বলল, কেন (মহিলারা বেশী জাহান্নামী) হে আল্লাহর রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম? তিনি বললেন, কেননা তোমরা বেশী বেশী অভিযোগ করে থাকো এবং স্বামীর কুফরী করো। জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, এরপর মহিলা ছ্বদাক্বাহ করতে শুরু করেন। (কেউ) তাদের অলংকার দ্বারা ছ্বদাক্বাহ করেন। তারা তাদের কানের দুল ও আংটি বিলাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর কাপড়ে দিতে শুরু করেন। [ছ্বহীহ বুখারী, হা/৯৫৮, ৯৬০,৯৬১, ৯৭৮, ছ্বহীহ মুসলিম, হা/৮৮৫]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

১. ঈদের ছ্বলাতের পর খুতবা প্রদান করা ও খুতবা শোনা মুস্তাহাব। খুতবায় উপস্থিত থাকার জন্য জনগণকে ইচ্ছাধীন করে দেয়া। যে পছন্দ করে সে খুতবার জন্য অপেক্ষা করুক এবং যে চলে যেতে পছন্দ করে সে চলে যাক। ছ্বহীহ: আবূ দাউদ হা/১১৫৫, নাসায়ী ৩/১৮৫, ইবনু মাজাহ হা/১২৯০।

২. ইমাম ঈদের ছ্বলাতের পর মিম্বারের উপর নয়, বরং জমিনের উপর দাঁড়িয়ে, দুইটি নয়, বরং একটি খুতবা প্রদান করবেন। আর এটিই সুন্নাত। এভাবেই নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর পরবর্তী খুলাফায়ে রাশিদীন করতেন। দুইটি খুতবা প্রদান করা প্রসঙ্গে যা বর্ণিত হয়েছে তা নিতান্তই যঈফ। দেখুন, ছ্বহীহ ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৬০৭।

৩. ঈদমাঠে ঈদের ছ্বলাত আদায় করা মুস্তাহাব। মিসকুল খিতাম ২/১০৪।

١٤٢. عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ – نُسَيْبَةَ الأَنْصَارِيَّةِ – قَالَتْ: أَمَرَنَا – تَعْنِي: النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – أَنْ نُخْرِجَ فِي الْعِيدَيْنِ الْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ، وَأَمَرَ الْحُيَّضَ أَنْ يَعْتَزِلْنَ مُصَلَّى الْمُسْلِمِينَ .

وَفِي لَفْظٍ: كُنَّا نُؤْمَرُ أَنْ نَخْرُجَ يَوْمَ الْعِيدِ، حَتَّى نُخْرِجَ الْبِكْرَ مِنْ خِدْرِهَا، وَحَتَّى نُخْرِجَ الْحُيَّضَ، فَيُكَبِّرْنَ بِتَكْبِيرِهِمْ وَيَدْعُونَ بِدُعَائِهِمْ، يَرْجُونَ بَرَكَةَ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَطُهْرَتَهُ.

১৪২. উম্মু আতীয়াহ আল আনছারীয়াহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আল্লাহর রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে আদেশ করেছিলেন, আমরা যেন পর্দানশীল ও যুবতী মহিলাগণকে দুই ঈদের দিনে ঈদগাহে বের করি। আর ঋতুবতী মহিলাগণকে মুসলমানদের ঈদগাহ হতে আলাদা হয়ে অবস্থান করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। [ছ্বহীহ বুখারী, হা/৩২৪, ৩৫১, ছ্বহীহ মুসলিম, হা/৮৯০]

অন্য শব্দে রয়েছে, আমাদেরকে (মহিলাদেরকে) ঈদের দিন (ঈদগাহে) বের হওয়ার নির্দেশ দিতেন। এমনকি কুমারী মেয়েদেরকে

তাদের ওড়না পরিহিত অবস্থায় বের করতাম। এছাড়াও ঋতুবতী মহিলাদেরকেও আমরা বের করতাম। যাতে তারা মুসলমানদের তাকবীরে ও দু'আয় অংশ গ্রহণ করতে পারে এবং সে দিনের বরকত ও পবিত্রতাকে তারা যেন কামনা করতে পারে। [ছ্বহীহ বুখারী, হা/৯৭১]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মহিলাদের জন্য ঈদের ছ্বলাতে যাওয়া মুস্তাহাব। তবে বাড়িতে একাকী অথবা জামা'আতে ছ্বলাত আদায় করা জায়েয। মিসকুল খিতাম ২/১০৫-১০৭।

٢٨–بَابُ صَلاَة الْكُسُوفِ

অধ্যায়: ২৮-সূর্য গ্রহণের ছ্বলাত

١٤٣. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّ الشَّمْسَ خَسَفَتْ عَلَى عَهْدِ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَعَثَ مُنَادِيًا يُنَادِي: الصَّلاةُ جَامِعَةٌ، فَاجْتَمَعُوا. وَتَقَدَّمَ فَكَبرَّ وَصلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي رَكْعَتَينِ، وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ.

১৪৩. আয়েশা (রাদ্বিইয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগে একবার সূর্যগ্রহণ হয়। তখন নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন ঘোষক (আহবানকারী) প্রেরণ করলেন। সে লোকদেরকে ডেকে বলল (الصلاة جامعة) ছ্বলাতের জামা'আত প্রস্তুত। এরপর লোকজন সমবেত হলো। তিনি সম্মুখে অগ্রসর হলেন এবং চার রুকূ' ও চার সিজদাতে দু' রাক'আত ছ্বলাত আদায় করলেন। [ছ্বহীহ বুখারী, হা/১০৬৬, ছ্বহীহ মুসলিম, হা/৯০১]

١٤٤. عَن أَبِي مَسْعُودٍ، عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الأَنْصَارِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ الله، يُخَوِّفُ الله بِهِمَا عِبَادَهُ، وَإِنَّهُمَا لا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ وَلاَ لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهُمَا شَيْئًا فَصَلُّوا، وَادْعُوا حَتَّى يَنْكَشِفَ مَابِكُمْ.

১৪৪. আবূ মাসউদ উকবাহ ইবনে আমির আল আনছারী আল বাদরী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহর তা'আলার নিদর্শনসমূহের মধ্য হতে দুটি নিদর্শন। এই দুই নিদর্শন দ্বারা তিনি তাঁর বান্দাদেরকে ভয় প্রদর্শন করেন। কারো মৃত্যুতে কিংবা কোনো মানুষের জন্মের কারণে সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণ লাগে না। যখন তোমরা এই দুটির যেকোনো একটিকে গ্রহণ হতে দেখবে তখন তোমরা ছ্বলাত আদায় করবে এবং আল্লাহর নিকটে দু'আ করবে যতক্ষণ তোমাদের ওপর থেকে এটা দূর হয়ে না যাবে। [ছ্বহীহ বুখারী, হা/১০৪১, ছ্বহীহ মুসলিম, হা/৯১১]

١٤٥. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: ((خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ– فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – بِالنَّاسِ. فَأَطَالَ الْقِيَامَ، ثُمَّ رَكَعَ , فَأَطَالَ الرُّكُوعَ، ثُمَّ قَامَ، فَأَطَالَ الْقِيَامَ – وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ – ثُمَّ رَكَعَ، فَأَطَالَ الرُّكُوعَ – وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ – ثُمَّ سَجَدَ، فَأَطَالَ السُّجُودَ، ثُمَّ فَعَلَ فِي الرَّكْعَةِ الأُخْرَى مِثْلَ مَا فَعَلَ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى، ثُمَّ انْصَرَفَ، وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ، فَخَطَبَ النَّاسَ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: إنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، لا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَادْعُوا اللهَ وَكَبِّرُوا، وَصَلُّوا وَتَصَدَّقُوا، ثُمَّ قَالَ: يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ! وَاللهِ مَا مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرُ مِن اللهِ أَنْ يَزْنِيَ عَبْدُهُ، أَوْ تَزْنِيَ أَمَتُهُ، يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ! وَاللهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيراً).

وَفِي لَفْظٍ: (فَاسْتَكْمَلَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ) .

১৪৫. আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগে সূর্য গ্রহণ হয়। অতঃপর রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনগণকে সাথে নিয়ে ছ্বলাতে দাঁড়িয়ে যান। অতঃপর তিনি দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকলেন এরপর তিনি রুকূ' করলেন ও রুকূ'কে দীর্ঘ করলেন। এরপর তিনি দাঁড়ালেন আর দীর্ঘক্ষণ

দাঁড়ানো অবস্থায় থাকলেন। এটা প্রথমবারের কিয়ামের তুলনায় কিছু কম ছিল। অতঃপর তিনি রুকূ' করেন এবং দীর্ঘক্ষণ রুকূ'তে অবস্থান করেন। এই রুকূ' প্রথমবারের রুকূ'র তুলনায় কম ছিল। তারপর তিনি সিজদাহ করেন এবং দীর্ঘক্ষণ সাজদাতে অবস্থান করেন। এরপর তিনি অন্য রাক'আতেও সেরকম করলেন যে রকম তিনি প্রথম রাক'আতে করে ছিলেন। এরপর তিনি সালাম ফিরান। এমতাবস্থায় সূর্য দ্বীপ্তমান হয়ে গেছে। এরপর তিনি লোকজনের উদ্দেশ্যে খুতবাহ দেন। অতঃপর আল্লাহর প্রশংসা ও গুণকীর্তন করেন। এরপর তিনি বলেন: নিশ্চয় সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহ তা'আলার নিদর্শনাবলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য দুটি নিদর্শন। কারো মৃত্যুর কারণে বা কারো হায়াতের কারণে এ দুটি গ্রহণ লাগে না। সুতরাং তোমরা যখন (সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণগ্রস্ত হওয়া) দেখবে তখন আল্লাহর কাছে দুআ কামনা করো এবং আল্লাহু আকবার বলো ও ছ্বলাত পড় এবং দান-ছ্বদাক্বাহ করো। এরপর তিনি বলেন, হে মুহাম্মাদের উম্মতগণ! আল্লাহর কসম! আল্লাহ অপেক্ষা ঘৃণাকারী আর কেউ নেই। তিনি ঘৃণা করেন যে তাঁর কোনো বান্দা যেনা করবে। অথবা তাঁর কোনো বাঁদী যেনা করবে। হে মুহাম্মাদের উম্মতগণ! আল্লাহর কসম! আমি যা জানি যদি তোমরা তা জানতে তাহলে তোমরা অবশ্যই কম হাসতে এবং বেশি বেশি কাঁদতে। [ছ্বহীহ বুখারী, হা/১০৪৪, ছ্বহীহ মুসলিম, হা/৯০১]

অন্য একটি শব্দে রয়েছে তিনি পূর্ণ চারটি রুকূ' ও চারটি সিজদাহ করেন। [ছ্বহীহ বুখারী, হা/১০৪৬]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

১. সূর্য গ্রহণের ছ্বলাতের বিধান: অধিকাংশ আলিমের মতে সূর্য গ্রহণের ছ্বলাত আদায় করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। আরেকদল আলিমের মতে সূর্য গ্রহণের ছ্বলাত আদায় করা ওয়াজিব। ইমাম শাওকানী ও আল্লামা আলবানী ওয়াজিব বলেছেন। মিসকুল খিতাম ২/১২১।

২. চন্দ্র গ্রহণের ছ্বলাতের বিধান: একদল আলিমের মতে চন্দ্র গ্রহণের ছ্বলাত জামা'আতে আদায় করাও সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। ছ্বহীহ ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৪৩২।

৩. গ্রহণের ছ্বলাতের পদ্ধতি: এ ব্যাপারে আলিমগণ তিনটি মত ব্যক্ত করেন।

প্রথম মত: দুই রাক'আত ছ্বলাত আদায় করবে, প্রত্যেক রাক'আতে দুইটি রুকু ও দুইটি সিজদা করবে। অধিকাংশ আলিম এ পদ্ধতির কথা বলেছেন।

দ্বিতীয় মত: প্রত্যেক হাদীছের উপর আমল করা জায়েয। যেমন, প্রত্যেক রাক'আতে দুইটি রুকু বা তিনটি রুকু বা চারটি রুকু করা।

তৃতীয় মত: অন্যান্য নফল ছ্বলাতের মতই দুই রাক'আত ছ্বলাত আদায় করবে।

৪. অধিকাংশ বিদ্বানের মতে, সূর্য গ্রহণের ছ্বলাতে খুতবাহ দেয়া মুস্তাহাব।

١٤٦. عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى زَمَانِ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ فَزِعًا يَخْشَى أَنْ تَكُونَ السَّاعَةُ، حَتَّى أَتَى الْمَسْجِدَ، فَقَامَ فَصَلَّى بِأَطْوَلِ قِيَامٍ، وَرُكُوعٍ وَسُجُودٍ، مَا رَأَيْتُهُ يَفْعَلُهُ فِي صَلاةٍ قَطُّ، ثُمَّ قَالَ: " إِنَّ هَذِهِ الآيَاتِ الَّتِي يُرْسِلُهَا اللهُ تَعَالَى لا تَكُونُ لِمَوتِ أَحَدٍ وَلا لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنَّ اللهَ يُرْسِلُهَا يُخَوِّفُ بِهَا عِبَادَهُ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهَا شَيْئًا فَافْزَعُوا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَدُعَائِهِ واسْتِغْفَارِهِ ".

১৪৬. আবূ মূসা আল আশ'আরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগে একবার সূর্য গ্রহণ হয়। তখন নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক্বিয়ামত হয়ে যায় নাকি, এ ভয়ে বিচলিত হয়ে উঠে দাঁড়ালেন এবং মাসজিদে আসলেন। এরপর দীর্ঘ ক্বিয়াম, রুকূ' ও সিজদাহ করে ছ্বলাত পড়লেন। এত দীর্ঘ করে ছ্বলাত আদায় করতে আমি তাঁকে কখনো দেখিনি। অতঃপর বললেন: এগুলো আল্লাহ তা'আলার নিদর্শন। যা তিনি দেখিয়ে থাকেন। এটা কারো মৃত্যুর কারণে বা জন্মগ্রহণের কারণে হয় না। বরং আল্লাহ তা'আলা এর দ্বারা তাঁর বান্দাদেরকে ভয় প্রদর্শন করে থাকেন। সুতরাং তোমরা যখন এর কিছু (চন্দ্রগ্রহণ বা সূর্য গ্রহণ) দেখ, তখন আল্লাহর স্মরণ, দু'আ ও ক্ষমা প্রার্থনার দিকে দ্রুত অগ্রসর হও। [ছ্বহীহ বুখারী, হা/১০৫৯, ছ্বহীহ মুসলিম, হা/৯১২]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূর্য গ্রহণের সময় যেসকল কাজ করা মুস্তাহাব: আল্লাহ তা'আলার যিকির করা, দু'আ করা, তাকবীর দেয়া, ক্ষমা প্রার্থনা করা, দান-খয়রাত করা, দাস মুক্ত করা, যথাসম্ভব আল্লাহর নৈকট্য অর্জনে সচেষ্ট হওয়া। মিসকুল খিতাম ২/১২৫।

٢٩–بَابُ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ

অধ্যায়: ২৯-বৃষ্টি প্রার্থনার জন্য ছ্বলাত

١٤٧. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ الْمَازِنِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: «خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَسْقِي، فَتَوَجَّهَ إِلَى الْقِبْلَةِ يَدْعُو، وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، جَهَرَ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ». وَفِي لَفْظٍ: «أَتَى الْمُصَلَّى».

১৪৭. আব্দুল্লাহ ইবনে 'আছিম আল মাযিনী (রাদ্বিইয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বৃষ্টি প্রার্থনার জন্য (ঈদগাহে) বের হলেন। অতঃপর তিনি ক্বিবলামুখী হয়ে দু'আ করতে লাগলেন। আর তিনি তাঁর চাদর ঘুরিয়ে দিলেন। (চাদরের ডানদিক তিনি বাম কাঁধের ওপর এবং বাম দিক ডান কাঁধের ওপর রাখলেন)। এরপর তিনি দুই রাক'আত ছ্বলাত আদায় করলেন। যার মাঝে তিনি উচ্চস্বরে ক্বিরাআত পাঠ করলেন। [ছ্বহীহ বুখারী, হা/১০২৪, ছ্বহীহ মুসলিম, হা/৮৯৪]

অন্য শব্দে রয়েছে: তিনি ঈদগাহে আগমন করলেন। [ছ্বহীহ বুখারী, হা/১০১২, ছ্বহীহ মুসলিম, হা/৮৯৪]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

বৃষ্টি প্রার্থনার জন্য ছ্বলাত আদায় করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদা।

١٤٨. عَن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْ بَابٍ كَانَ نَحْوَ دَارِ الْقَضَاءِ، وَرَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ يَخْطُبُ. فَاسْتَقْبَلَ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمًا، ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ الله! هَلَكَتِ الأَمْوَالُ، وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ، فَادْعُ اللهَ يُغِيثُنَا. قَالَ: فَرَفَعَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: " اللَّهُمَّ أَغِثْنَا، اللَّهُمَّ أَغِثْنَا، اللَّهُمَّ أَغِثْنَا ". قَالَ أَنَسٌ: فَلاَ وَالله مَا نَرَى فِي السَّمَاءِ مِنْ سَحَابٍ وَلا قَزَعَةٍ، وَمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ سَلْعٍ مِنْ بَيْتٍ وَلا دَارٍ. قَالَ: فَطَلَعَتْ مِنْ وَرَائِهِ سَحَابَةٌ مِثْلُ التُّرْسِ. فَلَمَّا تَوَسَّطَتِ السَّمَاءَ، انْتَشَرَتْ، ثُمَّ أَمْطَرَتْ. قَالَ: فَلا وَالله مَا رَأَيْنَا الشَّمْسَ سَبْتًا. قَالَ: ثُمَّ دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ ذَلِكَ الْبَابِ فِي الْجُمُعَةِ الْمُقْبِلَةِ، وَرَسُولُ الله قَائِمٌ يَخْطُبُ، فَاسْتَقْبَلَهُ قَائِمًا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! هَلَكَتِ الأَمْوَالُ وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ، فَادْعُ الله يُمْسِكُهَا عَنَّا. قَالَ: فَرَفَعَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: " اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلا عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ عَلَى الآكَامِ وَالظِّرَابِ وَبُطُونِ الأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ " قَالَ: فَأَقْلَعَتْ وَخَرَجْنَا نَمْشِي فِي الشَّمْسِ. قَالَ شَرِيكٌ: فَسَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَهُوَ الرَّجُلُ الأَوَّلُ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي». الظِّرَابُ: الجِبَالُ الصِّغَارُ. و "والآكام " جمع " أكمة " وهي: أعلى من الرابية ودون الهضبة و " دار القضاء ": دار عمر بن الخطاب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سميت بذلك، لأنها بيعت في قضاء دينه.

১৪৮. আনাস ইবনে মালিক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি জুমু'আর দিনে দারুল কাযা (বিচার করার স্থান) এর দিকের দরজা দিয়ে মাসজিদে প্রবেশ করল। এ সময় আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে খুতবাহ দিচ্ছিলেন। লোকটি আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! ধন সম্পদ নষ্ট হয়ে গেল এবং রাস্তাঘাট বন্ধ হয় গেল। আপনি আল্লাহর নিকট দুআ করুন যেন তিনি আমাদের বৃষ্টি দান করেন। তখন আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'হাত তুলে দু'আ করলেন, হে আল্লাহ! আমাদের বৃষ্টি দান করুন। হে

আল্লাহ ! আমাদের বৃষ্টি দান করুন। আনাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আল্লাহর কসম! আমরা তখন আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, মেঘ নেই মেঘের সামান্য টুকরাও নেই। অথচ সাল'আ পর্বত ও আমাদের মধ্যে কোনো ঘরবাড়ি ছিল না। তিনি বলন, হঠাৎ সাল'আর ওপাশ হতে ঢালের মত মেঘ উঠে এল এবং মধ্য আকাশে এসে ছড়িয়ে পড়লো। অতঃপর প্রচুর বর্ষণ হতে লাগল। আল্লাহর কসম! আমরা ছয়দিন সূর্য দেখতে পাইনি। এর পরের জুমু'আয় সে দরজা দিয়ে এক ব্যক্তি প্রবেশ করল। আল্লাহর রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন দাঁড়িয়ে খুতবা দিচ্ছিলেন। লোকটি তাঁর সম্মুখে দাঁড়িয়ে বলল, হে আল্লাহর রসূল! ধন সম্পদ ধ্বংস হয়ে গেল এবং রাস্তাঘাট বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। কাজেই আপনি বৃষ্টি বন্ধের জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করুন। আনাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আল্লাহর রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন দু'হাত তুলে দু'আ করলেন, হে আল্লাহ! আমাদের আশে পাশে, আমাদের ওপর নয়। হে আল্লাহ! টিলা মালভূমি, উপত্যকায় এবং বনভূমিতে বর্ষণ করুন। আনাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, তখন বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেল এবং আমরা বেরিয়ে রোদে চলতে লাগলাম। (রাবী) শরীক রহিমাহুল্লাহ বলেন, আমি আনাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) কে বললাম, এ লোকটি কি আগের সেই লোক? তিনি বললেন, আমি জানি না। [ছ্বহীহ বুখারী, হা/১০১৩, ছ্বহীহ মুসলিম, হা/৮৯৭]

الظِّراب : ছোট ছোট পাহাড়। আর " والآكام" এটা "أكمة "এর বহুবচন। এটা টিলার চেয়ে উঁচু এবং পাহাড়ের চেয়ে ছোট স্থান। আর دار القضاء " " (দারুল কাযা) উমার (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এর গৃহ। এটিকে দারুল কাযা এই জন্য নামকরণ করা হয়েছে যে, এটাকে ইসলাম ধর্মের বিচার ফায়ছালা করার জন্য তৈরী করা হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আলিমগণ বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করার সময় উভয় হাত উঠানোর ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন।

٣٠–بَابُ صَلاةِ الخَوفِ

অধ্যায়: ৩০-ছ্বলাতুল খাওফ তথা ভয়ভীতি কালীন ছ্বলাত

١٤٩. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاةَ الْخَوْفِ فِي بَعْضِ أَيَّامِهِ الَّتِي لَقِيَ فِيهَا الْعَدُوَّ، فَقَامَتْ طَائِفَةٌ مَعَهُ، وَطَائِفَةٌ بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ، فَصَلَّى بِالَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ ذَهَبُوا، وَجَاءَ الآخَرُونَ، فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً، وَقَضَتِ الطَّائِفَتَانِ رَكْعَةً رَكْعَةً.

১৪৯. আব্দুল্লাহ ইবনে উমার ইবনে খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেসব যুদ্ধের ক্ষেত্রে শত্রুর সম্মুখীন হয়ে ছিলেন তার কোনো এক যুদ্ধে আমাদেরকে নিয়ে ভয়ভীতিকালীন ছ্বলাত আদায় করলেন। অতঃপর একদল তাঁর সাথে দণ্ডয়মান হয় আর অন্য একটি দল শত্রুর অভিমখে দাঁড়িয়ে থাকে। অতঃপর রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে যারা ছিলেন তাদেরকে নিয়ে তিনি এক রাক‘আত ছ্বলাত করেন। এরপর সে দল চলে গিয়ে (শত্রুর অভিমুখে দাঁড়ায়)। এরপর অপর দল আসলে রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে নিয়ে এক রাক‘আত ছ্বলাত আদায় করেন। এরপর উভয় দল এক রাক‘আত এক রাক‘আত করে ছ্বলাত আদায় করেন। [ছ্বহীহ বুখারী, হা/৯৪২ ছ্বহীহ মুসলিম, হা/৮৩৯]

١٥٠. عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَمَّنْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاةَ ذَاتِ الرِّقَاعِ صَلاةَ الْخَوْفِ: أَنَّ طَائِفَةً صَفَّتْ مَعَهُ، وَطَائِفَةً وِجَاهَ الْعَدُوِّ، فَصَلَّى بِالَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ ثَبَتَ قَائِمًا، فَأَتَمُّوا لأَنْفُسِهِمْ، ثُمَّ انْصَرَفُوا، فَصَفُّوا وِجَاهَ الْعَدُوِّ، وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الأُخْرَى، فَصَلَّى

بِهِمُ الرَّكْعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ، ثُمَّ ثَبَتَ جَالِسًا، وَأَتَمُّوا لأَنْفُسِهِمْ، ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمْ. الرَّجُلُ الَّذِي صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هُوَ سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ.

১৫০. ইয়াযীদ বির রুমান হতে বর্ণিত, তিনি ছালেহ ইবনে খাওয়াত ইবনে জুবাইর হতে বর্ণনা করেন। আর তিনি এমন একজন ছাহাবীর থেকে থেকে বর্ণনা করেন যিনি রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে যাতুর রিক্বা‘ যুদ্ধে ছ্বলাতুল খাওফ আদায় করেছিলেন। তিনি বলেন, (এযুদ্ধে ছ্বলাতের সময়) একদল লোক রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে সারি বেঁধে ছিলেন। অন্য দল (তখন) শত্রুদের মুখোমুখী ছিলেন। তিনি একদল নিয়ে এক রাক‘আত ছ্বলাত আদায় করলেন। তারপর তিনি দাঁড়িয়ে থাকলেন। মুছল্লীরা নিজেদের ছ্বলাত পূর্ণ করলেন। অতঃপর শত্রুসেনাদের সামনে গিয়ে কাতারবন্দী হলেন। এরপর দ্বিতীয় দল এসে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে ছ্বলাতে যোগ দিলেন। যে রাক‘আত বাকী ছিল তিনি এদের সাথে নিয়ে আদায় করলেন। তারপর তিনি বসে থাকলেন। এ দল তাদের বাকী রাক‘আত পূর্ণ করলেন। এরপর তিনি এদের নিয়ে সালাম ফিরালেন। [ছ্বহীহ বুখারী, হা/৪১২৯, ছ্বহীহ মুসলিম, হা/৮৪২] যে লোকটি রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে ছ্বলাত আদায় করেছিলেন তিনি সাহল ইবনে হাছমাহ ছিলেন।

١٥١. عَن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاةَ الْخَوْفِ، فَصَفَفْنَا صَفَّيْنِ خَلْفَ رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَدُوُّ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، فَكَبَّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَبَّرْنَا جَمِيعًا، ثُمَّ رَكَعَ وَرَكَعْنَا جَمِيعًا، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَرَفَعْنَا جَمِيعًا، ثُمَّ انْحَدَرَ بِالسُّجُودِ وَالصَّفُّ الَّذِي يلِيهِ، وَقَامَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ فِي نَحْرِ الْعَدُوِّ، فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السُّجُودَ، وَقَامَ الصَّفُّ الَّذِي يلِيهِ، انْحَدَرَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ بِالسُّجُودِ، وَقَامُوا، ثُمَّ تَقَدَّمَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ، وَتَأَخَّرَ الصَّفُّ الْمُقَدَّمُ، ثُمَّ رَكَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَكَعْنَا جَمِيعًا، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ

الرُّكُوعِ فَرَفَعْنَا جَمِيعًا، ثُمَّ انْحَدَرَ بِالسُّجُودِ، وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ– الَّذِي كَانَ مُؤَخَّرًا فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى– فَقَامَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ فِي نَحْرِ الْعَدُوِّ. فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السُّجُودَ وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ، انْحَدَرَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ بِالسُّجُودِ، فَسَجَدُوا، ثُمَّ سَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمْنَا جَمِيعًا. قَالَ جَابِرٌ: كَمَا يَصْنَعُ حَرَسُكُمْ هَؤُلَاءِ بِأُمَرَائِكُمْ. ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ بِتَمَامِهِ.

وَذَكَرَ البُخَارِيُّ طَرَفًا مِنْهُ: «وَأَنَّهُ صَلَّى صَلاةَ الخَوْفِ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الغَزْوَةِ السَّابِعَةِ؛ غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ».

১৫১. জাবির ইবনে আব্দিল্লাহ আল আনছারী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নিয়ে ছ্বলাতুল খাওফ আদায় করলেন। আমরা তাঁর পিছনে দুটি সারি বানালাম। শত্রু পক্ষ তখন আমাদের ও কিবলার মাঝে ছিল। তাই নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকবীরে তাহরীমা বাঁধলেন। আমরাও তাঁর সাথে সাথে তাকবীরে তাহরীমা বাঁধলাম। এরপর তিনি রুকূ‘ করলেন। আমরাও তাঁর সাথে রুকূ‘ করলাম। অতঃপর তিনি রুকূ‘ হতে মাথা উঠালেন। আমরাও মাথা উঠালাম। তারপর তিনি ও যে সারি তাঁর নিকটবর্তী ছিল। তারা সাজদায় চলে গেলেন। আর পিছনের সারি শত্রুর মোকাবেলায় দাঁড়িয়ে রইল। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিজদাহ শেষ করলেন। তারপর তাঁর সাথে থাকা সারির লোকজন সিজদাহ হতে মাথা উঠে দাঁড়ালে পিছনের সারির লোকজন সাজদায় গেল। তারপর তাঁরা উঠে দাঁড়ালো। এরপর পিছনের সারি সামনে আসলো। সামনের সারি পেছনে সরে গেল। এরপর নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকূ‘ করলেন। আমরাও সবাই তাঁর সাথে রুকূ‘ করলাম। অতঃপর তিনি রুকূ‘ হতে মাথা উঠালেন। আমারও সবাই মাথা উঠালাম। এরপর তিনি ও তাঁর নিকটবর্তী সারি অর্থাৎ প্রথম রাক‘আতে যারা পেছনে ছিল তারা সাজদায় গেলেন। আর পরবর্তী সারি শত্রুর মুকাবিলায় দাঁড়িয়ে রইলেন। যখন নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর নিকটবর্তী সারি সিজদাহ করলেন, তাদের পরে পরবর্তী সারির লোকজন সাজদায় গেলেন। এরপর নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাম ফিরালেন। আমরাও সবাই সালাম

ফিরালাম। জাবির (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, যেমন তোমাদের পাহারাদাররা তোমাদের আমীরদের সাথে করে। ইমাম মুসলিম রহিমাহুল্লাহ পূর্ণ হাদীছটি বর্ণনা করেছেন।আর ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ হাদীছটির আংশিক বর্ণনা করেছেন। তা হলো (জাবির (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)) নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে ছ্বলাতুল খাওফ আদায় করেন ইসলামের সপ্তম যুদ্ধ যাতুর রিক্বা' যুদ্ধে। [ছ্বহীহ বুখারী, হা/৪১২৫, ছ্বহীহ মুসলিম, হা/৮৪০]

٣١–كِتَابُ الجَنَائِزِ

অধ্যায়ঃ ৩১-জানাযা

জানাযার ছ্বলাত পড়ার ছ্বহীহ ও প্রমাণিত পদ্ধতি

(১) উযূ করবে। ছ্বহীহ মুসলিম হা/৫৩৫, ছ্বহীহ বুখারী হা/৬২৫১।

(২) ছ্বলাতের শর্তগুলি পূরণ করবে। বুখারী হা/৬৩১।

(৩) কিবলামুখী হয়ে দাঁড়াবে। ছ্বহীহ বুখারী হা/৬২৫১।

(৪) [প্রথম] তাকবীর (আল্লাহু আকবার) বলবে। ছ্বহীহঃ মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক হা/৬৪২৮। তবে তাকবীরের পূর্বে অন্তরে নিয়্যাত করবে।

(৫) তাকবীরের সাথে সাথে রফউল ইয়াদাইন করবে। ইবনে আবী শাইবা, সনদ ছ্বহীহ।

(৬) ডান হাত বাম হাতের উপর রাখবে। ছ্বহীহ বুখারী হা/৭৪০, মুয়াত্তা মালিক হা/৩৭৭।

(৭) অতঃপর বলবে। [আঊযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতোয়া-নির রজীম] আমি বিতাড়িত শয়ত্বান থেকে আল্লাহর নিকট পানাহ চাচ্ছি। মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক হা/২৫৮৯।

(৮) অতঃপর বলবে। বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম বলবে। সনদ ছ্বহীহঃ সুনানে নাসাঈ হা/৯০৬, ইবনে খুজাইমা হা/৪৯৯, ইবনে হিব্বান হা/১৭৯৭

(৯) সূরা ফাতেহা পড়বে। বুখারী হা/১৩৩৫, মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক ৬৪২৮, তবে সানা পড়তে হবে না। আল্লামা আলবানী আহকামুল জানায়িয কিতাবে সানা পাঠ করাকে বিদ‘আত বলেছেন।

(১০) আমীন বলবে। সনদ ছ্বহীহ: সুনানে নাসাঈ হা/৯০৬, ইবনে হিব্বান হা/১৮০৫

(১১) বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম বলবে। মুসলিম হা/৪০০, কিতাবুল উম্ম ইমাম শাফেঈ।

(১২) অন্য একটি সূরা পাঠ করবে। সনদ ছ্বহীহ: সুনানে নাসাঈ হা/১৯৮৯

(১৩) অতঃপর [দ্বিতীয়] তাকবীর বলবে এবং রফউল ইয়াদাইন করবে। ছ্বহীহ বুখারী হা/১৩৩৪, মুসলিম হা/৯৫২

(১৪) অতঃপর নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর দরূদ পাঠ করবে। মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক হা/৬৪২৮, সনদ ছ্বহীহ।

(১৫) অতঃপর [তৃতীয়] তাকবীর বলবে [ছ্বহীহ বুখারী হা/১৩৩৪, মুসলিম হা/৯৫২] এবং রফউল ইয়াদাইন করবে। মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা হা/১১৩৮০, সনদ ছ্বহীহ।

(১৬) অতঃপর মৃত ব্যক্তির জন্য খালেছ (আন্তরিক) ভাবে দু‘আ করবে। মুসনাদ আব্দুর রাজ্জাক হা/৬৪২৮, সনদ ছ্বহীহ; ইবনে হিব্বান হা/৭৫৪, আবূ দাউদ হা/৩১৯৯, সনদ হাসান।

(১৭) মৃত ব্যক্তির জন খাসভাবে (নির্দিষ্ট) কোনো দু‘আ নেই। মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা: ৩/২৯৫ হা/১১৩৭০

যে কোনো প্রমাণিত দু‘আ পড়লেই জায়েয হবে। সাইয়েদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর উক্তি এবং তাবেঈদের উক্তি দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, মৃত ব্যক্তির জন্য একাধিক দু‘আ একত্রিত করে পড়া যেতে পারে।

(১৮) তারপর আবার [চতুর্থ] তাকবীর বলবে। ছ্বহীহ বুখারী হা/১৩৩৪; ছ্বহীহ মুসলিম ৯৫২

(১৯) তারপর শুধু ডান দিকে সালাম ফেরাবে [বাম দিকে নয়]। ছ্বহীহ: মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক হা/৬৪২৮, মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা হা/১১৪৯১। হাফেয যুবায়ের আলী আলী যাঈ রহিমাহুল্লাহ বাম দিকে সালাম ফিরানোর হাদীছকে যঈফ বলেছেন।

١٥٢. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: نَعَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، وَخَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى، فَصَفَّ بِهِمْ، وَكَبَّرَ أَرْبَعًا.

১৫২. আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, বাদশা নাজ্জাশী যেদিন মৃত্যুবরণ করেন সেদিন নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাহাবীগণকে তাঁর মৃত্যুর সংবাদ জানিয়ে দিয়েছিলেন। অতঃপর, ঈদগাহে ছাহাবীদেরকে নিয়ে কাতারবন্দী হয়ে চার তাকবীরে জানাযার ছ্বলাত আদায় করেছিলেন। [ছ্বহীহ বুখারী, হা/ ১৩৩৩, ছ্বহীহ মুসলিম, হা/৯৫১]

١٥٣. عَن جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى النَّجَاشِيِّ، فَكُنْتُ فِي الصَّفِّ الثَّانِي أَوِ الثَّالِثِ.

১৫৩. জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাজ্জাশী বাদশার জানাযার ছ্বলাত আদায় করলেন তখন আমি দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় কাতারে ছিলাম। [ছ্বহীহ বুখারী, হা/১৩১৭, ছ্বহীহ মুসলিম, হা/৯৫২]

١٥٤. عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى قَبْرٍ، بَعْدَمَا دُفِنَ، فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا.

১৫৪. ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, লাশ দাফনের পরে সেই কবরকে সামনে করে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চার তাকবীরে জানাযার ছ্বলাত আদায় করেছেন। [ছ্বহীহ বুখারী, হা/১৩১৯, ছ্বহীহ মুসলিম, হা/৯৫৪]

١٥٥. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفِّنَ فِي ثَلاثَةِ أَثْوَابٍ يَمَانِيَّةٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلاَ عِمَامَةٌ.

১৫৫. আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে তিনটি সাহুলী ইয়ামানী সাদা সূতির কাপড়ে কাফন দেয়া হয়েছিল। এতে কোনো কামীছ ও পাগড়ীও ছিল না। [ছ্বহীহ বুখারী, হা/১২৬৪, ছ্বহীহ মুসলিম, হা/৯৪১]

١٥٦. عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الأَنْصَارِيَّةِ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُوُفِّيَتْ ابْنَتُهُ زَيْنَبُ، فَقَالَ: "اغْسِلْنَهَا ثَلاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ، إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ، بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي ". فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ، فَأَعْطَانَا حِقْوَهُ، وَقَالَ: " أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ، تَعْنِي: إِزَارَهُ . وَفِي رِوَايَةٍ: «أَوْ سَبْعاً». " وَقَالَ: اِبْدأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا ". وَأَنَّ أُمَّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: وَجَعَلْنَا رَأْسَهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ.

১৫৬. উম্মু আতীয়াহ (রাদ্বিইয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেয়ে যয়নাব মারা যাওয়ার পরে তিনি আমাদের কাছে আসলেন। তারপর আমাদেরকে বললেন, তোমরা তিনবার, পাঁচবার, প্রয়োজনবোধ করলে এর চেয়েও বেশি বার পানি ও কুলপাতা দিয়ে তাকে গোসল দাও। আর শেষবারের দিকে কাফূর অথবা তিনি বলেছেন, কাফূরের কিছু অংশ পানিতে ডেলে দিবে। গোসল করাবার পর আমাকে খবর দিবে। যয়নাবকে গোসল করানোর পর আমরা রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খবর দিলাম। তিনি আমাদেরকে তার একটি লুঙ্গি দিলেন এবং বললেন, এ লুঙ্গিটি তার শরীরের সাথে লাগিয়ে দাও। আর এক বর্ণনায় রয়েছে, তাঁকে বেজোড় অর্থাৎ তিন অথবা পাঁচ অথবা সাতবার (পানি ডেলে) গোসল দাও। আর গোসল ডান দিক থেকে উযূর জায়গাগুলো দিয়ে শুরু করবে। তিনি (উম্মু আতীয়াহ) বলেন, আমরা তাঁর চুলকে তিনটি বেনী বানিয়ে পেছনের দিকে ছেড়ে দিলাম। [ছ্বহীহ বুখারী, হা/১২৫৩, ছ্বহীহ মুসলিম, হা/৯৩৯]

١٥٧. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ، إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ، فَوَقَصَتْهُ– أَوْ قَالَ: فَأَوْقَصَتْهُ– فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اِغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ، وَلاَ تُحَنِّطُوهُ، وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ. فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا ".وَفِي رِوَايَةٍ: «وَلَا تُخَمِّرُوا وَجْهَهُ، وَلَا رَأْسَهُ». الوَقْصُ: كَسْرُ العُنُقِ.

১৫৭. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: হাজ্জের সময় এক ব্যক্তি (নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে) আরাফায় অবস্থান করছিলেন। তার উটটি তাকে পিঠ থেকে ফেলে দেয় এতে তার ঘাড় ভেঙে যায় এবং লোকটি মৃত্যুবরণ করল। (লোকটি ছিল হাজ্জের ইহরাম বাধা অবস্থায়)। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাকে পানি ও বরই পাতা দ্বারা গোসল দাও। আর তাকে তার দু'টি কাপড় দিয়ে গোসল দাও। তার গায়ে কোনো সুগন্ধি লাগাও না। তার মাথা ঢেকে রাখ না। কারণ তাকে ক্বিয়ামতের দিন "লাব্বায়িক" বলা অবস্থায় উঠানো হবে। অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে, তার মাথা ও চিহারা ঢেকে রাখবে না। [ছ্বহীহ বুখারী, হা/১২৬৫, ছ্বহীহ মুসলিম, হা/১২০৬] গ্রন্থকার রহিমাহুল্লাহ বলেন, ওয়াকছ এর অর্থ ঘাড় ভেঙে দেয়া।

١٥٨. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً: فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إِلَيْهِ، وَإِنْ تَكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ ".

১৫৮. আবূ হুরায়রাহ (রদ্বিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জানাযার কার্যক্রম তথা ছ্বলাত এবং কাফন ও দাফন তাড়াতাড়ি কর। কারণ মৃত ব্যক্তি যদি সৎ মানুষ হয়, তাহলে তার জন্য কল্যাণ। কাজেই তাকে কল্যাণের দিকে তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দিবে। সে যদি এরূপ না হয় অর্থাৎ খারাপ হয় তাহলে তাকে তাড়াতাড়ি নিজের ঘাড় থেকে নামিয়ে দাও। [ছ্বহীহ বুখারী, হা/১৩১৫, ছ্বহীহ মুসলিম, হা/৯৪৪]

١٥٩. عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الأَنْصَارِيَّةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: «نُهِينَا عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا».

১৫৯. উম্মু আতীয়াহ (রদ্বিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদেরকে জানাযার পিছনে পিছনে অনুসরণ করতে তথা যেতে বারণ করা হতো। কিন্তু আমাদেরকে তেমন দৃঢ় ও গুরুত্বের সাথে বলা হতো না। [ছ্বহীহ বুখারী, হা/১২৭৮, ছ্বহীহ মুসলিম, হা/৯৩৮]

١٦٠. عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: «صَلَّيْتُ وَرَاءَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا؛ فَقَامَ فِي وَسَطِهَا».

১৬০. সামূরাহ ইবনে জুনদুব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পিছনে একটি মহিলার জানাযার ছ্বলাত আদায় করেছি, যে মহিলা তার সন্তান প্রসবকালে মৃত্যুবরণ করেন। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার মাঝামাঝি দাঁড়ালেন। [ছ্বহীহ বুখারী, হা/১৩৩১, ছ্বহীহ মুসলিম, হা/৯৬৪]

١٦١. عَنْ أَبِي مُوسَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَرِئَ مِنَ الصَّالِقَةِ وَالحَالِقَةِ وَالشَّاقَّةِ». قَالَ المُصَنِّف: الصَّالِقَةُ: الَّتِي تَرْفَعُ صَوْتَهَا عِنْدَ المُصِيبَةِ.

১৬১. আবূ মূসা আব্দুল্লাহ ইবনে ক্বায়েস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি নবলেন, যে ব্যক্তি বিপদের সময় (কারো মৃত্যুর সময়) চিৎকার করে(বিলাপ করে) ক্রন্দন করে, মাথা মুণ্ডন করে, কাপড় ছিঁড়ে ফেলে তার থেকে রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন। [ছ্বহীহ বুখারী, হা/১২৯৬, ছ্বহীহ মুসলিম, হা/১০৪]

গ্রন্থকার রহিমাহুল্লাহ বলেন, **الصَّالِقَةِ** অর্থ যে ব্যক্তি বিপদের সময় (কারো মৃত্যুর সময়) চিৎকার করে ক্রন্দন করে।

١٦٢. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ، وَشَقَّ الْجُيُوبَ، وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ»

১৬২. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি (কোনো মৃত ব্যক্তির শোকে) নিজের চিহারায় আঘাত করে, জামার গলা ছিঁড়ে ফেলে ও জাহিলীয়াতের যুগের মত হা হুতাশ করে বিলাপ করে, সে আমাদের দলের মধ্যে গণ্য নয়। [ছ্বহীহ বুখারী, হা/১২৯৭, ছ্বহীহ মুসলিম, হা/১০৩]

١٦٣. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: لَمَّا اشْتَكَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ بَعْضُ نِسَائِهِ كَنِيسَةً رَأَتْهَا بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ، يُقَالُ لَهَا: " مَارِيَةُ " وَكَانَتْ أُمُّ سَلَمَةَ وَأُمُّ حَبِيبَةَ أَتَتَا أَرْضَ الْحَبَشَةِ، فَذَكَرَتَا مِن حُسْنِهَا وَتَصَاوِيرَ فِيهَا، فَرَفَعَ رَأْسَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: " أُولَئِكَ إِذَا مَاتَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا، ثُمَّ صَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّوَرَ، أُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللهِ.

১৬৩. আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন রোগে আক্রান্ত হলেন, তখন তাঁর কোনো এক স্ত্রী (উম্মু সালামা (রাদিয়াল্লাহু আনহা)) রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে তাঁর হাবশায় দেখা মারিয়া নামক একটি গীর্জার কথা উল্লেখ করলেন। আর উম্মু সালামাহ এবং উম্মু হাবীবাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) দুজনই হাবশা দেশে এসেছিলেন। অতঃপর তাঁরা নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট সেখানকার যেসব প্রতিচ্ছবি দেখে ছিলেন, সে গুলো বর্ণনা করলেন। তখন রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: এরা এমন সমপ্রদায় যে, এদের মধ্যে কোনো সৎ বান্দা মারা গেলে তার কবরের ওপর তারা মাসজিদ বানিয়ে নিত। আর তাতে ঐসব ব্যক্তির প্রতিচ্ছবি স্থাপন করত। এরা আল্লাহর কাছে সবচেয়ে নিকৃষ্ট সৃষ্টি। [ছ্বহীহ বুখারী, হা/৪৩৪,১৩৪১, ছ্বহীহ মুসলিম, হা/৫২৮]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

কবরের উপর ভিত্তি নির্মাণ করা হারাম ও নিষিদ্ধ। এটা দ্বারা মুশরিকদের আমলের সাদৃশ্য আমল করা হয়। আর এটা শিরকের অন্যতম একটি মাধ্যম। কোনো প্রাণীর ছবি অঙ্কন করা হারাম। বিশেষ করে নেক্কার ব্যক্তিগণের ছবি যাদের ছবির কারণে ফিতনা সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা ও আশঙ্কা করা হয়।

١٦٤. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي لَمْ يَقُمْ مِنْهُ: " لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ. قَالَتْ: وَلَوْلَا ذَلِكَ لَأُبْرِزَ قَبْرُهُ غَيْرَ أَنَّهُ خُشِيَ أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِداً».

১৬৪. আয়েশা (রাদ্বিইয়াল্লাহু আনহা) বলেন, রসূললুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যুকালে তাঁর কঠিন রোগে আক্রান্ত অবস্থায় বলেছেন: আল্লাহ তা'আলা ইয়াহূদী এবং খ্রিষ্টানদেরকে অভিশাপ করুন। তারা তাদের নাবীদের কবরসমূহকে মাসজিদ তথা সিজদাহর স্থান বানিয়ে নিয়েছে। আয়েশা (রাদ্বিইয়াল্লাহু আনহা) বলেন যদি এই আশঙ্কা না থাকতো (নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবরকে সাজদার স্থান বানানোর আশঙ্কা) তাহলে তার কবরকে প্রকাশ করে রাখা হতো (আয়েশার হুজরার ভিতরে তাঁকে দাফন না করে সাধারণ কোনো স্থানে দাফন করা হতো)। কিন্তু তাঁর কবরকে সিজদার স্থানে পরিণত করার আশঙ্কা করা হয়েছিল বলেই তা করা হয়নি। [ছ্বহীহ বুখারী, হা/১৩৯০, ছ্বহীহ মুসলিম, হা/৫২৯]

١٦٥. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلِّي عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَن شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطَانِ. قِيلَ: وَمَا الْقِيرَاطَانِ؟ قَالَ: "مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ". وَلِمُسْلِمٍ: «أَصْغَرُهُمَا مِثْلُ جَبلِ أُحُدٍ».

১৬৫. আবূ হুরায়রাহ (রাদ্বিইয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। যে ব্যক্তি জানাযার ছ্বলাতে উপস্থিত হলো এমনকি তার ছ্বলাত আদায় করা পর্যন্ত অপেক্ষা করল তার জন্য এক ক্বিরাত ছওয়াব রয়েছে। আর যে ব্যক্তি তাকে দাফন করা পর্যন্ত জানাযায় উপস্থিত থাকলো তার জন্য দুই ক্বিরাত ছওয়াব রয়েছে। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো যে, দুই ক্বিরাত কি জিনিস? তিনি বললেন: বড় বড় দুই পাহাড় সমতুল্য। মুসলিমে রয়েছে, সবচেয়ে ছোট ক্বিরাত হলো উহুদ পাহাড় সমতুল্য। [ছ্বহীহ বুখারী, হা/১৩২৫, ছ্বহীহ মুসলিম, হা/৯৪৫]

٣– كِتَابُ الزَّكَاةِ

পর্ব-৩: যাকাত

الزكاة এর শাব্দিক অর্থ: বৃদ্ধি পাওয়া, পবিত্রতা অর্জন করা। অর্থাৎ অতিরিক্ত হওয়া ও পবিত্রতা লাভ করা।

١٦٦. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ: " إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ. فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ. فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُم: أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ. فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ. فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ. وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ".

১৬৬. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মু'আয ইবনে জাবাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে যখন ইয়ামানে প্রেরণ করেন তখন তাকে বললেন, হে মু'আয! তুমি আহলে কিতাবদের তথা ইয়াহূদী ও খ্রিষ্টানদের নিকট যাচ্ছো। প্রথমত: তুমি তাদেরকে আহবান করবে যে, এক আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। আর মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল। যদি তারা এটা মেনে নেয়, তাহলে তাদের সামনে এই ঘোষণা দিবে যে, নিশ্চয় আল্লাহ তাদের ওপর দিনে রাতে পাঁচ ওয়াক্ত ছলাত ফরয করেছেন। তারা এটা মেনে নিলে তাদেরকে জানাবে, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তাদের ওপর যাকাত ফরয করেছেন। তাদের ধনীদের কাছে থেকে তা গ্রহণ করে তাদের গরীদের মাঝে বণ্টন করা হবে। যদি তারা এ হুকুমের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে তাহলে তুমি (তাদের) ভালো ভালো সম্পদ (যাকাত হিসাবে) গ্রহণ করা হতে বিরত থাকবে,

মাযলুমের ফরিয়াদ হতে বাঁচার চেষ্টা করবে। কেননা মাযলুমের ফরিয়াদ এবং আল্লাহ তা'আলার মধ্যে কোনো আড়াল থাকে না। [ছ্বহীহ বুখারী, হা/৪৩৪৭, ছ্বহীহ মুসলিম, হা/১৯]

١٦٧. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلاَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَة، وَلاَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ".

১৬৭. আবূ সাঈদ আল খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, পাঁচ ওয়াসাকের কম খেজুর থাকলে তাতে যাকাত ফরয হয় না। পাঁচ উকিয়ার কম রূপায় যাকাত বাধ্যতামূলক নয়। কিংবা পাঁচটির কম উট থাকলেও যাকাত ফরয হয় না। [ছ্বহীহ বুখারী, হা/১৪০৫, ছ্বহীহ মুসলিম, হা/৯৭৯]

١٦٨. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:"لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلاَ فَرَسِهِ صَدَقَة". وَفِي لَفْظٍ: «إِلَّا زَكَاةَ الْفِطْرِ فِي الرَّقِيقِ».

১৬৮. আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মুসলিমের ওপর তার দাস এবং ঘোড়ার যাকাত নেই। অন্য একটি শব্দে রয়েছে, তবে দাস দাসীর ব্যাপারে যাকাতুল ফিতর আবশ্যক। [ছ্বহীহ বুখারী, হা/১৪৬৩, ১৪৬৪, ছ্বহীহ মুসলিম, হা/৯৮২]

١٦٩. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:"الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ". الجُبَارُ: الهَدَرُ الَّذِي لَا شَيْءَ فِيهِ. وَالعَجْمَاءُ: الدَّابَّةُ.

১৬৯. আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোনো জানোয়ার (যেমন, ঘোড়া, গরু, মহিষ ইত্যাদি) কাউকে আহত করলে তা মাফ। কূপ খনন করতে কেউ মারা গেলে তাতে মালিকের ওপর ক্ষতিপূরণ মাফ। তেমনি খনি খনন করতে

কেউ মারা গেলেও মালিকের দোষ মাফ। আর রিকাযে এক পঞ্চমাংশ দেয়া ওয়াজিব। [ছ্বহীহ বুখারী, হা/১৪৯৯, ছ্বহীহ মুসলিম, হা/১৭১০]

الجُبَارُ : হলো এমন অকেজো জিনিস যার দ্বারা কোনো উপকার লাভ হয় না। আর **وَالعَجْمَاءُ** এর অর্থ চতুষ্পদ জীব জন্তু।

١٧٠. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ فَقِيلَ: مَنَعَ ابْنُ جَمِيلٍ، وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، وَالْعَبَّاسُ عَمُّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ، إِلَّا أَنْ كَانَ فَقِيرًا: فَأَغْنَاهُ الله تَعَالَى. وَأَمَّا خَالِدٌ: فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا، فَقَدِ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتَادَهُ فِي سَبِيلِ الله. وَأَمَّا الْعَبَّاسُ فَهِيَ عَلَيَّ وَمِثْلُهَا ". ثُمَّ قَالَ: " يَا عُمَرُ! أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيهِ ".

১৭০. আবূ হুরায়রাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কে যাকাত আদায় করার জন্য পাঠালেন। কেউ এসে খবর দিলো যে, ইবনু জামীল, খালিদ ইবনু ওয়ালীদ এবং আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) যাকাত দিতে অস্বীকার করেছেন। (একথা শুনে) রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ইবনু জামীল এ জন্য যাকাত দিতে অস্বীকার করছে যে, (প্রথম দিকে) সে গরীব ছিল। এরপর আল্লাহ তা'আলা তাকে সম্পদশালী করেছেন। আর খালিদ ইবনে ওয়ালীদ এর ব্যাপার হলো, তোমরা তার ওপর যুলুম করেছ। সে তো যুদ্ধ সামগ্রী আল্লাহর ওপর ওয়াকফ করে দিয়েছে, এরপর থাকল আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর বিষয়। তা এ বছরের যাকাত এবং এর সমপরিমাণ আমার দায়িত্বে। অতঃপর তিনি বললেন, হে উমার, তুমি কি জান না কোনো ব্যক্তির চাচা তার পিতার মতই। [ছ্বহীহ বুখারী, হা/১৪৬৮, ছ্বহীহ মুসলিম, হা/৯৮৩]

١٧١. عَنْ عَبْدِ الله بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ المَازِنِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: لَمَّا أَفَاءَ الله عَلَى نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ "حُنَيْنٍ ": قَسَمَ فِي النَّاسِ، وَفِي الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ، وَلَمْ يُعْطِ الأَنْصَارَ شَيْئًا. فَكَأَنَّهُمْ وَجَدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ، إِذْ لَمْ يَصِبْهُمْ مَا

أَصَابَ النَّاسَ، فَخَطَبَهُمْ، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ! أَلَمْ أَجِدْكُمْ ضُلَّالًا فَهُدَاكُمُ اللهُ بِي؟ وَكُنْتُمْ مُتَفَرِّقِينَ فَأَلَّفَكُمُ اللهُ بِي؟ وَعَالَةً فَأَغْنَاكُمُ اللهُ بِي؟ كُلَّمَا قَالَ شَيْئًا، قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَمَنُّ. قَالَ: "مَا يَمْنَعُكُمْ أَنْ تُجِيبُوا رَسُولَ اللهِ؟ "قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَمَنُّ. قَالَ: لَوْ شِئْتُمْ لَقُلْتُمْ: جِئْتَنَا بِكَذَا، وَكَذَا، أَلَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالشَّاةِ وَالْبَعِيرِ، وَتَذْهَبُونَ بِالنَّبِيِّ إِلَى رِحَالِكُم؟ لَولا الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ امْرَأً مِن الأَنْصَارِ، وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا أَوْ شِعْبًا، لَسَلَكْتُ وَادِيَ الأَنْصَارِ وَشِعْبَهَا. الأَنْصَارُ شِعَارٌ. والنَّاسُ دِثَارٌ. إِنَّكُمْ سَتَلْقَونَ بَعْدِي أَثَرَةً، فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ".

১৭১. আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ ইবনে আছিম আল মাযিনী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুনাইনের দিবসে আল্লাহ যখন রাসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে গনীমাতের সম্পদ দান করলেন তখন তিনি ঐগুলো সে সব মানুষের মাঝে বণ্টন করে দিলেন যাদের হৃদয়কে ঈমানের ওপর সুদৃঢ় করার প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন। আর আনছারগণকে কিছুই দিলেন না।ফলে তাঁরা যেন নাখোশ হয়ে গেলেন। কেননা অন্যেরা যা পেয়েছে তাঁরা তা পাননি। অথবা তিনি বলেছেন, তাঁরা যেন দুঃখিত হয়ে গেলেন। কেননা অন্যেরা যা পেয়েছে তাঁরা তা পাননি। কাজেই নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদেরকে সম্বোধন করে বললেন, হে আনছারগণ! আমি কি তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট পাইনি। অতঃপর আল্লাহ আমার দ্বারা তোমাদের হিদায়াত দান করেছেন? তোমরা ছিলে পরস্পর বিচ্ছিন্ন,অতঃপর আল্লাহ আমার মাধ্যমে তোমাদেরকে পরস্পরকে জুড়িয়ে দিয়েছেন। তোমরা দরিদ্র ছিলে, অতঃপর আল্লাহ আমার মাধ্যমে তোমাদেরকে অভাব মুক্ত করেছেন। এবাবেই যখন তিনি কোনো কথা বলেছেন, তখন আনছারগণ জবাবে বলেছেন, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই আমাদের ওপর অধিক ইহসানকারী। তিনি বললেন, আল্লাহর রাসূলের জবাব দিতে তোমাদের বাধা দিচ্ছে কিসে? তাঁরা তখনও তিনি যা বলছেন তার উত্তরে বলে যাচ্ছেন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই আমাদের ওপর অধিক ইহসানকারী। তিনি বললেন, তোমরা ইচ্ছা করলে বলতে পার যে, আপনি আমাদের কাছে এমন এমন (সংকটময়) সময়ে এসে ছিলেন কিন্তু তোমরা কি

একথায় সন্তুষ্ট নও যে, অন্যান্য লোক বকরী ও উট নিয়ে ফিরে যাবে আর তোমরা তোমাদের বাড়ি ফিরে যাবে আল্লাহর নাবীকে সাথে নিয়ে। যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাকে হিজরত করানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত না থাকত তা হলে আমি আনছারদের মধ্যকারই একজন থাকতাম। যদি লোকজন কোনো উপত্যকা ও গিরিপথ দিয়ে চলে তা হলে আমি আনছারদের উপত্যকা ও গিরিপথ দিয়েই চলব। আনছারগণ হলেন (নাববী) ভিতরের পোশাক, আর অন্যান্য লোক হলো ওপরের পোশাক। আমার বিদায়ের পর অচিরেই তোমরা দেখতে পাবে অন্যদের অগ্রাধিকার দিতে। তখন ধৈর্য ধারণ করবে, যে পর্যন্ত না তোমরা হাউযে কাউছারে আমার সাথে সাক্ষাৎ কর। [ছ্বহীহ বুখারী, হা/৪৩৩০, ছ্বহীহ মুসলিম, হা/১০৬১]

৩২– بَابُ صَدَقَةِ الفِطْرِ

অধ্যায়: ৩২-ছ্বদাক্বাতুল ফিতর

প্রাসঙ্গিক আলোচনা:

১. যাকাতুল ফিতর ফরয: রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা মুসলিম নারী-পুরুষ, ছোট-বড়, আজাদ-গোলাম সকলের উপর ফরয করেছেন। ছ্বহীহ বুখারী হা/১৫০৩

২. যাকাতুল ফিতর কার উপর ফরয: যার কাছে ঈদের দিন স্বীয় পরিবারের একদিন ও একরাতের ভরণ পোষণের খরচ বাদে এক সা' পরিমাণ খাদ্যসামগ্রী থাকবে তার উপরই যাকাতুল ফিতর ফরয হবে। এটা জমহুর (মালিকী, শাফিঈ ও হাম্বলী) আলিমগণের অভিমত। "মুগনীল মুহতাজ" (১/৪০৩, ৬২৮), "আল-মুগনী (৩/৭৬) যার উপর যাকাতুল ফিতর ফরয তিনি নিজের পক্ষ থেকে যেমন আদায় করবেন তেমনি নিজের পোষ্যদের পক্ষ থেকেও আদায় করবেন।

৩. যাকাতুল ফিতরের পরিমাণ এক সা' খাদ্য। ছ্বহীহ বুখারী হা/১৫০৬, নাসাঈ হা/২৫১৪, ছ্বহীহ মুসলিম ৯৮৫।

৪. খাদ্যদ্রব্য দ্বারা যাকাতুল ফিতর আদায় করতে হবে: যা কিছু প্রধান খাদ্য হিসেবে স্বীকৃত যেমন খেজুর, যব, কিসমিস, পনির, গম, চাউল ইত্যাদি

থেকে এক সা‘ পরিমাণ দান করতে হবে। ছ্বহীহ বুখারী হা/১৫০৬, ছ্বহীহ মুসলিম হা/৯৮৫

৫. মানুষ ব্যতীত অন্য কোন প্রাণীর খাদ্য দ্বারা যাকাতুল ফিতর আদায় হবে না, খাদ্যমূল্য দ্বারাও যাকাতুল ফিতর আদায় হবে নাঃ রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো খাদ্যশস্য ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে যাকাতুল ফিতর আদায় করেননি। তাছাড়া খাদ্যমূল্য প্রদান করা ছাহাবাদের আমলের পরিপন্থী।

৬. ছ্বদাকাতুল ফিতর বা ফিতরা কেবল ফকীর মিসকিনদের হক্ব, অন্যদের নয়। মাজমূ ফাতাওয়া ২৫/৭৩, যাদুল মা‘আদ ২/২২, নায়লুল আওতার ৩-৪/৬৫৭, আওনুল মাবূদ ৫-৬/৩, শারহু মুমতি ৬/১৮৪, তামামুল মিন্নাহ।

৭. যাকাতুল ফিতর আদায়ের উত্তম সময় হল ঈদের দিন সকালে ঈদের ছ্বলাতের পূর্বে। ছ্বহীহ বুখারী হা/১৫১০ আর জায়েয বা বৈধ সময় হচ্ছেঃ ঈদের একদিন বা দু’দিন পূর্বে যাকাতুল ফিতর আদায় করা। ছ্বহীহ বুখারী হা/১৫১১

৮. ঈদের ছ্বলাতের পূর্বেই যাকাতুল ফিতর বন্টন করতে হবে। ছ্বহীহ বুখারী হা/১৫০৯

৯. ওয়াজিব হচ্ছে, যাকাতুল ফিতর তার প্রাপকের হাতে সরাসরি বা উকিলের মাধ্যমে যথাসময়ে ছ্বলাতের পূর্বে পৌঁছানো। মসজিদের ইমাম বা বিশ্বস্ত ব্যক্তি যাকাতুল ফিতর সংগ্রহ করতে পারবে। তবে অবশ্যই ছ্বলাতের পূর্বে তা বন্টন করতে হবে। ফাতাওয়া লাজনা আদ-দায়িমা।

১০. যাকাতুল ফিতর জমা করা ভালো, তবে নিজে নিজে বন্টন করাই উত্তমঃ যাকাতুল ফিতর তার প্রাপকের হাতে সরাসরি নিজেই যথাসময়ে ছ্বলাতের পূর্বে পৌঁছানোই উত্তম। ইমাম শাফেঈ, আল-উম্ম; আন নভবী- আল মাজমু

১১. ফিতরা একত্রে জমা করে কিছুদিন পর বিক্রি করে মূল্য বিতরণ করা সুন্নাতের বরখেলাফ।

১২. যাকাতুল ফিতর প্রদানের স্থানঃ যাকাতুল ফিতর প্রদানের সময় যে এলাকায় সে অবস্থান করছে ঐ এলাকার অভাবী ও ফকীররাই বেশী হকদার। উক্ত এলাকায় সে স্থায়ী হোক বা অস্থায়ী।

١٧٢. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: قَالَ فَرَضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفِطرِ– أَوْ قَالَ: رَمَضَانَ– عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَالحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ:

صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ. قَالَ: فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِصْفَ صَاعٍ مِن بُرٍّ، عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ. وَفِي لَفْظٍ: أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاةِ.

১৭২. আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছ্বদাক্বাতুল ফিতরকে অথবা তিনি বলেছেন, রমাদ্বানের ছ্বদাক্বাহকে নারী, পুরুষ, স্বাধীন, দাস-দাসীর প্রতি এক ছা‘ করে খেজুর অথবা এক ছা‘ যব দেয়া ফরয করেছেন। তিনি বলেন, অতঃপর লোকজন ছোট ও বড় সকলের প্রতি এক ছা‘ এর পরিবর্তে অর্ধ ছা‘ গম প্রদান করাকে নির্ধারণ করে নিয়েছে। [ছ্বহীহ বুখারী, হা/১৫১১, ছ্বহীহ মুসলিম, হা/৯৮৪] অন্য শব্দে রয়েছে, লোকজনকে ছ্বলাতে বের হয়ে যাওয়ার পূর্বেই ছ্বদাক্বাতুল ফিতর আদায় করার জন্য নির্দেশ দেয়া হতো। [ছ্বহীহ বুখারী, হা/১৫০৩, ছ্বহীহ মুসলিম, হা/৯৮৬]

١٧٣. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نُعْطِيهَا فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ. فَلَمَّا جَاءَ مُعَاوِيَةُ وَجَاءَتِ السَّمْرَاءُ، قَالَ: أَرَى مُدًّا مِنْ هَذِهِ يَعْدِلُ مُدَّيْنِ. قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: أَمَّا أَنَا فَلَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

১৭৩. আবূ সাঈদ খুদরী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যামানায় এক ছা‘ খাবার অথবা এক ছা‘ যব অথবা এক ছা‘ খেজুর অথবা এক ছা‘ পনির অথবা এক ছা‘ কিশমিশ দিয়ে ছ্বদাক্বায়ে ফিতর (যাকাতুল ফিতর বা ফিতরা) আদায় করতাম। অতঃপর মুআবীয়া (রাদিয়াল্লাহু আনহু) যখন আসলেন এবং দেশে গম আমদানী হলো, তখন তিনি বললেন, আমার মতে, গমের এক মুদ অন্যান্য জিনিসের দুই মুদের সমপরিমাণ হবে। আবূ সাঈদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, আর আমি সেভাবেই যাকাতুল ফিতর আদায় করব যেভাবে আমি রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সময় আদায় করতাম। [ছ্বহীহ বুখারী, হা/১৫০৬, ১৫০৮, ছ্বহীহ মুসলিম, হা/৯৮৫]

٤– كِتَابُ الصِّيَامِ

পর্ব-৪: ছ্বিয়াম

ছিয়ামের শাব্দিক অর্থ: বিরত থাকা (الإمساك)। আর শারঈ অর্থ ফজর উদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত নিয়্যাতসহ ছ্বিয়াম ভঙ্গকারী যাবতীয় বস্তু থেকে বিরত থাকা। রমাদ্বান মাসের ছ্বিয়াম ইসলামের রুকনসমূহের তৃতীয় রুকন।

١٧٤. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ، إِلَّا رَجلًا كَانَ يَصُومُ صَومًا، فَلْيَصُمْهُ".

১৭৪. আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, রমাদ্বানের একদিন বা দু'দিন পূর্বে তোমরা ছ্বিয়াম পালন করবে না। তবে যে পূর্ব থেকেই ছ্বিয়াম পালনে অভ্যস্ত সে ছ্বিয়াম পালন করতে পারে। [ছ্বহীহ বুখারী, হা/১৯১৪, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১০৮২]

١٧٥. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضي الله عنهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:" إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ".

১৭৫. আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি। তিনি বলতেন, যখন তোমরা (রমাদ্বানের নতুন চাঁদ) দেখতে পাবে তখন তোমরা ছ্বিয়াম রাখবে। আর যখন তোমরা (শাওয়ালের নতুন চাঁদ) দেখতে পাবে তখন তোমরা ছ্বিয়াম ভঙ্গ করবে। আর যদি তোমরা চাঁদ দেখতে না পাও তাহলে মাস ত্রিশ দিন পূর্ণ করবে। [ছ্বহীহ বুখারী, হা/১৯০০, ছ্বহীহ মুসলিম, হা/১০৮০]

١٧٦. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "تَسَحَّرُوا، فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً".

১৭৬. আনাস ইবনে মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। তোমরা সাহারী গ্রহণ কর। সাহারীর মধ্যে বরকত রয়েছে। [ছ্বহীহ বুখারী হা/১৯২৩, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১০৯৫]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ছ্বিয়ামের মুস্তাহাব বিষয়সমূহঃ

১। সাহরী খাওয়াঃ

«تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً»

তোমরা সাহরী খাও, কারণ সাহরীতে বরকত রয়েছে। ছ্বহীহ বুখারী হা/১৯২৩, মুসলিম হা/১০৯৫।

«فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ، أَكْلَةُ السَّحَرِ»

আমাদের এবং আহলে কিতাবের ছ্বিয়ামের মধ্যে পার্থক্য হল সাহরী খাওয়া। ছ্বহীহ মুসলিম হা/১০৯৬, আবু দাউদ হা/২৩৪৩, তিরমিযী হা/৭০৯, নাসাঈ (৪/৪৬)।

২। বিলম্বে সাহরী খাওয়াঃ "আমরা রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে সাহরী খেলাম, এরপর রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছ্বলাতে দাঁড়িয়ে গেলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, সাহরী এবং আযানের মধ্যে ব্যবধান কতটুকু ছিল? তিনি বলেনঃ "পঞ্চাশ আয়াত পরিমাণ"। ছ্বহীহ বুখারী হা/১৯২১, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১০৯৭।

৩। সূর্যাস্ত মাত্রই দ্রুত ইফতার করাঃ «لاَ يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الفِطْرَ» মানুষ যতদিন অবিলম্বে ইফতার করবে, ততদিন মঙ্গলের উপর থাকবে। ছ্বহীহ বুখারী হা/১৯৫৭, মুসলিম হা/১০৯৮।

৪। কাঁচা অথবা পাকা খেজুর (যদি সম্ভব হয়) অথবা পানি দিয়ে ইফতার করাঃ "রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছ্বলাতের পূর্বে কয়েকটি কাঁচা খেজুর দিয়ে ইফতার করতেন। যদি কাঁচা খেজুর না পেতেন, তবে শুকনো খেজুর দিয়ে করতেন, খেজুরও না পেলে তিনি কয়েক ঢোক পানি পান

করতেন। হাসান: আবু দাউদ হা/২৩৫৬, তিরমিযী হা/৬৯২, আল ইরওয়া (৯২২) আস ছ্বহীহা (২০৬৫)।

١٧٧. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: تَسَحَّرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ. قَالَ أَنَسٌ: قُلْتُ لِزَيْدٍ: كَمْ كَانَ بَيْنَ الأَذَانِ وَالسَّحُورِ؟ قَالَ: قَدْرُ خَمْسِينَ آيَةً.

১৭৭. আনাস ইবনে মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) যায়িদ ইবনে ছাবিত (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করে বলেন, আমরা রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে সাহারী গ্রহণ করেছি, এরপর তিনি (ফজরের) ছ্বলাতে দাঁড়িয়ে গেলেন। আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি যায়েদ ইবনে ছাবিতকে বললাম: (ফজরের) আযান এবং সাহারী গ্রহনের মাঝে কতটুকু সময় ব্যবধান ছিল? তিনি উত্তরে বললেন, পঞ্চাশ আয়াত তিলাওয়াত করা সময় পরিমাণ। [ছ্বহীহ বুখারী হা/১৯২১, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১০৯৭]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ফজরের সামান্য পূর্বে সাহারী গ্রহণ শেষ করা উত্তম।

١٧٨. عَنْ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا:أَنَّ رَسُولَ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – كَانَ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ. ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ.

১৭৮. আয়েশা ও উম্মে সালামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তারা বলেন, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার পরিবারের (স্ত্রীর) সাথে জুনুবী (অপবিত্র) অবস্থায় ফজর করতেন। অতঃপর তিনি গোসল করতেন এবং ছ্বিয়াম রাখতেন। [ছ্বহীহ বুখারী হা/১৯২৫, ১৯২৬, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১১০৯]

١٧٩. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ. فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ. فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ ".

১৭৯. আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি ছ্বিয়াম থাকা অবস্থায় ভুলবশত কোনো কিছু খাবে বা পান করবে, সে যেন তার ছ্বিয়ামকে পূর্ণ করে। কেননা

আল্লাহ তা'আলাই তাকে খাইয়েছেন এবং পান করিয়েছেন। [ছ্বহীহ বুখারী হা/১৮৩১, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১১৫৫]

١٨٠. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسولَ الله، هَلَكْتُ! فَقَالَ: "مَا أهلَكَكَ؟ " أَوْ مَالَكَ؟ قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي، وَأَنَا صَائِمٌ " وَفِي رِوَايَةٍ: أَصَبْتُ أَهْلِي فِي رَمَضَانَ". فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا؟ " قَالَ: لا. قالَ: "فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟ " قَالَ: لا. قَالَ: "فَهَلْ تَجِدُ إِطْعَامَ سَتِّينَ مِسْكِينًا؟ " قَالَ: لا. قَالَ: فَسَكَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَبَيْنَمَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ، إِذْ أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ". وَالْعَرَقُ: الْمِكْتَلُ. قَالَ: "أَيْنَ السَّائِلُ؟ " قَالَ: أَنَا. قَالَ: " خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقَ بِهِ، فَقَالَ: أعَلَى أَفْقَرَ مِنِّي يَارَسُولَ الله؟ فَوَ الله مَا بَيْنَ لابَتَيْهَا –يُرِيدُ الْحَرَّتَيْنِ –أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي. فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، ثُمَّ قَالَ: "أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ". الحَرَّةُ: أَرْضٌ تَرْكَبُهَا حِجَارَةٌ سُودٌ.

১৮০. আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা একদা নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট একদা বসে ছিলাম। হঠাৎ করে এক ব্যক্তি তার কাছে হাজির হলো আর বলতে লাগল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি ধ্বংস হয়ে গেছি। তিনি বললেন তোমার কি হয়েছে? সে বলল, আমি ছ্বিয়াম থাকা অবস্থায় স্ত্রীর সাথে মিলন করেছি। তিনি বললেন, তোমার কি কোনো গোলাম আছে যাকে তুমি মুক্ত করে দিতে পার? লোকটি বলল, না। তিনি বললেন, তুমি কি একাধারে দু'মাস ছ্বিয়াম রাখতে পারবে? সে বলল, না। তিনি বললেন, তুমি কি ষাটজন মিসকিনকে খাদ্য খাওয়াতে পারবেঃ লোকটি বললো, না। তখন রাসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি বসো। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সে সেখানে বসে রইলেন। ঠিক এ সময় নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট একটি 'আরাক নিয়ে আসা হলো, এতে ছিল খেজুর। 'আরাক একটি বড় ভাণ্ড বা গাঁইটকে বলা হয়। (যা খেজুরের পাতা দিয়ে তৈরী, এতে

ষাট থেকে আশি সের পর্যন্ত খেজুর ধরে)। এটা দেখে রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, প্রশ্নকারী কোথায়? লোকটি বলল, এই তো আমি। তিনি বললেন, এটি নিয়ে যাও। এগুলো ছাদক্বাহ করে দাও। লোকটি বলল হে আল্লাহর রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আমি কি এগুলো আমার চেয়েও গরীবকে দান করবো? আল্লাহর কসম মদীনার উভয় প্রান্তে এমন কোনো পরিবার নেই যারা আমার পরিবারের চেয়ে বেশি অভাবী। (তার কথা শুনে) নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেসে ফেললেন, এমনকি তার সামনের পাটির দাঁতগুলো দেখা গেল। তারপর তিনি বললেন, আচ্ছা এ খেজুরগুলো তোমার পরিবার পরিজনকে খাওয়াও। [ছ্বহীহ বুখারী হা/১৯৩৬, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১১১১]

٣٣-بَاب الصَّوم فِي السَّفر

অধ্যায়: ৩৩-সফর অবস্থায় ছ্বিয়াম রাখা

١٨١. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو الأَسْلَمِيَّ، قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَأَصُوْمُ فِي السَّفَرِ –وَكَانَ كَثِيرَ الصِّيَامِ . قَالَ: " إِنْ شِئْتَ فَصُمْ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ".

১৮১. আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হামযাহ ইবনে আমর ইবনে আসলামী নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন, আমি কি সফর অবস্থায় ছ্বিয়াম রাখতে পারি? (প্রকাশ থাকে যে, তিনি অধিক মাত্রায় ছ্বিয়াম রাখতেন)। রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে বললেন, তুমি যদি ইচ্ছা কর, ছ্বিয়াম রাখো। আর যদি ইচ্ছা করো ছ্বিয়াম ত্যাগ করো। [ছ্বহীহ বুখারী হা/১৯৪৩, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১১২১]

١٨٢. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ، وَلا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ.

১৮২. আনাস ইবনে মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে সফর করতাম। তিনি সফর অবস্থায় যারা ছিয়াম পালন করে না এমন ব্যক্তিকে ছ্বিয়াম রাখতে এবং ছিয়াম পালনকারী ব্যক্তিকে ছ্বিয়াম ত্যাগ করাতে দোষারোপ করতেন না। [ছ্বহীহ বুখারী হা/১৯৪৭, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১১১৮]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সফর অবস্থায় নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ছাহাবীগণের ছ্বিয়াম রাখা ও না রাখা বিষয়ের প্রতি স্বীকৃতি জ্ঞাপন করা। তাতে প্রমাণিত হয় যে, উভয়টিই জায়েয।

١٨٣. عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، فِي حَرٍّ شَدِيدٍ، حَتَّى إِنْ كَانَ أَحَدُنَا لَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ، وَمَا فِينَا صَائِمٌ إِلَّا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ.

১৮৩. আবূ দারদা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে রমাদ্বান মাসে কঠিন গরমের সময় সফরে বের হলাম। এমন কি আমাদের কেউ কেউ তীব্র গরমের কারণে স্বীয় হাত তার মাথার ওপর রেখে দিত। আর আমাদের মধ্যে তখন একমাত্র নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ছ্বিয়ামরত ছিলেন। [ছ্বহীহ বুখারী হা/১৯৪৫, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১১২২]

١٨٤. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَرَأَى زِحَامًا، وَرَجُلًا قَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: "مَا هَذَا؟ " قَالُوا: صَائِمٌ. قَالَ: لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ". وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ "عَلَيْكُم بِرُخْصَةِ اللهِ الَّتِي رَخَّصَ لَكُمْ".

১৮৪. জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফর অবস্থায় ছিলেন। এমতাবস্থায় তিনি

লোকজনের ভীড় দেখতে পেলেন। আর একজন লোককে দেখতে পেলেন যে, তার মাথায় ছায়া দিয়ে রাখা হয়েছে। এটা দেখে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এটা কি হচ্ছে? উত্তরে তারা বললেন, ইনি ছ্বিয়াম রয়েছেন। রাসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন, সফর অবস্থায় ছ্বিয়াম রাখা পুণ্যের কাজ নয়। [ছ্বহীহ বুখারী হা/১৯৪৬, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১১১৫]

ছ্বহীহ মুসলিমের অন্য এক শব্দে বর্ণিত রয়েছে, তোমরা আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত ছাড়কে গ্রহণ করো। [ছ্বহীহ মুসলিম হা/১১১৫]

١٨٥. عَن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فمِنَّا الصَّائِمُ، وَمِنَّا الْمُفْطِرُ.قَالَ: فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا فِي يَوْمٍ حَارٍّ، وَأَكْثَرُنَا ظِلًّا صَاحِبُ الْكِسَاءِ. وَمِنَّا مَنْ يَتَّقِى الشَّمْسَ بِيَدِهِ. قَالَ: فَسَقَطَ الصُّوَّمُ، وَقَامَ الْمُفْطِرُونَ، فَضَرَبُوا الأَبْنِيَةَ، وَسَقُوا الرِّكَابَ. فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ذَهَبَ الْمُفْطِرُونَ الْيَوْمَ بِالْأَجْرِ"

১৮৫. আনাস ইবনে মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমরা একদা রাসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে কোনো এক সফরে ছিলাম। অতঃপর আমাদের মধ্য হতে তখন কেউ ছ্বিয়াম রেখেছিলেন আবার কেউ কেউ ছ্বিয়াম ভঙ্গ করেছিলেন। তিনি আরো বলেন, প্রচণ্ড গরমের সময় আমরা একটি মঞ্জিলে পৌঁছলাম। আমাদের মধ্যে যেব্যক্তি তার চাদর দিয়ে ছায়া গ্রহণ করেছিলেন তার ছায়াই সবচেয়ে বেশি ছিল। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ নিজের হাত দিয়ে সূর্যের তাপ থেকে নিজেকে রক্ষা করছিলেন। যারা ছিয়াম রেখেছিলেন তারা ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। আর যারা ছ্বিয়ামরত ছিলেন না তারা ঠিক রইলেন। তারা তাঁবু বানালেন, উটকে পানি পান করালেন। এ (দৃশ্য দেখে) রাসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ছ্বিয়াম না থাকা লোকজন আজ অনেক ছওয়াব অর্জন করল। [ছ্বহীহ বুখারী হা/২৮৯০, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১১১৯]

١٨٦. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِن رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إِلَّا فِي شَعْبَانَ.

১৮৬. আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার ওপর রমাদ্বান মাসের কাযা ছ্বিয়াম থাকত। সে ছ্বিয়াম শা'বান মাস ব্যতীত আমি আদায় করার সুযোগ পেতাম না। [ছ্বহীহ বুখারী হা/১৯৫০, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১১৪৬]

١٨٧. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُوْلَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ، صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ".وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَقَالَ: «هَذَا فِي النَّذْرِ خَصَّةً؛ وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ».

১৮৭. আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করল এমতাবস্থায় তার প্রতি (রমাদ্বান মাসের) ছ্বিয়াম রয়েছে, তাহলে তার পক্ষ থেকে তার কোনো অভিভাবক আদায় করে দিবে। [ছ্বহীহ বুখারী হা/১৯৫২, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১১৪৭]

আবূ দাউদে বর্ণিত রয়েছে, বিশেষ করে তা মানতের ছিয়ামের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এটি ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বালের রহি.অভিমত। [আবু দাউদ, হা/২৪০০]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

জমহুর বিদ্বানগনের মতে, মাইয়্যাতের পক্ষ হতে ওয়ারিছগণের ছ্বিয়াম আদায় করার বিষয়টি মুস্তাহাব। আর হাদীছের বাহ্যিক অর্থ গ্রহণকারী বিদ্বানগণের মতে, এটা ওয়াজিব। আর হাম্বলী মাযহাবের বিদ্বানগণের মতে, যদি মাইয়্যাতের পরিত্যক্ত উত্তরাধিকার থাকে তাহলে, কাযা আদায় করা ওয়াজিব। বিদ্বানগণ আরো বলেছেন, যদি অন্য কেউ মাইয়্যাতের পক্ষ হতে আদায় করে তবুও জায়েয হবে।

١٨٨. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ: أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟ فَقَالَ: " لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ عَنْهَا؟ ". قَالَ: نَعَمْ: قَالَ: " فَدَيْنُ الله أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى". وَفِي رِوَايَةٍ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله! إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَذْرٍ. أَفَأَصُوْمُ عَنْهَا؟

قَالَ: "أَفَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ فَقَضَيْتِهِ، أَكَانَ يُؤَدِّى ذَلِكَ عَنْهَا؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: " فَصُومِي عَنْ أُمِّكِ".

১৮৮. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা একটি লোক রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আমার মা মৃত্যুবরণ করেছেন এমতাবস্থায় তার ওপর এক মাসের ছ্বিয়াম রয়েছে। আমি কি এখন তার পক্ষ হতে কাযা আদায় করব? উত্তরে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমার মাতার প্রতি যদি কোনো ঋণ থাকত তুমি কি তা পরিশোধ করতে না? সে বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তাহলে আল্লাহ তা'আলার ঋণ পরিশোধ করা অধিকতর বড় দায়িত্ব। [ছ্বহীহ বুখারী হা/১৯৫৩, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১১৪৮]

অপর একটি বর্ণনায় এসেছে, একদা একটি মহিলা নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট বলল, হে আল্লাহর রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আমার মা মারা গেছেন। এমতাবস্থায় তার ওপর মানতের ছ্বিয়াম আদায় করা বাকী রয়েছে। আমি কি তার পক্ষ থেকে এখন আদায় করব? উত্তরে রাসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার মাতার প্রতি যদি কোনো ঋণ থাকত আর তুমি যদি পরিশোধ করতে তাহলে তা কি তার পক্ষ হতে আদায় করা হবে? উত্তরে সেই মহিলাটি বলল, হ্যাঁ। অতঃপর নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাহলে তোমার মাতার পক্ষ হতে উক্ত ছ্বিয়াম তুমি আদায় করো। [ছ্বহীহ মুসলিম হা/১১৪৮]

١٨٩. عَنْ سَهْلِ بِنْ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوْا الْفِطْرَ وَأَخَّرُوا السُّحُوْر".

১৮৯. সাহল ইবনে সা'দ আস সা'ঈদী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যতদিন পর্যন্ত মানুষ তাড়াতাড়ি ইফতার করবে এবং সাহরী বিলম্বে খাবে ততদিন তারা কল্যাণের মধ্যে থাকবে। [ছ্বহীহ বুখারী হা/১৯৫৭, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১০৯৮]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যদি নিশ্চিতভাবে দেখা যায় যে, সূর্য ডুবে গেছে, কিংবা নিশ্চিত কোনো সংবাদের মাধ্যমে জানা যায় তাহলে দ্রুত ইফতার করা মুস্তাহাব।

١٩٠. عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَهُنَا، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَهُنَا، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ".

১৯০. উমার ইবনে খাত্তাব (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন এই দিক থেকে রাত্রি আগমন করবে এবং অপর দিক থেকে দিন প্রস্থান করবে তখন ছিয়াম পালনকারী ইফতার করবে। [ছ্বহীহ বুখারী হা/১৯৫৪, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১১০০]

١٩١. عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْوِصَالِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، إِنَّكَ تُوَاصِلُ. قَالَ: "إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ، إِنِّي أُطْعَمُ وَأُسْقَى". وَرَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ، وَعَائِشَةُ، وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم.

وَلِمُسْلِمٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: «فَأَيُّكُمْ أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلَ فَلْيُوَاصِلْ إِلَى السَّحَرِ».

১৯১. আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিছাল ছিয়াম তথা বিরতিহীন ও লাগাতর ছিয়াম রাখতে নিষেধ করেছেন। তারা (ছাহাবীগণ) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আপনিতো বিছাল ছিয়াম রাখেন। তিনি বললেন, আমি তোমাদের মত নই। আমাকে (আল্লাহর পক্ষ হতে) খাওয়ানো হয় ও পান করানো হয়। হাদীছটি আবূ হুরায়রাহ, আয়েশা এবং আনাস ইবনে মালিক (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) বর্ণনা করেছেন। [ছ্বহীহ বুখারী হা/১৯৬২, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১১০২]

ছ্বহীহ মুসলিমে (ছহীহ মুসলিমে এই শব্দে হাদীছটি নেই, বরং ছহীহ বুখারীতে আছে) আবূ সাঈদ খুদরী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত রয়েছে,

তোমাদের মধ্য হতে যে ব্যক্তি বিছাল ছিয়াম রাখতে ইচ্ছা করে সে যেন ফজর পর্যন্ত রাখে। [ছ্বহীহ বুখারী হা/১৯৬৭]

٣٤– بَابُ أَفْضَلِ الصِّيَامِ وَغَيْرِهِ

অধ্যায়: ৩৪-সর্বোত্তম ছিয়াম এবং অন্যান্য ছিয়াম এর বিবরণ

١٩٢. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: أُخْبِرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّيْ أَقُوْلُ: وَاللهِ لأَصُوْمَنَّ النَّهَارَ، وَلأَقُوْمَنَّ اللَّيْلَ مَا عِشْتُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْتَ الَّذِي قُلْتَ ذَلِكَ؟ " فَقُلْتُ لَهُ: قَدْ قُلْتُهُ، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي. قَالَ: " فَإِنَّكَ لا تَسْتَطِيْعُ ذَلِكَ. فَصُمْ وَأَفْطِرْ، وَنَمْ وَقُمْ. وَصُمْ مِنَ الشَّهْرِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ، فإِنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا. وَذلِكَ مِثْلُ صِيَامِ الدَّهْرِ". قُلْتُ: إِنِّ لَأُطِيْقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ: " فَصُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمَيْن. " قُلْتُ: إِنِّ أُطِيْقُ أفْضَلَ مِن ذَلِكَ. قَالَ: فَصُمْ يَوْمًا وَأَفْطِر يَوْمًا، فَذَلِكَ صِيَامُ دَاوُدَ علَيْهِ السَّلامُ، وَهُوَ أَفْضَلُ الصِّيَامِ". فَقُلْتُ: إِنِّ لَأُطِيْقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ. فَقَالَ: لا أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ". وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ: لا صَوْمَ فَوْقَ صَوْمِ أخِي دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلامُ شَطْرِ الدَّهْرِ فَصُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا".

১৯২. আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে ‘আছ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে (আমার সম্পর্কে) সংবাদ দেয়া হলো যে, আমি বলি আল্লাহর কসম, আমি যতদিন বেঁচে থাকব ততদিন দিনে ছিয়াম রাখব এবং রাত জেগে ইবাদত করব। তখন নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমিই কি এরূপ বলেছে? আমি তাকে বললাম, হে আল্লাহর রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আমার বাবা মা আপনার জন্য কুরবান হোক, আমি বলেছিলাম। তিনি বললেন, তুমি এমনটি করতে সক্ষম হবে না। তুমি ছিয়াম রাখো আবার ছিয়াম ছেড়ে দাও। তুমি রাতে ঘুমাবে আবার

ছ্বলাত আদায় করবে। আর প্রত্যেক মাসে তিন দিন ছ্বিয়াম রাখবে। কারণ একটি নেকী দশগুণ সমতুল্য। আর মাসে তিনটি ছ্বিয়াম রাখা সারা বছর ছ্বিয়াম রাখার সমান। আমি বললাম, আমি এর চেয়ে বেশি ছ্বিয়াম রাখার ক্ষমতা রাখি। তিনি বললেন, তবে তুমি একদিন ছিয়াম রাখবে আর পরের দুইদিন ছিয়াম রাখবে না। আমি বললাম, আমি এর চেয়ে বেশি ছ্বিয়াম রাখার ক্ষমতা রাখি। তিনি বললেন, তুমি একদিন ছ্বিয়াম রাখবে আবার একদিন ছেড়ে দিবে। এটি হলো দাউদ (আলাইহিস সালাম) এর ছ্বিয়াম। আর এটাই সবচেয়ে উত্তম ছ্বিয়াম। আমি নিবেদন করলাম যে, আমি এর চেয়ে বেশি ছ্বিয়াম রাখার ক্ষমতা রাখি। তিনি বললেন এর চেয়ে উত্তম ছ্বিয়াম আর নেই। [ছ্বহীহ বুখারী হা/১৯৭৬, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১১৫৯]

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, আমার ভাই দাউদ (আলাইহিস সালাম) এর ছিয়ামের উর্ধে অন্য কোনো ছ্বিয়াম নেই যা অর্ধ বছরের ছ্বিয়াম। অতএব, তুমি একদিন ছ্বিয়াম রাখবে আবার একদিন ছ্বিয়াম ছেড়ে দিবে। [ছ্বহীহ বুখারী হা/১৯৮০, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১১৫৯]

১৯৩. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصْ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ أَحَبَّ الصِّيَامِ إِلَى اللهِ صِيَامُ دَاوُدَ. وَأَحَبَّ الصَّلَاةِ إِلَى اللهِ صَلَاةُ دَاوُدَ، كَانَ يَنَامُ نِصْفَ الْلَيْلِ، وَيَقُومُ ثُلُثَهُ، وَيَنَامُ سُدُسَهُ، وَكَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا".

১৯৩. আব্দুল্লাহ ইবনে ‘আমর ইবনে ‘আছ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা‘আলার নিকট সবচেয়ে প্রিয় ও পছন্দনীয় ছ্বিয়াম হলো দাউদ আলাইহিস সালাম এর ছ্বিয়াম এবং সবচেয়ে প্রিয় ছ্বলাত হলো দাউদ আলাইহিস সালাম এর ছ্বলাত। তিনি রাতের অর্ধাংশ সময় ঘুমাতেন এবং এক তৃতীয়াংশ সময় ছ্বলাত আদায় করতেন এবং এক ষষ্টাংশ সময় ঘুমাতেন। তিনি একদিন ছ্বিয়াম রাখতেন আর একদিন ছ্বিয়াম ছেড়ে দিতেন। [ছ্বহীহ বুখারী হা/১১৩১, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১১৫৯]

١٩٤. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَوْصَانِي خَلِيلِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلاثٍ صِيَامِ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَي الضُّحَى، وَأَنْ أُوْتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ.

১৯৪. আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার বন্ধু মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে তিনটি বিষয়ে উপদেশ প্রদান করেছেন। প্রত্যেক মাসে তিনদিন করে ছ্বিয়াম রাখতে, চাশতের দুই রাক'আত ছ্বলাত আদায় করতে এবং আমার ঘুমানোর পূর্বেই বিতর ছ্বলাত আদায় করতে। [ছ্বহীহ বুখারী হা/১৯৮১, ছ্বহীহ মুসলিম হা/৭২১]

١٩٥. عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: «سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الجُمُعَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ». زَادَ مُسْلِمٌ: «وَرَبِّ الكَعْبَةِ!».

১৯৫. মুহাম্মাদ ইবনে 'আব্বাদ ইবনে জা'ফর হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি জাবির ইবনে আব্দিল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) কে জিজ্ঞেস করলাম। রাসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি জুমু'আর দিনে ছ্বিয়াম রাখতে বারণ করেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ।

ছ্বহীহ মুসলিমে " কা'বা ঘরের রবের শপথ" এই অতিরিক্ত শব্দ রয়েছে। [ছ্বহীহ বুখারী হা/১৯৮৪, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১১৪৩]

١٩٦. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "لا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الجُمُعَةِ، إِلَّا أَنْ يَصُومَ يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ يَوْمًا بَعْدَهُ".

১৯৬. আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন শুধু জুমু'আর দিনে ছিয়াম পালন না করে। তবে কেউ যদি জুমু'আর দিনের সাথে তার আগের বা পরের দিনে ছিয়াম রাখে তবে রাখতে পারে। [ছ্বহীহ বুখারী হা/১৯৮৫, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১১৪৪]

١٩٧. عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ– وَاسْمُهُ: سَعْدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَقَالَ: هَذَانِ يَوْمَانِ نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صِيَامِهِمَا: يَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ يَوْمِ صِيَامِكُمْ، وَالْيَوْمُ الآخَرُ: اَلَّذي تَأْكُلُوْنَ فِيهِ مِنْ نسُكِكُمْ.

১৯৭. ইবনু আযহারের কৃতদাস আবূ উবাঈদ, তার নাম হলো সাদ ইবনে উবাইদ, তিনি বলেন, আমি উমার ইবনে খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর সাথে ঈদের দিন উপস্থিত ছিলাম। উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই দিন ছিয়াম রাখতে নিষেধ করেছেন। একটি হলো সেই দিন যেদিন তোমরা ছিয়াম ছেড়ে দাও অর্থাৎ ঈদুল ফিতরের দিন। আর অপর দিনটি হলো যে দিন তোমরা তোমাদের কুরবানীর গোশত আহার করে থাকো অর্থাৎ ঈদুল আযহার দিন। [ছ্বহীহ বুখারী হা/১৯৯০, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১১৩৭]

١٩٨. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَومِ يَوْمَيْنِ: النَّحْرِ، والْفِطْرِ، وَعَن اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الوَاحِدِ، وَعَنِ الصَّلاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ والْعَصْرِ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ بِتَمَامِهِ. وَأَخْرَجَ البُخَارِيُّ: الصَّوْمَ فَقَطْ.

১৯৮. আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা এই দুই দিনে ছিয়াম রাখতে নিষেধ করেছেন। আরো তিনি নিষেধ করেছেন ছাম্মা ধরনের কাপড় পরতে। আর সেটি হলো একটি কাপড় পেঁচিয়ে পরা অবস্থায় দুই হাটু সোজা ওপরের দিকে তুলে নিতম্বের ওপর বসা (যাতে সতর খুলে যাওয়ার আশঙ্কা আছে)। আরো তিনি নিষেধ করেছেন ফজর ও আছরের পর (সাধারণ নফল) ছ্বলাত আদায় করতে। [ছ্বহীহ বুখারী হা/১৯৯১, ১৯৯২, ছ্বহীহ মুসলিম হা/৮২৭] ইমাম মুসলিম পুরো হাদীছটি বর্ণনা করেছেন আর ইমাম বুখারী শুধূ ছিয়ামের অংশটুকু বর্ণনা করেছেন।

١٩٩. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللهِ بَعَّدَ اللهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا".

১৯৯. আবূ সাঈদ খুদরী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় একদিন ছ্বিয়াম রাখবে আল্লাহ তা'আলা তার চেহারাকে জাহান্নাম হতে সত্তর বছরের পথ দূরে রাখবেন। [ছ্বহীহ বুখারী হা/২৮৪০, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১১৫৩]

٣٥- بَابُ لَيْلَةِ الْقَدْرِ

অধ্যায়: ৩৫- লায়লাতুল ক্বদর

٢٠٠. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رِجَالًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْمَنَامِ فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ، فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيهَا فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ".

২০০. আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ছাহাবীদের কয়েক ব্যক্তিকে লায়লাতুল ক্বদর (রমাদ্বান মাসের) শেষ সাত দিনে স্বপ্নে দেখানো হয়েছে। রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: আমি দেখছি তোমাদের সকলের স্বপ্ন শেষ সাত রাতের ব্যাপারে এক। তাই তোমাদের যে ব্যক্তি লাইলাতুল ক্বদর পেতে চায় সে যেন (রমাদ্বানের) শেষ সাত রাতে তা খুঁজে। [ছ্বহীহ বুখারী হা/২০১৫, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১১৬৫]

٢٠١. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْوِتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ".

২০১. আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা রমাদ্বান মাসের শেষ দশকের বিজোড় রাতে লাইলাতুল ক্বদর তালাশ কর। [ছ্বহীহ বুখারী হা/২০১৭, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১১৬৯]

٢٠٢. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُوْلَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الأَوْسَطِ مِنْ رَمَضَانَ، فَاعْتَكَفَ عَامًا، حَتَّى إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ إِحْدَى وَعِشْرِينَ – وَهِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي يَخْرُجُ مِنْ صَبِيْحَتِهَا مِنِ اعْتِكَافِهِ–، قَالَ: مَنِ اعْتَكَفَ مَعِي فَلْيَعْتَكِفْ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ فَقَدْ أُرِيْتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ، ثُمَّ أُنْسِيتُهَا، وَقَدْ رَأَيْتُنِي أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِيْنٍ مِنْ صَبِيحَتِهَا فَالْتَمِسُوهَا فِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ، والْتَمِسُوهَا فِي كُلِّ وِتْرٍ. قَالَ: فَمَطَرَتِ السَّمَاءُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ. وَكَانَ الْمَسْجِدُ عَلَى عَرِيْشٍ فَوَكَفَ الْمَسْجِدُ، فَأَبْصَرَتْ عَيْنَايَ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى جَبْهَتِهِ أَثَرُ الْمَاءِ وَالطِّينِ مِنْ صُبْحِ إِحْدَى وَعِشْرِيْنَ.

২০২. আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমাদ্বান মাসের মধ্য দশদিনে ই‘তিকাফ করতেন। এক বছর তিনি এভাবে ই‘তিকাফ করেন। যখন একুশে রাত এলো অর্থাৎ যে রাতে তিনি ই‘তিকাফ শেষ করে বের হবেন, তখন তিনি বললেন, যারা আমার সাথে ই‘তিকাফ করেছে তারা যেন এবার থেকেই শেষ দশ দিনে ই‘তিকাফ করে। কারণ স্বপ্নে আমাকে এই রাত (লাইলাতুল ক্বদর) দেখানো হয়েছে। অতঃপর তা (সঠিক তারিখটি) আমি ভুলে গিয়েছি। এ রাতের সকালে আমি কাদামাটি ও পানির মাঝে সিজদাহ করেছি। অতএব তোমরা এ রাতকে রমাদ্বানের শেষ দশ দিনেই তালাশ করো। এ দশ দিনের বিজোড় রাতেই তোমরা এ রাতকে তালাশ করো। (বর্ণনাকারী) বলেন, ঐ রাতে আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষণ হয়। সে সময় মাসজিদের ছাদ খেজুরের ডাল পাতার হওয়ায় মাসজিদ ভিজে ঠপটপ করে বৃষ্টি পড়ছিল সেই একুশের রাতে সকাল বেলায় রাসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কপালে কাদামাটি

ও পানির চিহ্ন দেখা যায়। [ছ্বহীহ বুখারী হা/২০২৭, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১১৬৭]

٣٦– بَابُ الِاعْتِكَافِ

অধ্যায়: ৩৬- ই‘তিকাফ

শারঈ অর্থে ই‘তিকাফ বলা হয় আল্লাহর ইবাদত করার উদ্দেশ্যে বিশেষ পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তির মাসজিদে অবস্থান করা।

ই‘তিকাফের হুকুম: বিদ্বানগণ ই‘তিকাফ করার বৈধতা সম্পর্কে একমত পোষণ করেছেন। তারা অনুরূপ একমত হয়েছেন যে, ই‘তিকাফ করা মুস্তাহাব, ওয়াজিব নয়।

٢٠٣. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، حَتَّى تَوَفَّاهُ اللهُ تَعَالَى. ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ بَعْدَهُ. وَفِي لَفْظٍ: "كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتَكِفُ فِي كلِّ رَمَضَانَ، فَإِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ، جَاءَ مَكَانَهُ الَّذِي اعْتَكَفَ فِيْهِ".

২০৩. আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার মৃত্যু পর্যন্ত রমাদ্বান মাসের শেষ দশকে ই‘তিকাফ করতেন। এরপর তার বিবিগণ ই‘তিকাফ করেছেন। [ছ্বহীহ বুখারী হা/২০২৬, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১১৭২]

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক রমাদ্বানেই ই‘তিকাফ করতেন। যখন তিনি ফজরের ছ্বলাত আদায় করতেন তারপর তিনি তার ই‘তিকাফ করার স্থানে চলে যেতেন। [ছ্বহীহ বুখারী হা/২০৪১, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১১৭৩]

٢٠٤. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّهَا كَانَتْ ترَجِّلُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ حَائِضٌ، وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فِي الْمَسْجِدِ، وهِيَ فِي حُجْرَتِهَا: يُنَاوِلُهَا رَأْسَهُ.

وَفِي رِوَايَةٍ: "وَكَانَ لا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةِ الإِنْسَانِ". وَفِي رِوَايَةٍ: " عَنْ نَفْسِهَا قَالَتْ: إِنْ كُنْتُ لَأَدْخُلُ الْبَيْتَ لِلْحَاجَةِ والْمَرِيضُ فِيهِ، فَمَا أَسْأَلُ عَنْهُ إِلاَّ وَأَنَا مَارَّةٌ. الترجيل: تسريح الشعر.

২০৪. আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, ঋতুমতী অবস্থায়তেও তিনি নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মাথার চুল আঁচড়িয়ে পরিপাটি করে দিতেন। এমতাবস্থায় নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাসজিদে ই'তিকাফ অবস্থায় থাকতেন। আর আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) তিনি তাঁর কক্ষে অবস্থান করতেন। রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মাথাকে মাসজিদ থেকে বের করে আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) এর দিকে এগিয়ে দিতেন। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ই'তিকাফ করা অবস্থায় পেশাব পায়খানা ছাড়া অন্য কোন কারণে বাড়িতে প্রবেশ করতেন না। [ছ্বহীহ বুখারী হা/২০৪৬, ২০২৯, ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৯৭] অন্য বর্ণনায় রয়েছেঃ আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) বলেছেনঃ আমি বিনা প্রয়োজনে বাড়িতে প্রবেশ করতাম না। আর এমতাবস্থায় ঘরে কোনো অসুস্থ লোক থাকলে আমি তাকে কোনো কিছু জিজ্ঞাসা না করেই চলে যেতাম। [ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৯৭] الترجيل : এর অর্থ: মাথার চুল আঁচড়ানো।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শুধু মাসজিদেই ই'তিকাফ করতে হবে।

২০৫. عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ – قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي كُنْتُ نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً – وَفِي رِوَايَةٍ: يَوْمًا – فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. قَالَ: فَأَوْفِ بِنَذْرِكَ. وَلَمْ يَذْكُرْ بَعْضُ الرُّوَاةِ: يَوْمًا وَلا لَيْلَةً.

২০৫. উমার ইবনে খাত্তাব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আমি জাহিলীয়াতের সময় এক রাত্রি ই'তিকাফ করার মানত করেছিলাম। অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে, মাসজিদে হারামে এক দিন ই'তিকাফ করার মানত করেছিলাম। উত্তরে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

তুমি তোমার উক্ত মানত পূর্ণ কর। অন্য বর্ণনায়, একদিন বা এক রাত কোনো কিছু বর্ণিত হয়নি। [ছ্বহীহ বুখারী হা/৩১৪৪, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৬৫৬]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মানত পূরণ করা ওয়াজিব। যদিও তা কুফরীর অবস্থায় করা হয়।

٢٠٦. عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعْتَكِفًا فِي الْمَسْجِدِ، فَأَتَيْتُهُ أَزُورُهُ لَيْلًا، فَحَدَّثْتُهُ، ثُمَّ قُمْتُ لأَنْقَلِبَ، فَقَامَ مَعِي لِيَقْلِبَنِي – وَكَانَ مَسْكَنُهَا فِي بَيْتِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ. فَمَرَّ رَجُلانِ مِنَ الأَنْصَارِ، فَلَمَّا رأَيَا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْرَعَا فِي الْمَشْيِ. فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَى رِسْلِكُمَا، إِنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ.

فَقَالا: سُبْحَانَ اللهِ! يَا رَسُولَ اللهِ. فَقَالَ: "إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِن ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ. وَإِنِّي خِفْتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا شَرًّا أَوْ قَالَ: شَيْئًا. وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّهَا جَاءَتْ تَزُورُهُ فِي اعْتِكَافِهِ فِي الْمَسْجِدِ، فِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، فتَحَدَّثَتْ عِنْدَهُ سَاعَةً، ثُمَّ قَامَتْ تَنْقَلِبُ، فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهَا يَقْلِبُهَا، حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ بَابَ الْمَسْجِدِ عِنْدَ بَابِ أُمِّ سَلَمَةَ..." ثُمَّ ذَكَرَهُ بِمَعْنَاهُ.

২০৬. ছাফীয়্যাহ বিনতে হুয়াই (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাসজিদে ই‘তিকাফ করছিলেন। তখন রাতে আমি তার সাথে দেখা করতে আসি এবং কিছুক্ষণ তার সাথে কথাবার্তা বলি। অতঃপর চলে যাওয়ার জন্য আমি উঠে দাঁড়ালে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও আমাকে বিদায় দেয়ার জন্য দাঁড়ান। আর ছাফিয়্যা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর বাসস্থান ছিল উসামা ইবনে যায়িদের বাড়িতে। এ সময় দুইজন আনছারী ছাহাবী সেই স্থান দিয়ে পর হলো। তারা রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখামাত্র দ্রুত চলে যেতে লাগল। তখন রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে বললেন, তোমরা থাম! এ হচ্ছে ছাফীয়্যাহ বিনতে হুয়াই। তারা বললেন, সুবহানাল্লাহ, হে আল্লাহর রাসূল! রাসূল

ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, শয়তান আদম সন্তানের শিরা উপশিরায় চলাচল করে আমি আশঙ্কা করলাম, শয়তান তোমাদের অন্তরে কোনোরূপ কুমন্ত্রণার সৃষ্টি করে কি না। [ছ্বহীহ বুখারী হা/২০৩৯, ৩২৮১, ছ্বহীহ মুসলিম হা/২১৭৫] অন্য বর্ণনায় রয়েছে, রমাদ্বান মাসের শেষ দশ দিনে রাসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ই'তিকাফে থাকাবস্থায় ছাফিয়্যাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তার সাথে সাক্ষাত করার জন্যে আসলেন। তিনি তার কাছে কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলেন। তিনি চলে যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ালে। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তাকে বিদায় দেয়ার জন্য দাঁড়ান। অতঃপর ছাফীয়্যাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অপর স্ত্রী উম্মু সালামার ঘরের নিকটবর্তী মাসজিদের দরজার কাছাকাছি পৌঁছিলে দু'জন আনছারী তাদেরকে অতিক্রম করেন। এরপর বাকী হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে। [ছ্বহীহ বুখারী হা/২০৩৫, ছ্বহীহ মুসলিম হা/২১৭৫]

٥– كِتَابُ الحَجِّ

পর্ব-৫: হাজ্জ

হাজ্জের শারঈ অর্থ হলো: নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট কতিপয় কর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করার ইচ্ছা করা।

٣٧– بَابُ المَوَاقِيتِ

অধ্যায়: ৩৭-মীক্বাতসমূহ

٢٠٧. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ الله وَقَّتَ لأَهْلِ الْمَدِينَةِ "ذا الحُلَيْفَةِ". وَلأَهْلِ الشَّامِ: "الجُحْفَة". وَلأَهْلِ نَجْدٍ: "قَرْنَ الْمَنَازِلِ". وَلأَهْلِ الْيَمَنِ: "يَلَمْلَمَ". وَقَالَ: " هُنَّ لَهُنَّ، وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ،

مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ. وَمَنْ كَانَ دُوْنَ ذَلِكَ: فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ، حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ".

২০৭. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহরাম বাঁধার স্থান নির্ধারণ করে দিয়েছেন। মদীনাবাসীদের জন্য যুলহুলাইফা, শামবাসীদের জন্য জুহফা, নাজদবাসীদের জন্য কারনুল মানাযিল, ইয়ামান বাসীদের জন্য ইয়ালামলাম। হজ্জ ও ওমরাহ এর নিয়্যাতকারী সেই অঞ্চলের অধিবাসী এবং ঐ সীমারেখা দিয়ে অতিক্রমকারী অন্যান্য অঞ্চলের অধিবাসী সকলের জন্য উক্ত স্থানগুলো মীক্বাতরূপে গণ্য। আর যারা এসব মীক্বাতের ভিতরে (অর্থাৎ মাক্কার নিকটবর্তী) স্থানের অধিবাসী, তারা যেখান হতে হাজ্জের নিয়্যাত করে বের হবে সেখান হতে ইহরাম বাঁধবে)। এমন কি মাক্কাবাসী মাক্কা হতেই (হাজ্জের) ইহরাম বাঁধবে। [ছ্বহীহ বুখারী হা/১৫২৪. ১৫২৬, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১১৮১]

٢٠٨. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ "ذِي الْحُلَيْفَةِ" وأَهْلُ الشَّامِ مِنَ"الْجُحْفَةِ"، وأَهْلُ نَجْدٍ مِنْ "قَرْنِ الْمَنَازِلِ". قَالَ عَبْدُ اللهِ: وَبَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "وَيُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ".

২০৮. আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মদীনাবাসীগণ যুল হুলায়ফা হতে, শামবাসীগণ জুহফা হতে, নাজদবাসীগণ কারনুল মানাযিল হতে হাজ্জের ইহরাম বাঁধবে। আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, আমার নিকট এই মর্মে সংবাদ পৌঁছেছে যে, ইয়ামানবাসীগণ ইয়ালামলাম হতে ইহরাম বাঁধবে। [ছ্বহীহ বুখারী হা/১৫২৫, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১১৮২]

٣٨–بَابُ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ

অধ্যায়: ৩৮-মুহরিম ব্যক্তি যে ধরনের পোশাক পরিধান করবেন

٢٠٩. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ، وَلا الْعَمَائِمِ، وَلا السَّرَاوِيلاتِ، وَلا الْبَرَانِسَ، وَلا الْخِفَافَ، إِلَّا أحَدٌ لا يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلا يَلْبَسْ مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ أَوْ وَرْسٌ". وللبخاري: " وَلِلْبُخَارِيِّ: «وَلَا تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ، وَلَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ».

২০৯. আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, জনৈক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, মুহরিম ব্যক্তি কি ধরনের পোশাক পরিধান করতে পারে? তিনি বললেন, জামা, পাগড়ী, পায়জামা, টুপি, মোজা পরবে না। অবশ্য যার জুতা না জুটবে সে মোজা পরতে পারবে। কিন্তু তা কেটে দিবে পায়ের পাতার উঁচু হাড়ের নীচ হতে এবং পরবে না এমন কোনো কাপড় যাতে জাফরান ও ওয়ার্সের রং রয়েছে। [ছ্বহীহ বুখারী হা/১৫৪২, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১১৭৭]

কিন্তু ছ্বহীহ বুখারীতে রয়েছে, এবং স্ত্রী মুহরিম নেক্বাব তথা মুখঢাকা বোরখা এবং হাতে হাতমোজা পরবে না। [ছ্বহীহ বুখারী হা/১৮৩৮]

٢١٠. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ بعَرَفَاتٍ: مَن لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، وَمَن لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ –لِلْمُحْرِمِ.

২১০. আব্দুল্লাহ ইবনে 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে 'আরাফার ময়দানে খুতবাহ প্রদান করতে শুনেছি। তিনি সেই খুতবায় বলেছেন, যে (মুহরিম) ব্যক্তি

সেণ্ডেল পাবে না সে যেন দু'টি মোজা পরিধান করে। আর যে ব্যক্তি কোনো লুঙ্গি পাবে না সে যেন পায়জামা পরে। [ছ্বহীহ বুখারী হা/১৫৪২, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১১৭৭]

٢١١. عنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أنَّ تَلْبِيَةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ! لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ! إِنَّ الحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ". قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَزِيدُ فِيهَا: لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالخَيْرُ بِيَدَيْكَ، وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالعَمَلُ.

২১১. আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর তালবীয়াহ ছিল

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ! لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ! إِنَّ الحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ.

হে আল্লাহ, আমি উপস্থিত, আমি উপস্থিত। আপনার কোনো শরীক নেই, আমি উপস্থিত। নিশ্চয় সমস্ত প্রশংসা, নিয়ামত ও রাজত্ব একমাত্র আপনারই। আপনার কোনো শরীক নেই।

বর্ণনাকারী বলেন ইবনু উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) অতিরিক্ত করে বলতেন:

لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالخَيْرُ بِيَدَيْكَ، وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالعَمَلُ.

আমি উপস্থিত, আমি উপস্থিত। সমস্ত কল্যাণ একমাত্র আপনার হাতে। সমস্ত কামনা একমাত্র আপনার কাছে আর সমস্ত আমাল একমাত্র আপনার জন্যে। [ছ্বহীহ বুখারী হা/১৫৪৯, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১১৮৪]

٢١٢. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ". وَفِي لَفْظٍ لِلْبُخَارِيِّ: «تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ».

২১২. আবূ হুরায়রাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি

বিশ্বাস রাখে এমন মহিলার জন্য কোনো মাহরাম ব্যতীত একদিন এবং একটি রাত্রি সফর করা বৈধ হবে না। [ছ্বহীহ বুখারী হা/১০৮৮, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৩৩৯] বুখারীর অন্য শব্দে রয়েছে, মাহরাম ব্যতীত (কোনো মহিলা) একদিনের দূরত্বে সফর করবে না। [ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৩৩৯]

٣٩–بَاب الفِديَة

অধ্যায়: ৩৯-ফিদইয়া

٢١٣. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْقِلٍ، قَالَ: جَلَسْتُ إِلَى كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ. فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْفِدْيَةِ؟ فَقَالَ: نَزَلَتْ فِيَّ خَاصَّةً، وَهِيَ لَكُمْ عَامَّةً: حُمِلْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِي. فَقَالَ: "مَا كُنْتُ أرى الْوَجَعَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى – أَوْ: مَا كُنْتُ أُرَى الْجَهْدَ بَلَغَ مِنْكَ مَا أَرَى: –أَتَجِدُ شَاةً؟ فَقُلْتُ: لا. قَالَ: فَصُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِيْنَ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ.

وَفِي رِوَايَةٍ: «فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُطْعِمَ فَرَقًا بَيْنَ سِتَّةِ مَسَاكِينَ، أَوْ يُهْدِيَ شَاةً، أَوْ يَصُومَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ».

২১৩. আব্দুল্লাহ ইবনে মা'ক্বিল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি কা'বা ইবনু 'উজরাহ এর পাশে বসে তাঁকে ফিদইয়াহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন: এ আয়াত বিশেষভাবে আমার সম্পর্কেই নাযিল হয়েছে। তবে এ হুকুম সাধারণভাবে তোমাদের সকলের জন্যই। রাসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে আমাকে নিয়ে যাওয়া হলো তখন আমার চেহারায় উকুন বেয়ে পড়ছে। তিনি বললেন, তোমার কষ্ট বা পীড়া যে পর্যায়ে পৌঁছিতে তা দেখতে পাচ্ছি, আমার তো আগে এ ধারণা ছিল না। তুমি কি একটি বকরী (কুরবানী করার) ব্যবস্থা করতে পারবে? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, তাহলে তুমি

তিন দিন ছিয়াম পালন কর অথবা ছয়জন মিসকীনকে অর্ধ ছা‘ করে খাওয়াও। [ছ্বহীহ বুখারী হা/১৮১৬, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১২০১]

অন্য বর্ণনায় রয়েছে: রাসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ছয়জন মিসকীনকে এক ফারাক্ব (তিন ছা‘) খাদ্য প্রদানের জন্য কিংবা একটি ছাগী কুরবানী করার অথবা তিন দিন ছিয়াম পালন করার নির্দেশ দেন। [ছ্বহীহ বুখারী হা/১৮১৭, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১২০১]

٤٠– بَابُ حُرْمَةِ مَكَّةَ

অধ্যায়: ৪০-মক্কার মর্যাদা ও সম্মানের বর্ণনা

٢١٤. عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ خُوَيْلِدِ بْنِ عَمْرٍو الْخُزَاعِيِّ الْعَدَوِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّهُ قَالَ لِعَمْرِو بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ – وَهُوَ يَبْعَثُ الْبُعُوثَ إِلَى مَكَّةَ: ائْذَنْ لِيْ أَيُّهَا الأَمِيرُ أَنْ أُحَدِّثَكَ قَوْلًا قَامَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْغَدَاةَ مِنْ يَوْمِ الْفَتْحِ، فَسَمِعَتْهُ أُذُنَايَ، وَوَعَاهُ قَلْبِي، وَأَبْصَرَتْهُ عَيْنَايَ حِينَ تَكَلَّمَ بِهِ. أَنَّهُ حَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللهُ تعَالَى يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ، فَلا يَحِلُّ لامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ: أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا، وَلا يَعْضِدَ بِهَا شَجَرَةً. فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ بِقِتَالِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُوْلُوا: إِنَّ اللهَ أَذِنَ لِرَسُولِهِ، وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ، وإِنَّمَا أَذِنَ لِرَسُولِهِ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، وَقَدْ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالأَمْسِ. فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ. فَقِيلَ لأَبِي شُرَيحٍ: مَا قَالَ لَكَ عَمْرٌو؟ قَالَ: قَالَ أَنَا أَعْلَمُ بِذَلِكَ مِنْكَ يَا أَبَا شُرَيْحٍ، إِنَّ الْحَرَمَ لا يُعِيْذُ عَاصِيًا، وَلا فَارًّا بِدَمٍ، وَلا فَارًّا بِخَرْبَةٍ. الْخُرْبَةُ – بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ، وَالرَّاءِ الْمُهْمَلَةِ– قِيلَ: الْخِيَانَةُ، وَقِيلَ: الْبَلِيَّةُ، وَقِيلَ: التُّهْمَةُ، وَأَصْلُهَا فِي سَرِقَةِ الإِبِلِ؛ قَالَ الشَّاعِرُ: والخَارِبُ اللِّصُّ يُحِبُّ الخَارِبَا.

২১৪. আবূ শুরাইহ খুওয়াইলিদ ইবনে ‘আমর আল খুযা‘ঈ আল‘আদাবী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, ‘আমর ইবনে ‘আছ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) যখন মক্কা অভিযানের উদ্দেশ্যে সৈন্য বাহিনী পাঠিয়েছিলেন তখন আবূ শুরাইহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ‘আমর ইবনে আল‘আছ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে বলেন, হে আমীরুল মুমিনীন! আমাকে অনুমতি দিন একটি কথা বলতে যা রাসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের পরের দিন বলেছিলেন। যা আমার দুই কান শুনেছে, আমার অন্তর সংরক্ষণ করেছেন এবং উভয় চোখ সেই দৃশ্য দেখেছে। যখন তিনি তা বলেছিলেন। প্রথমে তিনি আল্লাহর প্রশংসা ও মহিমা বর্ণনা করলেন। অতঃপর বললেন: নিশ্চয় মক্কাকে আল্লাহ তা‘আলা হারামে পরিণত করেছেন। কোনো মানুষ তাকে হারাম সাব্যস্ত করেনি। অতএব যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাত দিনের ওপর ঈমান রাখে তার পক্ষে সেখানে রক্ত প্রবাহিত করা বা সেখানকার কোনো গাছ উপড়ানো হালাল নয়। যদি কোনো ব্যক্তি আল্লাহর রাসূলের উদাহরণ পেশ করে এখানে রক্তপাত বৈধ করতে চায় তবে তোমরা তাকে বলে দিও, আল্লাহ তা‘আলা তাঁর রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে এজন্য অনুমতি দিয়েছিলেন। এবং তোমাদের জন্য কখনো অনুমতি প্রদান করেননি। আর আমার জন্য তিনি একদিনের সামান্য সময় সেখানে যুদ্ধের অনুমতি দিয়ে ছিলেন। আজকে তার সেই হারাম হওয়া অতীতের মত পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। উপস্থিত লোকেরা যেন অনুপস্থিত লোকদের নিকট পৌঁছিয়ে দেয়।

আবূ শুরাইহকে জিজ্ঞাসা করা হলো, ‘আমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আপনাকে কি জবাব দিলেন? তিনি বললেন, হে আবূ শুরাইহ! এ সম্পর্কে আমি আপনার চেয়ে অধিক জ্ঞাত রয়েছি। নিশ্চই হারাম এলাকা কোনো পাপীকে, কোনো হত্যাকারীকে এবং কোনো পালাতক অনিষ্টকারীকে আশ্রয় দেয় না। [ছ্বহীহ বুখারী হা/১০৪, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৩৫৪]

لخربة: এই শব্দটি ‘খ’ বর্ণ ও “র” বর্ণ যোগে গঠিত। কেউ কেউ এর পরিবর্তে الخيانة ও البلية শব্দ বলেছেন। আবার কেউ কেউ التهمة বলেছেন তথা অপবাদ দেয়া। এটি মূলত উট চুরিকারী সম্পর্কে ব্যবহার হয়ে থাকে। যেমন কবি বলেছেন: والخارِبُ اللِّصُّ يُحِبُّ الخارِبا উট চুরিকারী উট চুরি করাকে পছন্দ করে।

২১৫. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ. "لا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ. وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا". وَقَالَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ: " إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ، فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ الْقِتَالُ فِيهِ لأَحَدٍ قَبْلِي، وَلَمْ يَحِلَّ لِي إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ. وَهِيَ سَاعَتِي هَذِهِ – فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ: لا يُعْضَدُ شَوْكُهُ، وَلا يُنَفَّرُ صَيْدُهُ، وَلا يَلْتَقِطُ لُقْطَتَهُ إِلَّا مَنْ عَرَّفَهَا. وَلا يُخْتَلَى خَلاهُ" فَقَالَ الْعَبَّاسُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِلَّا الإِذْخِرَ، فَإِنَّهُ لِقَيْنِهِمْ وَبُيُوتِهِمْ، فَقَالَ: " إِلَّا الإِذْخِرَ".

২১৫. আব্দুল্লাহ ইবনে ‘আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের দিন বললেন, মক্কা বিজয়ের পর হিজরত নেই কিন্তু জিহাদ ও নিয়্যাত রয়েছে। আর যখন তোমাদের জিহাদে যাবার জন্য আহবান করা হবে তখন তোমরা বেরিয়ে পড়বে। আর তিনি মক্কা বিজয়ের দিন আরো বললেন, এ নগরীকে আল্লাহ তা‘আলা আসমান ও পৃথিবী সৃষ্টির দিন থেকে সম্মানিত করেছেন। কাজেই তা আল্লাহর দেয়া সম্মানের দ্বারা ক্বিয়ামত পর্যন্ত সম্মানিত থাকবে। আমার আগে এখানে যুদ্ধ করা কারো জন্য হালাল ছিল না, আর আমার জন্য তা দিনের কিছু সময়ের জন্য হালাল করা হয়েছিল। অতএব আল্লাহর দেয়া সম্মানের দ্বারা ক্বিয়ামত পর্যন্ত তা সম্মানিত থাকবে। এখানকার কোনো কাঁটা কর্তন করা যাবে না, শিকারকে তাড়ানো যাবে না। আর পথে পড়ে থাকা কোনো জিনিস কেউ উঠাবে না। তবে সে ব্যক্তি উঠাতে পারবে যে তা ঘোষণা করবে। এখানকার ঘাস কাটা যাবে না। তখন ‘আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইযখির নামক ঘাস ছাড়া। কেননা তা কর্মকারের ও ঘরের কাজে লাগে। তখন রাসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ইযখির ছাড়া। [ছ্বহীহ বুখারী হা/৩১৮৯, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৩৫৩]

٤١–بابُ ما يجوزُ قتلُهُ

অধ্যায়: ৪১-(মক্কার হারামের মধ্যে) যেসব প্রাণী হত্যা করা জায়েয

٢١٦. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ، كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ، يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ: الْغُرَابُ، والْحِدَأَةُ، والْعَقْرَبُ والْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ". وَلِمُسْلِمٍ: يُقْتَلُ خَمْسُ فَوَاسِقَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ.

২১৬. আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, পাঁচটি ক্ষতিকর প্রাণী হারামের মধ্যেও হত্যা করা যাবে। সেগুলো হলো কাক, চিল, বিচ্ছু, ইঁদুর ও হিংস্র কুকুর। [ছ্বহীহ বুখারী হা/১৮২৯, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১১৯৮]

মুসলিমের এক বর্ণনায় রয়েছে, পাঁচটি ক্ষতিকর প্রাণী হালাল ও হারামের মধ্যে (সর্বস্থানে) হত্যা করা যাবে। [ছ্বহীহ মুসলিম হা/১১৯৮]

٤٢–بَاب دُخول مَكةَ وغيره

অধ্যায়: ৪২- মক্কায় প্রবেশ ও অনুরূপ বিষয়

٢١٧. عَنْ أنسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ، وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ، فَلَمَّا نَزَعَهُ، جَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: ابْنُ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ، فَقَالَ: "اقْتُلُوهُ".

২১৭. আনাস ইবনে মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাক্কা বিজয়ের বছরে লৌহ শিরস্ত্রাণ (হেলমেট) পরিহত অবস্থায় মাক্কায় প্রবেশ করেন। আল্লাহর রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিরস্ত্রাণটি মাথা থেকে খোলার পর এক ব্যক্তি এসে বললেন, ইবনু খাত্তাল কা‘বার গিলাফ ধরে আছে। রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাঁকে হত্যা কর। [ছ্বহীহ বুখারী হা/১৮৪৬, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৩৫৭]

٢١٨. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّةَ مِنْ كَدَاءٍ، مِن الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا الَّتِي بِالْبَطْحَاءِ، وَخَرَجَ مِنَ الثَّنِيَّةِ السُّفْلَى.

২১৮. আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কার বাতহা নামক স্থানের ছানীয়ায়ে উলা নামক স্থান দিয়ে মক্কায় প্রবেশ করেন। আর ছানীয়ায়ে সুফলা নামক স্থান দিয়ে তিনি বের হন। [ছ্বহীহ বুখারী হা/১৫৭৬, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১২৫৭]

٢١٩. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْتَ، وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَبِلالٌ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ، فَأَغْلَقُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ، فَلَمَّا فَتَحُوا الْبَابَ، كُنْتُ أَوَّلَ مَنْ وَلَجَ، فَلَقِيتُ بِلالًا، فَسَأَلْتُهُ: هَلْ صَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: نَعَمْ، بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ.

২১৯. আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে, উসামাহ ইবনে যায়েদ, বিলাল এবং উসমান ইবনে তালহা কা'বা গৃহের মধ্যে প্রবেশ করলেন। এরপর (ভিড় হবার ভয়ে) তাঁরা কা'বা ঘরের (ভীতর থেকে) দরজা বন্ধ করে দিলেন। এরপর যখন তারা দরজা খুললেন, আমি (ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)) সেখানে সর্ব প্রথম প্রবেশ করি। এরপর আমি বিলাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর সাথে সাক্ষাত করলে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, রাসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি এর মধ্যে ছ্বলাত আদায় করলেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ । তিনি ইয়ামান দিকের দুই স্তম্ভের মাঝে ছ্বলাত আদায় করেছেন। [ছ্বহীহ বুখারী হা/১৫৯৮, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৩২৯]

٢٢٠. عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّهُ جَاءَ إِلَى الْحَجَرِ الأَسْوَدِ، وَقَبَّلَهُ، وَقَالَ: إِنِّي لأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ، لا تَضُرُّ وَلا تَنْفَعُ، وَلَوْلا أَنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ.

২২০. উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি একদা হাজরে আসওয়াদের নিকট আসলেন এবং সেটিকে চুম্বন করলেন আর বললেন, আমি জানি তুমি কেবলমাত্র একটি পাথর খণ্ড। তুমি কারো ক্ষতি বা উপকার করতে পারবে না। আর যদি আমি রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তোমাকে চুম্বন করতে না দেখতাম তাহলে আমি তোমাকে চুম্বন করতাম না। [ছ্বহীহ বুখারী হা/১৫৯৭, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১২৭০]

٢٢١. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ مَكَّةَ، فَقَالَ الْمُشْرِكُون: إِنَّهُ يَقْدَمُ عَلَيْكُمْ قَوْمٌ قَدْ وَهَنَتْهُمْ حُمَّى يَثْرِبَ، فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَرْمُلُوا الأَشْوَاطَ الثَّلاثَةَ، وَأَنْ يَمْشُوا مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ، وَلَمْ يَمْنَعْهُم أَنْ يَرْمُلُوا الأَشْوَاطَ كُلَّهَا: إِلَّا الإِبْقَاءُ عَلَيْهِمْ.

২২১. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার ছাহাবীগণ মক্কায় আসলে মুশরিকরা বলল, তোমাদের কাছে এমন একদল লোক আসছে যাদেরকে ইয়াছরিব অর্থাৎ মদীনার জ্বর দুর্বল করে দিয়েছে। এটি শুনে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাওয়াফের প্রথম তিন চক্করে রমল (দ্রুত চলা) করার আদেশ দিলেন। আর উভয় রুকনের মাঝখানে স্বভাবিকভাবে চলার আদেশ দিলেন। ছাহাবীদের ওপর দয়াপরবশ হয়ে তিনি সব চক্করে রমল করার আদেশ দেননি। [ছ্বহীহ বুখারী হা/১৬০২, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১২৬৬]

٢٢٢. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَدِمَ مَكَّة إِذَا اسْتَلَمَ الرُّكْنَ الأَسْوَدَ أَوَّلَ مَا يَطُوفُ، يَخُبُّ ثَلاثَةَ أَشْوَاطٍ".

২২২. আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি দেখেছি যে, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মক্কায় আসলেন তখন তাওয়াফের শুরুতে হাজরে আসওয়াদকে স্পর্শ করলেন ও চুমা দিলেন ও প্রথম তিন চক্কর দ্রুত চললেন অর্থাৎ রমল করলেন। [ছ্বহীহ বুখারী হা/১৬০৩, ১৬০৪, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১২৬১]

٢٢٣. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: طَافَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى بَعِيرٍ، يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ. والمحجن: "عَصا مَحْنِيَّةُ الرَّأْسِ".

২২৩. আব্দুল্লাহ ইবনে 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হাজ্জের সময় একটি উটের পিঠে আরোহণ করে বায়তুল্লাহর তওয়াফ করেছেন। এসময় তিনি মাথা ভাজ করা একটি লাঠি দ্বারা রুকনকে তথা হাজরে আসওয়াদকে স্পর্শ করেছেন। [ছ্বহীহ বুখারী হা/১৬০৭, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১২৭২]

٢٢٤. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَمْ أَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَلِمُ مِنَ الْبَيْتِ إِلَّا الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ.

২২৪. আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বায়তুল্লাহর তওয়াফ কালে ইয়ামানী দুই রুকনকে ছাড়া স্পর্শ করতে দেখিনি। [ছ্বহীহ বুখারী হা/১৬০৯, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১২৬৭]

٤٣–بَابُ التمتّع

অধ্যায়: ৪৩-তামাত্তু হজ্জ

٢٢٥. عَنْ أَبِي جَمْرَةَ نَصْرِ بْنِ عِمْرَانَ الضَّبَعِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الْمُتْعَةِ؟ فَأَمَرَنِي بِهَا. وَسَأَلْتُهُ عَنْ الْهَدْيِ؟ قَالَ: فِيهِ جَزُورٌ أَوْ بَقَرَةٌ، أَوْ شَاةٌ، أَوْ شِرْكٌ فِي دَمٍ. قَالَ: وَكَأَنَّ أُنَاسًا كَرِهُوهَا، فَنِمْتُ، فَرَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ: كَأَنَّ إِنْسَانًا

يُنَادِي: حَجٌّ مَبْرُورٌ، وَمُتْعَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ. فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَحَدَّثْتُهُ، فَقَالَ: اللهُ أَكْبَرُ، سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

২২৫. আবূ জামরাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) কে তামাত্তু হজ্জ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি আমাকে তা আদায় করতে আদেশ দিলেন। এরপর আমি তাকে কুরবানী সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, তামাত্তুর কুরবানী হলো একটি উট, গরু বা বকরী অথবা এক কুরবানীর পশুর মধ্যে শরীকানা এক অংশ। আবূ জামরা বলেন, লোকেরা তামাত্তু হজ্জকে যেন অপছন্দ করত। একবার আমি ঘুমালাম তখন দেখলাম, একটি লোক যেন (আমাকে লক্ষ করে) ঘোষণা দিচ্ছে, উত্তম হজ্জ এবং মাকবূল হজ্জ তামাত্তু। এরপর আমি ইবনু 'আব্বাসের কাছে এসে স্বপ্নের কথা বললাম। তিনি আল্লাহু আকবার উচ্চারণ করে বললেন, এটাইতো আবূল কাসিমের সুন্নাত। [ছ্বহীহ বুখারী হা/১৬৮৮, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১২৪২]

٢٢٦. عَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوا مِنَ الْعُمْرَةِ وَلَمْ تَحِلَّ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ؟ فَقَالَ: إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي، وقَلَّدْتُ هَدْيِي، فَلا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ".

২২৬. নাবী সহধর্মিনী হাফসা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হে আল্লাহর রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের কী হলো, তারা উমরাহ শেষ করে হালাল হয়ে গেল অথচ আপনি ওমরাহ হতে হালাল হচ্ছেন না? তিনি বললেন, আমি মাথায় আঠালো বস্তু লাগিয়েছি এবং কুরবানীর জানোয়ারের গলায় মালা ঝুলিয়েছি। কাজেই আমি কুরবানী করার পূর্বে হালাল হতে পারি না। [ছ্বহীহ বুখারী হা/১৫৬৬, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১২২৯]

٢٢٧. عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: أُنْزِلَتْ آيَةُ الْمُتْعَةِ فِي كِتَابِ اللهِ، فَفَعَلْنَاهَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَمْ يَنْزَلْ قُرْآنٌ بِحُرْمَتِهَا، وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا حَتَّى مَاتَ، فَقَالَ رَجُلٌ بِرأْيِهِ مَا شَاءَ. وَقَالَ الْبُخَارِيُّ: يُقَالُ: إِنَّه عُمَرُ.

وَلِمُسْلِمٍ: نَزَلَتْ آيَةُ الْمُتْعَةِ – يَعْنِي مُتْعَةَ الْحَجِّ – وَأَمَرَنَا بِهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ لَمْ تَنْزِلْ آيَةٌ تَنْسَخُ آيَةَ مُتْعَةِ الحَجِّ، وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا حَتَّى مَاتَ. وَلَهُمَا بِمَعْنَاهُ.

২২৭. ইমরান ইবনে হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ তা‘আলার কিতাবে তামাত্তু হাজ্জ সম্পর্কে আয়াত নাযিল হলে আমরা তা রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়ামাল্লামের সাথে তা পালন করি। আর কুরআনে তার নিষিদ্ধতা সম্পর্কে কোনো আয়াত নাযিল হয়নি। আর এর থেকে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মৃত্যু অবধি নিষেধও করেন নি। এরপর এক লোক তাঁর রায় অনুযায়ী যা ইচ্ছা তাই বলেছেন। ইমাম বুখারী বলেন, সে লোকটি হলেন উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)।

আর ছ্বহীহ মুসলিমে রয়েছে, তামাত্তু হাজ্জের আয়াত নাযিল হলে রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে তা পালন করতে নির্দেশ করেন। আর এমন কোনো আয়াতও নাযিল হয়নি যা দ্বারা তামাত্তু হাজ্জের বিধান রহিত হয়েছে। আর রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মৃত্যু অবধি এর থেকে নিষেধও করেননি। [ছ্বহীহ বুখারী হা/৪৫১৮, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১২২৬]

٢٢٨. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: تَمَتَّعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِالعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، وَأَهْدَى، فَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْيَ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَبَدَأَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ، ثُمَّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ. فَتَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ. فَكَانَ مِنَ النَّاسِ مَنْ تَمَتَّعَ، فَسَاقَ الْهَدْيَ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ. وَمِنْهُمْ مَن لَمْ يُهْدِ، فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ، قَالَ لِلنَّاسِ: "مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهْدَى، فَإِنَّهُ لا يَحِلُّ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ، وَمَن لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَهْدَى فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وبِالصَّفَا والْمَرْوَةِ، وَلْيُقَصِّرْ وَلْيُحْلِلْ، ثُمَّ لِيُهِلَّ بِالْحَجِّ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا، فَلْيَصُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ". فَطَافَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ قَدِمَ إِلَى مَكَّةَ. وَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ أَوَّلَ شَيْءٍ، ثُمَّ

خَبَّ ثَلاثَةَ أَشْوَاطٍ مِنَ السَّبْعِ، وَمَشَى أَرْبَعَةً، وَرَكَعَ حِينَ قَضَى طَوَافَهُ بِالْبَيْتِ عِنْدَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَأَتَى الصَّفَا، وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا والْمَرْوَةِ سَبْعَةَ أَشْواطٍ، ثُمَّ لَمْ يَحِلَّ مِن شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى قَضَى حَجَّهُ. وَنَحَرَ هَدْيَهُ يَوْمَ النَّحْرِ، وَأَفَاضَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ حَلَّ مِنْ كلِّ شَيْءٍ حَرُمَ عَلَيه. وَفَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَهْدَى فَسَاقَ الْهَدْيَ مِنَ النَّاسِ.

২২৮. আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, বিদায় হাজ্জের সময় রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজ্জ ও ওমরাহ এক সাথে পালন করেছেন। তিনি হাদী পাঠান। অর্থাৎ যুল হুলাইফাহ হতে কুরবানীর জানোয়ার সাথে নিয়ে নেন। অতঃপর আল্লাহর রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমে ওমরাহ এর ইহরাম বাঁধেন, এরপর হাজ্জের ইহরাম বাঁধেন। ছাহাবীগণ তাঁর সাথে ওমরাহ ও হাজ্জের নিয়্যাতে তামাত্তু করলেন। ছাহাবীগণের মধ্যে কতক ছাহাবী হাদী সাথে নিয়ে চললেন। আর কেউ কেউ হাদী সাথে নেননি। এরপর নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় পৌঁছে ছাহাবীগণকে উদ্দেশ্য করে বলেন, তোমাদের মধ্যে যারা হাদী সাথে নিয়ে এসেছে, তাদের জন্য হাজ্জ সমাপ্ত করা পর্যন্ত কোনো নিষিদ্ধ জিনিস হালাল হবে না। আর তোমাদের মধ্যে যারা হাদী সাথে নিয়ে আসেনি, তারা বায়তুল্লাহর তওয়াফ ও সাফা মারওয়ার সা'য়ী করার পর, চুল কেটে হালাল হয়ে যাবে। এরপর হাজ্জের ইহরাম বাঁধবে। তবে যারা কুরবানী করতে পারবে না, তারা হাজ্জের সময় তিনদিন এবং বাড়িতে ফিরে গিয়ে সাতদিন ছওম পালন করবে। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাক্কায় পৌঁছেই তওয়াফ করলেন। প্রথমে হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করলেন এবং তিন চক্কর রামল করলেন আর চার চক্কর স্বাভাবিকভাবে হেঁটে তাওয়াফ করলেন। বায়তুল্লাহর তাওয়াফ সম্পন্ন করে তিনি মাক্বামে ইবরাহীমের নিকট দু'রাক'আত ছ্বলাত আদায় করলেন, সালাম ফিরিয়ে আল্লাহর রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাফায় আসলেন এবং সাফা মারওয়ার মাঝে সাত চক্কর সায়ী করলেন। হাজ্জ সমাধান করা পর্যন্ত তিনি যা কিছু হারাম ছিল তা হতে হালাল হননি। তিনি কুরবানীর দিনে হাদী কুরবানী করলেন। সেখান হতে এসে তিনি বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করলেন। অতঃপর তাঁর ওপর যা হারাম ছিল সে

সব কিছু হতে তিনি হালাল হয়ে গেলেন। ছাহাবীগণের মধ্যে যাঁরা হাদী সাথে নিয়ে এসে ছিলেন তাঁরাও সেরূপ করলেন যেরূপ আল্লাহর রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেছিলেন। [ছ্বহীহ বুখারী হা/১৬৯১, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১২২৭]

٤٤–بَابُ الْهَدْيِ

অধ্যায়: ৪৪-হাদী কুরবানী

বায়তুল্লাহয় কুরবানী করার জন্য উট, গরু, ছাগল ইত্যাদি যে সব প্রাণী প্রেরণ করা হয় তাকে হাদী বলা হয়।

٢٢٩. عَنْ عَائِشَةَ رَضْيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: فَتَلْتُ قَلائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِي، ثُمَّ أَشْعَرَهَا وَقَلَّدَهَا – أَوْ قَلَّدْتُهَا – ثُمَّ بَعَثَ بِهَا إِلَى الْبَيْتِ، وَأَقَامَ بِالْمَدِينَةِ، فَمَا حَرُمَ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَانَ لَهُ حَلَالًا.

২২৯. আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নিজ হাতে রাসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কুরবানীর পশুর মালা পাঁকিয়ে দিয়েছি। এরপর তিনি কুরবানীর পশুকে চিহ্নিত করেন ও গলায় মালা বেঁধে দেন। এরপর তিনি তা বায়তুল্লায় পাঠিয়ে দেন এবং মদীনায় অবস্থান করেন। এই হাদী পাঠানোর কারণে তাঁর ওপর এমন কোন জিনিস হারাম হয়নি যা তাঁর জন্য হালাল ছিল। [ছ্বহীহ বুখারী হা/১৬৯৯, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৩২১]

٢٣٠. عَنْ عَائِشَةَ رَضْيَ اللهُ عَنْهَا قَالَت: أَهْدَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً غَنَمًا.

২৩০. আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাগল কুরবানীর জন্য প্রেরণ করেন। [ছ্বহীহ বুখারী হা/১৭০১, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৩২১]

٢٣١. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ نَبِيَّ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً، قَالَ: "ارْكَبْهَا". قَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ، قَالَ: "ارْكَبْهَا" فَرَأَيْتُهُ رَاكِبَهَا، يُسَايِرُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَالنَّعْلُ فِي عُنُقِهَا. وَفِي لَفْظٍ: "قَالَ فِي الثَّانِيَةِ أَوِ الثَّالِثَةِ: "ارْكَبْهَا، وَيْلَكَ"، أو "وَيْحَكَ".

২৩১. আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে কুরবানীর উট নিয়ে যেতে দেখতে পেলেন। তখন তিনি সে লোকটিকে বললেন, তুমি এর ওপর আরোহণ করে যাও। লোকটি বলল, এটি কুরবানীর উট। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি এর ওপর আরোহন কর। রাবী বলেন, অতঃপর আমি লোকটিকে দেখেছি, সে সেই উটে চড়ে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে চলছিল। [ছ্বহীহ বুখারী হা/১৭০৬, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৩২২]

অন্য বর্ণনায় রয়েছে রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বিতীয়বার কিংবা তৃতীয় বারে বললেন, তোমার ধ্বংস হোক, তোমার সর্বনাশ হোক। তুমি তার পিঠের ওপর আরোহণ করো। [ছ্বহীহ বুখারী হা/২৭৫৫]

٢٣٢. عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَمَرَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا، وأَجِلَّتِهَا، وَأَلَّا أُعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا شَيْئًا، وَقَالَ: "نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا".

২৩২. আলী ইবনে আবূ তালিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে তাঁর কুরবানীর উট রক্ষণাবেক্ষণ করার নির্দেশ প্রদান করেন এবং সেটির গোশত, চামড়া ও উটের জিন (উটের পিঠে যে চাদর রাখা হয়) কে ছাদক্বাহ করতে নির্দেশ প্রদান করেন। আর উক্ত কুরবানীর পশুর গোশত থেকে কসাইকে (বিনিময় স্বরূপ) কোনো গোশত দিতে বারণ করেছেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমার নিজেদের পক্ষ থেকে সেই কসাইয়ের মজুরি দিয়ে দিতাম। [ছ্বহীহ বুখারী হা/১৭০৭, ১৭১৭, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৩১৭]

٢٣٣. عَنْ زَيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ قَدْ أَتَى عَلَى رَجُلٍ قَدْ أَنَاخَ بَدَنَتَهُ، يَنْحَرُهَا فَقَالَ: ابْعَثْهَا قِيَامًا مُقَيَّدَةً، سُنَّةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

২৩৩. যিয়াদ ইবনে যুবাইর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) কে দেখলাম, তিনি এমন একটি লোকের নিকটে আসলেন, যে লোকটি কুরবানী করার জন্য তার উটকে বসিয়ে দিয়েছে। তিনি বললেন, উটকে দাঁড়িয়ে রেখে বাঁধা অবস্থায় নহর করা নাবী মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাত। [ছ্বহীহ বুখারী হা/১৭১৩, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৩২০]

٤٥–بَابُ الغسْل لِلمُحرم

অধ্যায়: ৪৫-মুহরিম ব্যক্তির গোসল করা

٢٣٤. عَنْ عَبْدِ الله بْنِ حُنَيْنٍ: أنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ اخْتَلَفَا بِالْأَبْوَاءِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ. وَقَالَ الْمِسْوَرُ: لا يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ. قَالَ: فَأَرْسَلَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ، فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ بَيْنَ الْقَرْنَيْنِ، وَهُوَ يَسْتَتِرُ بِثَوْبٍ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟. فَقُلْتُ: أَنَا عَبْدُ الله بْنُ حُنَيْنٌ، أرْسَلَنِي إِلَيْكَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَسْأَلُكَ: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ؟ فَوَضَعَ أَبُو أَيُّوبَ يَدَهُ عَلَى الثَّوْبِ، فَطَأْطَأَهُ، حَتَّى بَدَا لِي رَأْسُهُ. ثُمَّ قَالَ لإِنْسَانٍ يَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ: أُصْبُبْ، فَصَبَّ عَلَى رَأْسِهِ، ثُمَّ حَرَّك رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ. وَفِي رِوَايَةٍ: فَقَالَ الْمِسْوَرُ لابْنِ عَبَّاسٍ: لا أُمَارِيكَ بَعْدَهَا أبَدًا. القرنان: العمودان اللذان تُشدُّ فيهما الخشبة، التي تُعلق عليها لبكرة البئر.

২৩৪. আব্দুল্লাহ ইবনে হুনাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, আব্দুল্লাহ ইবনে 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) এবং মিসওয়ার ইবনে মাখরামা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আবওয়া নামক স্থানে মতভেদ করলেন। ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বললেন, মুহরিম ব্যক্তি তার মাথা ধৌত করবে। আর মিসওয়ার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, মুহরিম ব্যক্তি মাথা ধৌত করবে না। বর্ণনাকারী আব্দুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, আমাকে ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) আবূ আইয়ূব আনছারী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর কাছে প্রেরণ করলেন। এরপর আমি তাকে দুই স্তম্ভের মধ্যখানে গোসল করা অবস্থায় দেখতে পেলাম। তিনি একটি কাপড় দ্বারা পর্দা করা অবস্থায় গোসল করছেন। আমি তাকে সালাম দিলাম। উত্তর দিয়ে তিনি বললেন, ইনি কে? অতঃপর আমি বললাম, আমি আব্দুল্লাহ ইবনে হুনাইন। আমাকে আপনার নিকট ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) আপনাকে জিজ্ঞাসা করার জন্য প্রেরণ করেছেন যে, রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহরিম অবস্থায় কিভাবে তাঁর মাথাকে ধৌত করতেন? অতঃপর আবূ আইয়ূব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর হাতকে কাপড়ের ওপর রেখে দিলেন, এমতাবস্থায় কাপড়টি নিচু হয়ে গেল। এরপর তিনি তাঁর মাথাকে আমার জন্য বের করে দিলেন। তারপর তিনি একটি লোককে তার মাথায় পানি ঢালতে বললেন। এরপর সে লোকটি তার মাথায় পানি ঢাললেন। অতঃপর তিনি তাঁর মাথাকে দুই হাত দিয়ে নড়াচড়া করলেন। এরপর তিনি দুই হাতকে সামনে থেকে পিছনে ও পিছন থেকে সামনে ফিরালেন। এরপর তিনি বললেন, এভাবেই আমি রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে করতে দেখেছি।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, মিসওয়ার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে বললেন। এরপর থেকে আমি আর আপনার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হব না। [ছ্বহীহ বুখারী হা/১৮৪০, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১২০৫]

القرنان অর্থ: দুইটি স্তম্ভ যার ওপরে কাঠ বেঁধে রাখা হয়। যে কাঠের ওপরে কূপের কল বাঁধা থাকে।

٤٦–بَابُ فَسخ الحَج إلى العمْرة

অধ্যায়: ৪৬- হজ্জের ইহরামকে ওমরাহর ইহরামে পরিবর্তন করা

২৩৫. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: أَهَلَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ بِالْحَجِّ وَلَيْس مَعَ أَحَدٍ مِنْهُمْ هَدْيٌ غَيْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَطَلْحَةَ. وَقَدِمَ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ، فَقَال: أهَلَلْتُ بِمَا أَهَلَّ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابَهُ: أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً، فَيَطُوفُوا، ثُمَّ يُقَصِّرُوا وَيَحِلُّوا إِلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ. فَقَالُوا: نَنْطَلِقُ إِلَى "مِنىً" وَذَكَرُ أَحَدِنَا يَقْطُرُ! فَبَلَغَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ، وَلَوْلا أَنَّ مَعِي الْهَدْيَ لأَحْلَلْتُ ". وَحَاضَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَنَسَكَتِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا، غَيْرَ أَنَّهَا لَمْ تَطُفْ بِالْبَيْتِ. فَلَمَّا طَهُرَتْ وَطَافَتْ بِالْبَيْتِ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! تَنْطَلِقُونَ بِحَجٍّ وَعُمْرةٍ، وَأَنْطَلِقُ بِحَجٍّ! فَأَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ: أَنْ يَخْرُجَ مَعَهَا إِلَى التَّنْعِيمِ، فَاعْتَمَرَتْ بَعْدَ الْحَجِّ.

২৩৫. জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর ছাহাবীগণ হাজ্জের ইহরাম বাঁধেন। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তালহা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ছাড়া ছাহাবীগণের আর কারো সাথে কুরবানীর পশু ছিল না। এদিকে আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ইয়ামান থেকে আগমন করেন অতঃপর তিনি বলেন, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে নিয়্যাতে ইহরাম বেঁধেছেন আমিও সেই নিয়্যাতেই ইহরাম বেঁধেছি। অতঃপর নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ছাহাবীগণকে উক্ত হজ্জকে ওমরাহ করতে নির্দেশ দেন। যার জন্য তাঁরা তওয়াফ করবে এরপর মাথার চুল খাটো করবে এবং হালাল হয়ে যাবে। তবে যাদের সাথে কুরবানীর পশু থাকবে তাঁরা ব্যতীত। এরপর তাঁরা বললেন, আমরা আমাদের স্ত্রীদের সাথে সহবাস করে মিনায় যাবো। এটা কেমন হবে? অতঃপর উক্ত ঘটনা রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট পৌঁছে গেলে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যদি আমি আগে জানতে পারতাম যা আমি পরে জানতে পেরেছি তাহলে আমি কুরবানীর পশু সাথে নিয়ে আসতাম না। আর যদি আমার সাথে কুরবানীর পশু না থাকত তাহলে আমি অবশ্যই হালাল হয়ে যেতাম। এরপর আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর ঋতু স্রাব হতে শুরু করে। অতঃপর তিনি বায়তুল্লাহর তওয়াফ ব্যতীত হাজ্জের যাবতীয় কার্য সম্পাদন করেন। এরপর যখন তিনি পবিত্রতা অর্জন করেন তখন তিনি বায়তুল্লাহর তওয়াফ করেন। এরপর তিনি বলেন, হে আল্লাহর রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনারা হজ্জ ও ওমরাহ এর কার্যাবীল সম্পাদন করেছেন। আর আমি শুধু হাজ্জের কার্যাবলি সম্পাদন করেছি। অতঃপর রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর ভাই) আব্দুর রহমান ইবনে আবূ বকরকে আয়েশার সাথে তানইম নামক স্থান পর্যন্ত যাওয়ার নির্দেশ প্রদান করেন (উমরার ইহরাম বাঁধার জন্যে)। অতঃপর আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হজ্জ করার পর ওমরাহ করেন। [ছ্বহীহ বুখারী হা/১৬৫১, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১২১৩, ১২১৬]

٢٣٦. عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قدِمْنَا مَعَ رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَقُولُ: " لَبَّيْكَ بالحَجِّ، فَأَمَرَنَا رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلْنَاهَا عُمْرَةً.

২৩৬. জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে হজ্জে গমন করলাম। আর আমরা বলতাম, লাব্বাইকা বিল হজ্জ অর্থাৎ আমরা হাজ্জের তালবিয়া পাঠ করছিলাম। এরপর আমাদেরকে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (হজ্জ ভঙ্গ করার) নির্দেশ দিলে আমরা সে হজ্জকে ওমরায় পরিণত করেছি। [ছ্বহীহ বুখারী হা/১৫৭০, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১২১৬]

٢٣٧. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ صَبِيحَةَ رَابِعَةٍ مِنْ ذِي الحِجَّةِ مُهِلِّينَ بِالحَجِّ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله! أَيُّ الحِلِّ؟ قَالَ: "الحِلُّ كُلُّهُ".

২৩৭. আব্দুল্লাহ ইবনে ‘আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর ছাহাবীগণ যুলহজ্জ মাসে চার তারিখে সকালে হাজ্জের ইহরাম বেঁধে মাক্কায় আগমন করলেন। এরপর রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাহাবীগণকে তাঁদের হজ্জকে ওমরাহতে পরিণত করতে আদেশ করেন। অতঃপর ছাহাবীগণ বলেন, হে আল্লাহর রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আমাদের জন্যে কোন কোন জিনিস হালাল হবে? উত্তরে রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, (ইহরামের পূর্বে যেসব জিনিস হালাল ছিল তার) সবকিছুই হালাল হবে। [ছ্বহীহ বুখারী হা/১৫৬৪, ২৫০৬, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১২৪০]

২৩৮. عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: سُئِلَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ– وَأَنَا جَالِسٌ: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَسِيرُ حِينَ دَفَعَ؟ فَقَالَ: كَانَ يَسِيرُ الْعَنَقَ، فَإِذَا وَجَدَ فَجْوَةً نَصَّ. العَنَقُ: انبساطُ السَّيرِ، و"النَّصُّ": فوق ذلكَ.

২৩৮. উরওয়াহ ইবনে যুবাইর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, উসামাহ ইবনে যায়েদকে জিজ্ঞাসা করা হলো, তখন আমিও সেখানে বসা ছিলাম। বিদায় হাজ্জের সময় রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আরাফা থেকে ফিরতেন, তখন তখন তাঁর চলার গতি কেমন ছিল? তিনি বললেন, রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্রুত গতিতে চলতেন। আর যখন পথ মুক্ত পেতেন, তখন তাঁর চাইতেও দ্রুত গতিতে চলতেন।

(রাবী হিশাম (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন) العنق হলো স্বভাবিকভাবে দ্রুত গতিতে চলা। আর العنق থেকেও দ্রুত গতির ভ্রমণকে "النص"বলা হয়। [ছ্বহীহ বুখারী হা/১৬৬৬, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১২৮৬]

২৩৯. عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم وَقَفَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَجَعَلُوا يَسْأَلُونَهُ. فَقَالَ رَجُلٌ: لَمْ أَشْعُرْ، فحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ؟ قَالَ: اذْبَحْ وَلا حَرَجَ. وَقَالَ الآخَرُ: لَمْ أَشْعُرْ، فَنَحَرْتُ

قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ؟ فَقَالَ: "ارْمِ، وَلا حَرَجَ". فَمَا سُئِلَ– يَوْمَئِذٍ – عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلا أُخِّرَ إِلَّا قَالَ: "افْعَلْ وَلا حَرَجَ".

২৩৯. আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আছ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ্জে (যুলহজ্জ মাসের দশ তারিখে) অবস্থান করলেন। লোকজন তাঁকে বিভিন্ন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে শুরু করে। এরপর একটি লোক তাঁকে জিজ্ঞাসা করে যে, আমি কুরবানী করার আগেই মাথা মুণ্ডন করেছি। উত্তরে নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কোনো সমস্যা নেই, এখন কুরবানী কর। অন্য একটি লোক জিজ্ঞাসা করল যে, আমি বুঝতেই পারিনি। আমি কঙ্কর নিক্ষেপ করার আগেই কুরবানী করেছি। রাসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কোনো সমস্যা নেই, এখন কঙ্কর নিক্ষেপ কর। সেদিন আগে বা পরের যে কাজ সম্পর্কেই তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, উত্তরে তিনি বলেছেন তুমি কর, কোনো সমস্যা নেই। [ছহীহ বুখারী হা/১৭৩৬, ছহীহ মুসলিম হা/১৩০৬]

٢٤٠. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ النَّخَعِيِّ أَنَّهُ حَجَّ مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ، فَرَآهُ يَرْمِي الْجَمْرَةَ الْكُبْرَى بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، فَجَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ، وَ"مِنًى" عَنْ يَمِينِهِ، ثُمَّ قَالَ: هَذَا مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

২৪০. আব্দুর রহমান ইবনে ইয়াযীদ আন নাখয়ী (রহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত, তিনি ইবনু মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর সাথে হজ্জ সম্পাদন করেছেন। ইবনে মাসউদকে দেখলেন যে, বায়তুল্লাহকে বামে আর মিনাকে ডানে রেখে তিনি জামরায়ে কুবরাতে সাতটি করে কঙ্কর নিক্ষেপ করছেন। এরপর তিনি বলেন, এই সেই স্থান যে স্থানে নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর সূরাতুল বাক্বারাহ নাযিল হয়। [ছহীহ বুখারী হা/১৭৪৯, ছহীহ মুসলিম হা/১২৯৬]

٢٤١. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "اللَّهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِينَ. قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُول اللهِ؟ قَالَ:

"اللَّهُمَّ ارْحَم الْمُحَلِّقِينَ. قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ الله. قَالَ: اللَّهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِينَ، قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ الله! قَالَ: "وَالْمُقَصِّرِينَ".

২৪১. আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হে আল্লাহ! তুমি মাথা মুণ্ডনকারীদেরকে রহম কর। ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! যারা চুল ছেঁটে ফেলবে তাঁদেরকেও। তিনি বললেন: হে আল্লাহ! তুমি মাথা মুণ্ডনকারীদেরকে রহম কর। তাঁরা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! যারা চুল ছেঁটে ফেলবে তাঁদেরকেও। তিনি বললেন: হে আল্লাহ! তুমি মাথা মুণ্ডনকারীদেরকে রহম কর। তাঁরা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! যারা চুল ছেঁটে ফেলবে তাঁদেরকেও। তিনি বললেন: (হে আল্লাহ!) যারা চুল ছেঁটে ফেলবে তাদেরকেও (তুমি রহম কর)। [ছ্বহীহ বুখারী হা/১৭২৭, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৩০১]

٢٤٢. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: حَجَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَفَضْنَا يَوْمَ النَّحْرِ فَحَاضَتْ صَفِيَّةُ، فَأَرَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا مَا يُرِيدُ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! إِنَّهَا حَائِضٌ؟ قَالَ: " أَحَابِسَتُنَا هِيَ؟ " قَالُوا: يَا رَسُولَ الله! أَفَاضَتْ يَوْمَ النَّحْرِ. قَالَ "اخْرُجُوا". وَفِي لَفْظٍ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "عَقْرَى حَلْقَى، أَطَافَتْ يَوْمَ النَّحْرِ؟ قِيلَ: نَعَمْ. قَالَ "فَانْفِرِي".

২৪২. আয়িশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে হজ্জ সম্পাদন করলাম। এরপর আমরা কুরবানীর দিন তওয়াফে ইফাযাহ করলাম। অতঃপর (রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর স্ত্রী) ছাফীয়াহ ঋতুবতী হলেন। আর রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর স্ত্রীর সাথে সে কামনা করলেন যা মানুষ নিজের স্ত্রীর সাথে যে কামনা করে। এরপর আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, ছাফীয়া ঋতুবতী হয়েছে। এরপর তিনি বললেন: তাহলে সে কি আমাদেরকে আটকিয়ে রাখবে? উত্তরে তাঁরা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে কুরবানীর দিন তাওয়াফে ইফাযাহ করেছে। রাসূল

ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাহলে তোমরা রওয়ানা হও। [ছ্বহীহ বুখারী হা/১৭৩৩, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১২১১]

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ‘আকরা’ ও ‘হালকা’ বলে একটু বিরক্তিসূচক কথা বলে বিরক্ত প্রকাশ করলেন। সে কি কুরবানীর দিন তাওয়াফ করেছে? উত্তরে তাঁরা বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তাহলে রওয়ানা দাও। [ছ্বহীহ বুখারী হা/১৭৭১, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১২১১]

٢٤٣. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ، إِلَّا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ.

২৪৩. আব্দল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, লোকদেরকে এই মর্মে নির্দেশ দেয়া হয় যে, (হাজ্জের কার্যাবলির মধ্যে) তাঁদের শেষ কর্ম যেন হয় বায়তুল্লাহর তওয়াফ করা। তবে ঋতুমতী মহিলার ক্ষেত্রে বিষয়টি সহজ করা হয়েছে। [ছ্বহীহ বুখারী হা/১৭৫৫, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৩২৮]

٢٤٤. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: اسْتَأْذَنَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ "مِنًى"، مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ، فَأَذِنَ لَهُ.

২৪৪. আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হাজীগণকে পানি পান করানোর খেদমত করার জন্য আব্বাস ইবনু আব্দুল মুত্তালিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রাসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট মিনার রাত্রিগুলো মাক্কায় রাত্রি যাপন করতে চাইলেন। রাসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে এ জন্য অনুমতি দিলেন। [ছ্বহীহ বুখারী হা/১৬৩৪, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৩১৫]

٢٤٥. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: قَالَ: جَمَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، بـ"جَمْعٍ" لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا إِقَامَةً، وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا، وَلا عَلَى أَثْرِ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا.

২৪৫. আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুযদালিফায় মাগরীব ও ইশার ছ্বলাত জমা‘ তথা একত্র করে আদায় করেছেন। উভয় ছ্বলাতকে পৃথক পৃথক এক্বামত দিয়ে আদায় করেছেন। এই দুই ছ্বলাতের মাঝে আর কোনো নফল ও সুন্নাত ছ্বলাত আদায় করেননি এবং পরেও কোনো ছ্বলাত আদায় করেননি। [ছ্বহীহ বুখারী হা/১৬৭৩, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১২৮৮]

٤٧–باب المحرم يأكل من صيد الحلال

অধ্যায়: ৪৭-মুহরিম ব্যক্তি হালাল ব্যক্তির শিকারকৃত জন্তুর গোশত গ্রহণ করতে পারেন

٢٤٦. عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ حَاجًّا فَخَرَجُوا مَعَهُ، فَصَرَفَ طَائِفَةً مِنْهُمْ – فِيهِمْ أَبُو قَتَادَةَ – وَقَالَ: خُذُوا سَاحِلَ الْبَحْرِ، حَتَّى نَلْتَقِيَ. فَأَخَذُوا سَاحِلَ الْبَحْرِ، فَلَمَّا انْصَرَفُوا أَحْرَمُوا كُلُّهُمْ، إِلاَّ أَبَا قَتَادَةَ، لَمْ يُحْرِمْ.

فَبَيْنَمَا هُمْ يَسِيرُونَ إِذْ رَأَوْا حُمُرَ وَحْشٍ، فَحَمَلَ أَبُو قَتَادَةَ عَلَى الْحُمُرِ، فَعَقَرَ مِنْهَا أَتَانًا، فَنَزَلْنَا، وَأَكَلْنَا مِنْ لَحْمِهَا، ثُمَّ قُلْنَا: أَنَأْكُلُ مِنْ لَحْمِ صَيْدٍ، وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ؟!. فَحَمَلْنَا مَا بَقِيَ مِن لَحْمِهَا، فَأَدْرَكْنَا رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلْنَاهُ عَن ذَلِكَ؟ فَقَالَ: "مِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا أَوْ أَشَارَ إِلَيْهَا؟ ". قَالُوا: لا. قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فَكُلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا". وَفِي رِوَايَةٍ " هَلْ مَعَكُمْ مِنْهُ شَيْءٌ؟ " فَقُلْتُ: نَعَمْ. فَنَاوَلْتُهُ الْعَضُدَ، فَأَكَلَ مِنْهَا، أَوْ "فَأَكَلَهَا".

২৪৬. আবূ ক্বাতাদাহ আল্ আনছারী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজ্জে যাত্রা করলেন, তাঁরাও সকলেই তাঁর সাথে যাত্রা করলেন। তাঁদের মধ্য থেকে একটি দলকে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্য পথে পাঠিয়ে দেন। তাঁদের

মধ্যে আবূ ক্বাতাদাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) ছিলেন। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা সমুদ্র তীরের রাস্তা ধরে অগ্রসর হবে, আমাদের পরস্পরের সাক্ষাত হওয়া পর্যন্ত। তাই তাঁরা সকলেই সমুদ্র তীরের পথ ধরে চলতে থাকলেন। ফিরার পথে তাঁরা সবাই ইহরাম বাঁধলেন, কিন্তু আবূ ক্বাতাদাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) ইহরাম বাঁধলেন না। পথ চলতে চলতে হঠাৎ তাঁরা অনেক বন্য গাধা দেখতে পেলেন। আবূ ক্বাতাদাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) গাধাগুলোর ওপর হামলা করে একটি মাদী গাধাকে হত্যা করে ফেললেন। এরপর এক স্থানে তাঁরা অবতরণ করে তাঁরা সকলেই এর গোশত খেলেন। অতঃপর বললেন, আমরাতো মুহরিম। এ অবস্থায় আমরা কি শিকার্য জন্তুর গোশত খেতে পারি? তাই আমরা গাধাটির অবশিষ্ট গোশত উঠিয়ে নিলাম। তাঁরা আল্লাহর রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট পৌঁছে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল আমরা ইহরাম বেঁধে ছিলাম। কিন্তু আবূ কাতাদাহ ইহরাম বাঁধেনি। এ সময় আমরা কতকগুলো বন্য গাধা দেখতে পেলাম। আবূ কাতাদা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এ গুলোর ওপর আক্রমণ করে একটি মাদী গাধা হত্যা করে ফেললেন। এক স্থানে অবতরণ করে আমরা সকলেই এর গোশত খেয়ে নিই। এরপর বললাম, আমরা তো মুহরিম। এ অবস্থায় আমরা কি শিকারকৃত কোনো জন্তুর গোশত খেতে পারি? এখন আমরা এর অবশিষ্ট গোশত নিয়ে এসেছি। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমাদের কেউ কি এর ওপর আক্রমণ করতে আদেশ বা ইশারা করেছ কি? তাঁরা বললেন, না আমরা তা করেনি। রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাহলে তোমরা বাকী গোশত খেয়ে নাও।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, এরপর তিনি বললেন: এর কিছু গোশত তোমাদের সাথে আছে কি? উত্তরে আমি বললাম, হ্যাঁ। এরপর আমি একটি বাহুর গোশত তাঁকে উঠিয়ে দেই। তারপর তিনি তা খেয়ে নেন। [ছ্বহীহ বুখারী হা/১৮২৪, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১১৯৬]

২৪৭. عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ اللَّيْثِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّهُ أَهْدَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِمَارًا وَحْشِيًّا وَهُوَ بِالأَبْوَاءِ – أَوْبِـ "وِدَّانَ " — فَرَدَّهُ عَلَيْهِ. فَلَمَّا رَأَى مَا فِي وَجْهِهِ، قَالَ: "إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ".

وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ": رِجْلَ حِمَارٍ. وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ "شِقَّ حِمَارٍ" وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ: "عَجُزَ حِمَارٍ". قال المصنف: وجه هذا الحديث: أنه ظنّ أنه صِيدَ لأجله، والمحرم لا يأكل ما صِيدَ لأجله.

২৪৭. ছা'ব ইবনু জাছ্ছামাহ আল লায়ছী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বন্য গাধার গোশত হাদিয়াহ দিলেন। আর সে সময় নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবওয়া অথবা ওয়াদ্দান নামক স্থানে ছিলেন। তিনি তার কাছে তা ফেরত পাঠালেন। ছা'ব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার চেহারা মলিন দেখে বললেন, আমি তোমাকে তা ফেরত দিতাম না। শুধু ইহরামের কারণেই তা ফেরত পাঠিয়েছি।

মুসলিমের এক বর্ণনায় রয়েছে, গাধার একটি পা হাদিয়া দিলেন। অন্য শব্দে রয়েছে, গাধার একটি পার্শ্ব। অন্য শব্দে রয়েছে, গাধার পিছনের অংশ। [ছ্বহীহ বুখারী হা/১৮২৫, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১১৯৩]

গ্রন্থকার (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এই হাদীছের (ফেরত দেয়ার) কারণ হলো, রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ধারণা করেছিলেন যে, তাঁর জন্য তা শিকার করা হয়েছিল। আর মুহরিম ব্যক্তি তার নিজের জন্য যা শিকার করা হয় তার গোশত সে ভোগ করে না।

٦–كِتَابُ البيوع

পর্ব-৬: ক্রয়-বিক্রয়

٢٤٨. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ، مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا، أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ قَالَ: فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ وَجَبَ الْبَيْعُ.

২৪৮. আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ে যখন ক্রয় বিক্রয় সাব্যস্ত করে, তখন তাদের প্রত্যেকের জন্যই উক্ত ক্রয় বিক্রয়কে প্রত্যাখ্যান করার স্বাধীনতা-ইখতিয়ার রয়েছে যতক্ষণ তারা একে অপরের থেকে পৃথক না হয়ে যায় কিংবা একজন আরেকজনকে ইখতিয়ার না দেয়। আর যদি একজন আরেকজনকে ইখতিয়ার দেয় আর এর ওপরই ক্রয় বিক্রয় করে তবে সেই ক্রয় বিক্রয় সাব্যস্ত হয়ে যাবে। [ছ্বহীহ বুখারী হা/২১১২, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৫৩১]

٢٤٩. وَفِي مَعْنَاهُ مِنْ حَدِيثِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا– أَوْ قَالَ: حَتَّى يَتَفَرَّقَا– فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا، بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا– وَإِن كَتَمَا وَكَذَبَا، مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا".

২৪৯. এই অর্থেই একটি হাদীছ হাকীম ইবনে হিযাম হতে বর্ণিত রয়েছে। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের জন্য অবকাশ থাকবে (ক্রয় বিক্রয় প্রত্যাখ্যান করার) যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের একজন অপরজনের থেকে পৃথক না হয়ে যাবে। (ক্রয় বিক্রয় সাব্যস্ত কালে) তারা যদি সততা অবলম্বন করে এবং উভয়ে নিজ নিজ বস্তুর তথা বিক্রিত বস্তু এবং এর মূল্যের দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করে দেয়, তবে তাদের ক্রয় বিক্রয়ে বরকত দান করা হবে। আর যদি তারা দোষ-ত্রুটি গোপন রাখে এবং মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে, তবে তাদের ক্রয় বিক্রয় থেকে বরকত মুছে দেয়া হবে। [ছ্বহীহ বুখারী হা/২০৭৯, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৫৩২]

٤٨–بَابُ مَا ينهى عنه من البيوع

অধ্যায়: ৪৮-নিষিদ্ধ ক্রয়-বিক্রয়

٢٥٠. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُنَابَذَةِ وَهِيَ: طَرْحُ الرَّجُلِ ثَوْبَهُ بِالْبَيْعِ إِلَى الرَّجُلِ قَبْلَ أَنْ يُقَلِّبَهُ أَوْ

يَنْظُرَ إِلَيهِ. وَنَهَى عَنِ الْمُلامَسَةِ. وَالْمُلامَسَةُ: لَمْسُ الرَّجُلِ الثَّوْبَ ولَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ.

২৫০. আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুনাবাযাহ ও মুলামাসাহ কেনা-বেচা হতে নিষেধ করেছেন। মুনাবাযাহ অর্থ ক্রেতা ও বিক্রেতা চিন্তাভাবনা না করেই এবং কাপড় ভালোভাবে উলট পালট করে না দেখেই একজন অপরজনের দিকে কাপড় ছুঁড়ে দেয়া। আর মুলামাসাহ অর্থ চিন্তা ভাবনা না করেই ক্রেতা ও বিক্রেতা পরস্পরের কাপড় স্পশ করা। (পণ্যে গুণাগুন যাচাই বাছাই না করে শুধু নিক্ষেপ ও স্পর্শ করার দ্বারাই বেচা কেনা সম্পন্ন হয়ে যেত)। [ছ্বহীহ বুখারী হা/২১৪৪, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৫১২]

٢٥١. عَن أَبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لا تَلَقُّوُا الرُّكْبَانَ، وَلا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلا تَنَاجَشُوا، وَلا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلا تُصَرُّوا الغَنَمَ، وَمَن ابْتَاعَهَا فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا: إِنْ رَضِيَهَا، أَمْسَكَهَا، وَإِنْ سَخِطَهَا، رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ" وَفِي لَفْظٍ " هُوَ بِالْخِيَارِ ثَلاثًا".

২৫১. আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বাজারে বিক্রি করার জন্য যারা বাহির হতে খাদ্য দ্রব্য নিয়ে আসে, বাজারে পৌঁছিবার পূর্বে তাদের পণ্য দ্রব্য ক্রয় করে নেওয়ার জন্য অগ্রসর হয়ে তাদের সঙ্গে মিলিত হবে না। ক্রয়-বিক্রয়ের আলোচনা একজনের পক্ষ হতে চলা অবস্থায় অপরজন তার আলোচনা করবে না। দালালী করবে না। গ্রাম্য লোকের পণ্য দ্রব্য শহরী লোকগণ বিক্রি করে দেওয়ার চাপ দিবে না। ছাগী (বিক্রি করার পূর্বে তার) স্তনে দুই তিন দিনের দুগ্ধ জমা রেখে স্তনকে ফুলিয়ে রাখবে না। যদি ঐরূপ করে, তবে যে ব্যক্তি তা ক্রয় করে, সে তার দুধ দোহনের পর, তার জন্য খেয়ারের অবকাশ থাকবে। ইচ্ছা করলে ক্রয়ের ওপর রাখবে, ইচ্ছা করলে ক্রয় ভঙ্গ করে তাকে ফেরত দিবে। আর ফরত দিলে (দুধ পানের বিনিময়ে) সঙ্গে এক ছা‘ পরিমাণ খেজুর দিবে।

অন্য শব্দে বর্ণিত রয়েছে, (যে ব্যক্তি স্তন ফোলানো ছাগী ক্রয় করবে) তিনদিন পর্যন্ত তার জন্য অবকাশ থাকবে। [ছ্বহীহ বুখারী হা/২১৫০, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৫১৫]

٢٥٢. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ، وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ. قَالَ: فَقُلْتُ، لابْنِ عَبَّاسٍ مَا قَوْلُهُ: " حَاضِرٌ لِبَادٍ "؟ قَالَ: لا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا.

২৫২. আব্দুল্লাহ ইবনে ‘আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাজারে বিক্রি করার জন্য যারা বাহির থেকে খাদ্য দ্রব্য নিয়ে আসে, বাজারে পৌঁছিবার পূর্বে তাদের পণ্য দ্রব্য ক্রয় করে নেয়ার জন্য অগ্রসর হয়ে তাদের সাথে মিলিত হতে বারণ করেছেন এবং শহরের জনগণ গ্রামের জনগণকে বিক্রি করে দিতে বারণ করেছেন। হাদীছের অধস্তন রাবী বলেন, এরপর আমি ইবনু ‘আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) কে বললাম, “শহরের জনগণ গ্রামের জনগণকে বিক্রি করে দিবে না” এর অর্থ কি? উত্তরে ইবনু ‘আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বললেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো তার জন্য যাতে কোনো দালাল নিযুক্ত না হয়। [ছ্বহীহ বুখারী হা/২১৫৮, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৫২১]

٢٥٣. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَن بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ، وَكَانَ بَيْعًا يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجَزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ، ثُمَّ تُنْتَجُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا. قِيلَ: إنه كان يبيع الشارِفَ- وهي الكبيرة الْمُسِنَّةُ بنتاج الجنينِ، الذي في بطنِ نَاقَتِهِ.

২৫৩. আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পেটের বাচ্চা বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। এটা অন্ধকার যুগের ক্রয়-বিক্রয় ছিল। অনেকে উট ক্রয় করত এ শর্তে যে, বিক্রেতার উটের পেটের যেই বাচ্চা হবে, ঐ বাচ্চা বড় হবার পর এর পেটে যে বাচ্চা হবে, সে বাচ্চা প্রসব করার পর মূল্য পরিশোধ করা হবে। [ছ্বহীহ বুখারী হা/২১৪৩, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৫১৪]

কেউ কেউ বলেছেন, الشارِفَ কে বিক্রি করা হতো। الشارِفَ বলা হয় উটের পেটে থাকা বাচ্চা প্রসবের পর দন্ত উদয় হলে ও বড় হয়ে গেলে তা বিক্রি করা হতো।

٢٥٤. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ.

২৫৪. আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গাছের ফল ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন যতক্ষণ না তা (খাওয়া বা কাজে লাগানোর) উপযোগী না হয়। বিক্রেতা ও ক্রেতা উভয়কে নিষেধ করেছেন। [ছ্বহীহ বুখারী হা/২১৯৪, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৫৩৪]

٢٥٥. عَن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَهَى عَن بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهَى. قِيلَ: وَمَا تُزْهِي؟ قَالَ: حَتَّى تَحْمَرَّ أَوْ تَصْفَرَّ. قَالَ: " أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللهُ الثَّمَرَةَ بِمَ يَسْتَحِلُّ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ؟.

২৫৫. আনাস ইবনে মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফল পরিপক্ক হওয়ার পূর্বে বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। প্রশ্ন করা হলো পরিপক্কতা কি? উত্তরে তিনি বললেন, ফল লাল হওয়া বা হলুদ হওয়া। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বললেন (এর পূর্বে ফল বিক্রি করলে) তুমি কি মনে কর আল্লাহর সৃষ্ট কোনো মড়কে যদি ফল বিনষ্ট হয়ে যায়, তবে মুসলমান ভাই (ক্রেতা) হতে কিসের বিনিময় টাকা আদায় করবে? [ছ্বহীহ বুখারী হা/২১৯৮, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৫৫৫]

٢٥٦. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُزَابَنَةِ. وَهِيَ: أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ إِنْ كَانَ نَخْلًا بِتَمْرٍ كَيْلًا، وَإِنْ كَانَ كَرْمًا: أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلًا، وإِنْ كَانَ زَرْعًا: أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ، نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ.

২৫৬. আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুযাবানাহ ধরনের ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। মুযাবানাহ হলো বাগানের ফল বিক্রি করা। যদি খেজুর হয় তবে শুকনো খেজুরের বিনিময়ে বাগানের তাজা খেজুর অনুমান করে বিক্রি করা। আর যদি আঙ্গুর হয় তাহলে কিশমিশের বিনিময়ে অনুমান করে বিক্রি করা অথবা যদি ক্ষেতের শস্য হয় তাহলে তা খাদ্যের বিনিময় অনুমান করে বিক্রি করা। উক্ত সব ধরনের বিক্রয় করতে তিনি নিষেধ করেছেন। [ছ্বহীহ বুখারী হা/২২০৫, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৫৪২]

٢٥٧. عَن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُخَابَرَةِ، والْمُحَاقَلَةِ، وَعِنِ الْمُزَابَنَةِ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا، وَأَلَّا تُبَاعَ إلا بِالدينَارِ وَالدِّرْهَمِ، إلا الْعَرايَا ".المحاقلة: – بيع الحِنْطَة في سُنْبُلِها.

২৫৭. জাবির ইবনে আব্দিল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুখাবারাহ, মুহাক্বালা, মুযাবানাহ এবং গাছের ফল উপযোগী না হওয়া পর্যন্ত ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। আর সেই ফল দিনার এবং দিরহামের বিনিময় ছাড়া ক্রয় বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। তবে আয়ারার ক্ষেত্রে তিনি অনুমতি দিয়েছেন। [ছ্বহীহ বুখারী হা/২৩৮১, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৫৩৬]

মুহাক্বালা হচ্ছে কোনো ফসল খোসার মধ্যে থাকা অবস্থায় সেটাকে ছড়ানো গমের বিনিময়ে ক্রয়-বিক্রয় করা।

٢٥٨. عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، ومَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ.

২৫৮. আবূ মাসউদ আনছারী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুকুর বিক্রয়ের মূল্য, ব্যভিচারের বিনিময় এবং গণকের পারিতোষিক গ্রহণ হতে নিষেধ করেছেন। [ছ্বহীহ বুখারী হা/২২৩৭, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৫৬৭]

٢٥٩. عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ: أَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " ثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ، وَكَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ.

২৫৯. রাফি ইবনে খাদীজ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কুকুর বিক্রয়ের মূল্য ঘৃণিত বস্তু। ব্যভিচারের বিনিময়ও অতি জঘন্য এবং রক্ত মোক্ষণ ব্যবসাও জঘন্য। [ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৫৬৮]

٤٩–بَاب الْعَرَايَا

অধ্যায়: ৪৯- আরায়া

আরায়া হলো: শুকনো খেজুরের বিনিময়ে গাছে থাকা পাকা খেজুর অনুমানের ভিত্তিতে বিক্রি করা।

٢٦٠. عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ: أَنْ يَبِيعَهَا بِخَرْصِهَا. وَلِمُسْلِمٍ " بِخَرْصِهَا تَمْرًا، يَأْكُلُونَهَا رَطْبًا.

২৬০. যায়িদ ইবনে ছাবিত (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরায়া মালিককে তার ফল অনুমানে বিক্রয় করার অনুমতি দিয়েছেন। আর মুসলিমের একটি বর্ণনায় রয়েছে, অনুমান করে শুকনো খেজুরের বিনিময়ে তাজা খেজুর খাওয়ার জন্যে রাখতে পারে। [ছ্বহীহ বুখারী হা/২১৮৮, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৫৩৯]

٢٦١. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ، أَوْ دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ.

২৬১. আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরিয়্যাহ জাতীয় ক্রয়বিক্রয়কে পাঁচ

ওয়াসাক পরিমাণের ক্ষেত্রে বা পাঁচ ওয়াসাকের কম পরিমাণে হলে অনুমতি দিয়েছেন। [ছ্বহীহ বুখারী হা/২১৯০, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৫৪১]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ওয়াসাক নাববী মতে, ষাট ছা‘ পরিমাণ ওজন। সুতরাং পাঁচ ওয়াসক পরিমাণ তিনশত ছা‘ পরিমাণ।

٢٦٢. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ". وَلِمُسْلِمٍ " وَ مَنْ ابْتَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ".

২৬২. আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনো খেজুর গাছ তাবীর (কলপ) করার পর বিক্রয় করে সে গাছের ফল বিক্রিকারীর হবে। অবশ্য যদি ক্রেতার জন্য হওয়া শর্ত করা হয়, তাহলে ক্রেতাই পাবে। [ছ্বহীহ বুখারী হা/২২০৪, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৫৪৩]

মুসলিমের এক বর্ণনায় রয়েছে, যে ব্যক্তি কোনো ক্রীতদাস ক্রয় করে (এবং ঐ ক্রীতদাসের কোনো মাল থাকে) সেই মাল বিক্রেতার হবে। অবশ্য যদি ক্রেতার জন্য হওয়া শর্ত করা হয় (তাহলে তা ক্রেতার জন্য হবে)। [ছ্বহীহ বুখারী হা/২৩৭৯]

٢٦٣. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ". وَفِي لَفْظٍ: " حَتَّى يَقْبِضَهُ " وَعَن ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلُهُ.

২৬৩. আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনো খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করবে তা হস্তগত হওয়ার পূর্বেই সে যেন তা বিক্রি না করে। [ছ্বহীহ বুখারী হা/২১২৬, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৫২৬]

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, কবয (হস্তগত) না হওয়া পর্যন্ত। [ছ্বহীহ বুখারী হা/২১৩৩, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৫২৬] ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। [ছ্বহীহ বুখারী হা/২১৩২, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৫২৫]

٢٦٤. عَنْ جَابِرٍ رَضِ اللهُ عَنْهُ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ: "إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الخَمْرِ، وَالْمَيتَةِ، وَالخِنْزِيرِ، وَالأَصْنَامِ". فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ، فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَيُدْهَنُ بِهَا الجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ؟. فَقَالَ: " لَا، هُوَ حَرَامٌ ". ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ: " قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ، إِنَّ اللهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ، ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ ". جَمَلُوهُ: أَذَابُوهُ.

২৬৪. জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট থেকে শ্রবণ করেছেন। তিনি মক্কা বিজয়ের বছরে বলেছেন: নিশ্চই আল্লাহ এবং তাঁর রসূল মদ, মৃত প্রাণী, শুকুর এবং মূর্তি বিক্রি করাকে হারাম করেছেন। অতঃপর বলা হলো, হে আল্লাহর রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, মৃত প্রাণীর চর্বি সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? (তা বিক্রি করা যাবে কি না?) কেননা মৃত জীবের চর্বি নৌকায় লাগানো হয়, বিভিন্ন চর্ম বস্তুতে লাগানো হয় এবং লোকেরা তা দ্বারা প্রদীপ জ্বালিয়ে থাকে। (অর্থাৎ মৃতের চর্বি কার্যকরী উপকারী বস্তু)। রসলূল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে বললেন, না, এটাও হারাম। তারপর তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা ইহুদীদের ধ্বংস করুন, তাদের জন্য যখন (হালাল জবাইকৃত জীবেরও) চর্বি আল্লাহ তা'আলা হারাম করলেন তখন তারা সেটাকে গালিয়ে বিক্রি করল এবং এর মূল্য ভোগ করল। [ছ্বহীহ বুখারী হা/২২৩৬, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৫৮১]

٥٠–بَابُ السَّلَم

অধ্যায়: ৫০- বায়' সালাম তথা অগ্রিম বিক্রয় করা

٢٦٥. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ، وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثِّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ وَا لثَّلاثَ. فَقَالَ: "مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ، فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ".

২৬৫. আব্দুল্লাহ ইবনে 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদীনায় পদার্পন করলেন, তখন মদীনাবাসীগণ এক, দুই এবং তিন বছরের মেয়াদে বিভিন্ন প্রকার ফল ক্রয় বিক্রয় করত। রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যে কেউ অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয় করবে, তাকে নির্ধারিত পরিমাপে বা নির্ধারিত ওযনে এবং নির্ধারিত মেয়াদে তা করতে হবে। [ছ্বহীহ বুখারী হা/২২৩৯, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৬০৪]

٥١–بَابُ الشروط فِي البَيْع

অধ্যায়: ৫১- ক্রয় বিক্রয় সম্পর্কে শর্তসমূহ

٢٦٦. عَنْ عَائِشَةَ رَضِ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: جَاءَتْنِي بَرِيرَةُ فَقَالَتْ: كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ. فِي كُلِّ عَامٍ أُوقِيَّةٌ، فَأَعِينِينِي. فَقُلْتُ: إنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ، وَوَلاؤُكِ لِي، فَعَلْتُ. فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ إلَى أَهْلِهَا، فَقَالَتْ لَهُمْ. فَأَبَوْا علَيْهَا. فَجَاءَتْ مِنْ عِنْدِهِمْ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ. فَقَالَتْ: إِنِّي قَد عَرَضْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ، فَأَبَوْا عَلَيَّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْوَلاءُ. فَأَخْبَرَتْ عَائِشَةُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: " خُذِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلاءَ، فَإِنَّمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ". فَفَعَلَتْ عَائِشَةُ. ثُمَّ قَامَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّاسِ. فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: " أَمَّا بَعْدُ، فَمَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ

شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ؟! مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ. قَضَاءُ اللهِ أَحَقُّ، وَشَرْطُ اللهِ أَوْثَقُ، وَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ.

২৬৬. আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার নিকট বারীরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এসে বলল, আমি আমার মালিক পক্ষের সাথে নয় উকিয়া দেয়ার শর্তে মুকাতাবা করেছি। প্রতি বছর যা হতে এক উকিয়া করে দেয়া হবে। আপনি (এ ব্যাপারে) আমাকে সাহায্য করুন। আমি বললাম, যদি তোমার মালিক পক্ষ পছন্দ করে যে, আমি তাদের একবারেই তা পরিশোধ করব এবং তোমার ওয়ালা এর অধিকার আমার হবে, তবে আমি তা করব। তখন বারীরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তার মালিকের নিকট গেল এবং তাদেরকে তা বললে তারা তা অস্বীকার করল। বারীরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাদের নিকট হতে আমার কাছে এল, আর তখন আল্লাহর রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখোনে উপস্থিত ছিলেন। সে বলল, আমি আপনার সে কথা তাদের কাছে উপস্থাপন করেছিলাম। কিন্তু তারা নিজেদের জন্য ওয়ালার অধিকার সংরক্ষণ ছাড়া রাযি হয়নি। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা শুনলেন। আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তা সবিস্তারে জানালেন। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি তাকে নিয়ে নাও এবং তাদের জন্য ওয়ালার শর্ত মেনে নাও। কেননা ওয়ালা এর হক তারই, যে আযাদ করে। আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তাই করলেন। এরপর আল্লাহর রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনসমক্ষে দাঁড়িয়ে আল্লাহর হামদ ও ছানা বর্ণনা করলেন। তারপর বললেন, লোকদের কি হলো যে, তারা এমন শর্তারোপ করে যে, যা আল্লাহর বিধানে নেই? আল্লাহর বিধানে যে শর্ত উল্লেখ নেই, তা বাতিল বলে গণ্য হবে, তা শত শর্ত হলেও। আল্লাহর ফায়সালাই সঠিক, আল্লাহর শর্তই সুদৃঢ়। ওয়ালার হক তো তারই, যে মুক্ত করে। [ছ্বহীহ বুখারী হা/২১৬৮, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৫০৪]

٢٦٧. عَنْ جَابِرِ بن عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّهُ كَانَ يَسِيرُ عَلَى جَمَلٍ فَأَعْيَا، فَأَرَادَ أَنْ يُسَيِّبَهُ. قَالَ: فَلَحِقَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَا لِي، وَضَرَبَهُ فَسَارَ سَيْرًا لَمْ يَسِرْ مِثْلَهُ قَطُّ، فَقَالَ: " بِعْنِيهِ بِأُوقِيَّةٍ " قُلْتُ: لا. ثُمَّ قَالَ: "

بِعْنِيهِ. " فَبِعْتُهُ بِأُوقِيَّةٍ، وَاسْتَثْنَيْتُ حُمْلانَهُ إِلَى أَهْلِي. فَلَمَّا بَلَغْتُ، أَتَيْتُهُ بِالْجَمَلِ. فَنَقَدَنِي ثَمَنَهُ. ثُمَّ رَجَعْتُ. فَأَرْسَلَ فِي أَثَرِي فَقَالَ: " أَتُرَانِي مَاكَسْتُكَ لآخُذَ جَمَلَكَ؟ خُذْ جَمَلَكَ وَدَرَاهِمَكَ، فَهُوَ لَكَ".

২৬৭. জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি একটি উটের ওপর আরোহণ করে যাচ্ছিলেন। (উট চলতে চলতে) অক্ষম হয়ে পড়ে। তিনি উটটিকে ছেড়ে দেয়ার ইচ্ছা করলেন। তিনি বললেন, অতঃপর আল্লাহর নাবী আমার সাথে মিলিত হলেন। অতঃপর আমাকে ডাকলেন। এরপর উটটিকে প্রহার করলেন। এরপর উটটি এমন দ্রুত চলতে লাগল যে এরূপ আর কখনো চলেনি। এরপর নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, এ উটটি তুমি আমার নিকট এক উকীয়াহর বিনিময়ে বিক্রি করে দাও। আমি বললাম, না। তিনি বললেন, তুমি আমার নিকট এটি বিক্রি কর। অতঃপর আমি সে উটটি তাঁর নিকট এক উকীয়ার বিনিময়ে বিক্রি করলাম এবং এর পিঠে চড়ে আমার পরিবারের নিকট আসার শর্ত করলাম। অতঃপর আমি যখন (মদীনায়) পৌঁছে গেলাম। তখন আমি তাঁর নিকট সেই উটটি নিয়ে আসলাম। অতঃপর তিনি আমাকে তার মূল্য পরিশোধ করেদিলেন। এরপর আমি ফিরে চলে এলাম। অতঃপর তিনি আমার পিছে পিছে লোক পাঠালেন। অতঃপর (আমি ফিরে এলে) তিনি বললেন, তুমি কি মনে করেছ যে, তোমার উট নেয়ার জন্যে আমি তোমার সাথে দর কষাকষি করেছি? তোমার উট ও এর মূল্য সবই তুমি নিয়ে নাও। এসব কিছুই তোমার জন্য। [ছ্বহীহ বুখারী হা/২৭১৮, ছ্বহীহ মুসলিম হা/৭১৫]

٢٦٨. عن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلا تَنَاجَشُوا، وَلا يَبِع الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ. وَلا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا، لِتُكْفِىءَ مَا فِي إِنَائِهَا "

২৬৮. আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বির্ণত। তিনি বলেন, রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গ্রামবাসীর পক্ষে শহরবাসী কর্তৃক বিক্রয় করা হতে নিষেধ করেছেন এবং তোমরা প্রতারণামূলক দালালী করবে না। কোনো ব্যক্তি যেন তার ভাইয়ের ক্রয় বিক্রয়ের ওপর ক্রয় বিক্রয় না করে। কেউ যেন তার ভাইয়ের বিবাহের প্রস্তাবের ওপর প্রস্তাব না

দেয়। কোনো মহিলা যেন তার বোনের (সতীনের) তালাকের দাবী না করে, যাতে সে তার পাত্রে যা কিছু আছে, তা নিজেই নিয়ে নেয়। (অর্থাৎ বর্তমান স্ত্রীর হক নষ্ট করে নিজে তা ভোগ করার জন্য)। [ছ্বহীহ বুখারী হা/২১৪০, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৪১৩]

٥٢-بَابُ الرِّبا والصَّرْف

অধ্যায়: ৫২- সুদ এবং মুদ্রার বিনিময় মুদ্রা লেনদেন করা

٢٦٩. عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" الذَّهَبُ بالذَّهَبِ رِبًا، إلَّاهَاءَ وَهَاءَ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ رِبًا، إلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا، إلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا، إلَّا هَاءَ وَهَاءَ. "

২৬৯. উমার ইবনে খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। স্বর্ণের বিনিময় স্বর্ণের সাথে যদি উভয় পক্ষ হতে নগদ লেনদেন না হয়, তবে তা সুদী বিনিময় হবে। রূপার বিনিময় রূপার সাথে যদি উভয় পক্ষ হতে নগদ লেনদেন না হয়, তবে তা সুদী বিনিময় হবে। গমের বিনিময় গমের সাথে যদি উভয় পক্ষ হতে নগদ লেনদেন না হয়, তবে তা সুদী বিনিময় হবে। যাবের বিনিময় যবের সাথে যদি উভয় পক্ষ হতে নগদ লেনদেন না হয়, তবে তা সুদী বিনিময় হবে। [ছ্বহীহ বুখারী হা/২১৭৪, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৫৮৬]

٢٧٠. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ رَضيَ الله عَنهُ: أنَّ رَسولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:" لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بالذَّهَبِ، إلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ. وَلا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ ". وَفِي لَفْظٍ: " إلَّا يَدًا بِيَدٍ ". وَفِي لَفْظٍ: " إلَّا وَزْنًا بِوَزْنٍ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ".

২৭০. আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা স্বর্ণের বিনিময় স্বর্ণ নগদে নগদে সমান সমান ছাড়া ক্রয় বিক্রয় করো না এবং কোনো স্বর্ণকে অন্য স্বর্ণের ওপর বেশি করো না। রৌপ্যের বিনিময় রৌপ্য সমান সমান ছাড়া ক্রয় বিক্রয় করো না। কোনো রৌপ্যকে অন্য রৌপ্যের ওপর বেশি করো না এবং তা কোনো অনুপস্থিতকে (নগদে) উপস্থিতির (বাকীন) বিনিময় বিক্রি করবে না। অন্য শব্দে রয়েছে, হাতে হাতে তথা নগদে নগদে ছাড়া। আবার অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, সমান সমান ছাড়া ক্রয় বিক্রয় করো না। [ছ্বহীহ বুখারী হা/২১৭৭, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৫৮৪]

٢٧١. عَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ بِلالٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَمْرٍ بَرْنِيٍّ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مِنْ أَيْنَ هَذَا؟ "قَالَ بِلالٌ: كَانَ عِنْدَنَا تَمْرٌ رَدِيءٌ، فَبِعْتُ مِنْهُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ، لِيَطْعَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ " أَوَّهْ أَوَّهْ، عَيْنُ الرِّبَا عَيْنُ الرِّبَا! لا تَفْعَلْ. وَلَكِنْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ فَبِعِ التَّمْرَ بِبَيْعٍ آخَرَ، ثُمَّ اشْتَرِ بِهِ ".

২৭১. আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা বিলাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট "বর্ণী" খেজুর (একপ্রকার উন্নত জাতের খেজুর) নিয়ে আসলেন, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন, এ প্রকার খেজুর কোথা হতে পেলে? তিনি বললেন, আমার নিকট মন্দ খেজুর ছিল, আমি এর দুই ছা' এই খেজুর এক ছা' এর বিনিময়ে বিক্রি করেছি। একথা শুনে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ওহ্! এটা প্রকৃত সুদী লেনদেন হয়েছে। এটাতো প্রকৃত সুদী লেনদেন হয়েছে। এরূপ করো না। বরং তুমি এটা (তথা মন্দ খেজুর পরিমাণে বেশি দিয়ে কম পরিমাণে উত্তম খেজুর লাভ) করতে চাইলে (মুদ্রার বিনিময়ে) মন্দ খেজুর বিক্রয় করবে। অতঃপর সেই মুদ্রায় উত্তম খেজুর ক্রয় করবে। [ছ্বহীহ বুখারী হা/২৩১২, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৫৯৪]

٢٧٢. عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ قالَ: سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ عَنِ الصَّرْفِ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَقُولُ: هَذَا خَيرٌ مِنِّي. وَكِلاهُما يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ دَيْنًا.

২৭২. আবূল মিনহাল হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বারা ইবনু ‘আযিব ও যায়িদ ইবনে আরকামকে বায়‘ ছরফ তথা মূল্যের বিনিময় মূল্য ক্রয় বিক্রয় করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তাঁদের প্রত্যেকেই (নিজেকে তুচ্ছ মনে করে অপরজনকে ভালো বলতে লাগলেন আর) বললেন, আমার চেয়ে ইনি উত্তম হবেন। তবে উভয়ই বললেন, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বর্ণকে রৌপ্যের বিনিময়ে বাকীতে ক্রয় বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। [ছ্বহীহ বুখারী হা/২১৮০, ২১৮১, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৫৮৯]

٢٧٣. عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ، وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ: إِلَّا سَوَاءً بِسَواءٍ، وَأَمَرَنَا: أَنْ نَشْتَرِيَ الْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ، كَيْفَ شِئْنَا وَنَشْتَرِيَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْنَا. قَالَ: فَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَدًا بِيَدٍ؟ فَقَالَ: هَكَذَا سَمِعْتُ.

২৭৩. আবূ বাকরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ, রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য ক্রয় বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন যতক্ষণ উভয় দিকের বস্তু সমপরিমাণের না হয়। আর তিনি আমাদেরকে রৌপ্যকে স্বর্ণের বিনিময়ে এবং স্বর্ণকে রৌপ্যের বিনিময়ে ইচ্ছা অনুযায়ী বিক্রয় করতে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, তাকে এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, নগদে নগদে কি? উত্তরে তিনি বললেন, আমি এভাবেই রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লা কে বলতে শুনেছি। [ছ্বহীহ বুখারী হা/২১৮২, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৫৯০]

٥٣–بَابُ الرَّهن وغيره

অধ্যায়: ৫৩- বন্ধক রাখা ও অনুরূপ বিষয়

٢٧٤. عَنْ عَائِشَةَ رَضيِ اللهُ عَنْها: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا، وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ.

২৭৪. আয়িশা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা এক ইয়াহুদীর নিকট থেকে খাদ্য ক্রয় করলেন এবং তার নিকট (যুদ্ধের) একটি লৌহ বর্ম বন্ধক রাখেন। [ছ্বহীহ বুখারী হা/২০৬৮, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৬০৩]

٢٧٥. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ ".

২৭৫. আবূ হুরায়রাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ধনী ব্যক্তির (ঋণ পরিশোধে) গড়িমসি করা যুলুম। যখন তোমাদের কাউকে (তার জন্য) কোনো ধনী ব্যক্তির হাওয়ালা করা হয় তখন সে যেন তা মেন নেয়। [ছ্বহীহ বুখারী হা/২১৮৭, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৫৬৪]

٢٧٦. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ– أَوْ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ– أَوْ إِنْسَانٍ – قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ ".

২৭৬. আবূ হুরায়রাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কিংবা তিনি বলেছেন, আমি রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট থেকে শুনেছি, তিনি বলছেন, কোনো ব্যক্তি দেওলিয়া সাব্যস্ত হলে তার নিকট যে ব্যক্তি

নিজের মাল হুবহু পাবে, অন্য পাওনাদার অপেক্ষা একমাত্র সেই ঐ মালের অগ্রাধিকারী হবে। [ছ্বহীহ বুখারী হা/২৪০২, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৫৫৯]

٢٧٧. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُماَ قَالَ. جَعَلَ –وَفِي لَفْظٍ: – قَضَى– النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ، فَلا شُفْعَةَ.

২৭৭. জাবির ইবনু আব্দিল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুফ'আহর ফায়ছালা করেছেন সেসব (স্থাবর) সম্পত্তিতে, যা বণ্টন করা হয়নি। যখন সীমানা চিহ্নিত হয় ও রাস্তা পৃথক করা হয়, তখন তাতে আর শুফ'আহ নেই। [ছ্বহীহ বুখারী হা/২২১৩, ২২৫৭, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৬০৮]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শুফ'আহ বলা হয়- কোনো প্রতিবেশী বা অংশীদার অপর কোনো প্রতিবেশী বা অংশীদারের (বিক্রয়যোগ্য কোনো জমি বা বাড়ি ক্রয় করার এক) বিশেষ অধিকার লাভ হয়।

٢٧٨. عَن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لا يَمْنَعَنَّ جَار جَارَهُ: أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ ". ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ؟ وَاللهِ لأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ.

২৭৮. আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোনো প্রতিবেশী যেন তার দেয়ালে তার কোনো প্রতিবেশীকে কাঠের টুকরো গাঁড়তে নিষেধ না করে। অতঃপর আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, কী ব্যাপার! আমি যে তোমাদেরকে এর থেকে (হাদীছের প্রতি আমল করতে) বিমুখ হতে (অমনোযোগী) দেখছি? আল্লাহর কসম! আমি সবসময় তোমাদেরকে

এই হাদীছ বলতেই থাকবো। [ছ্বহীহ বুখারী হা/২৪৬৩, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৬০৯]

২৭৯. عَنْ عَائِشَةَ رَضى الله عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَن ظَلَمَ قِيدَ شِبْرٍ مِنَ الأَرْضِ، طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ ".

২৭৯. আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি এক বিঘত পরিমাণ সম্পদ কারো নিকট থেকে অন্যায়ভাবে ছিনিয়ে নিবে (ক্বিয়ামতের দিন) তাকে সাত তবক যমীন বেড়ী আকারে গলায় পরিয়ে দেয়া হবে। [ছ্বহীহ বুখারী হা/২৪৫৩, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৬১২]

২৮০. عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ عَلَى شَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ.

২৮০. আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম খয়বারবাসীদের সাথে সেখানকার উৎপন্ন ফসলের অর্ধেকের বিনিময়ে কৃষি কাজের চুক্তি করেন। [ছ্বহীহ বুখারী হা/২৩২৯, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৫৫১]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উৎপাদিত ফসল ও ফলফলাদির নির্দিষ্ট একটি অংশ প্রদানের শর্তে বাগান ও যমীন বর্গা দেয়া জায়েয। কাফিরদের সাথে কৃষি কাজ, ব্যবসা ও বিভিন্ন পেশামূলক কাজের ব্যাপারে লেনদেন করা জায়েয।

২৮১. عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: كُنَّا أَكْثَرَ الأَنْصَارِ حَقْلًا، وَكُنَّا نَكْرِي الأَرْضَ عَلَى أَنَّ لَنَا هَذِه، وَلَهُمْ هَذِهِ، وَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ وَلَمْ تُخْرِجْ هَذِهِ، فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ. فَأَمَّا الْوَرِقُ فَلَمْ يَنْهَنَا.

২৮১. রাফি‘ ইবনে খাদীজ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আনছারদের মাঝে আমরা অধিক শস্য ক্ষেতের মালিক ছিলাম। তাই আমরা জমি বর্গা দিতাম। কখনো এ অংশে ফসল হতো, আর ঐ অংশে ফসল হতো না। তখন আমাদের সেই রকম বর্গা দিতে নিষেধ করা হলো। কিন্তু অর্থের বিনিময়ে চাষ করতে নিষেধ করা হয়নি। [ছ্বহীহ বুখারী হা/২৭২২, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৫৪৭]

٢٨٢.وَلِمُسْلِمٍ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ، فَقَالَ: لا بَأْسَ بِهِ، إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ يُؤَاجِرُونَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا عَلَى الْمَاذِيَانَاتِ، وَأَقْبَالِ الْجَدَاوِلِ، وَأَشْيَاءَ مِنَ الزَّرْعِ، فَيَهْلِكُ هَذَا، وَيَسْلَمُ هَذَا، وَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ إِلَّا هَذَا، فَلِذَلِكَ زَجَرَ عَنْهُ، فَأَمَّا شَيْءٌ مَعْلُومٌ مَضْمُونٌ، فَلا بَأْسَ بِهِ. الْمَاذِيَانَات: الأَنْهَارُ الْكِبَارُ. وَالْجَدْوَلُ: النَهَرُ الصَّغِيرُ.

২৮২. ছহীহ মুসলিমের অন্য বর্ণনায় আছে, হানযালা ইবনু কায়েস আল আনছারী হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাফি‘ ইবনে খাদীজ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে স্বর্ণ ও রোপ্যের বিনিময়ে জমি ভাড়া দেয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, এত কোনো সমস্যা নেই। রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ‘আমলে লোকেরা পানির ঝর্ণার পাশ্ববর্তী অংশ, খালের অগ্রভাগের ভেজা অংশ ও ক্ষেতের অন্যান্য সুবিধা নেয়ার শর্তে জমি ভাড়া দিত। এতে কখনও এক অংশ বিনষ্ট হতো ও অপর অংশ ভালো থাকত। আবার কখনও এ অংশ ভালো থাকত আর অপর অংশ বিনষ্ট হতো। আর এধরনের বর্গায় বঞ্চনা ছাড়া আর কিছুই হতো না। এ কারণে তিনি এ থেকে নিষেধ করেছেন। আর যদি নির্দিষ্ট পরিমাণের (স্বর্ণ-রৌপ্যের) বিনিময়ে ভাড়া দেয়া হয়, তাহলে তাতে কোনো সমস্যা নেই। الماذيانات অর্থ বড় বড় নদী/ঝর্ণা। الجدول অর্থ ছোট নদী। [ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৫৪৭]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ফসল আবাদের জন্য জমি বর্গা দেয়া জায়েয। এ ক্ষেত্রে বিনিময় করা মূল্যটি নির্দিষ্ট হওয়া আবশ্যক। আর যদি অনির্দিষ্ট হয় তাহলে তা সঠিক হবে না।

٢٨٣. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهاَ، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ؟ قَالَ: " إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا ".قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ. غَيْرَ أَنَّهُ لا يُبَاعُ أَصْلُهَا، وَلا يُوهَبُ، وَلا يُورَثُ. قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ، وَفِي الْقُرْبَى، وَفِي الرِّقَابِ، وَفِي سَبِيلِ اللهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالضَّيْفِ، لا جُنَاحَ عَلَى مَن وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا، غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيْهِ. وَفِي لَفْظٍ: غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ.

২৮৩. আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) খায়বারে (গনীমতের) একখণ্ড ভূমি লাভ করলেন। অতঃপর তিনি নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট গিয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি খায়বারে একখণ্ড ভূমি লাভ করেছি সেটি অপেক্ষা উত্তম সম্পদ আমি আর কখনো লাভ করিনি। এখন আপনি আমাকে এতে কি করতে বলেন? নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি যদি ইচ্ছা করো তার মূল রক্ষা করে সেই জমি থেকে উৎপাদিত ফসল দান করতে পারো। সুতরাং উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তা এভাবে দান করলেন যে তার মূল বিক্রয় করা যাবে না, হেবা করা যাবে না এবং এর উত্তরাধিকারী হবে না। তা দান করা হবে অভাবীদের জন্য, আত্মীয়দের জন্য, দাস মুক্তকরণে, আল্লাহর রাস্তায় (অর্থাৎ জিহাদের জন্য), মুসাফিরদের জন্য, মেহমানদের জন্য। যে তার মুতাওয়াল্লী হবে সে জমা না করে (নিজের জন্য সম্পদ না করে নিয়ে) তা হতে ন্যায়সঙ্গতভাবে খেতে এবং (আপন পরিবারকে) খাওয়াইতে পারবে। তাতে আপত্তি নেই। [ছ্বহীহ বুখারী হা/২৭৩৭, ২৭৭২, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৬৩২]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ওয়াকফ হচ্ছে- মালিক কর্তৃক তার উপকারজনক কোনো সম্পদের মূল ঠিক রেখে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য দাসত্ব মোচনের ক্ষেত্রে ও জনকল্যাণমূলক কাজে খরচ করার উদ্দেশ্যে দান করা। ওয়াকফ করা মুস্তাহাব।

٢٨٤. عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَأَضَاعَهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ، وَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَبِيعُهُ بِرُخْصٍ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ: "لا تَشْتَرِهِ، وَلا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ، وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ، فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ ".

وَفِي لَفْظٍ: " فَإِنَّ الَّذِي يَعُودُ فِي صَدَقَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ ".

২৮৪. উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমার একটি ঘোড়া আল্লাহর পথে দান করলাম। যার কাছে ঘোড়াটি ছিল সে এর হক আদায় করতে পারল না। তখন আমি তা ক্রয় করতে চাইলাম এবং আমার ধারণা ছিল যে, সে সেটি কম মূল্যে বিক্রয় করবে। এ সম্পর্কে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, তুমি ক্রয় করবে না এবং তোমার ছ্বদাক্বাহ ফিরিয়ে নিবে না, তা এক দিরহামের বিনিময় দিয়ে হলেও। কেননা যে ব্যক্তি নিজের ছ্বদাক্বাহ ফিরিয়ে নেয় সে যেন নিজের বমি পুনঃভক্ষণ করে। [ছ্বহীহ বুখারী হা/১৪৯০, ৩০০৩, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৬২০]

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, নিশ্চয় যে ব্যক্তি তার ছাদক্বাহ ফিরিয়ে নেয়, সে ঐ কুকুরের ন্যায় যে কুকুর বমি করার পর পুনরায় সেই বমি ভক্ষণ করে। [ছ্বহীহ বুখারী হা/২৫৮৯, ২৬২২ ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৬২২]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ছ্বদাক্বাহ করে তা ক্রয় করা হারাম।

٢٨٥. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:" العائِدُ فِي هِبَتِهِ كالعَائِد فِي قيئِهِ ".

২৮৫. ইবনু ‘আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনো কিছু হিবা তথা দান করার পর সেই দান পুনরায় ফিরিয়ে নেয়, সে ঐ কুকুরের ন্যায় যে কুকুর বমি করার পর পুনরায় তা ভক্ষণ করে। [ছ্বহীহ বুখারী হা/২৬২১, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৬২২]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

হিবা হচ্ছে- কোনো ব্যক্তি কর্তৃক অপর কাউকে জীবিত অবস্থায় কোনো বিনিময় ছাড়াই নিজের কোনো সম্পদ বা সামগ্রীর মালিক বানিয়ে দেয়া।

٢٨٦. عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: تَصَدَّقَ عَليَّ أَبِي بِبَعْضِ مَالِهِ. فَقَالَتْ أُمِّي عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ: لا أَرْضَى حَتَّى يَشْهَدَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَانْطَلَقَ أَبِي إِلَى رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لِيُشْهِدَهُ عَلَى صدَقَتِي. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أفَعَلْتَ هذَا بوَلَدِك كُلِّهِمْ؟ قَالَ: لا. قَالَ: " اتَّقُوا الله وَاعْدِلُوا بَينَ أَوْلادِكُمْ ". فَرَجَعَ أَبِي، فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ. وَفِي لَفْظٍ قَالَ: " فَلا تُشْهِدْنِي إذن، فَإِنِّي لا أَشْهَدُ عَلَى جَورٍ". وَفِي لَفْظٍ: " فَأشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي ".

২৮৬. নু‘মান ইবনে বাশীর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাকে আমার পিতা তার কিছু সম্পদ দান করেন। তখন আমার মা ‘আমরাহ বিনতে রাওয়াহা বললেন, আমি একাজে ততক্ষণ সন্তুষ্ট হবো না যতক্ষণ না আল্লাহর রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এব্যাপরে সাক্ষী না রাখা হবে। অতঃপর আমার পিতা রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট চলে যান তাঁকে আমার এ দানের বিষয়ে সাক্ষী রাখার জন্য। অতঃপর রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে (পিতাকে) বললেন, তুমি কি তোমার সকল সন্তানদের প্রতি এরকম দান করেছ?

আমার পিতা বললেন, না। তিনি বললেন, আল্লাহকে ভয় কর এবং তোমার সন্তানদের মাঝে ইনছাফ কায়েম করো। অতঃপর আমার পিতা ফিরে আসেন। এরপর তিনি সেই দানকে ফিরিয়ে নেন। [ছ্বহীহ বুখারী হা/২৫৮৭, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৬২৩]

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, তাহলে আমাকে এ বিষয়ে সাক্ষী করো না। কারণ, অন্যায় কাজে আমি কখনো সাক্ষী থাকি না। [ছ্বহীহ বুখারী হা/২৬৫০, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৬২৩]

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, তুমি আমাকে ব্যতীত অন্য কাউকে এ বিষয়ে সাক্ষী রাখ। [ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৬২৩]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

হিবা প্রদানের ক্ষেত্রে সন্তান সন্ততিদের মাঝে ন্যায় ইনছাফ কায়েম করা ওয়াজিব। এক্ষেত্রে কোনো সন্তানকে নির্দিষ্ট করা বা অন্য সন্তানের চেয়ে অগ্রাধিকার দেয়া হারাম। যদি এক্ষেত্রে বিশেষ কোনো কারণ না থাকে। আর যদি এক্ষেত্রে বিশেষ কারণে একজনকে অপর জনের উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করা বা কাউকে নির্দিষ্ট করার প্রয়োজন হয় তাহলে এতে কোনো সমস্যা নেই। যেমন সন্তানদের মধ্যে কোনো সন্তান অসুস্থ হয়ে গেল, কিংবা কোনো সন্তান অন্ধ বা কোনো সন্তান বিপদগ্রস্ত বা কোন কারণে নিঃস্ব হয়েছে। কিংবা কোনো সন্তানের পরিবারের সদস্য বেশি বা কোনো সন্তান লেখাপড়া করছে ইত্যাদি কারণে কমবেশি করাতে কোনো সমস্যা নেই।

দান করার পর তা পুনরায় ফিরিয়ে নেয়া হারাম। তবে পিতা তার সন্তানদেরকে যা হিবা করে দেন, তা ফিরিয়ে নেয়া হারাম নয়। এ বিষয়টিকে তারা ছ্বদাক্বাহ ফিরিয়ে নেয়া বিষয় থেকে আলাদা মনে করেছেন। কেননা পিতা সন্তানদেরকে যা দিয়ে থাকেন তা ফিরিয়ে নেয়া সুযোগ রাখেন।

٢٨٧. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ. وَفِي لَفْظٍ: "مَنْ أُعْمِرَ عُمْرَى فَهِيَ لَهُ وَلِعَقِبِهِ فإنَّهَا لِلَّذِي أُعْطِيَهَا، لا تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أعْطَاهَا، لأَنَّهُ عَطَاءٌ وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ". وَقَالَ جَابِرٌ: إنَّمَا الْعُمْرَى الَّتِي أجَازَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنْ يَقُولَ: هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ. فَأَمَّا إِذَا قَالَ: هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ، فإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا.

وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ: (أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ وَلا تُفْسِدُوهَا، فَإِنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى فَهِيَ لِلَّذِي أُعْمِرَهَا: حَيًّا , وَمَيِّتًا , وَلِعَقِبِهِ) .

২৮৭. জাবির ইবনে আব্দিল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দিয়েছেন যে, ওমরাহ যাকে দেওয়া হয় তা তারই থাকবে। অন্য শব্দে বর্ণিত রয়েছে,রাসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ওমরা যাকেই দেয়া হোক, তা তারই থাকবে এবং তারপরে তার উত্তারাধিকারীদের থাকবে। তা কখনো দাতার কাছে ফেরত যাবে না। সে এমন জিনিস দিয়েছে যার ওপর উত্তারাধিকার বলবৎ হয়েছে।

জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন, জনৈক (আনছারী) মহিলাকে (ওমরা হিসাবে দান করা একটি খেজুর বাগান) প্রদান করা সম্পর্কে রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: ওমরার ক্ষেত্রে একথা বলা যে, ওটা তোমার এবং তোমার পরবর্তী উত্তারাধিকারদের জন্য। আর যখন বলা হবে, যত দিন তুমি বেঁচে থাকবে ততদিন তুমি তা ভোগ করবে। তাহলে তার মৃত্যুর পরে উক্ত সম্পদ তার মালিকের নিকট ফিরে আসবে।

ছহীহ মুসলিম এর অন্য একটি শব্দে বর্ণিত রয়েছে, তোমাদের নিকট তোমাদের সম্পদ ধরে রাখ তথা হিফাযত করো, তা বিনষ্ট করো না। কেননা যে ব্যক্তি কাউকে উমরা হিসেবে যে সম্পদ দিয়েছে তা তারই (যাকে দান করা হলো) জন্য হবে যতদিন সে বেঁচে থাকবে। আর তার মৃত্যুর পর তার উত্তারাধিকারগণ পাবেন। [ছ্বহীহ বুখারী হা/২৬২৫, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৬২৫]

٥٤–بَابُ اللُّقَطَة

অধ্যায়: ৫৪-কুড়িয়ে পাওয়া জিনিস সম্পর্কে

কুড়িয়ে পাওয়া জিনিস তিন প্রকার:

১. প্রথম প্রকার হচ্ছে এমন তুচ্ছ ও নগন্য বস্তু যা ভালো কোনো মানুষ কুড়িয়ে নেয়ার ইচ্ছা করে না। যেমন চাবুক, রুটির টুকরা এজাতীয় কোনো

কিছু। এমন ধরনের কোনো কিছু কুড়িয়ে নিলে তা নিজে গ্রহণ করতে পারবে ও এর মালিক হতে পারবে। তা প্রচার করার প্রয়োজন নেই।

২. দ্বিতীয় প্রকার: যা কুড়িয়ে নেয়া জায়েয নেই।এ প্রকারে সে সব প্রাণী যে সব প্রাণী নিজেকে ছোট ছোট হিংস্র প্রাণীর হামলা থেকে রক্ষা করে যেমন হরিণ। কিংবা এমন প্রাণী যে গুলোকে নিজেকে বহণ করতে সক্ষম যেমন উট ও গরু ইত্যাদি। এধরনের প্রাণীকে কুড়িয়ে নেয়া হারাম।

৩. তৃতীয় প্রকার: উপরিউক্ত দুই প্রকার ছাড়া অন্যন্য সম্পদ যদি কুড়িয়ে পাওয়া যায় তাহলে সে সব জিনিস তার মালিকের জন্য হিফাযত করার উদ্দেশ্যে কুড়িয়ে নেয়া যাবে।সেক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত বিধানসমূহ প্রযোজ্য।

٢٨٨. عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن لُقَطَةِ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ؟ فَقَالَ اعْرِفْ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ لَمْ تُعْرَفْ فَاسْتَنْفِقْهَا وَلْتَكُنْ وَدِيعَةً، فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا يَوْمًا مِن الدَّهْرِ فَأَدِّهَا إِلَيهِ ". وَسَأَلَهُ عَنْ ضَالَّةِ الإِبِلِ؟ فَقَالَ: مَالَكَ وَلَهَا؟ دَعْهَا، فَإِنَّ مَعَهَا حِذَاءَهَا وَسِقَاءَهَا، تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ، حَتَّى يَجِدَهَا رَبُّهَا". وَسَأَلَهُ عَنِ الشَّاةِ؟ فَقَالَ: خُذْهَا، فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ، أَوْ لأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ.

২৮৮. যায়িদ ইবনে খালিদ আল যুহানী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সোনা অথবা রূপার হারানো বস্তু প্রাপ্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বললেন, তুমি এর বন্ধন ও থলে চিনে রাখবে। তারপর এক বছর পর্যন্ত এর ঘোষণা দিবে। এরপরও যদি তুমি মালিকের সন্ধান না পাও, তবে তা তুমি ব্যয় করে ফেলতে পার। কিন্তু তা তোমার নিকট আমানত হিসেবে থাকবে। যদি কোনো সময় এর দাবীদার আসে তবে তা তুমি তাকে দিয়ে দিবে। তারপর সে হারানো উট সম্পর্কে রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করল। তিনি বললেন, এতে তোমার কী? তুমি এ প্রসঙ্গ বাদ দাও। কেননা এর পায়ের ক্ষুর আছে এবং পানি সংরক্ষণের থলে আছে। সে নিজেই পানির ঘাটে যেতে পারে এবং বৃক্ষ থেকে খেতে পারে। অবশেষে একদিন তার মনিব তাকে পেয়ে যাবে।

তারপর সে বকরি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। তিনি বললেন: তুমি সেটি নিয়ে যাও। কেননা তা তুমি নিবে অথবা তোমার কোনো ভাই নিবে অথবা কোনো নেকড়ে খেয়ে ফেলবে। [ছ্বহীহ বুখারী হা/২৪২৮, ২৪২৯, ২৪৩৬, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৭২২]

٧–كِتَابُ الوَصَايَا

পর্ব-৭: ওয়াছিয়াত

٢٨٩. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَاحَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي بِهِ، يَبِيتُ لَيلَةً أَوْ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَه ". زَادَ مُسْلِمٍ " قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَوَ اللهِ مَا مَرَّتْ عَلَيَّ لَيْلَةٌ مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ذَلِكَ، إِلَّا وَعِنْدِي وَصِيَّتِي.

২৮৯. আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে মুসলমানের এমন মাল আছে যাতে ওয়াছিয়াত করা যেতে পারে, তার নিজের কাছে ওয়াছিয়াতনামা লিখে না রেখে দুই রাত্রি অতিবাহিত করারও তার উচিত নয়। [ছ্বহীহ বুখারী হা/২৭৩৮, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৬২৭]

ছহীহ মুসলিমে অতিরিক্ত রয়েছে, ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেছেন, আল্লাহর কসম, যখন থেকে আমি আল্লাহর রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এটা বলতে শুনেছি তখন থেকে আমার ওয়াছিয়তনামা না লিখে আমার ওপর এশটি রাত্রিও অতিবাহিত হয়নি। [ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৬২৭]

٢٩٠. عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي– عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعٍ اشْتَدَّ بِي. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، قَدْ بَلَغَ بِي مِن الْوَجَعِ مَا تَرى، وَأَنَا ذُو مَالٍ، وَلا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ، أَفَأَتَصَدَّقُ

بِثُلُثَيْ مَالِي؟ قَالَ: " لا " فَقُلْتُ: فَالشَّطْرُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: " لا " قُلْتُ: فَالثلُثُ؟. قَالَ: " الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ. إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُم عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ، وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ إِلَّا أُجِرْتَ بِهَا، حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فِي امْرَأَتِكَ ". قَالَ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أُخَلَّفُ بَعْدَ أَصْحَابِي؟ قَالَ: " إِنَّكَ لَنْ تُخَلَّفَ فَتَعْمَلَ عَمَلًا تَبْتَغِي بِهِ وجْهَ اللهِ إِلَّا ازْدَدْتَ بِهِ دَرَجَةً وَرِفْعَةً، وَلَعَلَّكَ أَنْ تُخَلَّفَ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ، وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُوْنَ. اللهُمَّ أَمْضِ لأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ، وَلا تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ لَكِنَّ الْبَائِسَ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ " يَرْثِي لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ مَاتَ بِمَكَّةَ.

২৯০. সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্বাছ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের বছরে আমি এক কঠিন রোগে আক্রান্ত হলে রাসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দেখতে আসলেন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আমি তো কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েছি যা আপনি দেখতেই পাচ্ছেন। আর আমি সম্পদশালী। আমার একমাত্র কন্যা ব্যতীত (ঔরসজাত) কোনো ওয়ারিছ নেই। আমি কি আমার সম্পদের তিনভাগের দুইভাগ সম্পদ দান করে যেতে পারি? তিনি বললেন, না। আমি বললাম, তাহলে অর্ধেক সম্পদ দান করে যেতে পারি? উত্তরে তিনি বললেন, না। আমি বললাম, তাহলে তিনভাগের একভাগ দান করে যেতে পারি? তিনি বললেন, তিনভাগের একভাগ। তবে তিনভাগের এশভাগও বেশি। তুমি তোমার ওয়ারিছদেরকে সচ্ছল রেখে যাবে তা তোমার পক্ষে উত্তম তাদেরকে দরিদ্র অবস্থায় রেখে যাওয়ার চেয়ে যাতে তারা অন্যের নিকট যাচঞা না করে। তুমি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য তোমার পরিবারে প্রতি যে খরচ করবে, নিশ্চয় তাতেও তোমাকে ছওয়াব দেয়া হবে। এমনকি তুমি (আদর) করে তোমার বিবির মুখে যে লুকমা উঠিয়ে দিবে তাতেও (তোমার ছওয়াব হবে)। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি কি আমার ছাহাবীগণের পিছনে পড়ে থাকব? তিনি বললেন, তোমাকে কক্ষনো পিছনে ছেড়ে যাওয়া হবে না। আর (তুমি পিছনে পড়ে গেলেও) আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের আমল করবে তা দ্বারা তোমার মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে ও সমুন্নত হবে। সম্ভাবত তুমি আরো

জীবিত থাকবে। ফলে তোমার দ্বারা এক সম্প্রদায় উপকৃত হবে আর অন্য সম্প্রদায় ক্ষতিগ্রস্ত হবে। হে আল্লাহ! আমার ছাহাবীগণের হিজরাত আপনি জারী রাখুন এবং তাদেরকে তাদের পিছনের দিকে ফিরিয়ে দিবেন না। কিন্তু আফসোস সা'দ ইবনু খাওলা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর জন্য (রাবী বলেন) মক্কায় তার মৃত্যু হওয়ায় রাসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শোক প্রকাশ করেছিলেন। [ছ্বহীহ বুখারী হা/১২৯৫, ২৭৪২, ৬৩৭৩, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৬২৮]

٢٩١. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: (لَوْ أَنَّ النَّاسَ غَضُّوا مِنْ الثُّلُثِ إِلَى الرُّبْعِ؟ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَالَ: الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ) .

২৯১. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, লোকেরা যদি ওয়াছিয়াতের ব্যাপারে এক তৃতীয়াংশ সম্পদ হতে এক চতুর্থাংশ সম্পদের দিকে দৃষ্টি দিতো (তাহলে ভালো হতো)। যেহেতু আল্লাহর রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, এক তৃতীয়াংশ চলবে, বরং এক তৃতীয়াংশই অনেক বেশী। [ছ্বহীহ বুখারী হা/২৭৪৩, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৬২৯]

٨–كتاب الفَرَائِضِ

পর্ব-৮: ফারায়েয (উত্তরাধিকার আইন)

শব্দটি فريضة এর বহুবচন। الفرائض এর শারঈ অর্থ হচ্ছে- হকদারদের মাঝে উত্তরাধিকার সম্পদ বণ্টন করার পদ্ধতি সম্পর্কে জানা।

٢٩٢. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ". وَفِي رِوَايَةٍ: اقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللهِ، فَمَا تَرَكَتِ الفَرَائِضُ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ.

২৯২. আব্দুল্লাহ ইবনে ‘আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা নির্ধারিত অংশকে তার উত্তরাধিকারদেরকে পৌঁছিয়ে দিবে। তারপর যা অবশিষ্ট থাকবে তা মৃতের নিকটতম পুরুষ ব্যক্তির। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, তোমরা মৃতের সম্পদকে উত্তরাধিকারদের মাঝে আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী বণ্টন করে দাও। তারপর যা অবশিষ্ট থাকবে তা মৃতের নিকটতম পুরুষ ব্যক্তির। [ছ্বহীহ বুখারী হা/৬৭৩২, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৬১৫]

٢٩٣. عَن أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ الله, أَتَنْزِلُ غَدًا فِي دَارِكَ بِمَكَّةَ؟ فَقَالَ: وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِن رِبَاعٍ أَوْ دُورٍ؟ ثُمَّ قَالَ: "لا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلا الْكَافِرُ الْمُسلِمَ".

২৯৩. উসামাহ ইবনে যায়িদ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আপনি কি আগামীকাল মক্কায় আপনার গৃহে অবতরণ করবেন? উত্তরে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ‘আকীল কি আমাদের জন্য কোনো অবস্থান স্থল বা ঘর বাড়ি রেখে গেছেন? এরপর তিনি বললেন, কোনো মুসলমান কাফিরের ওয়ারিছ হবে না এবং কোনো কাফির মুসলমানের (সম্পদের) ওয়ারিছ হবে না। [ছ্বহীহ বুখারী হা/১৫৮৮, ৩০৫৮, ৬৭৬৪, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৩৫১, ১৬১৪]

٢٩٤. عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلاءِ وَهِبَتِهِ.

২৯৪. আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ‘ওয়ালা’ ক্রয়-বিক্রয় ও হেবা করতে নিষেধ করেছেন। [ছ্বহীহ বুখারী হা/৬৭৫৬, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৫০৬]

٢٩٥. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلاثُ سُنَنٍ: خُيِّرَتْ عَلَى زَوْجِهَا حِينَ عَتَقَتْ. وَأُهْدِيَ لَهَا لَحْمٌ، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْبُرْمَةُ عَلَى النَّارِ، فَدَعَا بِطَعَامٍ فَأُتِيَ بِخُبْزٍ وَأُدْمٍ مِن أُدْمِ الْبَيْتِ. فَقَالَ:

"أَلَمْ أَرَ الْبُرْمَةَ عَلَى النَّارِ فِيهَا لَحْمٌ"؟ فَقَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ ذَلِكَ لَحْمٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ، فكَرِهْنَا أنْ نُطْعِمَكَ مِنْهُ. فَقَالَ: "هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ، وَهُوَ لَنَا مِنْهَا هَدِيَّةٌ". وقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا: "الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ".

২৯৫. আয়িশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, বারীরাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহা) এর ঘটনার মধ্যে তিনটি বিধান জারি হয়েছে। যখন সে মুক্তি লাভ করেছিল তখন স্বামীর বৈবাহিক সূত্র বহাল রাখা না রাখার ব্যাপারে তাকে স্বাধীনতা প্রদান করা হয়েছিল। তাকে গোশত ছ্বদাকা করা হয়েছিল, রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের (আয়িশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা)) কাছে এলেন, তখন গোশতের হাঁড়ি চুলার ওপর টগবগ করছিল। তিনি খাবার চাইলেন, তখন তাঁর সামনে রুটি এবং ঘর থেকে তরকারী পরিবেশন করা হলো। তিনি বললেন, আমি কি লক্ষ্য করিনি যে, চুলার ওপর হাঁড়ি আছে, যার মধ্যে গোশত রয়েছে। তাঁরা বললেন, জি হ্যাঁ আল্লাহর রাসূল! কিন্তু সে গোশত বারীরাহকে ছাদক্বাহ হিসেবে দেয়া হয়েছে। আমরা আপনাকে সে গোশত খাওয়াতে অপছন্দ করলাম (কেননা আপনি তো ছাদক্বাহ খান না)। অতঃপর তিনি বললেন, সেগুলো তার জন্য ছাদক্বাহ আর আমাদের জন্য হাদীয়াহ। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ব্যাপারে বলেছেন, ওয়ালা এর অধিকারী সেই ব্যক্তি হবে যে গোলাম আযাদ করবে। [ছ্বহীহ বুখারী হা/২৫৭৮, ৫০৯৭, ৫৪৩০, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৫০৪]

٩-كِتَاب النِّكَاح

পর্ব-৯: নিকাহ- বিবাহ

বিবাহের বিধান:

মানুষের অবস্থাভেদে বিবাহের হুকুম বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে, যেমন:

১. ওয়াজিব বিবাহ: এটা তার জন্য প্রযোজ্য হবে, যে বিবাহের সামর্থ রাখে, তার অন্তরেও প্রবল কামনা এবং ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা বিদ্যমান;

কেননা হালাল উপায়ে চরিত্র হেফাজত এবং হারাম থেকে আত্মরক্ষা দুটোই ওয়াজিব, আর বিবাহ ছাড়া এটি সম্ভব নয়।

২. **মুস্তাহাব বিবাহ:** এটা তার জন্য প্রযোজ্য হবে, যে ব্যক্তি বিবাহ না করলেও যিনা-ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে না, যদি বিবাহ করে তবে তার দ্বারা স্ত্রীর উপর জুলুমও হবে না, বিবাহের প্রতি তার আগ্রহও বিদ্যমান এবং সামগ্রিকভাবে সে বিবাহের সামর্থ রাখে। আর এটি অধিকাংশ মানুষের অবস্থা।

৩. **হারাম বিবাহ:** এটা তার জন্য প্রযোজ্য হবে, যে ব্যক্তির প্রবৃত্তির চাহিদাও নেই আবার সামর্থ নেই, এটা নিজে থেকেই বুঝতে পারে যে, তার সহবাসের ক্ষমতা নেই অথবা ভরণপোষণের ক্ষমতা নেই অথবা অত্যাবশ্যক অধিকারসমূহ পূরণেরও ক্ষমতা নেই; যেহেতু হারামের দিকে ধাবিত করে এমন প্রতিটি বিষয়ই হারাম।

৪. **মাকরূহ বিবাহ:** এটা তার জন্য প্রযোজ্য হবে, যে ব্যক্তি নিজের উপরে এই ভয় পায় যে, সে জুলুম-অত্যাচারে লিপ্ত হবে, (স্ত্রীকে) ক্ষতিগ্রস্থ করবে, অভাবের কারণে ব্যর্থ হয়ে পড়বে। অনুরূপভাবে যদি সে ভয় পায় ব্যয়ভার বহনে তার অক্ষমতা অথবা আচরণগত কষ্ট দেওয়া অথবা নারীদের ব্যাপারে তার আগ্রহের কমতি অথবা তার ইলম শিক্ষা ও শিক্ষাদান কার্যক্রম বাধাগ্রস্থ হওয়া বা এরকম আরো অন্যান্য বিষয়গুলোকে।

৫. **মুবাহ বিবাহ:** এটা তার জন্য প্রযোজ্য হবে, যে ব্যক্তির বিবাহের দিকে ধাবিতকারী কোন কারণ নেই, আবার বিবাহ থেকে নিষেধেরও কোন কারণ উপস্থিত নেই। এটা এভাবে যে, তার অন্তরে বিবাহের প্রতি (নারীদের প্রতি) তেমন কোন আগ্রহও নেই কিন্তু সে এ ব্যাপারে সক্ষমতা রাখে।

বিবাহের শর্তসমূহ

বিবাহের শর্তাবলী: বিবাহ শুদ্ধ হওয়ার জন্য নিম্নবর্ণিত শর্তগুলো পূরণ হতে হবে:

১. স্বামী-স্ত্রী নির্দিষ্ট হওয়া

২. স্বামী-স্ত্রী উভয়ের সন্তুষ্টি থাকা

৩. অভিভাবক (الولي), সুতরাং কোন নারীর বিবাহ শুদ্ধ হবে না অভিভাবক [এর অনুমতি] ছাড়া।

৪. মোহর সাপেক্ষে বিবাহ হতে হবে

৫. বংশীয়, বৈবাহিক, দুধ সম্পর্কিত ও দীনের [ধর্মের ভিন্নতা] সংক্রান্ত বা অন্যান্য প্রতিবন্ধক বিষয় থেকে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের মুক্ত থাকা

৬. বিবাহ করা (النكاح) বা বিবাহ দেওয়া (التزويج) সংশ্লিষ্ট শব্দ প্রয়োগে ঈজাব ও ক্ববূল সংঘটিত হওয়া।

٢٩٦. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَن اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ".

২৯৬. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হে যুব সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্যে যার বিবাহের সামর্থ্য আছে সে যেন বিবাহ করে। কারণ বিবাহ দৃষ্টি নত করার ও লজ্জাস্থান সংরক্ষণ করার পক্ষে অধিকতর সহায়ক। আর যে সামর্থ্যের অধিকারী নয় সে যেন ছিয়াম রাখে। কেননা, ছিয়াম তার যৌনতাকে দমন করবে। [ছ্বহীহ বুখারী হা/৫০৬৬, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৪০০]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যে সব যুবক বিবাহ করার ক্ষমতা ও সামর্থ্য রাখে তথা ভরণ পোষণ ও বিবাহের অন্যান্য যাবতীয় খরচ খরচার ক্ষমতা রাখে, তাকে ইসলামী শরী'আত বিবাহ করতে নিদের্শ প্রদান করেছে।

٢٩٧. عَن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلُوا أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَمَلِهِ فِي السِّرِّ. فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لا أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، وقَالَ بَعْضُهُمْ: لا آكُلُ اللَّحْمَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لا أَنَامُ عَلَى فِرَاشٍ. فَبَلَغَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ.

وَقَالَ: "مَا بَالُ أَقْوَامٍ قَالُوا: كَذَا وَكَذَا؟ وَلَكِنِّي أُصَلِّي وَأَنَامُ، وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ، وأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَن رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي.

২৯৭. আনাস ইবনে মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর একদল ছাহাবী নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর স্ত্রীগণকে তাঁর গোপন আমল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। (উত্তর শ্রবণ করার পর) তাদের কেউ কেউ বললেন, আমি কোনো নারীকে বিবাহ করব না। আবার অন্য একজন বললো, আমি গোশত খাব না। অন্য একজন বললেন, আমি কোনো বিছানায় ঘুমাব না। এরপর বিষয়টি নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট পৌঁছিলে তিনি ভাষণ প্রদান করেন। শুরুতেই তিনি আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান করেন। এরপর তিনি বলেন, লোকদের কি হলো যে, তারা এরকম এরকম কথা বলেন, কিন্তু আমি রাত্রিতে (নফল) ছ্বলাত আদায় করি ও ঘুমাই এবং ছিয়াম রাখি ও ছিয়াম ত্যাগ করি। আমি নারীদেরকে বিবাহ করেছি। সুতরাং আমার সুন্নাত থেকে যে বিমুখ হবে সে আমার অন্তর্ভুক্ত নয়। [ছ্বহীহ বুখারী হা/৫০৬৩, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৪০১]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাতের অনুসরণ ও অনুকরণ করার মধ্যেই কল্যাণ, বরকত ও ছওয়াব রয়েছে। নফসকে কষ্ট দেয়া এবং আরাম আয়েশ থেকে মাহরুম করা ধর্মীয় কোনো বিষয় নয়। বরং তা বাড়াবাড়িকারী বিদ'আতীদের তরীকার অন্তর্ভুক্ত এবং নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাতের বিরোধী। বৈরাগী তথা দুনিয়া বিমুখ হওয়া এবং ইবাদত করার উদ্দেশ্যে দুনিয়াবী বৈধ স্বাদ ও আরাম আয়েশ বর্জন করা নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পবিত্র সুন্নাত থেকে বের হওয়া এবং মুমিনগণের পথ অনুসরণ না করা।

٢٩٨. عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: رَدَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظعُونٍ التَّبَتُّلَ، وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لاخْتَصَيْنَا. التَّبَتُّلَ: تَرْكُ النِّكاحِ، وَمِنْهُ قِيلَ لِمَرْيَم عليها السلام: الْبَتُولِ.

২৯৮. সা'দ ইবনে আবূ ওয়াক্কাছ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, উসমান ইবনে মাযউন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট তাবাত্তুল তথা বিয়ে না করে থাকার অনুমতি প্রার্থনা করলে তিনি তার এ আবেদনকে প্রত্যাখ্যান করেন। যদি তাকে এ অনুমতি দেয়া হতো তাহলে আমরাও খাসী হয়ে যেতাম। [ছহীহ বুখারী হা/৫০৭৩, ছহীহ মুসলিম হা/১৪০২]

তাবাত্তুল অর্থ বিবাহকে বর্জন করা। এ অর্থের দৃষ্টিকোণ থেকেই মারিয়াম কে البتول বলা হতো।

২৯৯. عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، انْكِحْ أُخْتِي ابْنَةَ أَبِي سُفْيَانَ، فَقَالَ: " أَوَ تُحِبِّينَ ذَلِكِ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ، وَأَحَبُّ مَنْ شَارَكَنِي فِي خَيْرٍ، أُخْتِي.فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ ذَلِكِ لاَ يَحِلُّ لِي ". قَالَتْ: فَإِنَّا نُحَدَّثُ أَنَّك تُرِيدُ أَنْ تَنْكِحَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ. قَالَ: "بِنْتَ أُمِّ سَلَمةَ"؟ قُلْتُ: نَعمْ، فقَالَ: " لَوْ إِنَّهَا لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حَجْرِي مَا حَلَّتْ لِي، إِنَّهَا لابْنَةُ أَخِي مِن الرَّضَاعَةِ، أَرْضَعَتْنِي وَأَبَا سَلَمَةَ: ثُوَيبَةُ، فَلا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلا أَخَوَاتِكُنَّ".

قَالَ عُرْوَةُ: وَثُوَيْبَةُ مَولاةٌ لأَبِي لَهَبٍ، كانَ أبو لهَبٍ أَعْتَقَهَا، فَأَرْضَعَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَلَمَّا مَاتَ أَبُو لَهَبٍ، رَآهُ بَعْضُ أَهْلِهِ بِشَرِّ حِيبَةٍ، قَالَ لَهُ: مَاذَا لَقِيتَ؟ قَالَ أَبُو لَهَبٍ: لَمْ أَلْقَ بَعْدَكُمْ خَيْرًا، غَيْرَ أَنِّي سُقِيتُ فِي هَذِهِ بِعَتَاقَتِي ثُوَيْبَةَ. الحِيبَةُ: بكسر الحاء المهملة: الحالة.

২৯৯. রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সহধর্মিনী উম্মু হাবীবাহ বিনতে আবূ সুফইয়ান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আপনি আবূ সুফইয়ান এর কন্যা আমার বোন ('আয্যাহ) কে বিবাহ করুন। অতঃপর আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি কি তা পছন্দ কর? তিনি

বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আমি তো আপনার একক স্ত্রী নই। আর কল্যাণে কেউ আমার শরীক হলে, তা সে আমার বোন হোক এটাই আমি বেশি পছন্দ করি। তারপর রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাকে তো বিবাহ করা আমার জন্য হালাল নয়। তিনি বললেন, তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের মধ্যে আলোচনা হচ্ছে যে, আপনি আবূ সালামার কন্যা (দুর্‌রাহ) কে বিবাহ করার ইচ্ছা রাখেন। তিনি বললেন, আবূ সালামার কন্যাকে? উম্মু হাবীবাহ বলেন, হ্যাঁ। রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যদি সে আমার অভিভাবকত্বে প্রতিপালিত নাও হতো তবুও সে একারণে আমার জন্য হালাল হতো না, সে আমার দুধ ভাইয়ের কন্যা। আমাকে ও তার পিতা আবূ সালামাকে ছুহাইবাহ দুধ পান করিয়েছেন। তাই তোমরা আমার কাছে তোমাদের কন্যা ও ভগ্নিদেরকে বিবাহের প্রস্তাব পেশ করো না।

বর্ণনাকারী ওরওয়াহ বরেন, ছওয়াইবাহ আবূ লাহাবের দাসী ছিল। আবূ লাহাব তাকে আযাদ করে দিয়েছিল। এরপর সে দাসী নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দুধ পান করিয়েছিল। এরপর আবূ লাহাব যখন মৃত্যু বরণ করল তখন তার পরিবারের কেউ (স্বপ্নে) তার খারাপ অবস্থা দেখতে পেয়ে তাকে জিজ্ঞেস করল, তোমার সাথে কেমন আচরণ করা হয়েছে? তখন আবু লাহাব বলল, তোমাদের থেকে পৃথক হওয়ার পরে আমি খুব কষ্টে আছি। তবে ছুহাইবাহকে মুক্ত করার কারণে আমি কিছু পানি পান করতে পারছি। [ছ্বহীহ বুখারী হা/৫১০১, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৪৪৯]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

স্ত্রীর বোনকে বিবাহ করা হারাম। পালিত কন্যাকে বিবাহ করাও হারাম। দুধ ভাইয়ের মেয়েকে বিবাহ করা হারাম। কেননা বংশগত কারণে যতজন নারীকে বিবাহ করা হারাম, অনুরূপ দুধপান সম্পর্কের কারণেও ততজন নারীকে বিবাহ করা হারাম।

٣٠٠. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
" لا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا ".

৩০০. আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোনো নারী ও তার ফুফুকে এবং কোনো নারী ও তার খালাকে একত্রে বিবাহ করা যাবে না। [ছহীহ বুখারী হা/৫১০৯, ছহীহ মুসলিম হা/১৪০৮]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

দুই বোনকে একত্র বিবাহ করা, কোনো নারী ও তার খালাকে একত্রে বিবাহ করা বা কোনো নারী ও তার ফুফুকে একত্রে বিবাহ করা হারাম।

٣٠١. عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ – قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ: مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ .

৩০১. উকবাহ ইবনে ‘আমির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে সব শর্তসমূহের মাধ্যমে তোমরা যৌনাঙ্গকে হালাল করেছ, অন্য সকল শর্তের মধ্যে পূর্ণ করার দিক দিয়ে সেগুলো অগ্রাধিকার রাখে। [ছহীহ বুখারী হা/৫১৫১, ছহীহ মুসলিম হা/১৪১৮]

٣٠٢. عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ نِكَاحِ الشِّغَارِ. وَالشِّغَارُ: أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الْآخَرُ ابْنَتَهُ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ.

৩০২. আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিগার বিবাহ করা থেকে বারণ করেছেন। আর শিগার হলো একজন তার কন্যাকে অন্যের সাথে বিবাহ দিবে এ শর্তে যে, সে তার কন্যাকে প্রথম ব্যক্তির সাথে বিবাহ দিবে, উভয় বিবাহে কোনো মোহর থাকে না। [ছহীহ বুখারী হা/৫১১২, ছহীহ মুসলিম হা/১৪১৫]

٣٠٣. عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَن لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ.

৩০৩. আলী ইবনে আবূ তালিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খয়বারের দিন মুত'আহ বিবাহ (কোনো পুরুষ কোনো নারীকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সাময়িকভাবে বিবাহ করা) ও গৃহপালিত গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন। [ছ্বহীহ বুখারী হা/৫১১৫, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৪০৭]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মুত'আহ বিবাহ হারাম ও বাতিল। মুত'আহ বিবাহ হচ্ছে কোনো পুরুষ কোনো নারীকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সাময়িকভাবে বিবাহ করা। ইসলামের প্রাথমিক যুগে বিশেষ প্রয়োজনে এ বিবাহ বৈধ ছিল। এরপর চিরতরে এবং স্থায়ীভাবে এ বিবাহ নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। যদিও প্রয়োজন সাপেক্ষে হয় তবুও তা নিষিদ্ধ। গৃহ পালিত গাধার গোশত খাওয়া নিষিদ্ধ এবং এটি নাপাক। তবে এর বিপরীত বন্য গাধার গোশত খাওয়া বৈধ। সর্ব সম্মতিক্রমে তা হালাল।

٣٠٤. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لا تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ".

৩০৪. আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বিধাব নারীর বিবাহ তার অনুমতি ব্যতীত দেয়া যাবে না। আর কুমারীর বিবাহ তার সম্মতি ব্যতীত দেয়া চলবে না। তারা (উপস্থিত ছাহাবায়ে কেরাম) জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! কুমারীর সম্মতি কিরূপে নেয়া যাবে? উত্তরে তিনি বললেন তার নীরবতাই সম্মতি। [ছ্বহীহ বুখারী হা/৫১৩৬, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৪১৯]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

স্বামীহীনা (বিধবা, তালাকপ্রাপ্তা) নারীকে তার বিনা অনুমতিতে বিবাহ দেয়া নিষিদ্ধ। অনুমতি চাওয়ার পূর্বে কুমারীর বিবাহ দেয়া নিষেধ। তার বিনা অনুমতি ও সম্মতি ছাড়া বিবাহ বাতিল হিসেবে গণ্য হবে। কুমারী মেয়ে

অধিক লজ্জাশীল হওয়ার কারণে তার চুপ থাকা তার অনুমতি হিসেবে যথেষ্ট হবে।

٣٠٥. عَن عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَت: جَاءَتِ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ، فَطَلَّقَنِي، فَبَتَّ طَلاقِي فَتَزَوَّجْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزُّبَيْرِ وَإِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ. فَتَبَسَّمَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ– وَقَالَ: "أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ؟ لا، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ". قَالَتْ: وَأَبُو بَكْرٍ عِنْدَهُ، وَخَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ بِالْبَابِ يَنْتَظِرُ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ، فَنَادَى: "يَا أَبَا بَكْرٍ، أَلا تَسْمَعُ إِلَى هَذِهِ مَا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟.

৩০৫. আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রিফা'আহ কুরাযী নামক জনৈক ছাহাবীর স্ত্রী আল্লাহর রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসে বলল, আমি রিফা'আহর বিবাহিতা স্ত্রী ছিলাম। সে আমাকে সম্পূর্ণরূপে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে অর্থাৎ তিন তালাক প্রদান করেছে, তারপর আমি আব্দুর রহমান ইবনে যাবীর এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হই। কিন্তু তার কাছে এই কাপড়ের সদৃশ ছাড়া আর কিছুই নেই। এ কথা শ্রবণ করার পর রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুচকি হাসি হাসলেন। আর বললেন, তুমি কি এখন রিফা'আহর কাছে ফিরে যেতে চাও? না (তুমি তার কাছে ফিরে যেতে পারনা) যতক্ষণ না তুমি তার স্বাদ গ্রহণ কর এবং সে তোমার স্বাদ গ্রহণ করে। আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, এ সময় আবূ বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট ছিলেন এবং খালিদ ইবনে সাইদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) দরজায় দাঁড়িয়ে প্রবেশের অনুমতি পাওয়ার অপেক্ষায় ছিলেন। তখন খালিদ আবূ বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে ডেকে বললেন, আপনি কি এ মহিলার কথা শ্রবণ করছেন না, সে কিভাবে রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট তার কথা প্রকাশ করছে? [ছ্বহীহ বুখারী হা/৫২৬০, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৪৩৩]

٣٠٦. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ إِذَا تزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ: أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا ثُمَّ قَسَمَ. وإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاثًا ثُمَّ قَسَمَ. قَالَ أَبُو قِلابَةَ: وَلَوْ شِئْتُ لَقُلْتُ: إِنَّ أَنَسًا رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

৩০৬. আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, সুন্নাত তরীকা এই যে, কোনো ব্যক্তি পূর্ব বিবাহিতা স্ত্রী থাকতে কুমারীকে বিবাহ করলে, তার নিকট সাত দিন অবস্থান করে পরে অংশ নির্ধারণ করবে। আর বিধবা বা তালাক প্রাপ্তাকে বিবাহ করলে তার নিকট তিনদিন অবস্থান করে পরে অংশ নির্ধারণ করবে। আবূ কিলাবাহ বলেন, আমি যদি বলতে ইচ্ছা করি তাহলে আমি বলব যে, হাদীছটিকে আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। [ছ্বহীহ বুখারী হা/৫২১৪, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৪৬১]

٣٠٧. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَوْ أَنَّ أَحدَكُم– إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ قَالَ: بِسْمِ الله، اللَّهمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ، لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ أَبَدًا".

৩০৭. ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন তার স্ত্রী সহবাস করবে তখন সে যদি বলে,

بِاسْمِ اللهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا

(আল্লাহর নামে শুরু করছি, হে আল্লাহ তুমি আমাদেরকে শয়তান থেকে দূরে রাখ এবং আমাদেরকে এই মিলনের ফলে তুমি যে সন্তান প্রদান করবে তাকেও শয়তান থেকে রক্ষা কর)। এরপর উক্ত সহবাসের কারণে যদি কোনো সন্তান সৃষ্টি হয় তাহলে সে সন্তানকে শয়তান কখনো কোন ক্ষতি করতে পারবে না। [ছ্বহীহ বুখারী হা/৬৩৮৮, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৪৩৪]

٣٠٨. عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ ". فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ؟ قَالَ: "الْحَمْوُ الْمَوتُ". وَلِمُسْلِمٍ: عَن أَبِي الطَّاهِرِ عنِ ابنِ وَهْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ اللَّيْثَ يَقُولُ: الحَمْوُ: أَخو الزَّوْجِ، وَمَا أَشْبَهَهُ مِن أَقَارِبِ الزَّوْجِ، ابنِ الْعَمِّ وَنَحْوِهِ.

৩০৮. ওকবাহ ইবনে আমির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা (অপর) নারীদের (নিঃসঙ্গভাবে) নিকট গমন (বা তার গৃহে প্রবেশ) হতে নিজেদেরকে বিরত রাখ। এটা শুনে উপস্থিত জনৈক ব্যক্তি প্রশ্ন করল, হে আল্লাহর রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! দেবরের ব্যাপারে আপনার মতামত কি? উত্তরে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, দেবর তো মরণসমতুল্য।

ছহীহ মুসলিমে, আবূ ত্বাহের হতে তিনি ইবনু ওয়াহ হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমি লাইছ থেকে শ্রবণ করেছি, তিনি বলছেন, **الحَمْوُ**। অর্থ স্বামীর ভাই ও এ ধরনের নিকটতম ব্যক্তিবর্গ ও চাচার ছেলে ও প্রমূখ ব্যক্তি। [ছ্বহীহ বুখারী হা/৫২৩২, ছ্বহীহ মুসলিম হা/২১৭২]

٥٥- بَابُ الصَّدَاق

অধ্যায়: ৫৫-মোহরের (মোহরানা) বর্ণনা

স্বামী স্ত্রীর যৌনাঙ্গ বৈধভাবে উপভোগ করার বিনিময়ে স্ত্রীর জন্য বিবাহের সময় কিংবা বিবাহের পরে যে বস্তু প্রদান করে তাকে মোহর (মোহরানা) বলে।

٣٠٩. عَن أنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضي الله عَنْة أنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أعْتَقَ صَفِيَّةَ وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا.

৩০৯. আনাস ইবনে মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাফিইয়্যাহকে মুক্ত করে দিয়েছেন। আর তাকে মুক্ত করে দেয়াকেই তার মোহর হিসেবে নির্দিষ্ট করেছেন। [ছ্বহীহ বুখারী হা/৫০৮৬, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৩৬৫]

٣١٠. عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ: أنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَتْهُ امْرَأةٌ فَقَالَتْ: إنِّي وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ، فَقَامَتْ طَوِيلًا. فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ الله، زَوِّجْنِيهَا إنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ. فَقَالَ: "هَلْ عِنْدَكَ مِن شيْءٍ تُصْدِقُهَا"؟ فَقَالَ: مَا عِنْدِي إلا إزَارِي هَذَا. فَقَالَ رَسَول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إنْ أعْطَيْتَهَا إزَارَكَ جَلَسْتَ وَلا إزَارَ لَكَ، فَالْتَمِسْ شَيْئًا". قَالَ: مَا أجِدْ، قَالَ: (الْتَمِسْ وَلَو خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ). فَالْتَمَسَ فَلَمْ يَجِدْ شَيئًا. فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " هَل مَعَكَ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ"؟ قَالَ: نَعَمْ. فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ".

৩১০. সাহল ইবনে সা'আদ আস-সা'ঈদী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, একদা রাসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট একজন নারী এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি নিজেকে আপনার জন্য সঁপে দিলাম (বিবাহের উদ্দেশ্যে)। রাসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিরব রইলেন। নারীটি বহুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। এমন সময় একজন লোক দাঁড়িয়ে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! যদি আপনার প্রয়োজন না থাকে, তবে তাকে আমার সাথে বিবাহ দিন। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার সাথে এমন কোনো কিছু আছে কি যা দিয়ে তাকে তুমি মোহর হিসেবে দিতে পার? সে বলল, আমার এ লুঙ্গি ছাড়া আর কিছুই নেই। তিনি বললেন, যদি তুমি তাকে এ লুঙ্গিটি দিয়ে দাও তাহলে তুমি বসবে এমতবস্থায় তোমার কোনো লুঙ্গি থাকবে না। যাও কিছু জুটিয়ে

আন। লোহার আংটি হলেও নিয়ে এসো। সে খুঁজে কিছুই পেল না। রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার কি কিছু কুরআন মুখস্ত আছে? সে বলল, হ্যাঁ, অমুক সূরা, অমুক সূরা। এতে তিনি বললেন, তোমার যে পরিমাণ কুরআন মুখস্ত আছে তার বিনিময় আমি তার সাথে তোমাকে বিয়ে দিয়ে দিলাম। [ছ্বহীহ বুখারী হা/৫১৩৫, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৪২৫]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ইমাম সেই নারীর অভিভাকত্বের দায়িত্ব পালন করবে, যে নারীর আপনজনের মধ্য থেকে কোনো অভিভাবক নেই। বিবাহের ক্ষেত্রে মোহর নির্ধারণ করা আবশ্যক। কেননা এটি অন্যতম একটি বিনিময়। মোহর দিতে অপারগ ও অক্ষম ব্যক্তির জন্য সামান্য কিছু মোহর প্রদান করাও জায়েয। বিবাহের খুতবাহ প্রদান করা আবশ্যক নয় কেননা এই হাদীছে খুতবাহর কথা উল্লেখ করা হয়নি।

৩১১. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ وَعَلَيْهِ رَدْعُ زَعْفَرَانٍ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مَهْيَمْ؟). فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ، تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً. فَقَالَ: "مَا أَصْدَقْتَهَا؟ قَالَ: وَزْنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " بَارَكَ اللهُ لَكَ، أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ ".

৩১১. আনাস ইবনে মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, একদা নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিখ্যাত ছাহাবী আব্দুর রহমান ইবনে ‘আওফ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর (কাপড়ের) ওপর যা‘ফরানের রং দেখতে পেয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলেন, কি ব্যাপার কিসের রং এটা? তিনি বললেন, আমি জনৈকা (আনছারী) রমণীকে খেজুরের আঁটির সমান স্বর্ণের বিনিময়ে (মোহরে) বিবাহ করেছি। (উক্ত বিবাহের ফলে এই রং লেগেছে) রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ তা‘আলা তোমার এই বিবাহকে বরকতময় করুন। একটি বকরী দ্বারা হলেও তুমি ওলীমা কর। [ছ্বহীহ বুখারী হা/৫১৫৩, ৫১৫৫, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৪২৭]

١٠–كتاب الطلاق

পর্ব-১০: তালাক

শারঈ অর্থে তালাক হচ্ছে বিবাহ বন্ধনকে মুক্ত করা।

٣١٢. عنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنْهُمَا: أنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فتَغَيَّظَ مِنْهُ رسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: "لِيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ فَتَطْهُرَ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أنْ يَمَسَّهَا، فَتِلْك الْعِدَّةُ، كَمَا أمَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ". وَفِي لَفْظٍ " حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً مُسْتَقْبَلَةً، سِوَى حَيْضَتِهَا الَّتِي طَلَّقَهَا فِيهَا ". وَفِي لَفْظٍ: فَحُسِبَتْ مِنْ طَلَاقِهَا، وَرَجَعَهَا عَبْدُ اللهِ كَمَا أَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

৩১২. আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি একবার তার স্ত্রীকে ঋতুবস্থায় তালাক প্রদান করেন। (তার কাজে মনে সন্দেহ ও আপত্তি জাগায় পিতা উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)) ঘটনাটি রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামে অবহিত করেন। এটা শুনে রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত রাগান্বিত হলেন ও পরে বললেন, যাও তাকে গিয়ে বলো সে যেন প্রত্যাহার করে নেয় এবং পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত তাকে নিজের কাছে রেখে দেয়। হ্যাঁ, যদি তার একান্ত তালাক দেয়ার দরকার হয়, তবে এর পরে এক ঋতুস্রাব অতিবাহিত হয়ে পবিত্রাবস্থায় যেন সে তালাক প্রদান করে। এটাই উক্ত ইদ্দত যা আল্লাহ তা'আলা তালাক প্রদানের সময় পালন করার আদেশ দিয়েছেন।

অন্য বর্ণনায় এসেছে, যতদিন না সে আগামী এক ঋতুস্রাবে আগমন না করে। সেই ঋতুস্রাব ব্যতীত যে ঋতুস্রাবে তাকে তালাক দেয়া হয়েছে।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, অতঃপর এটাকে এক তালাক গণ্য করা হয়েছিল। এরপর আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) তাই করেন যা তাকে নাবী

ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদেশ করেন। [ছ্বহীহ বুখারী হা/৪৯০৮, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৪৭১]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

হায়েয অবস্থায় তালাক দেয়া হারাম।

٣١٣. عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ: أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَهَا أَلْبَتَّةَ، وَهُوَ غَائِبٌ. وَفِي رِوَايَةٍ: طَلَّقَهَا ثَلَاثًا– فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلَهُ بِشَعِيرٍ، فَسَخِطَتْهُ، فَقَالَ: وَاللهِ مَالَكِ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ. فَجَاءَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: " لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ" وَفِي لَفْظٍ "وَلَا سُكْنَى".

فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ، ثُمَّ قَالَ: " تِلْكَ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي، اعْتَدِّي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى، تَضَعِينَ ثِيَابَكَ عِنْدَهُ، فَإِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي ". قَالَتْ: فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لَهُ: أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَأَبَا جَهْمٍ خَطَبَانِي. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ: فَصُعْلُوكٌ لا مَالَ لَهُ، انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ"، فَكَرِهْتُهُ. ثُمَّ قَالَ: " انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ"، فَنَكَحْتُهُ، فَجَعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا، وَاغْتَبَطْتُ بِهِ.

৩১৩. ফাতিমা বিনতে কায়স (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তার স্বামী আবূ ‘আমর ইবনে হাফছ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাকে বায়িন তালাক (তিন তালাক) প্রদান করেন। এরপর সামান্য পরিমাণ যবসহ উকীলকে তার কাছে পাঠিয়ে দেন। এতে ফাতিমা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তার ওপর ভীষণভাবে অসন্তুষ্ট হন। সে (উকীল) বলল, আল্লাহর কসম! তোমার (খোরপোষরূপে) কোনো কিছু দেয়া আমাদের দায়িত্ব নয়। তখন ফাতিমাহ বিনতে কায়স (রাযিয়াল্লাহু আনহা) রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে উপস্থিত হয়ে তার নিকট সব খুলে বললেন, (তার কথা শুনে) তিনি বললেন, তোমার জন্য তোমার স্বামী আবু ‘আমর ইবনু হাফছ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর দায়িত্বে কোনো খোরপোষ নেই। অন্য বর্ণনায়

রয়েছে, তোমার কোনো অবস্থান করার স্থান প্রদান করার দায়িত্বও তার নেই। এরপর তিনি তাকে উম্মু শরীক এর ঘরে গিয়ে ইদ্দত পালন করার নির্দেশ দেন। অতঃপর তিনি এও বললেন যে, সে মহিলা (উম্মু শরীক) এমন একজন মহিলা যার কাছে আমার ছাহাবীগণ ভীড় করে থাকেন। তুমি বরং ইবনু উম্মু মাকতুমের বাড়িতে গিয়ে ইদ্দাত পালন করতে থাক। কেননা সে একজন অন্ধ মানুষ। সেখানে তুমি প্রয়োজনবোধে তোমার পরিধানের বস্তু খুলে রাখতে পারবে। ইদ্দাত পূর্ণ হলে তুমি আমাকে জানাবে। তিনি বললেন, যখন আমার ইদ্দাত পূর্ণ হলো তখন আমি রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে জানালাম যে, মু'আবিয়া ইবনু আবী সুফিয়ান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ও আবূ জাহম (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আমাকে বিবাহের পয়গাম পাঠিয়েছেন। তখন রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আবূ জাহম এমন লোক যে, তাঁর কাঁধ থেকে লাঠি নামিয়ে রাখেনা। আর মু'আবিয়া (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তো গরীব মানুষ যার কোনো সম্পদ নেই। তুমি উসামাহ ইবনে যায়েদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হও। কিন্তু আমি তাকে পছন্দ করলাম না। পরে তিনি আবার বললেন, তুমি উসামাকে বিয়ে করো। তখন আমি তার সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলাম। আল্লাহ এতে (তার ঘরে) আমাকে বিরাট কল্যাণ দান করলেন। আর আমি ঈর্ষার পাত্রে পরিণত হলাম। [ছ্বহীহ বুখারী হা/৫৩২৩, ৫৩২৪, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৪৮০]

٥٦–بَابُ العِدَّةِ

অধ্যায়: ৫৬-ইদ্দাত এর বর্ণনা

কোনো নারীর বিবাহ বিচ্ছেদের পর দ্বিতীয় বিবাহের জন্য এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়, একে ইদ্দাত বলে।

٣١٤. عَنْ سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةِ: أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ بْنِ خَوْلَةَ وَهُوَ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ، وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا، فَتُوُفِّيَ عَنْهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، وَهِيَ حَامِلٌ، فَلَمْ

تَنْشَبْ (تلبث) أَنْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاتِهِ، فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا تَجَمَّلَتْ لِلْخُطَّابِ. فَدَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ– رَجُلٌ مِن بَنِي عَبْدِ الدَّارِ– فَقَالَ لَهَا: مَالِي أَرَاكِ مُتَجَمِّلَةً؟ لَعَلَّكِ تُرَجِّين النِّكَاح؟ وَاللهِ مَا أَنْتِ بِنَاكِحٍ حَتَّى تَمُرَّ عَلَيْكِ أربَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ.

قَالَتْ سُبَيْعَةُ: فَلَمَّا قَالَ لِي ذَلِكَ: جَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي حِينَ أَمْسَيْتُ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلْتُهُ عَن ذَلِكَ، فَأَفْتَانِي بِأَنِّي قَدْ حَلَلْتُ حِينَ وَضَعْتُ حَمْلِي، وَأَمَرَنِي بالتَّزوِيج إنْ بَدَا لِي. وَقَالَ ابنُ شِهَابٍ: وَلا أَرى بَأْسًا أنْ تَتَزَوَّجَ حِينَ وَضَعَتْ، وَإنْ كَانَتْ فِي دمِهَا، غَيْرَ أنْ لا يَقْرَبُهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَطْهُرَ.

৩১৪. সুবায়'আহ আল আসলামীয়াহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বানু আমির ইবনু লুই গোত্রের সা'দ ইবনে খাওলার স্ত্রী ছিলেন। তিনি ছিলেন বদরী ছাহাবী। সা'দ ইবনে খাওলান বিদায় হাজ্জের সময় ওফাত পান। সে সময় সুবায়'আহ গর্ভবতী ছিলেন। তার স্বামীর ইন্তিকালের অব্যবহির পরেই তিনি সন্তান প্রসব করেন। এরপর যখন তিনি নিফাস থেকে পবিত্র হলেন, তখন বিবাহের পয়গাম দাতাদের জন্য সাজসজ্জা করতে লাগলেন। তখন বানু আব্দিদ দার গোত্রের আবুস সানাবিল ইবনু বা'কাক নামক এক ব্যক্তি তার কাছ এলেন। তখন তিনি তাকে বললেন, তোমার ব্যাপার কী? আমি তোমাকে সাজসজ্জা করতে দেখতে পাচ্ছি। সম্ভাবত তুমি বিবাহ প্রত্যাশী? আল্লাহর কসম চার মাস দশ দিন অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত তুমি বিয়ে করতে পারবে না। সুবা'য়াহ বললেন, যখন সে লোকটি আমাকে এ কথা বললেন, তখন কাপড় চোপড় পরিধান করে সন্ধা বেলা রাসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে চলে এলাম। এরপর আমি তাকে সে বিষয়ে জানিয়ে দিলাম। তিনি আমাকে জানিয়ে দিলেন যে, সন্তান ভমিষ্ট হওয়ার সাথে সাথেই আমার ইদ্দত পূর্ণ হয়ে গেছে। তিনি আমাকে আরো আদেশ দিলেন যে, আমি ইচ্ছা করলে, বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারি। ইবনু শিহাব (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার পরপরই প্রসূতির জন্য বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়াকে আমি দূষণীয় মনে করি না যদিও সে তখন নিফাসের ইদ্দাত পালন করতে থাকে। তবে নিফাস থেকে পবিত্র

হওয়ার পূর্বে স্বামী যেন স্ত্রীর সাথে যৌন সঙ্গম না করে। [ছ্বহীহ বুখারী হা/৩৯৯১, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৪৮৪]

٣١٥. عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلمَةَ قَالَتْ: تُوُفِّيَ حَمِيمٌ لأُمِّ حَبِيبَةَ، فَدَعَتْ بِصُفْرَةٍ فَمَسَحَتْ بِذِرَاعَيْهَا، فَقَالَتْ: إنَّمَا أَصْنَعُ هَذَا، لأَنِّيَ سَمِعْتُ رسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِالله وَالْيَومِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ، إلَّا عَلَى زَوْجٍ أربَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا" الحميم: القرابة.

৩১৫. যায়নাব বিনতে উম্মু সালামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, উম্মু হাবীবাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর কোনো এক আপনজন মৃত্যুবরণ করেন। এরপর তিনি হলুদ রং নিয়ে আহবান করলেন, অতঃপর তা তার উভয় হাতে ব্যবহার করেন। এরপর বলেন, এই কাজ আমি এই জন্য করছি যে, আমি রাসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট শুনেছি, তিনি বলছেন, কোনো মুমিনা নারী যে আল্লাহর ও আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে তার পক্ষে কোনো মৃতের জন্য তিন দিনের বেশি শোক প্রকাশ করা বৈধ নয়। অবশ্য নারী তার স্বামীর মৃত্যুতে চার মাস দশ দিন শোক প্রকাশ করবে। [ছ্বহীহ বুখারী হা/৫৩৩৪, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৪৮৬]

الحميم বলা হয় নিকটতম আত্মীয়।

٣١٦. عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لا تُحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ، إلاَّ عَلَى زَوْجٍ، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ، وَلا تَكْتَحِلُ: ولا تَمَسُّ طِيبًا وَلا شَيْئًا إِلَّا إِذَا طَهُرَتْ: نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ".

العصب: ثياب من اليمن، فيها بياض وسواد. والنبذة: الشيء اليسير. والقسط: العود أو نوع من الطيب تُبخَر به النُّفَسَاء. والأظفار: جنس من الطيب لا واحد له من لفظه. وقيل: هو عطر أسود، القطعة منه تشبه الظفر.

৩১৬. উম্মু আতীয়াহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোনো মৃতের ওপর নারী যেন তিন দিনের বেশী শোক প্রকাশ না করে, অবশ্য স্বামীর মৃত্যুতে চার মাস দশ দিন শোক পালন করবে। লাল গোলাপি কাপড় পরিধান করবেনা, অবশ্য লালপাড় বিশিষ্ট সাদা কাপড় পরতে পারবে। সুরমা লাগাবে না, সুগন্ধি ব্যবহার করবেনা। অবশ্য মাসিক স্রাব হতে পাক হওয়াকালীন (গোসলের সময়) কুসত ও আযফার জাতীয় কাঠের সুগন্ধি ব্যবহার করতে পারে। [ছ্বহীহ বুখারী হা/৫৩৪১, ছ্বহীহ মুসলিম হা/২২/ ৯৩৮]

العصب এটি ইয়ামান দেশের এক প্রকার কাপড় যার মধ্যে সাদা ও কালো মিশ্রিত থাকে। النبذة অর্থ সামান্য কিছু। القسط হচ্ছে এক প্রকার কাঠ, বা সুগন্ধি যার দ্বারা নিফাস ওয়ালী মহিলারা সুগন্ধি হিসেবে ব্যবহার করে থাকে। والأظفار একপ্রকার সুগন্ধি, এ শব্দের কোনো একবচন নেই। কেউ কেউ বলেছেন এটি এক প্রকার কালো আতরের নাম। যার একটি অংশ আযফারের সাথে সাদৃশ।

٣١٧. عَن أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنَهَا، أَفَنَكْحُلُهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لا " مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا، ثُمَّ قَالَ: " إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ، وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ ". فَقَالَتْ زَيْنَبُ: كَانَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا دَخَلَتْ حِفْشًا وَلَبِسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا، وَلَمْ تَمَسَّ طِيبًا وَلا شَيْئًا، حَتَّى تَمُرَّ عَلَيْهَا سَنَةٌ، ثُمَّ تُؤْتَى بِدَابَّةٍ -حِمَارٍ أَوْ طَيْرٍ أَوْ شَاةٍ- فَتَفْتَضُّ بِهِ، فَقَلَّمَا تَفْتَضُّ بِشَيْءٍ إِلَّا مَاتَ، ثُمَّ تَخْرُجُ فَتُعْطَى بَعْرَةً فَتَرْمِي بِهَا، ثُمَّ تُرَاجِعُ بَعْدُ مَا شَاءَتْ مِنْ طِيبٍ أَوْ غَيْرِهِ.

৩১৭. উম্মু সালামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খেদমতে এক মহিলা এসে বলল, আমার

কন্যার স্বামী মারা গিয়েছে, (এখন সে ইদ্দাতকাল কাটাচ্ছে) তার চোখে অসুখ দেখা দিয়েছে, (চিকিৎসার্থে) আমি কি তার চোখে সুরমা লাগাতে পারব? তিনি উত্তর দিলেন না, পারবে না। মহিলাটি দু'বার বা তিন বার অনুমতি চাইল। প্রতিবারেই তিনি বললেন, না। অতঃপর তিনি বললেন, দেখ! মাত্র চার মাস দশ দিন। (এর বিধি নিষেধ পাল করতে তোমরা অতিষ্ট হয়ে উঠেছ?) অথচ জাহিলীয়াতের যুগে তোমাদের এক একজন নারীকে ইদ্দত পালন এক বছর পূর্ণ হলে উটের গোবর ফেলতে হতো। যায়নাব (রাদ্বিইয়াল্লাহু আনহা) বললেন, সে কালে কোনো স্বামী ইন্তিকাল করলে স্ত্রীকে একটি সংকীর্ণ কক্ষে প্রবেশ করানো হতো। ছিড়ে ফাটা কাপড় পরিধান করতে হতো। সে কোনো প্রসাধনী দ্রব্য স্পর্শ করতে পারত না। কিংবা অন্য কোনো সুগন্ধি ইত্যাদি ব্যবহার করত না। এমনিভাবে দীর্ঘ একটি বছর কেটে যেত। এরপর তার সামনে আনা হতো গাধা, বকরী কিংবা পাখি জাতীয় কোনো প্রাণী এবং সে ঐ প্রাণীকে স্পর্শ করে ইদ্দত পূর্ণ করত। সে যে প্রাণীকে স্পর্শ করত তা খুবই কম বাঁচত। এরপর সে ঐ সংকীর্ণ কুঠরী থেকে বের হয়ে আসতো। তার হাতে উটের বিষ্টা দেয়া হতো। আর সে তা ছুঁড়ে মারতো। এরপর সে তার পছন্দমতো প্রসাধনী, সুগন্ধি ইত্যাদি ব্যবহারের প্রতি মনোযোগী হতো। [ছ্বহীহ বুখারী হা/৫৩৩৬, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৪৮৮]

١١–كِتَابُ اللِّعَان

পর্ব-১১: লি'আন

শরীয়াতের পরিভাষায় লি'আন হচ্ছে -স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের পক্ষ থেকে লা'নত বা গযবসহ কসম করে দৃঢ়ভাবে সাক্ষ্য প্রদান করা।

٣١٨. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا: أَنَّ فُلانَ بْنَ فُلانٍ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَرَأَيْتَ لَوْ وَجَدَ أَحَدُنَا امْرَأَتَهُ عَلَى فَاحِشَةٍ، كَيْفَ يَصْنَعُ؟ إِنْ تَكَلَّمَ،

تَكَلَّمَ بِأَمْرٍ عَظِيمٍ، وَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ؟ قَالَ: فَسَكَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُجِبْهُ، فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ أَتَاهُ فَقَالَ: "إِنَّ الَّذِي سَأَلْتُكَ عَنْهُ قَدِ ابْتُلِيتُ بِهِ! فَأَنْزَلَ اللهُ –عَزَّ وَجَلَّ– هَؤُلاءِ الآيَاتِ فِي سُورَةِ "النُّورِ". {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} فَتَلاهُنَّ عَلَيْهِ، وَوَعَظَهُ، وَذَكَّرَهُ، وَأَخْبَرَهُ أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الآخِرَةِ.

فَقَالَ: لا–وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نَبِيًّا– مَا كَذَبْتُ عَلَيْهَا. ثُمَّ دَعَاهَا، وَوَعَظَهَا، وَأَخْبَرَهَا: أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِن عَذَابِ الآخِرَةِ. فَقَالَتْ: لا، والَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنَّهُ لَكَاذِبٌ: فَبَدَأَ بِالرَّجُلِ فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللهِ، إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ وَالْخَامِسَةَ: أَنَّ لَعْنَةَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الكَاذِبِينَ. ثُمَّ ثَنَّى بِالْمَرْأَةِ، فَشَهِدَتْ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ باللهِ، إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ والخَامِسَةَ: أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ. ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا.

ثُمَّ قَالَ: "اللهُ يَعْلَمُ إِنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ؟ " ثَلاثًا. وَفِي لَفْظٍ: " لا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا" قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ: مَالِي؟ قَالَ: لا مَالَ لَكَ. إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِن فَرْجِهَا، وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ أَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا.

৩১৮. আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, অমুকের পুত্র অমুক জিজ্ঞাসা করল, হে আল্লাহর রাসূল! ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আপনি কী বলেন, যদি আমাদের মধ্যে কেউ তার স্ত্রীকে অপকর্মে লিপ্ত হতে দেখতে পায়, তাহলে সে কী করবে? যদি সে বলাবলি করে তাহলে তো গুরুতর আকার ধারণ করবে। আর যদি সে নীরব থাকে থাকে তাহলে এমন সাংঘাতিক বিষয়ে কিভাবে নীরব থাকবে? তিনি বললেন, তখন নাবী ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম চুপ রইলেন। কোনো উত্তর দিলেন না। সে ব্যক্তি আবার তার কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! যে বিষয়টি সম্পর্কে ইতোপূর্বে আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করে ছিলাম আমার নিজের

ওপরেই তা ঘটেছে। তখন আল্লাহ তা'আলা সূরা আন নূরের এই আয়াত নাযিল করলেন।

আর যারা তাদের স্ত্রীদের অপবাদ আরোপ করবে অথচ তারা নিজেরা ছাড়া তাদের আর কোনো সাক্ষী নেই, তাদের প্রত্যেক্যের সাক্ষ্যের পদ্ধতি হবে এই যে, সে চারবার আল্লাহর নামে শপৎ করে বলবে, সে অবশ্যই সত্যবাদী এবং পঞ্চমবারে বলবে, সে মিথ্যাবাদী হলে তার ওপর আল্লাহর লা'নত বর্ষিত হবে। আর স্ত্রীর শাস্তি বাতিল করা হবে যদি সে চারবার আল্লাহর নামে কসম করে সাক্ষ্য দেয় যে, তার স্বামীই মিথ্যাবাদী এবং পঞ্চমবারে বলবে, তার স্বামী যদি সত্যবাদী হয় তবে নিজের ওপর আল্লাহর গযব নেমে আসবে।(সূরা আন নূর ৬-৯)।

তিনি তাকে এ আয়াতগুলো তিলাওয়াত করে শুনালেন। এরপর তাকে নছীহাত করলেন এবং স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, দুনিয়ার শাস্তি আখিরাতের শাস্তির তুলনায় সহজ। সে বলল, না। সে মহান সত্তার কসম যিনি আপনাকে নাবী হিসেবে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন। আমি তার (আমার স্ত্রীর) ওপর কোনো মিথ্যারোপ করিনি। এরপর তিনি মহিলাকে ডেকে পাঠালেন এবং তাকে উপদেশ দিলেন, তাকে আখিরাতের ভয় দেখালেন। সর্বোপরি তাকে জানিয়ে দিলেন যে, দুনিয়ার শাস্তি আখিরাতের শাস্তির তুলনায় সহজতর। সে বলল, না, সে মহান সত্তার কসম! যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, নিশ্চয়ই সে মিথ্যাবাদী। এরপর তিনি পুরুষ লোকটির দ্বারা লি'আন বাক্য পাঠ করাতে শুরু করলেন। তখন সে চারবার আল্লাহর নামে কসম করে সাক্ষ্য দিলো যে, সে তার কথায় সত্যবাদী। পঞ্চমবারে সে বলল, যদি সে মিথ্যাবাদী হয় তাহলে তার ওপর আল্লাহর লা'নত নেমে আসুক। এরপর তিনি (নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) স্ত্রী লোকটিকে ডেকে পাঠালেন। সেও আল্লাহর নামে শপথ করে চারবার সাক্ষ্য দিলো যে, সে মিথ্যাবাদী। পঞ্চমবারে সে বলল, যদি সে (তার স্বামী) সত্যবাদী হয় তাহলে তার (মহিলার) ওপরে আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হোক। তখন নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের উভয়কে বিচ্ছিন্ন করে দিলেন।

অন্য শব্দে বর্ণিত রয়েছে যে, রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এখন আর তার ওপর তোমার কোনো অধিকার নেই। তখন

পুরুষ লোকটি বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি তাকে যে সম্পদ (মোহর) প্রদান করেছি তা কি হবে? উত্তরে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার উক্ত সম্পদের কোনো অধিকার নেই। যদি তুমি তার ব্যাপারে সত্য বলে থাক তাহলে তুমি তার যৌনাঙ্গ হালাল করার বিনিময়ে তা তাকে প্রদান করেছে। আর যদি তুমি তার প্রতি মিথ্যারোপ করে থাক, তাহলে উক্ত সম্পদ পাওয়ার ক্ষেত্রে তা তো আরো অনেক দূরের বিষয়। [ছ্বহীহ বুখারী হা/৫৩১২, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৪৯৩]

٣١٩. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَجُلًا رَمَى امْرَأَتَهُ، وَانْتَفَى مِنْ وَلِدِهَا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَتَلاعَنَا كَما قَالَ الله تَعالَى. ثُمَّ قَضَى بِالْوَلَدِ لِلْمَرْأَةِ، وَفَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلاعِنَيْنِ.

৩১৯. আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগে জনৈক ব্যক্তি তার স্ত্রী সম্পর্কে যিনার অপবাদ প্রদান কওে এবং তার স্ত্রীর গর্ভস্থ সন্তানকে অস্বীকার করে। এরপর রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে লি‘আন করার নির্দেশ প্রদান করেন। যেমনটি আল্লাহ কুরআনে হুকুম প্রদান করেছেন। এরপর সন্তানের বংশ পরিচিতি তার মায়ের সাথে জুড়ে দেন এবং উভয় লি‘আনকারীর মধ্যে বিবাহ সম্পর্ক বিচ্ছেদ করে দেন। [ছ্বহীহ বুখারী হা/৪৭৪৮, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৪৯৪]

٣٢٠. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلامًا أَسْوَدَ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "هَلْ لَكَ إِبِلٌ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَقَالَ " فَمَا أَلْوَانُهَا"؟ قَالَ: حُمْرٌ. قَالَ: " فَهَلْ يَكُونُ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ؟ قَالَ: إِنَّ فِيهَا لَوُرْقاً. قَالَ: "فَأَنَّى أَتَاهَا ذلِكَ؟ قالَ: عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ. قَالَ: "وَهَذَا عَسَى أنْ يَّكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ".

৩২০. আবূ হুরায়রাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা বানু ফাযারাহ গোত্রের এক ব্যক্তি নাবী ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে এলো। এরপর সে বলল, আমার স্ত্রী একটি কালো সন্তান প্রসব করেছে। (আর আমি তো কালো নই)। তখন নাবী ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, তোমার নিকট কি কোন উট আছে? সে বলল, হ্যাঁ, আমার উট আছে। তিনি বললেন, সেগুলোর রং কি রকম? সে বলল, লাল রং এর। তিনি বললেন, তাতে মেঠে রং এরও কি আছে? সে বলল, হ্যাঁ, মেটে রং এর আছে। তিনি বললেন, এইমেটে রং কোথা থেকে এলো? সে বলল, সম্ভবত তা পূর্ববর্তী বংশ ধারা থেকে নিয়ে এসেছে। তখন তিনি বললেন, তোমার এ কালো সন্তানটিও সম্ভবত তোমার পূর্ববর্তী বংশধারা থেকে এসেছে। [ছ্বহীহ বুখারী হা/৫৩০৫, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৫০০]

٣٢١. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فِي غُلَامٍ. فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ الله، هَذَا ابْنُ أَخِي عُتْبَةُ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَهِدَ إِلَيَّ أَنَّهُ ابْنُهُ، انْظُرْ إِلَى شَبَهِهِ. وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: هَذَا أَخِي يَا رَسُولَ الله، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي مِن وَلِيدَتِهِ. فَنَظَرَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَى شَبَهًا بَيِّنًا بِعُتْبَةَ، فَقَالَ: "هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ بِنْتَ زَمْعَةَ، قَالَت: فَلَمْ يَرَ سَودَة قَطُّ.

৩২১. আয়িশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, সা‘দ ইবনে আবূ ওয়াক্কাছ ও আব্দ ইবনে যাম‘আহ একটি সন্তানকে কেন্দ্র করে ঝগড়া করে। এরপর সা‘দ বলেন, হে আল্লাহর রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই হচ্ছে আমার ভাই উতবাহ ইবনে আবূ ওয়াক্কাছ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর ছেলে। সে আমার নিকট ওয়াদা করে গেছে যে, এ হলো তার ছেলে। আপনি তার সাদৃশ্যতার দিকে লক্ষ করে দেখুন। আর আব্দ ইবনু যাম‘আহ বলল, হে আল্লাহর রাসূল! এ হচ্ছে আমার ভাই। সে আমার বাবার বিছানায় তার দাসীর পেট থেকে জন্মলাভ করেছে। এরপর রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে ছেলেটির দিকে তাকালেন। অতঃপর উতবাহ এর সাথে

সাদৃশ্য দেখতে পেলেন। এরপর তিনি বললেন, হে আব্দ ইবনু যাম‘আহ এ ছেলে সন্তানটি তোমার প্রাপ্য। তারপর নাবী ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, শয্যা যার, সন্তান তার। ব্যভিচারি যে, বঞ্চিত সে। এরপর নাবী ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সহধর্মিনী সাওদাকে বললেন, তুমি ঐ ছেলেটি হতে পর্দা করবে। (কারণ তিনি ঐ ছেলেটির মধ্যে উতবাহ এর সাদৃশ্য দেখতে পান)। ফলে এর পর থেকে সাওদকে ঐ ছেলেটি (মৃত্যুর আগ পর্যন্ত) আর কখনো দেখেননি। [ছ্বহীহ বুখারী হা/২২১৮, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৪৫৭]

٣٢٢. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّهَا قَالَتْ: إِنَّ رَسولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَل عَلَيَّ مَسْرُورًا، تَبْرُقُ أَسَارِيرُ وَجْهِهِ، فَقَالَ: " أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ مُجَزِّزًا نَظَرَ آنِفًا إِلَى زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، فَقَالَ: إِنَّ بَعْضَ هَذِهِ الأَقْدَامِ لَمِنْ بَعْضٍ ". وَفِي لَفْظٍ: "كَانَ مُجَزِّزٌ، قَائِفًا ".

৩২২. আয়িশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা নাবী ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার গৃহে অত্যন্ত প্রফুল্লচিত্তে প্রবেশ করলেন। তার এ আনন্দের চিত্র তার চেহারায় ফুটে উঠেছিল। এরপর তিনি বললেন, হে আয়িশা তুমি কি লক্ষ করনি যে, মুজাযযিয (আল মুদলিজ) এখনই যায়দ ইবনে হারেছা ও উসামাহ ইবনে যায়দ এর দিকে তাকিয়ে বলে যে, এ পদরাজি একে অপরের অংশ। অন্য শব্দে বর্ণিত রয়েছে যে, মুজাযযিয একজন কায়েফ (শরীরের গঠন আকৃতি বা রেখা দেখে বংশ পরিচয় বর্ণনাকারী) ছিলেন। [ছ্বহীহ বুখারী হা/৬৭৭০, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৪৫৯]

٣٢٣. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ذُكِرَ الْعَزْلُ لِرَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "وَلِمَ يَفْعَلُ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ"؟ –وَلَمْ يَقُلْ: فَلا يَفْعَلْ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ– فَإِنَّهُ لَيْسَتْ نَفْسٌ مَخْلُوقَةٌ إِلَّا اللهُ خَالِقُهَا".

৩২৩. আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আযল সম্পর্কে রাসূল ছল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট উল্লেখ করা হলো। তিনি বললেন, তোমাদের কেউ কেন এ কাজ করে, তিনি এ ব্যাপারে এ কথা বলেন নি, আল্লাহ তা'আলা যত প্রাণ সৃষ্টি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সেগুলো অবশ্যই সৃষ্টি করবেন। [ছহীহ বুখারী হা/৭৪০৯, ছহীহ মুসলিম হা/১৪৩৮]

٣٢٤. عَن جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نَعْزِلُ وَالْقُرآنُ يَنْزِلُ. لَوْ كَانَ شَيْئًا يُنْهَى عَنْهُ لَنَهَانَا عَنْهُ الْقُرْآنُ.

৩২৪. জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা 'আযল করতাম, তখন কুরআন নাযিল হতো। এ সম্পর্কে নিষেধের কোনো কিছু যদি থাকতো তাহলে কুরআন আমাদেরকে তা নিষেধ করত। [ছহীহ বুখারী হা/৫২০৮, ছহীহ মুসলিম হা/১৪৪০]

٣٢٥. عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ –وَهُوَ يَعْلَمُهُ– إِلَّا كَفَرَ. وَمَن ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ فَلَيْسَ مِنَّا، وَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وَمَنْ دَعَا رُجُلًا بِالْكُفْرِ، أَوْ قَالَ: يَا عَدُوَّ الله، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، إِلَّا حَارَ عَلَيْهِ ". كَذَا عِنْدَ مُسْلِمٍ وَلِلْبُخَارِي، نَحوه.

৩২৫. আবূ যার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট থেকে শুনেছেন। তিনি বলেছেন, কোনো ব্যক্তি যদি নিজ পিতা সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া সত্ত্বেও অন্য কাউকে তার পিতা বলে দাবী করে, তবে সে আল্লাহর (নিয়ামতের) কুফরী করল। আর যে ব্যক্তি এমন কিছুর দাবী করল যা তার প্রাপ্য নয় সে আমার অন্তর্ভুক্ত নয় এবং সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নামে করে নেয়। আর যে ব্যক্তি কাউকে কাফির বলে সম্বোধন করবে বা বলবে, হে আল্লাহর দুশমন অথচ সে যদি ঐ রকম ব্যক্তি না হয় তাহলে উক্ত গালী ও সম্বোধন তার ওপরেই বর্তাবে। [ছহীহ বুখারী হা/৬০৪৫, ছহীহ মুসলিম হা/৬১]

١٢–كتاب الرَّضَاع

পর্ব-১২: দুগ্ধ পান করানো

٣٢٦. عَن بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بِنْتِ حَمْزَةَ "لا تَحِلُّ لِي، يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ، وَهِيَ ابِنْةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ ".

৩২৬. ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম হামযাহ এর কন্যা সম্পর্কে বলেছেন। সে আমার জন্য হালাল নয়। দুধ পান দ্বারা তারা হারাম হয়ে যায় যারা রক্ত সম্পর্কের দ্বারা হারাম হয়। কেননা সে আমার দুধ ভাইয়ের কন্যা। [ছ্বহীহ বুখারী হা/২৬৪৫, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৪৪৭]

٣٢٧. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلادَةِ ".

৩২৭. আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বংশগত কারণে যে সকল ক্ষেত্রে বিবাহ হারাম, দুধপানের কারণে সে সকল ক্ষেত্রে বিবাহ হারাম। [ছ্বহীহ বুখারী হা/২৬৪৬, ৩১০৫, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৪৪৪]

٣٢٨. وَعَنْهَا قَالَتْ: إنَّ أَفْلَحَ– أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ– اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ بَعْدَمَا أُنْزِلَ الحِجَابُ، فَقُلْتُ: والله لا آذَنُ لَهُ، حَتَّى أَسْتَأْذِنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإنَّ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي، وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنِي امْرَأَةُ أَبِي الْقُعَيْسِ.

فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْت يَا رَسُولَ الله! إنَّ الرَّجُلَ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنِي امْرَأَتُهُ. فَقَالَ: اِئْذَنِي لَهُ، فَإِنَّهُ عَمُّكِ، تَرِبَتْ يَمِينُكِ. قالَ عُرْوَةُ: فَبِذَلِكَ كَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ: حَرِّمُوا مِن الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ. وَفِي لَفْظٍ: اِسْتَأْذَنَ عَلَيَّ أَفْلَحُ، فَلَمْ آذَنْ لَهُ، فَقَالَ: أَتَحْتَجِبِينَ مِنِّي، وَأَنَا

عَمُّكِ؟ فَقُلْتُ: كَيْفَ ذَلِكَ؟ قَالَ: أَرْضَعَتْك امْرَأَةُ أَخِي بِلَبَنِ أَخِي. قَالَتْ: فَسَأَلْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: "صَدَقَ أَفْلَحُ، ائْذَنِي لَهُ، تَرِبَتْ يَمِينُكِ". تربت: أي افتقرت. والعرب تدعو على الرجل، ولا تريد وقوع الأمر به.

৩২৮. আয়িশা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবূল কু'আয়েস এর ভাই আফলা এসে আমার কাছে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। এ ছিল পর্দার আয়াত নাযিল হবার পরবর্তী ঘটনা। আবূল কু'আয়েস ছিলেন আয়িশা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) এর দুধ পিতা। আয়িশা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) বললেন, আমি বললাম, আল্লাহর কসম আমি আফলাকে আমার কাছে আসার অনুমতি দিব না যে পর্যন্ত না রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছ থেকে অনুমতি না নেই। কেননা আবূল কু'আয়েস তো আমাকে দুধ পান করান নি, বরং আমাকে দুধ পান করিয়েছেন তার স্ত্রী। আয়িশা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) বললেন, যখন রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আবূল কু'আয়েস এর ভাই আফলাহ আমার নিকট প্রবেশের অনুমতি চেয়েছেন। কিন্তু আমি আপনার অনুমতি না নিয়ে তাকে আমার কাছে আসতে দিতে অস্বীকার করলাম। রাবী বলেন, আয়িশা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) বলেছেন, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি তাকে অনুমতি দাও। কারণ সে তো তোমার চাচা। তোমার ডান হাত অভাবগ্রস্থ হোক।

ওরওয়াহ বলেন, এ কারণেই আয়িশা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) বলতেন, তোমরা দুধপানের সম্পর্ক দ্বারা ঐ সব লোকদের হারাম গণ্য করবে, যাদের তোমরা বংশগত সম্পর্কের দ্বারা হারাম গণ্য কর।

অন্য বর্ণনায় এসেছে, আফলাহ আমার নিকট প্রবেশের অনুমতি চাইল, আমি তাকে অনুমতি দিলাম না। তখন আফলাহ বলল, তুমি আমার থেকে পর্দা করছো অথচ আমি তোমার (দুধ) চাচা? আমি বললাম কিভাবে? তিনি বললেন, তোমাকে আমার আপন ভাইয়ের স্ত্রী দুধ পান করিয়েছে। আয়িশা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, এরপর আমি আল্লাহর রাসূল কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, আফলাহ সত্য বলেছে। তুমি তাকে

তোমার নিকট আসার অনুমতি দাও। তোমার ডান হাত অভাবগ্রস্থ হোক। [ছ্বহীহ বুখারী হা/৬১৫৬, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৪৪৫]

تربت অর্থ অভাবগ্রস্ত হওয়া। আরবগণ এর দ্বারা লোকদের অমঙ্গল কামনাস্বরূপ কথা বললেও অমঙ্গল পতিত হওয়ার কোনো উদ্দেশ্য থাকতো না।

৩২৯. وَعَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رسولُ الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدِي رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ! مَنْ هٰذَا؟ قُلْتُ: أَخِي مِن الرَّضَاعَةِ. فَقَالَ: "يَا عَائِشَةُ! انْظُرْنَ مَنْ إِخْوَانكُنَّ، فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ".

৩২৯. আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার গৃহে প্রবেশ করেন। ঐ সময় তিনি আমার নিকট একজন (অপরিচিত) পুরুষকে দেখতে পান। এরপর তিনি বলেন, হে আয়িশা! এ লোকটি কে? আমি বললাম, সে আমার দুধ ভাই। এরপর রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কে তোমার দুধ ভাই তা সতর্কতার সাথে খেয়াল কর। কেননা দুধের বিধান ক্ষুধার কারণে দুধ পানের ফলে প্রযোজ্য হবে। (অর্থাৎ যে বয়স পর্যন্ত শিশুর দুধ পানের প্রয়োজনীয়তা থাকে ঐ বয়সের মধ্যে দুধ পানের ফলে বিবাহ হারাম হওয়া ও সামনে আসা যাওয়ার অনুমতির বিধান প্রযোজ্য হবে। আর ঐ বয়সের পরে পান করলে এ বিধান প্রযোজ্য হবে না)। [ছ্বহীহ বুখারী হা/২৬৪৭, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৪৫৫]

৩৩০. عَنْ عُقْبَةَ بنِ الْحَارِثِ: أَنَّهُ تَزَوَّجَ أُمَّ يَحْيَ بِنْتَ أَبِي إِهَابٍ، فَجَاءَتْ أَمَةٌ سَوْدَاءُ، فَقَالَتْ: قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا! فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَأَعْرَضَ عَنِّي. قَالَ: فَتَنَحَّيْتُ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لَهُ، فَقَالَ " وَكَيْفَ؟ وَقَدْ زَعَمَتْ أَنْ قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا " .

৩৩০. উকবাহ ইবনে হারিছ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি আবূ ইহাবের কন্যা উম্মু ইয়াহকে বিয়ে করেন। এরপর একজন কালো দাসী এসে বলল যে, আমি তোমাদের দু’জনকে (স্বামী ও স্ত্রীকে) দুধপান করিয়েছি। এরপর আমি এ বিষয়টি নাবী ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম

এর নিকট উল্লেখ করলাম। তখন তিনি আমার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর আমি আমি আবার সরিয়ে গিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, এ কথার পর তুমি কিভাবে তার সাথে সংসার করবে? অথচ সে বলছে যে, আমি তোমাদের দু'জনকে দুধ পান করিয়েছি। [ছ্বহীহ বুখারী হা/২৬৫৯]

৩৩১. عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –يَعْنِي مِنْ مَكَّةَ– فَتَبِعَتْهُمْ ابْنَةُ حَمْزَةَ، تُنَادِي: يَا عَمُّ، فَتَنَاوَلَهَا عَلِيٌّ، فَأَخَذَ بِيَدِهَا، وَقَالَ لِفَاطِمَةَ: دُونَكِ ابْنَةَ عَمِّكِ فَاحْتَمَلَتْهَا. فَاخْتَصَمَ فِيهَا عَلِيٌّ وَجَعْفَرٌ، وَزَيْدٌ فَقَالَ عَلِيٌّ: أَنَا أَحَقُّ بِهَا، وَهِيَ ابْنَةُ عَمِّي. وَقَالَ جَعْفَرٌ: ابْنَةُ عَمِّي وَخَالَتُهَا تَحْتِي، وَقَالَ زَيْدٌ: ابْنَةُ أَخِي، فَقَضَى بِهَا رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِخَالَتِهَا، وَقَالَ: "الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الأُمِّ ". وَقَالَ لِعَلِيٍّ: " أَنْتَ مِنِّي، وَأَنَا مِنْك".وَقَالَ لِجَعْفَرٍ: " أَشْبَهتَ خَلْقِي وَخُلُقِي ". وَقَالَ لِزَيْدٍ: " أَنْتَ أَخُونَا وَمَولانَا"

৩৩১. বারা ইবনে আযিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম (হুদায়বিয়ার সন্ধির সময়) মক্কা থেকে বের হলেন, এসময়ে হামযাহ এর কন্যা চাচা চাচা বলে ডাকতে ডাকতে তাঁর পিছনে ছুটল। আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তার হাত ধরে তুলে নিয়ে ফাতেমাকে বললেন, তোমার চাচার কন্যাকে নাও। ফাতিমা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বাচ্চাটিকে উঠিয়ে নিলেন। বাচ্চাটিকে নিয়ে আলী, যায়দ ইবনু হারিছ ও জা'ফর (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) এর মধ্যে ঝগড়া বেঁধে গেল। আলী বললেন, আমি তাকে তুলে নিয়েছি আর সে আমার চাচার মেয়ে। জা'ফর বললেন, সে আমার চাচার মেয়ে আর তার খালা হলো আমার স্ত্রী। যায়দ ইবনে হারিছা বললেন, সে আমার ভাইয়ের মেয়ে। তখন নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মেয়েটিকে তার খালার জন্য ফায়ছালা করে দিয়ে বললেন, খালাতো মায়ের মর্যাদাতুল্য। এরপর তিনি আলীকে বললেন, তুমি আমার আর আমি তোমার। জা'ফর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে বললেন, তুমি আকৃতি প্রকৃতিতে আমার মত। আর যায়দকে বললেন, তুমি আমাদের ভাই ও আযাদকৃত গোলাম। [ছ্বহীহ বুখারী হা/২৬৯৯, ৪২৫১]

١٣–كِتَابُ القِصَاص

পর্ব-১৩: কিছাছ

٣٣٢. عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا الله وَأَنِّي رَسُولُ الله إِلَّا بِإِحْدَى ثَلاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْس، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ.

৩৩২. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে মুসলিম ব্যক্তি এ কথার সাক্ষ্য দিবে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো সত্য ইলাহ নেই এবং আমি মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রসূল, তার রক্ত তিনটি কারণের যে কোনো একটি ব্যতীত হালাল নয়। বিবাহিত ব্যভিচারীকে (রজম করা), হত্যার বিনিময়ে হত্যা করা, ইসলাম ত্যাগকারী, যে মুসলিম জামা'আত থেকে পৃথক হয়েছে। [ছ্বহীহ বুখারী হা/৬৮৭৮, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৬৭৬।]

٣٣٣. عَن عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدِّمَاءِ".

৩৩৩. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ক্বিয়ামতের দিন মানুষের মাঝে সর্বপ্রথম খুনের বিচার করা হবে। [ছ্বহীহ বুখারী হা/৬৮৬৪, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৬৭৮।]

٣٣٤. عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ قَال: انْطَلَقَ عَبْدُ الله بْنُ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُودٍ إِلَى خَيْبَرَ –وَهِيَ يَوْمَئِذٍ صُلْحٌ– فَتَفَرَّقَا. فَأَتَى مُحَيِّصَةُ إِلَى عَبْدِ الله بْنِ سَهْلٍ وَهُوَ يَتَشَحَّطُ فِي دَمِهِ قَتِيلًا، فَدَفَنَهُ. ثُمَّ قَدِمَ الْمَدِينَةَ، فَانْطَلَقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةُ وَحُوَيِّصَةُ ابْنَا مَسْعُودٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَهَبَ

عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَتَكَلَّمُ، فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: -كَبِّرْ كَبِّرْ- وَهُوَ أَحْدَثُ الْقَوْمِ، فَسَكَتَ، فَتَكَلَّمَا.

فَقَالَ: "أَتَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ قَاتِلَكُم أَوْ صَاحِبَكُمْ؟ قَالُوا: وَكَيفَ نَحْلِفُ، وَلَمْ نَرَ؟ قَالَ: "فَتُبْرِئُكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ يَمِينًا؟ ". قَالُوا: وَكَيْفَ بِأَيْمَانِ قَوْمٍ كُفَّارٍ؟ فَعَقَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِنْدِهِ.

وَفِي حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يُقْسِمُ خَمْسُونَ مِنْكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ، فَيُدْفَعُ بِرُمَّتِهِ" قَالُوا: أَمْرٌ لَمْ نَشْهَدْهُ، كَيْفَ نَحْلِفُ؟ قَالَ: "فَتُبْرِئُكُمْ يَهُودُ بِأَيْمَانِ خَمْسِينَ مِنْهُمْ؟ " قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، قَوْمٌ كُفَّارٌ؟. وَفِي حَدِيثِ سعد بْنِ عُبَيْدٍ: فَكَرِهَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبْطِلَ دَمَهُ، فَوَدَاهُ بِمِائَةٍ مِن إِبِلِ الصَّدَقَةِ.

৩৩৪. সাহল ইবনু আবী হাছমা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে সাহল ও মুহাইয়িছা ইবনু মাসউদ খায়বারের দিকে রওনা হলেন। তখন খায়বারের ইয়াহূদীদের সাথে সন্ধি ছিল। পরে তারা উভয়ে পৃথক হয়ে গেলেন। তারপর মুহাইয়িছা আব্দুল্লাহ ইবনু সাহল এর কাছে আসেন এবং দেখেন যে, তিনি মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করছেন। তখন মুহাইয়িছা তাকে (মৃত্যুর পর) দাফন করলেন। তারপর মীদনায় এলেন। আব্দুল্লার রহমান ইবনু সাহল ও মাসউদের দুই পুত্র মুহাইয়িছা ও হুয়াইয়িছা নাবী ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গেলেন। আব্দুর রহমান নাবী ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে কথা বলতে এগিয়ে এলেন। তখন রসূল ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, বড়কে আগে কথা বলতে দাও, বড়কে আগে বলতে দাও। আর আব্দুর রহমান ইবনু সাহল ছিলেন সবার ছোট। এতে তিনি চুপ রইলেন এবং মুহায়্যিছ ও হুয়ায়্যিছা উভয়ে কথা বললেন। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা কি শপথ করে বলবে? এবং তোমাদের হত্যাকারীর অথবা বলেছেন তোমাদের সঙ্গীর রক্ত পণের অধিকারী হবে? তারা বলল যে, আমরা কিভাবে শপথ করব? আমরা তো উপস্থিত ছিলাম না এবং স্বচক্ষে

দেখিনি। রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তবে ইয়াহুদীরা পঞ্চাশটি শপথের মাধ্যমে তোমাদের থেকে অব্যাহতি লাভ করবে। তারা বলল, তারা তো কাফির সম্প্রদায়। আমরা কিরুপে তাদের শপথ গ্রহণ করতে পারি? তখন রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের পক্ষ থেকে আব্দুর রহমানকে তার ভাইয়ের দিয়াত পরিশোধ করলেন।

আর হাম্মাদ ইবনে যায়দ এর হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমাদের মধ্য থেকে পঞ্চাশজন লোক কসম করবে তাদের একজন লোকের ওপর। এভাবে সে অব্যাহতি লাভ করবে। তারা বলল, এটা এমন একটি বিষয় যা আমরা প্রত্যক্ষ করিনি। কিভাবে আমরা শপথ করব? তখন রসূল ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তবে ইয়াহুদীরা পঞ্চাশটি শপথের মাধ্যমে তোমাদের থেকে অব্যাহতি লাভ করবে। তারা বলল, হে আল্লাহর রাসূল! ওরাতো কাফির সম্প্রদায়। তারপর রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের পক্ষ থেকে দিয়াত আদায় করে দিলেন।

আর সা‘আদ ইবনে উবাইদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর হাদীছে রয়েছে, এরপর নাবী ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার রক্ত বাতিল করাকে অপছন্দ করলেন। এরপর তিনি ছদক্বাহ এর একশতটি উট দ্বারা এর দিয়াত পরিশোধ করেন। [ছ্বহীহ বুখারী হা/৩১৭৩, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৬৬৯]

৩৩৫. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ جَارِيَةً وُجِدَ رَأْسُهَا مَرْضُوضًا بَيْنَ حَجَرَيْنِ، فَقِيلَ مَنْ فَعَلَ هَذَا بِكِ؟ فُلاَنٌ، فُلاَنٌ؟ حَتَّى ذُكِرَ يَهُودِي، فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا. فَأُخِذَ الْيَهُودِيُّ فَاعْتَرَفَ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَضَّ رَأْسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ.

৩৩৫. আনাস ইবনে মালিক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা একটি মেয়েকে তার মাথা দুটি পাথরের মাঝে রেখে থেতলে ফেলা অবস্থায় পাওয়া গেল। এরপর তাকে বলা হলো, কে তোমার সাথে এমন করেছে? অমুক না অমুক? অবশেষে যখন এক ইয়াহুদীর নাম উল্লেখ করা হলো, মেয়েটি তখন মাথা দিয়ে ইশারা করে সম্মতি জানালো। অতঃপর সেই ইয়াহুদীকে উপস্থিত করা হলো। সে তার অপরাধের কথা

স্বীকার করল। অতঃপর নাবী ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার মাথাটিও দুইটি পাথরের মাঝে রেখে থেতলে ফেলার নির্দেশ দিলেন। [ছ্বহীহ বুখারী হা/২৪১৩, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৬৭২]

٣٣٦. وَلِمُسْلِمٍ وَالنِّسَائِيِّ عَن أَنَسٍ: أَنَّ يَهُودِيًّا قَتَلَ جَارِيَةً عَلَى أَوْضَاحٍ، فَأَقَادَهُ بِهَا رَسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

৩৩৬. ছ্বহীহ মুসলিমে আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা এক ইয়াহুদী একটি মেয়েকে কয়েকটি রূপার টুকরার জন্য পাথর দ্বারা হত্যা করে। রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত ইয়াহুদীকে মেয়েটির প্রতিশোধ স্বরূপ হত্যা করেন। [ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৬৭২]

٣٣٧. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: لَمَّا فَتَحَ الله عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ، قَتَلَتْ هُذَيْلٌ رَجُلًا مِنْ بَنِي لَيْثٍ بِقَتِيلٍ كَانَ لَهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَامَ النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: " إِنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ قَدْ حَبَسَ عَنْ مكَّةَ الْفِيلَ، وَسلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ، وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لأَدٍ كَانَ قَبْلِي، وَلا تَحِلُّ لأَحَدٍ بَعْدِي، وَإِنمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِن نَهَارٍ، وَإِنَّهَا سَاعَتِي هذِهِ حَرَامٌ: لا يُعْضَدُ شَجَرُهَا وَلا يُخْتَلَى خَلاهَا، وَلَا يُعْضَدُ شَوْكُهَا، وَلا تُلْتَقَطُ سَاقِطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ. وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَينِ: إمَّا أَنْ يَقْتُلَ، وَإِمَّا أنْ يُدَى ". فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ يُقَالُ لَهُ: أَبُو شَاهٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، اكْتُبُوا لِي.

فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " اكْتُبُوا لأَبِي شاهٍ ". ثُمَّ قَامَ الْعَبَّاسُ فَقَالَ: يَارَسُولَ الله، إِلَّا الإِذْخِرَ، فَإِنَّا نَجْعَلُهُ فِي بُيُوتِنَا وَقُبُورِنَا. فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إِلَّا الإِذْخِرَ".

৩৩৭. আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন আল্লাহ তা‘আলা তাঁর রাসূলকে মক্কা বিজয় দান করলেন তখন জাহিলীয়াতের একটি হত্যার প্রতিশোধ স্বরূপ হুযাইল গোত্রের একটি লোক বাণী লাইছ গোত্রের একটি লোককে হত্যা করে। এরপর রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি

ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে ভাষণ দেন। তিনি বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা হস্তিবাহিনীর (মক্কায়) প্রবেশের প্রতিরোধ করেন এবং তার রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং মুমিনদের ওপর বিজয়ী করেন। সাবধান! আমার পূর্বে কারও জন্য এখানে রক্তপাত হালাল ছিল না এবং পরেও কখনো কারোও জন্য তা হালাল নয়, সাবধান! আমার জন্য একদিনের সামান্য সময় এখানে রক্তপাত বৈধ করা হয়েছিল। সাবধান! এ মুহূর্তে আবার তা (আমার জন্য) হারাম হয়ে গেল। অতএব, এখানকার কাঁটাযুক্ত বৃক্ষও উপড়ানো যাবে না, গাছপালাও কাটা যাবে না এবং পথে পড়ে থাকা বস্তুও তোলা যাবে না। তবে ঘোষণা প্রদানকারী ব্যক্তি (তা তুলতে পারবে)। যার কোন আত্মীয় নিহত হয়েছে, তার দু'টি ব্যবস্থার যেকোনো একটি গ্রহণ করার অধিকার রয়েছে, হয় দিয়াত (রক্তপণ) গ্রহণ করতে হবে, নতুবা কিছাছ স্বরূপ হত্যা করতে হবে। রাবী বলেন, আবূ শাহ নামক ইয়ামানের এক ব্যক্তি এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে লিখে দিন। তিনি বললেন, তোমরা আবূ শাহকে লিখে দাও। 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, হে আল্লাহর রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, ইযখির ঘাস ব্যতীত, আমরা তো তা আমাদের ঘর তৈরীর কাজে এবং কবরে ব্যবহার করি। রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ইযখির ব্যতীত। [ছ্বহীহ বুখারী হা/১১২, ২৪৩৪, ৬৮৮০, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৩৫৫]

৩৩৮. عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّهُ اسْتَشَارَ النَّاسَ فِي إِمْلَاصِ الْمَرْأَةِ، فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بنُ شُعْبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: شَهِدْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ: عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ. فَقَالَ: "لَتَأْتِيَنَّ بِمَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ" فَشَهِدَ معه مُحَمَّدُ ابْن مَسْلَمَةَ. إِمْلَاصُ الْمَرْأَةِ: أَنْ تُلْقِي جَنِينَهَا مَيْتًا.

৩৩৮. উমার ইবনে খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) জনগণের কাছে একবার মহিলার গর্ভের (অপূর্ণাঙ্গ) সন্তান হত্যার ক্ষতিপূরণ সম্পর্কে পরামর্শ চাইলেন। তখন মুগীরাহ ইবনু শু'বা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, আমি নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে একদা উপস্থিত ছিলাম। তখন তিনি এ অপরাধের কারণে একটি দাস অথবা দাসী প্রদানের নির্দেশ দিয়েছেন।

রাবী বলেন, তখন উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) মুগীরাকে বলেন, এ ব্যাপারে তোমার সঙ্গে সাক্ষ্য প্রদানকারী একজন লোক নিয়ে এসো। বর্ণনাকারী বলেন যে, তখন মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তার পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করলেন। [ছ্বহীহ বুখারী হা/৬৯০৫, ৬৯০৬, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৬৮৩]

٣٣٩. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِن هُذَيْلٍ، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا فَاخْتَصَمُوا إِلَى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَضَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ: يَا عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ. وَقَضَى بِديَةِ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا، وَوَرَّثَهَا وَلَدَهَا وَمَن مَعَهُمْ، فَقَامَ حَمَلُ بْنُ النَّابِغَةِ الْهُذَلِيُّ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، كَيْفَ أَغْرَمُ مَنْ لا شَرِبَ وَلا أَكَلَ، وَلا نَطَقَ وَلا اسْتَهَلَّ؟ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ. فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا هَذَا مِن إِخْوَانِ الْكُهَّانِ. مِنْ أَجْلِ سَجْعِهِ الَّذِي سَجَعَ.

৩৩৯. আবী হুরায়রাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুযাইল গোত্রের দু'জন মহিলা পরস্পর সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। এতে একজন অপরজনকে পাথর দ্বারা আঘাত করে। এর দ্বারা সে ঐ মহিলা ও তার গর্ভের সন্তানকে হত্যা করে ফেলল। তখন নিহত মহিলার উত্তারাধিকারীরা রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে অভিযোগ করল। রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুকুম দিলেন যে, সন্তানের দিয়াত হলো একটি দাস কিংবা দাসী প্রদান করা। নিহত মহিলার দিয়াত হত্যাকারী মহিলার আকীলা (গোত্র সম্পর্কীয় আত্মীয়) এর ওপর আরোপিত হবে। আর নিহত মহিলার সন্তান এবং যে সব লোক তার সঙ্গে রয়েছে তাদের মীরাছের অধিকার প্রদান করলেন।

হামাল ইবনু নাবেগাহ আল হুযালী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, হে আল্লাহর রসূল, আমরা কিভবে এর ক্ষতি পূরণ করব? যে পান করেনি, খায় নি, কথা বলেনি এবং কোনো শব্দও করেনি? সে তো এল আর গেল)। এধরনের বিষয় অকেজো (বাতিলযোগ্য)। এমন ছন্দ যুক্ত বাক্য বলার কারণে রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এ যেন গণকদের ভাই

(দলভুক্ত)। [ছ্বহীহ বুখারী হা/৬৯০৯, ৬৯১০, ৫৭৬০, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৬৮১]

٣٤٠. عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ، فَنَزَعَ يَدَهُ مِنْ فِيهِ، فوقَعَتْ ثِنِيَتَاهُ، فَاخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ؟ اذهَبْ لا دِيَةَ لَكَ".

৩৪০. ইমরান ইবনে হুসাঈন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, একদা এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির হাতে কামড় বসিয়ে দিলো। সে যখন আপন হাত তার মুখ থেকে সরিয়ে আনল তখন তার সম্মুখ ভাগের দু‘টি দাঁত খসে গেল। উভয়ে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে এসে পরস্পরের বিরুদ্ধে অভিযোগ করল। তখন তিনি বললেন, তোমাদের একজন তার ভাইকে এমনভাবে দাঁত দিয়ে কামড় দিবে যেমনভাবে উট কামড় দেয়? (আবার এর জন্য ক্ষতিপরণের আবেদ করছ?) যাও এর জন্য কোনো দিয়্যাত বা ক্ষতিপূরণ নেই। [ছ্বহীহ বুখারী হা/৬৮৯২, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৬৭৩]

٣٤١. عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا جُنْدُبٌ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ، وَمَا نَسِينَا مِنْهُ حَدِيثًا، وَمَا نَخْشَى أَنْ يَكُونَ جُنْدُبٌ كَذَبَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كَانَ فِيمَن كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ بِهِ جُرْحٌ، فَجَزِعَ، فَأَخَذَ سِكِّينًا فَحَزَّ بِهَا يَدَهُ، فَمَا رَقَأَ الدَّمُ حَتَّى مَاتَ. قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: عَبْدِي بَادَرَنِي بِنَفْسِهِ، فَحَرَّمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ".

৩৪১. হাসান ইবনে আবূল হাসান আল বাছরী রহি. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, জুনদুব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আমাদেরকে এই মাসজিদে একটি হাদীছ বর্ণনা করেন, সে দিন হতে আমরা না হাদীছ ভুলেছি, না আশঙ্কা করেছি যে, জুনদুব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি মিথ্যারোপ করেছেন। তিনি বলেন, রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের পূর্ব যুগে জনৈক ব্যক্তি আঘাত পেয়েছিল। এ জন্য সে কাতর হয়ে পড়েছিল। অতঃপর সে একটি ছুরি হাতে নিল এবং তা দিয়ে সে তার হাতটি কেটে ফেলল। ফলে রক্ত

আর বন্ধ হলো না। শেষ পর্যন্ত সে মারা গেল। আল্লাহ তা'আলা বললেন, আমার বান্দাটি নিজেই প্রাণ দেয়ার ব্যাপারে আমার হতে অগ্রগামী হলো। কাজেই আমি তার ওপর জান্নাত হারাম করে দিলাম। [ছ্বহীহ বুখারী হা/৩৪৬৩, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১১৩]

١٤–كتابُ الحُدُود

পর্ব-১৪: কিতাবুল হুদূদ (দণ্ডবিধি)

٣٤٢. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَدِمَ نَاسٌ مِنْ عُكْلٍ –أَوْ عَرَيْنَةَ– فَاجْتَوَوُا الْمَدِينَةَ، فَأَمَرَ لَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلِقَاحٍ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا، فَانْطَلَقُوا. فَلَمَّا صَحُّوا، قَتَلُوا رَاعِيَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَا قُوا النَّعَمَ. فَجَاءَ الْخَبَرُ فِي أَوَّلِ النَّهَار، فبَعَثَ فِي آثَارِهِمْ، فَلَمَّا ارْتَفَعَ النَّهَارُ، جِيءَ بِهِمْ فَأَمَرَ بِهِمْ فَقُطِعَتْ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ، وَسُمِّرَتْ أَعْيُنُهُمْ، وَتُرِكُوا فِي الْحَرَّةِ يَسْتَسْقُونَ، فَلا يُسْقَوْنَ. قَالَ أَبُو قِلابَةَ: فَهَؤُلاءِ سَرَقُوا، وَقَتَلُوا، وَكَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ، وَحَارَبُوا اللهَ وَرَسُولَهُ. أخرجه الجماعة.

৩৪২. আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, উকল বা উরায়নাহ গোত্রের কতিপয় লোক (ইসলাম গ্রহণের জন্য) মদীনায় এলে তারা পীড়িত হয়ে পড়ল। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে (ছাদাকার) উটের কাছে যাবার এবং উটের পেশাব ও দুধ পান করার নির্দেশ দিলেন। তারা সেখানে চলে গেল। তারপর তারা সুস্থ হয়ে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রাখালকে হত্যা করে ফেলল এবং উট গুলোকে হাঁকিয়ে নিয়ে গেল। এ খবর দিনের প্রথমভাগেই এসে পৌঁছিল। তিনি তাদের পিছনে লোক পাঠালেন। বেলা বেড়ে উঠলে তাদেরকে গ্রেফতার করে আনা হলো। তারপর তাঁর আদেশে তাদের হাত ও পা কেটে দেওয়া হলো। উত্তপ্ত শলাকা দিয়ে তাদের চোখ

ফুঁড়ে দেওয়া হলো। এবং গরম পাথরের ভূমিতে তাদেরকে নিক্ষেপ করা হলো। তারা পানি চাইছিল কিন্তু দেওয়া হয়নি।

আবূ কিলাবাহ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এরা চুরি করেছিল, হত্যা করেছিল, ঈমান আনার পরে কুফরী করেছিল এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল। এ হাদীছটিকে একদল মুহাদ্দিছ বর্ণনা করেছেন। [ছ্বহীহ বুখারী হা/২৩৩, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৬৭১]

٣٤٣. عن عُبَيْدِ الله بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالا: إنَّ رَجُلًا مِنَ الأَعْرَابِ أَتَى رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقَالَ: يَا رَسُولَ الله، أنْشُدُكَ الله إلَّا قَضَيْتَ بَيْنَنَا بِكِتَابِ الله. فَقَالَ الْخَصْمُ الآخَرُ –وَهُوَ أفْقَهُ مِنْهُ: – نَعَمْ، فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ الله وَائْذَنْ لِي. فَقَالَ النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "قُلْ".فقَالَ: إنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا، فزَنَى بِامْرَأتِهِ، وَإِنِّ أُخْبِرْتُ أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ، فَافْتَدَيت منْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَوَلِيدَةٍ، فَسَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلمِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّمَا عَلَى ابْنِي جَلْدُ مِائَةٍ وتَغْرِيبُ عَامٍ، وأنَّ عَلَى امْرَأةِ هَذَا الرَّجْمَ؟

فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ الله: الْوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ رَدٌّ عَلَيكَ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، اغْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأةِ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا" فَغَدَا عَلَيْهَا، فَاعْتَرَفَت. فَأَمَرَ بِهَا رَسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُجِمَتْ. العَسِيفُ: الأَجِيرُ.

৩৪৩. উবায়দুল্লাহ ইবনে উতবাহ ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি আবূ হুরায়রাহ ও যায়দ ইবনে খালিদ আল যুহানী (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণনা করেছেন। তাঁরা উভয়েই বলেছেন, একদা এক গ্রাম্যলোক রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমি আপনাকে আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি যে, আপনি আমার ব্যাপারে আল্লাহর কিতাব অনুসারে হুকুম প্রদান করুন। তখন তার প্রতিপক্ষ অপর এক ব্যক্তি যে তার চেয়ে অধিক বুদ্ধিমান ছিল সে বলল, হ্যাঁ, আপনি আমাদের মাঝে

আল্লাহর কিতাব অনুসারে ফায়ছালা করুন। এবং (তার আগে) আমাকে কথা বলার অনুমতি প্রদান করুন। তখন রসূল ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, বলো। লোকটি বলল, আমার এক ছেলে ঐ ব্যক্তির বাড়িতে কর্মচারি ছিল। সে তার স্ত্রীর সঙ্গে ব্যভিচার করেছে। অতএব, আমাকে সংবাদ দেওয়া হয়েছে যে, আমার ছেলের ওপরে রজম (পাথর নিক্ষেপের) এর শাস্তি আরোপিত হবে। সুতরাং আমি, একশত ছাগল ও একটি দাসী তার বিনিময় প্রদান করলাম। এরপর আমি এ ব্যাপারে আলিমগণের কাছে জিজ্ঞাসা করলাম। তখন তারা আমাকে বললেন যে, আমার ছেলের ওপর একশত বেত্রাঘাত এবং এক বছর কাল নির্বাসনের হুকুম বলবৎ হবে। আর ঐ মহিলার ওপর রজম (পাথর নিক্ষেপ) এর হুকুম কার্যকর হবে। রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন, সেই মহান সত্তার শপৎ! যার হাতে আমার জীবন। নিশ্চয় আমি তোমাদের মাঝে আল্লাহর কিতাব অনুসারে নিষ্পত্তি করে দিব। সুতরাং দাসী এবং ছাগল ফেরত দেয়া হবে। আর তোমার ছেলের ওপর একশত বেত্রাঘাত এবং এক বছরের জন্য নির্বাসনের হুকুম কার্যকর হবে। আসলাম গোত্রের একজন ছাহাবী উনাইসকে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে উনাইস! (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তুমি আগামীকাল প্রত্যুষে ঐ মহিলার কাছে গমন করবে, (এবং ঐ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করবে) যদি সে তা স্বীকার করে তবে তাকে রজম (পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা) করবে।

রাবী বলেন, পরদিন প্রত্যুষে তিনি মহিলার কাছে গেলেন (এবং এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলেন) সে তা স্বীকার করল। অতঃপর রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহিলার প্রতি শরীয়াতের হুকুম কার্যকর করার নির্দেশ দিলেন এবং তাকে পাথর মারা হল। [ছ্বহীহ বুখারী হা/২৭২৪, ২৭২৫, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৬৯৭, ১৬৯৮]

العَسِيفُ অর্থ الأَجِيرُ তথা শ্রমিক, কর্মচারি।

٣٤٤. عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَا: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصَنْ؟ . قَالَ: "إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ

بِيعُوهَا وَلَو بِضَفِيرٍ". قَالَ ابنُ شِهابٍ: (ولا أدري، أَبَعْدَ الثَّالِثَةِ أوِ الرَّابِعةِ) والضَّفِيرُ الحَبْلُ.

৩৪৪. উবায়দুল্লাহ ইবনে আব্দুল্লাহ উতবাহ ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি আবূ হুরায়রাহ ও যায়দ ইবনে খালিদ আল যুহানী (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণনা করেছেন। তাঁরা উভয় বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অবিবাহিতা দাসী যদি ব্যভিচার করে সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে, তিনি বলেন, যদি সে ব্যভিচার করে, তবে তাকে বেত্রাঘাত কর। আবার যদি সে ব্যভিচার করে আবার বেত্রাঘাত কর। এরপরে সে যদি আবার ব্যভিচার করে তাহলে তাকে রশির বিনিময় হলেও বিক্রি করে দাও।

রাবী ইবনু শিহাব যুহরী বলেছেন, এ কথা তৃতীয় বারের না চতুর্থ বারের পরে বলেছেন তা আমার সঠিক জানা নেই। [ছ্বহীহ বুখারী হা/৬৮৩৭, ৬৮৩৮, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৭০৩, ১৭০৪]

٣٤٥. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّهُ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ، فَنَادَاهُ: فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي زَنَيْتُ. فَأَعْرَضَ عَنْهُ. فتَنَحَّى تِلْقَاءَ وَجْهِهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي زَنَيْتُ، فَأعْرَضَ عَنْهُ. حَتَّى ثَنَّى ذَلِكَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ. فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ، دَعَاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "أَبِكَ جُنُونٌ؟ قَالَ: لا. قَالَ: "فَهَلْ أَحْصِنْت؟ " قَالَ: نَعَمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ".

৩৪৫. আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, মুসলিমদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এলো। তখন তিনি মাসজিদে বসে ছিলেন। সে তখন উচ্চস্বরে বলল, হে আল্লাহর রসূল! আমি ব্যভিচার করেছি। তখন তিনি তাঁর মুখ ফিরিয়ে নিলেন। সে লোকটি তাঁর চেহারার দিকে গিয়ে বলল, হে আল্লাহর রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আমি ব্যভিচার করেছি। এবারও তিনি তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। এভাবে সে চারবার

স্বীকারোক্তি প্রদান করল। এরপর সে যখন চারবার নিজের ওপর সাক্ষ্য দিলো, তখন রসূল ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ডাকলেন এবং বললেন, তোমার মধ্যে কি পাগলামী আছে? সে বলল, না। তুমি কি বিবাহিত? সে বলল, হ্যাঁ। তখন রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা তাকে নিয়ে যাও এবং পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা কর। [ছ্বহীহ বুখারী হা/৫২৭১, ৬৮১৫, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৬৯১]

٣٤٦. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ «كُنْت فِيمَنْ رَجَمَهُ , فَرَجَمْنَاهُ بِالْمُصَلَّيْ , فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ هَرَبَ , فَأَدْرَكْنَاهُ بِالْحَرَّةِ , فَرَجَمْنَاهُ». الرَّجُلُ هُوَ: ماعِزُ بنُ مالِكٍ. ورَوَى قِصَّتَهُ، جَابِرُ ابنُ سمرة وعَبْدِ اللّٰهِ بنُ عَبَّاسٍ، وأبو سعيدٍ الخُدْرِيُّ، وبُرَيْدَةُ بنُ الحُصَيْبِ الأَسْلَمِيُّ.

৩৪৬. ইবনু শিহাব (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, আমাকে আবূ সালামাহ ইবনে আব্দুর রহমান জানিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে হাদীছটি শ্রবণ করেছেন। তিনি বলেন যে, জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন, পাথর নিক্ষেপকারীদের মধ্যে আমিও একজন ছিলাম। আমরা তখন তাকে ঈদের ছ্বলাত পড়ার স্থানে রজম করলাম। যখন তার ওপর পাথর পড়তে লাগল তখন সে পলায়ন করল। আমরা তাকে হাররা নামক স্থানে ধরে ফেললাম এবং পাথর মেরে হত্যা করলাম। [ছ্বহীহ বুখারী হা/৫২৭১, ৬৮১৫, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৬৯১]

সে লোকটি ছিল মাইয ইবনে মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর ঘাটনাটিকে আরোও যারা বর্ণনা করেছেন তারা হলেন, জাবির ইবনে সামুরাহ, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, আবূ সাঈদ আল্ খুদরী এবং বুরাইদাহ ইবনে হুছাইব আল আসলামী (রাযিয়াল্লাহু আনহুম)।

٣٤٧. عَن عَبد الله بنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ الْيَهُودَ جَاءُوا إِلَى رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرُوا لَهُ: أَنَّ امْرَأَةً مِنْهُمْ وَرَجُلًا زَنَيَا. فَقَالَ

لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا تَجِدُونَ فِي التَّوراةِ فِي شَأْنِ الرَّجْمِ؟" فَقَالُوا: نَفْضَحُهُمْ وَيُجْلَدُونَ.

قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلامٍ: كَذَبْتُمْ، إنَّ فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ، فَأَتَوْا بِالتَّوراةِ فَنَشَرُوهَا، فَوَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ فَقَرَأَ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا. فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلامٍ: ارْفَعْ يَدَكَ، فَرَفَعَ يَدَهُ، فَإِذَا فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ. فَقَالَ: صَدَقَ يَا مُحَمَّدُ. فَأَمَرَ بِهِمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُجِمَا. قَالَ: فَرَأَيْت الرَّجُلَ: يَجْنَأُ عَلَى الْمَرْأَةِ يَقِيهَا الْحِجَارَةَ. قَالَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: الذي وضع يدَهُ على آيَةِ الرَّجْمِ هو عبدُ اللهِ بنُ صُورِيَا.

৩৪৭. আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা ইয়াহুদীরা নাবী ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসে বলল, তাদের একজোড়া নারী পুরুষ যেনা করেছে। রাসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের বললেন, তাওরাতে তোমরা রজম সম্পর্কে কি হুকুম পেয়েছ? তারা বলল, আমরা যেনাকারীদেরকে অপমান করব এবং তাদেরকে বেত্রাঘাত করা হবে। একথা শুনে আব্দুল্লাহ ইবনু সালাম বললেন, তোমরা মিথ্যা বলছো। নিশ্চয়ই তাতে রজম করার হুকুম বিদ্যমান। অতঃপর তারা তাওরাত কিতাব নিয়ে আসে এবং তা খোলে। তাদের একজন তার একটি হাত রজমের আয়াতের ওপর রেখে দিয়ে এর পূর্বাপর পড়তে থাকে। আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম তাকে হাত উঠিয়ে নিতে নির্দেশ দেন। সে তার হাত উঠিয়ে নিতেই দেখা গেল যে, তাতে রজমের আয়াত রয়েছে। তারা বলল, হে মুহাম্মাদ! তিনি সত্যিই বলেছেন। নিশ্চয়ই তাতে রজমের আয়াত রয়েছে। অতঃপর রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আদেশে দু‘জনকেই রজম করা হলো। আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) বললেন, আমি দেখলাম, পুরুষটি ঐ নারীকে পাথরের আঘাত থেকে রক্ষার জন্য তার দিকে ধাবিত হচ্ছে। [ছ্বহীহ বুখারী হা/৩৬৩৫, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৬৯৯]

যে লোকটি রজমের আয়াতের ওপর হাত রেখে দিয়ে আয়াতটিকে চাপা দিয়ে রেখেছিল সে হলো আব্দুল্লাহ ইবনে ছূরীয়া।

٣٤٨. عَن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَو أنَّ رَجُلًا –أوْ قَالَ: امْرَءاً– اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيرِ إذْنكَ، فَحذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ، فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ، مَا كَانَ عَلَيك جُنَاحٌ".

৩৪৮. আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যদি কোনো পুরুষ ব্যক্তি তোমার (ঘরে) তোমার বিনা অনুমতিতে উঁকি মারে, তাহলে তুমি তাকে কঙ্কর নিক্ষেপ করবে এবং তার চোখ ফুঁড়িয়ে দিবে। এতে তোমার কোনো দোষ হবে না। [ছ্বহীহ বুখারী হা/৬৯০২, ছ্বহীহ মুসলিম হা/২১৫৮]

٥٧–باب حدِّ السَّرقة

অধ্যায়: ৫৭-চোরের দণ্ডবিধির বর্ণনা

চোরের হাত কর্তন করা সম্পর্কে কুরআন, হাদীছ, ইজমা‘ এবং কিয়াস দ্বারা এর দলীল প্রমাণিত।

٣٤٩. عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أنَّ النَّبِيَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ. وَفِي لَفْظٍ: ثَمَنُهُ– ثَلاثَةُ دَرَاهِمَ.

৩৪৯. আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি ঢাল চুরির অপরাধে এক চোরের হাত কেটে দেন। উক্ত ঢালটির মূল্য ছিল তিন দিরহাম। [ছ্বহীহ বুখারী হা/৬৭৯৫, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৬৮৬]

৩৫০. عَنْ عَائِشَةَ رَضي الله عَنْهَا: أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا.

৩৫০. আয়িশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, এক চতুর্থাংশ দীনার অথবা এর চেয়ে বেশী পরিমাণ মূল্যের মাল চুরির দায়ে চোরের হাত কাটতে হবে। [ছ্বহীহ বুখারী হা/৬৭৮৯, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৬৮৪]

৩৫১. عَنْ عَائِشَةَ رَضي الله عَنْهَا: إِنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ، فَقَالُوا: مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟. فَقَالُوا: وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيدٍ حِبُّ رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟

فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ، فَقَالَ " أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ الله "؟، ثُم قَامَ فَاخْتَطَبَ، فَقَالَ: " إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ، أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ. وَايْمُ الله، لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا". وَفِي لَفْظٍ: كَانَتْ امْرَأَةٌ تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ وَتَجْحَدُهُ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَطْعِ يَدِهَا.

৩৫১. আয়িশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, মাখযুম গোত্রের এক নারীর চুরির ঘটনায় কুরাইশগণ চিন্তিত হয়ে পড়ল। তারা বললেন, কে এ বিষয়ে রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে কথা বলতে পারবে? এরপর তারা বলল, রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রিয় পাত্র উসামাহ ইবনে যায়দ ছাড়া কে এ বিষয়ে তাঁর সাথে কথা বলার সাহস রাখেন? এরপর উসামাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে এ বিষয়ে কথা বলেন। তখন নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি আল্লাহর কর্তৃক নির্ধারিত হদ্দের ব্যাপওে সুপারিশ করতে চাও? অতঃপর নাবী ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়াইলেন ও ভাষণ দিলেন। তিনি বললেন, তোমাদের পূর্ববর্তীরা ধ্বংস হয়েছে তাদের গণ্যমান্য পরিবারের কেউ চুরি করলে

তাকে ছেড়ে দিত। আর দুর্বল কেউ চুরি করলে তারা তার প্রতি হদ্দ প্রয়োগ করত (তার হাত কেটে দিত)। আল্লাহর কসম! মুহাম্মাদের মেয়ে ফাতিমাও চুরি করে তবে আমি তারও হাত কেটে ফেলতাম। অন্য শব্দে বর্ণিত হয়েছে, একটি মহিলা জিনিস পত্র ধার নিয়ে নিত এরপর সে তা অস্বীকার করত। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত মহিলার হাত কেটে দিতে নির্দেশ দিলেন। [ছ্বহীহ বুখারী হা/৩৪৭৫, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৬৮৮]

৫৮-بَابُ حَدِّ الْخَمْرِ

অধ্যায়: ৫৮-মদপানের দণ্ডবিধির বিবরণ

৩৫২. عَن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أنَّ النَّبِيَّ صَلَّي الله عَلَيْهِ وَسَلَّم أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ، فَجَلَدَهُ بِجَرِيدَةٍ نَحْوَ أَرْبَعِينَ. قَالَ: وَفَعَلَهُ أَبُو بَكْرٍ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ، اسْتَشَارَ النَّاسَ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: " أَخَفُّ الْحُدُودِ، ثَمَانُونَ ". فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ .

৩৫২. আনাস ইবনে মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট একদা একজন লোককে নিয়ে আসা হলো যে মদ পান করেছে। অতঃপর সেই লোকটিকে তিনি প্রায় চল্লিশটি বেত্রাঘাত করলেন।

বর্ণনাকারী আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আবূ বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এরকমই শাস্তি প্রদান করতেন। এরপর যখন উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) যখন খলীফা হিসেবে মনোনীত হলেন তখন তিনি লোকজনের সাথে পরামর্শ করলেন। তখন আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, সর্ব নিম্ন হদ হচ্ছে আশি বেত্রাঘাত। তখন উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) মদ পানের শাস্তিস্বরূপ আশিটি করে বেত্রাঘাত করতে নির্দেশ প্রদান করেন। [ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৭০৬]

٣٥٣. عَنْ أَبِي بُرْدَةَ هَانِئِ بْنِ نِيَارِ الْبَلَوِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " لا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ، إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ".

৩৫৩. আবূ বুরদাহ হানী ইবনে নিয়ার আল বালাবী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ছ্বাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শ্রবণ করেছেন। তিনি বলছেন, আল্লাহর হদসমূহের ব্যাপার ছাড়া অন্য কোনো অপরাধের কারণে দশ বেত্রাঘাতের উর্দ্ধে বেত্রাঘাত করা যাবে না। [ছ্বহীহ বুখারী হা/৬৮৪৮, ৬৮৫০, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৭০৮]

١٥–كِتاب الأيمَان والنذور

পর্ব-১৫: কসম-শপথ ও নযর-মানত

﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغْوِ فِيٓ أَيْمَٰنِكُمْ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ ٱلْأَيْمَٰنَ ۖ فَكَفَّٰرَتُهُۥٓ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَٰكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَٰلِكَ كَفَّٰرَةُ أَيْمَٰنِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۚ وَٱحْفَظُوٓا۟ أَيْمَٰنَكُمْ ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَٰتِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾

আল্লাহ তোমাদেরকে পাকড়াও করেন না তোমাদের অর্থহীন শপথের ব্যাপারে, কিন্তু যে শপথ তোমরা দৃঢ়ভাবে কর সে শপথের জন্য তোমাদেরকে পাকড়াও করেন। সুতরাং এর কাফফারা হল দশ জন মিসকীনকে খাবার দান করা, মধ্যম ধরনের খাবার, যা তোমরা স্বীয় পরিবারকে খাইয়ে থাক, অথবা তাদের বস্ত্র দান, কিংবা একজন দাস–দাসী মুক্ত করা। অতঃপর যে সামর্থ্য রাখে না তবে তিন দিন সিয়াম পালন করা। এটা তোমাদের শপথের কাফ্ফারা, যদি তোমরা শপথ কর, আর তোমরা তোমাদের শপথ হেফাজত

কর। এমনিভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য তার আয়াতসমূহ বর্ণনা করেন যাতে তোমরা শোকর আদায় কর। সূরা আল মায়িদা ৫:৮৯।

٣٥٤. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ – قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ! لا تَسْأَلِ الإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ أُعْطِيتَهَا منْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ، أُعِنْتَ عَلَيْهَا، وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ، وَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ) .

৩৫৪. ‘আব্দুর রহমান ইবনে সামুরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হে ‘আব্দুর রহমান ইবনে সামুরাহ! তুমি নেতৃত্ব চেয়ে নিও না। কেননা, যদি চাওয়ার কারণে তোমাকে নেতৃত্ব দেওয়া হয় তাহলে তোমাকে তার ওপর ন্যাস্ত করা হবে। আর যদি চাওয়া ব্যতীত তোমাকে নেতৃত্ব দেওয়া হয়, তাহলে তার ওপর তোমাকে সাহায্য করা হবে। আর যখন কোনো কসম কর এবং পরে তার বিপরীত করা ভালো মনে কর। তখন তোমার কসমের কাফ্‌ফারাহ আদায় কর এবং সেই ভালো কাজটি কর। [ছ্বহীহ বুখারী হা/৭১৪৭, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৬৫২]

٣٥٥. عَنْ أَبِي مُوسَى – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ – قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –: (إِنِّي وَاللهِ – إِنْ شَاءَ الله – لا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ، فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إلاَّ أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَتَحَلَّلْتُهَا).

৩৫৫. আবূ মূসা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহর কসম! আমি যদি আল্লাহর ইচ্ছায় কোনো বস্তুর ওপর কসম করি, অতঃপর ঐ কসমের ব্যতিক্রম করা উত্তম মনে করি তখন আমি আমার কসমের কাফ্‌ফারাহ আদায় করে দিই এবং যে কাজটি উত্তম তাই করি। [ছ্বহীহ বুখারী হা/৬৭২১, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৬৪৯]

٣٥٦. عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُم أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ. وَلِمُسْلِمٍ: "فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ أَوْ لِيَصْمُتْ". وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ عُمَرُ: فَوَاللهِ مَا حَلَفْتُ بِهَا مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْهَا، ذَاكِرًا وَلا آثِرًا (يعني: حَاكِيًا عَنْ غَيْرِي: أَنَّهُ حَلَفَ بِهَا) .

৩৫৬. উমার ইবনে খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নিশ্চয় আল্লাহ তা‘আলা তোমাদেরকে তোমাদের বাপ-দাদা (পিতৃপুরুষের) নামে কসম করতে বারণ করেছেন।

ছ্বহীহ মুসলিমের একটি বর্ণনায় রয়েছে, কেউ কসম করলে সে যেন আল্লাহর নামেই করে অথবা চুপ থাকে।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আল্লাহর কসম আমি বাপ-দাদার নামে আর কসম করিনি, যখন থেকে আমি রাসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এর থেকে নিষেধ করতে শুনেছি। ইচ্ছা করেও না এবং অন্যের থেকে বর্ণনা করেও না। [ছ্বহীহ বুখারী হা/৬৬৪৭, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৬৪৬]

٣٥٧. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ: لأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى تِسْعِينَ امْرَأَةً تَلِدُ كُلُّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ غُلَامًا يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ. فَقِيلَ لَهُ: قُلْ: إِنْ شَاءَ اللهُ. فَلَمْ يَقُلْ، فَطَافَ بِهِنَّ، فَلَمْ تَلِدْ مِنْهُنَّ إِلا امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ نِصْفَ إِنْسَانٍ. قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَوْ قَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ لَمْ يَحْنَثْ، وَكَانَ ذلِكَ دَرَكًا لِحَاجَتِهِ". قولُهُ: " قِيلَ لَهُ: قُلْ: إِنْ شَاءَ اللهُ " يَعْنِي قَالَ لَهُ المَلَكُ.

৩৫৭. আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সুলাইমান ইবনে দাউদ আ. বললেন, আজ রাতে আমি নব্বইজন স্ত্রীর প্রত্যেকের নিকটেই যাবো। এতে তারা সকলেই এমন যোগ্যতা সম্পন্ন সন্তান জন্ম দিবে যারা (ভবিষ্যতে)

প্রত্যেকেই আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করবে। এরপর তাঁকে বলা হলো, আপনি ইনশাআল্লাহ বলুন। কিন্তু তিনি ইনশাআল্লাহ বললেন না। তিনি তাঁর সকল স্ত্রীর সাথেই সহবাস করলেন। কিন্তু তাঁর একজন স্ত্রী ব্যতীত আর কোনো স্ত্রী সন্তান প্রসব করলেন না। আর সেই এক স্ত্রীও আবার অর্ধ মানবাকৃতির অপূর্ণাঙ্গ সন্তান প্রসব করলেন। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তিনি যদি ইনশাআল্লাহ বলতেন, তাহলে তিনি শপথ ভঙ্গকারী হতেন না। আর উদ্দেশ্য পূরণে তিনি সফলকাম হতেন।

আর তাকে বলা হলো আপনি ইনশা আল্লাহ বলুন। যিনি এই কথা বলেছিলেন তিনি ফেরেশতা ছিলেন। [ছ্বহীহ বুখারী হা/৩৪২৪, ৫২৪২, ৬৬৩৯, ৬৭২০, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৬৫৪]

٣٥٨. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ، يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ، لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ " وَ نَزَلَتْ {إِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} إلى آخر الآية.

৩৫৮. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি ছলনা মূলক মিথ্যা শপথ করবে অন্য মুসলমানের সম্পদ ছিনিয়ে নেয়ার জন্য, সে আল্লাহর সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাত করবে এমতাবস্থায় আল্লাহ তা‘আলা তার প্রতি রাগান্বিত ও অসন্তুষ্ট থাকবেন। এ প্রেক্ষিতে নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল হয়: {إِنَّ الَذِينَ يَشتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وأيمانهم ثَمنا قلِيلا} ‘নিশ্চয় যারা আল্লাহর ওয়াদা ও তাদের শপথকে অল্প মূল্যে বিক্রি করে, আখিরাতে এদের কোনো অংশ নেই। আর কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা‘আলা এদের সাথে কথা বলবেন না, এদেও দিকে দৃষ্টিপাত করবেন না এবং এদেরকে পরিশুদ্ধও করবেন না। আর তাদের জন্যে আছে কঠিন শাস্তি’। (সূরা আলে ইমরান : ৭৭)। [ছ্বহীহ বুখারী হা/২৩৫৬, ৪৫৪৯, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৩৮]

٣٥٩. عَنِ الأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ خُصُومَةٌ فِي بِئْرٍ، فاخْتَصَمْنَا إِلَى رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ ".

قُلْتُ: إِذَنْ يَحْلِفَ ولا يُبَالِي. فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ، لَقِيَ الله وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ.

৩৫৯. আশ'আছ ইবনে কায়েস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার ও এক ব্যক্তির মাঝে একটি কূপ নিয়ে বিবাদ ছিল। আমি এ ব্যাপারে রসূল ছুল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট হাযির হলাম। তিনি বললেন, তুমি দু'জন সাক্ষী প্রমাণ স্বরূপ হাযির কর অথবা সে শপথ করুক। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! এ কথার ওপর সে তো শপথ করেই ফেলবে। রসূলুল্লাহ ছুল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যে ব্যক্তি কোনো মুসলিমের সম্পদ ছিনিয়ে নেয়ার উদ্দেশ্যে কসম করে, অথচ সে তাতে মিথ্যাবাদী, তাহলে ক্বিয়ামতের দিন সে আল্লাহর সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাত করবে যে, আল্লাহ তার ওপর রাগান্বিত থাকবেন। [ছ্বহীহ বুখারী হা/২৫১৬, ৪৫৫০, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৩৮]

٣٦٠. عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ الأَنصَارِي : أَنَّهُ بَايَعَ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، وَأَنَّ رَسُولَ الله قَالَ: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الإِسْلامِ، كَاذِبًا، مُتَعَمِّدًا، فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَيْسَ عَلَى رَجُلٍ نَذْرٍ فِيمَا لا يَمْلِكُ". وَفِي رِوَايَةٍ " وَلَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ ". وَفِي رِوَايَةٍ " مَنِ ادَّعَى دَعْوَى كَذِبَةٍ، لِيَتَكَثَّرَ بِهَا، لَمْ يَزِدْهُ الله إلا قِلَّةً".

৩৬০. সাবিত ইবনে যাহ্হাক আল আনছারী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি গাছের নিচে বাই'আত গ্রহণকারীদের অন্যতম ছাহাবী ছিলেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছুল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছে, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো দলের (অনুসারী হওয়ার)

মিথ্যা কসম করবে সে ঐ দলেরই শামিল হয়ে যাবে। আর কোনো লোক দুনিয়াতে যে জিনিস দিয়ে আত্মহত্যা করবে, ক্বিয়ামতের দিন সে জিনিস দিয়েই তাকে ‘আযাব দেয়া হবে। আর মানুষ যে জিনিসের মালিক নয়, এমন জিনিসের নযর আদায় করা তার ওপর ওয়াজিব নয়। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, কোনো লোক কোনো মুমিনের ওপর অভিশাপ দিলে, তা তাকে হত্যা করারই শামিল।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, কোনো লোক যদি কোনো মিথ্যা দাবী করে নিজের সম্পদ বৃদ্ধিও জন্য তবে আল্লাহ তা‘আলা তার সম্পদ কমতি করা ছাড়া বৃদ্ধি করবেন না। [ছ্বহীহ বুখারী হা/১৩৬৩, ৪১৭১, ৬০৪৭, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১১০]

٥٩–بَابُ النَّذر

অধ্যায়: ৫৯-আন নযর বা মানত

٣٦١. عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي كُنْتُ نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً. وَفِي رِوَايَةٍ: يَوْمًا– فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ؟ قَالَ: " فَأَوْفِ بِنَذْرِكَ".

৩৬১. উমার ইবনে খাত্তাব (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আমি জাহিলিয়াতের সময় মানত করেছিলাম যে, আমি এক রাত ই‘তিকাফ করব। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, মাসজিদে হারামে একদিন ই‘তিকাফ করার জন্য। তিনি বললেন, তুমি তোমার মানত র্পূণ কর। [ছ্বহীহ বুখারী হা/৩১৪৪, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৬৫৬]

٣٦٢. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ نَهَى عَنِ النَّذْرِ، وَقَالَ: إِنَّ النَّذْرَ لا يَأْتِي بِخَيْرٍ، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ.

৩৬২. আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, (তিনি বলেন) নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানত করতে নিষেধ করেছেন। তিনি আরো বলেছেন, মানত কোনো কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না। কেবলমাত্র এর দ্বারা কৃপণের কিছু খরচ হয় মাত্র। [ছ্বহীহ বুখারী হা/৬৬০৮, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৬৩৯]

٣٦٣. عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: " نَذَرَتْ أُخْتِي أَنْ تَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللهِ الْحَرَامِ حَافِيَةً فَأَمَرَتْنِي أَنْ أَسْتَفْتِيَ لَهَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَفْتَيْتُهُ فَقَالَ: لِتَمْشِي وَلْتَرْكَبْ ".

৩৬৩. ওক্ববাহ ইবনে আমের (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার বোন মানত করল যে, সে খালী পায়ে হেঁটে বায়তুল্লাহর (হজ্জ) করবে। (অথচ তার সে শক্তি - সমার্থ নেই) সে আমাকে নির্দেশ দিলো যে, আমি যেন এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট ফতোয়া জিজ্ঞেস করি। এরপর আমি রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ফতোয়া জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, সে যেন পায়েও হেঁটে যায় এবং আরোহণও করে যায়। [ছ্বহীহ বুখারী হা/১৮৬৬, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৬৪৪]

٣٦٤. عَنْ عَبدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّهُ قَالَ: "اسْتَفْتَى سَعْدُ ابْنُ عُبَادَةَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ، تُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " فَاقْضِهِ عَنْهَا ".

৩৬৪. আব্দুল্লাহ ইবনে 'আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, সা'দ ইবনে ওবাদাহ রাসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মানত সম্পর্কে ফতোয়া জিজ্ঞেস করেন যা তার মাতার ওপর ছিল এবং আদায় করার পূর্বেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। (এখন তা আদায় করতে হবে কি না?) অতঃপর রাসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি তোমার মায়ের পক্ষ থেকে তা আদায় কর। [ছ্বহীহ বুখারী হা/৬৯৫৯, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৬৩৮]

٣٦٥. عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ الله، إنَّ مِنْ تَوبَتِي أنْ أنْخَلِعَ مِنْ مَالِي، صَدَقَةً إلَى الله وَإلَى رَسُولِهِ. فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ"

৩৬৫. কা'ব ইবনে মালিক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম, নিশ্চয় আমি তাওবাহ হিসেবে আমার সমস্ত সম্পদ আল্লাহ ও তার রসূলের উদ্দেশ্যে দান করে মুক্ত হতে চাই। তখন রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কিছু সম্পদ তোমার নিজের জন্যে রেখে দাও। এটিই হবে তোমার জন্য উত্তম ও কল্যাণকর। [ছ্বহীহ বুখারী হা/২৭৫৭, ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৭৬৯]

٦٠–بَابُ القَضَاء

অধ্যায়: ৬০-বিচার ফায়ছালা করা

٣٦٦. عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مَنْ أحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ، فهُوَ رَدٌّ". وَفِي لَفْظٍ: "مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيهِ أمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ ".

৩৬৬. 'আয়িশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আমাদের এ নির্দেশের মধ্যে (ইসলামের মধ্যে) নতুন কোনো কিছু সৃষ্টি করল, যা তার অন্তর্ভুক্ত নয়, তা প্রতাখ্যাত। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, যে ব্যক্তি এমন কোনো 'আমল করল যার প্রতি আমাদের নির্দেশ নেই, তা প্রত্যাখ্যাত। [ছ্বহীহ বুখারী হা/২৬৯৭, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৭১৮]

٣٦٧. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ امْرَأَةُ أَبِي سُفْيَانَ، عَلى رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، إنَّ أبَا

سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، لا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ، فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِن جُنَاحٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكِ وَيَكْفِي بَنِيكِ ".

৩৬৭. 'আয়িশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবূ সুফইয়ান এর স্ত্রী হিন্দ বিনতে উতবাহ রাসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাড়িতে প্রবেশ করলেন আর বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম, নিশ্চয় আবূ সুফইয়ান একজন কৃপণ লোক। সে আমাকে ও আমার সন্তান সন্ততির জন্য যথে পরিমাণ খরচ প্রদান করে না। আমি তার সম্পদ থেকে তার অজান্তেই কিছু সম্পদ না গ্রহণ করা পর্যন্ত আমার জন্য যথেষ্ট হয় না। আমার জন্য এতে কি গুনাহ হবে? তিনি বললেন, তুমি তার সম্পদ থেকে তোমার জন্য ও তোমার সন্তান সন্ততির জন্য যা যথেষ্ট হবে তা ন্যায় সঙ্গতভাবে গ্রহণ করবে (এত তোমার কোনো গুনাহ হবে না)। [ছ্বহীহ বুখারী হা/২২১১, ৫৩৬৪, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৭১৪]

٣٦٨. عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ جَلَبَةَ خَصْمٍ بِبَابِ حُجْرَتِهِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ: "أَلا إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَإِنَّمَا يَأْتِينِي الْخَصْمُ، فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَبْلَغَ مِنْ بَعْضٍ، فَأَحْسِبُ أَنَّهُ صَادِقٌ، فَأَقْضِي لَهُ، فمَن قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ، فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ، فَلْيَحْمِلْهَا أَوْ يَذَرْهَا".

৩৬৮. উম্মে সালামাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা তাঁর হুজরাহ এর দ্বার প্রান্তে জনৈক ঝগড়াকারীর শোর গোল শুনতে পেলেন। এরপর তিনি বাহিরে বের হয়ে তাদের নিকট এসে বললেন, আমি তো একজন মানুষ আমার কাছে মুকাদ্দামা দায়েরকারী আসে, হয়ত তোমাদের একজনের চেয়ে অন্য জন খুব ভালো করে কথা জানে। আমি তখন মনে করি সেই হয়ত সঠিক। তখন আমি তার পক্ষে রায় প্রদান করি। আমি যার পক্ষে অপর মুসলিমের হকের ব্যাপারে রায় দেই, তা বস্তুত জাহান্নামের একটি

অংশ (টুকরা)। অতএব, সে তা বহন (গ্রহণ) করুক বা ছেড়ে দিক। [ছ্বহীহ বুখারী হা/৭১৮১, ৭১৮৫, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৭১৪]

٣٦٩. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: كَتَبَ أَبِي وَكَتَبْتُ لهُ إِلَى ابْنِهِ عَبْدِ الله أَبِي بَكْرَةَ- وَهُوَ قَاضٍ بِسِجِسْتَانَ-: أَلَّا تَحْكُمَ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَأَنْتَ غَضْبَانُ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "لا يَحْكُمْ أَحَدٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ". وَفِي رِوَايَةٍ: "لا يَقْضِيَنَّ حَكَمٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ".

৩৬৯. 'আব্দুর রহমান ইবনু আবী বাকরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, আবূ বাকরাহ তার ছেলেকে লেখে পাঠালেন। সে সময় তিনি সিজিস্তানে অবস্থান করছিলেন। যে তুমি রাগের হালাতে বিবাদমান দু'লোকের মাঝে ফায়ছালা করো না। কেননা আমি নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, কোনো বিচারক যেন রাগের হালাতে দু'জনের মধ্যে বিচার না করে। [ছ্বহীহ বুখারী হা/৭১৫৮, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৭১৭]

٣٧٠. عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَلا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟ ثَلاثًا، قُلْنَا: بَلَى يَا رَسُولَ الله، قَالَ: " الإِشْرَاكُ بِالله، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ " وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ فَقَالَ: " أَلا وَقَوْلُ الزُّورِ، وَشَهَادَةُ الزُّورِ " فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا: لَيْتَهُ سَكَتَ.

৩৭০. আবূ বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি কি তোমাদেরকে সবচেয়ে বৃহত্তম পাপ সম্পর্কে অবগত করাব না? তিনবার তিনি কথাটি বললেন। আমরা বললাম হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তিনি বললেন, আল্লাহর সাথে শিরক করা, পিতা মাতার অবাধ্য হওয়া। এসময় নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেলান দিয়ে বসেছিলেন, এরপর তিনি বসলেন। অতঃপর বললেন সাবধান! মিথ্যা কথা বলা এবং মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া। তিনি এই (শেষোক্ত বিষয়টি) বার বার পুনরাবৃত্তি করতে ছিলেন। এমন কি আমরা বলতে লাগলাম তিনি যদি চুপ হতেন। [ছ্বহীহ বুখারী হা/২৬৫৪, ৫৯৭৬, ছ্বহীহ মুসলিম হা/৮৭]

٣٧١. عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنِ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ.

৩৭১. ইবনু 'আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মানুষকে যদি তাদের দাবী দা'ওয়া অনুযায়ী প্রদান করা হতো, তাহলে মানুষ মানুষের রক্তের ও তাদের সম্পদেরও দাবী করত। কিন্তু বিবাদীর ওপর কসম করা আবশ্যক। [ছ্বহীহ বুখারী হা/৪৫৫২, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৭১১]

١٦–كِتَابُ الأَطْعِمَةِ

পর্ব: ১৬- খাদ্যদ্রব্য

পানাহার ও পরিধানের ক্ষেত্রে নিয়ম হচ্ছে বৈধ ও হালাল হওয়া। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা যা হারাম করেছেন সে সব বিষয় ছাড়া এর মধ্য থেকে কোনো কিছুকে হারাম মনে করা যাবে না। কেননা সেসব কিছু সাধারণ অভ্যাসের অন্তর্ভুক্ত বিষয় যা হালালের ওপর নির্ভরশীল।

٣٧٢. عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَأَشَارَ –وفِي رواية: وَأَهْوَى، النُّعْمَانُ بِإِصْبَعَيْهِ إِلَى أُذُنَيْهِ: "إِنَّ الْحَلالَ بَيِّنٌ، وَإِن الْحَرَامَ بَيِّنٌ. وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ، لا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ". فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ، اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ، وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ. أَلا وَإِنَّ لِكُلِّ

مَلِكٍ حِمًى، ألا وَإِنَّ حِمَى اللهِ مَحَارِمُهُ، أَلا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلُحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلا وَهِيَ الْقَلْبُ".

৩৭২. নু'মান ইবনে বাশীর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, নিশ্চয় হালাল সুস্পষ্ট এবং হারামও সুস্পষ্ট। আর এ উভয়ের মধ্যে এমন অনেক সন্দেহজনক বিষয় রয়েছে, যে ব্যাপারে অনেক মানুষই এগুলো হালাল কি হারাম এ বিষয়য়ে অবগত নয়। এ ক্ষেত্রে, যে ব্যক্তি সন্দেহ জনক বিষয় হতে বিরত থাকবে, তার দীন ও মান মর্যাদা পুত-পবিত্র থাকবে। আর যে ব্যক্তি সন্দেহে পতিত হবে, সে সহসাই হারামে জড়িয়ে পড়বে। বিষয়টি সেই রাখালের ন্যায়, যে রাখাল তার পশুপালকে নিষিদ্ধ এলাকার সীমার কাছাকাছি নিয়ে চরালে, তার পাল অজান্তেই নিষিদ্ধ এলাকায় ঢুকে পড়ার সম্ভাবনা থাকে। সবধান! প্রত্যেক দায়িত্বশীলেরই (প্রশাসন বা সরকারেরই) চারণভূমি (নিষিদ্ধ এলাকা) রয়েছে। আর আল্লাহ তা'আলার সংরক্ষিত এলাকাসমূহ হলো তার নিষিদ্ধ কাজসমূহ। মনে রাখতে হবে, মানব দেহের ভিতরে একটি গোশত পিন্ড রয়েছে, যা ভালো থাকলে গোটা শরীরই ভালো থাকে। আর এটি নষ্ট হয়ে গেলে বা বিকৃতি ঘটলে সমস্ত শরীরটাই নষ্ট হয়ে যায়। সেই গোশত পিন্ডটিই হলো "কলব" (অন্তঃকরণ)। [ছ্বহীহ বুখারী হা/৫২, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৫৯৯]

٣٧٣. عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ رضيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَنْفَجْنَا أَرْنَبًا بِمَرِّ الظَّهْرَانِ، فَسَعَى الْقَوْمُ فَلَغَبُوا، وَأَدْرَكْتُهَا فَأَخَذْتُهَا، فَأَتَيْتُ بِهَا أَبَا طَلْحَةَ، فَذَبَحَهَا وَبَعَثَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَرِكِهَا أَو فَخِذَهَا فَقَبِلَهُ.

৩৭৩. আনাস ইবনে মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, (মক্কার অদূরে) মার্রায যাহরান নামক স্থানে আমরা একটি খরগোশ তাড়া করলাম। লোকেরা সেটার পিছনে ধাওয়া করে ক্লান্ত হয়ে পড়ল। অবশেষে আমি সেটাকে পেয়ে গেলাম এবং ধরে আবূ তালহা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর নিকট নিয়ে গেলাম। তিনি সেটাকে যবেহ করে তার পিছনের অংশ

অথবা রাবী বলেন, দু‘উরু রাসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট পাঠালেন। অতঃপর তিনি তা গ্রহণ করেন। [ছ্বহীহ বুখারী হা/২৫৭২, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৯৫৩]

٣٧٤. عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ آبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَتْ: نَحَرْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَسًا فَأَكَلْنَاهُ".وَفِي رِوَايَةٍ: "وَنَحْنُ فِي الْمَدِينَةِ".

৩৭৪. আসমা বিনতে আবূ বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা আল্লাহর রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগে একটি ঘোড়া যবেহ করেছি এরপর তা খেয়েছি। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, তখন আমরা মদীনায় ছিলাম। [ছ্বহীহ বুখারী হা/৫৫১১, ৫৫১২, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৯৪২]

٣٧٥. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ النَبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ، وَأَذِنَ فِي لُحُومِ الخَيلِ. ولِمُسْلِمٍ" وَحْدَهُ قَالَ: أَكَلْنَا زَمَنَ خَيْبَرَ الْخَيْلَ وَحُمُرَ الْوَحْشِ، وَنَهَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحِمَارِ الأَهْلِيِّ.

৩৭৫. জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম গৃহপালিত গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন। আর তিনি ঘোড়ার গোশত খেতে অনুমতি প্রদান করেছেন। [ছ্বহীহ বুখারী হা/৫৫২০, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৯৪১]

শুধু ছ্বহীহ মুসলিমের একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, আমরা খায়বারের সময় ঘোড়া এবং বন্য গাধার গোশত খেয়েছি। আর নাবী ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম গৃহপালিত গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেন। [ছ্বহীহ মুসলিম হা/৩৭]

٣٧٦. عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ أَبِي أَوْفَي قَال: أَصَابَتْنَا مَجَاعَةٌ لَيَالِيَ خَيْبَرَ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ، وَقَعْنَا فِي الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ فَانْتَحَرْنَاهَا، فَلَمَّا غَلَتْ بِهَا الْقُدُورُ، نَادَى مُنَادِى

رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَنْ أَكْفِئُوا الْقُدُورَ– وَرُبَّمَا قَالَ: (وَلا تَأْكُلُوا مِنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأهلية شَيْئًا) .

৩৭৬. আব্দুল্লাহ ইবনে আবী আওফা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, খায়বারের দিনগুলোতে আমরা ভীষণ ক্ষুধার্ত হয়ে পড়েছিলাম। এরপর যখন খায়বারের দিন আসে তখন আমরা একটি গৃহপালিত গাধা পেয়ে গেলাম। এরপর সেটাকে আমরা যবাই করলাম। এরপর যখন পাতিলে গোশত টগবগ করে ফুটছিল এমন সময় একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা দিলেন যে, তোমরা ডেগচিসমূহকে (পাতিলসমূহ) উল্টিয়ে ফেলে দাও। সম্ভবত তিনি আরো বলেছেন, তোমরা গৃহপালিত গাধার গোশত থেকে কিছুই খাবে না। [ছ্বহীহ বুখারী হা/৩১৫৫, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৯৩৭]

٣٧٧. عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: حَرَّمَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لُحُومَ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ.

৩৭৭. আবূ ছা'লাবা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম গৃহপালিত গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন। [ছ্বহীহ বুখারী হা/৫৫২৭, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৯৩৬]

٣٧٨. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَا قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ مَعَ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْتَ مَيْمُونَةَ، فَأُتِيَ بِضَبٍّ مَحْنُوذٍ، فَأَهْوَى إِلَيْهِ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ. فَقَالَ بَعْضُ النُّسْوَةِ اللَّاتِي فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ: أَخْبِرُوا رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا يُرِيدُ أنْ يَأْكُلَ. فَقلْتُ: تأكُلُهُ؟ هُوَ ضب! فَرَفَعَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ فَلَمْ يأكُلْ، فَقُلتُ: يَا رَسُولَ الله، أحرام هُوَ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: "لا، وَلَكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي، فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ". قَالَ خَالِدٌ: فَاجْتَرَرْتُهُ فَأَكَلْتُهُ وَالنَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْظُرُ إِلَيَّ. المَحْنوذُ: المَشْويُّ بالرَّضْفِ –وَهِيَ: الحِجارةُ المُحْمَاة.

৩৭৮. ইবনু 'আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি এবং খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রাসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে মায়মূনাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহা) এর বাড়িতে প্রবেশ করলাম। (মায়মূনাহ হলেন ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর খালা)। এরপর রাসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট একটি ভাজা যব্ব আনা হলো। অতঃপর নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা খাওয়ার জন্য তার হাত বাড়িয়ে দিলেন। তখন মায়মূনাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহা) এর গৃহে অবস্থান করা কোনো এক বিবি বললেন, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা খেতে ইচ্ছা করছেন সে সম্পর্কে তাঁকে আগে অবগত করাও। এরপর আমি বললাম, আপনি তা খাবেন? এটি যব্ব। এরপর নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর হাত উঠিয়ে নিলেন, তিনি আর খেলেন না। এরপর (আমি খালিদ) বললাম, হে আল্লাহর রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যব্ব কি হারাম? তিনি বললেন, না। তবে আমাদের এলাকায় এ জীব নেই। তাই এটার প্রতি আমার ঘৃণাবোধ হয়। খালিদ বলেন, অতঃপর আমি তাকে নিজের দিকে টেনে নিলাম এবং তা খেতে লাগলাম। এমতাবস্থায় নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। المحنوذ বলা হয় উত্তপ্ত ও গরম পাথরের দ্বারা ভাজা জিনিস। [ছ্বহীহ বুখারী হা/৫৫৩৭, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৯৪৫]

٣٧٩. عَنْ عَبدِ الله بنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَ غَزَوَاتٍ، نَأْكُلُ الجَرَادَ.

৩৭৯. আব্দুল্লাহ ইবনে আবূ আওফা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে সাতটি যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছি। আমরা সে সময় টিড্ডি (ফড়িং সদৃশ একটি ছোট আকৃতির পাখি) খেতাম। [ছ্বহীহ বুখারী হা/৫৪৯৫, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৯৫২]

٣٨٠. عَنْ زَهْدَم بْنِ مُضَرِّبٍ الجَرْمي قالَ: كُنا عِنْدَ أبِي مُوسَى الأشْعَرِيِّ، فَدَعا بِمَائِدَةٍ وَعَلَيها لَحْمُ دجاج، فَدَخَلَ رَجُل مِنْ بَنِي تَيْم الله أحْمَرُ شبيهٌ بالموالي، فقَالَ

لَهُ: هلمَّ! فتلكأ. فَقَالَ لَهُ: هلمَّ! فَإِنِي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ مِنْهُ.

৩৮০. যাহদাম ইবনে মুযারি্রব আল জারমী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা আবূ মূসা আল আশ‘আরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর নিকট ছিলাম। এরপর তিনি একটি দস্তরখানা নিয়ে আহবান করলেন। তার ওপর মুরগীর গোশত ছিল। সেখানে তাইমুল্লাহ গোত্রের এমন লাল বর্নের এক ব্যক্তি উপস্থিত ছিল, যেন সে মাওয়ালী (রোমক ক্রীতদাসদের) একজন। তাকে খাওয়ার জন্য ডাকলেন। তখন সে অসম্মতি জ্ঞাপন করে। এরপর তিনি তাকে বললেন, এসো আমি রাসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি তিনি মুরগীর গোশত খেতেন। [ছ্বহীহ বুখারী হা/৫৫১৮, ৭৫৫৫, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৬৪৯]

٣٨١. عنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَ اكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا".

৩৮১. ইবনু ‘আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ কোনো খাবার গ্রহণ করবে তখন তার হাতকে মুছে ফেলবে না যতক্ষণ না সে তা চেটে খায়। [ছ্বহীহ বুখারী হা/৫৪৫৬, ছ্বহীহ মুসলিম হা/২০৩১]

٦١–بَابُ الصَّيْد

অধ্যায়: ৬১-শিকার করা

٣٨٢. عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَال: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّا بِأَرْضِ قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ، أَفَنَأْكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ؟ وَفِي أَرْضِ صَيْدٍ، أَصِيدُ بِقَوسِي وَبِكَلْبِي الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ وَبِكَلْبِي الْمُعَلَّمِ. فَمَا يَصْلُحُ لِي؟ قَالَ: "أَمَّا مَا ذَكَرْتَ– يعني– مِنْ آنِيَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَإِنْ وَجَدْتُمْ

غَيْرَهَا، فَلا تَأْكُلُوا فِيهَا، وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَاغْسِلُوهَا، وَكُلُوا فِيهَا، وَمَا صِدْتَ بِقَوْسِكَ، فَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلْ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ، فَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلْ، وَمَا صَدْتَ بِكَلْبِكَ غَيْرِ الْمُعَلَّمِ فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ".

৩৮২. আবূ ছা'লাবাহ আল খুশানী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট আসলাম। অতঃপর বললাম, হে আল্লাহর রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লা,ম আমরা আহলে কিতাব সম্প্রদায়ের এলাকায় বসবাস করি। আমরা কি তাদের থালায় খেতে পারি? তাছাড়া আমরা শিকারের অঞ্চলে থাকি। তীর ধনুকের সাহায্যে শিকার করি এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও প্রশিক্ষণবিহীন কুকুর দিয়ে শিকার করে থাকি। এমতাবস্থায় আমার জন্য কোনটা বৈধ হবে? উত্তরে তিনি বললেন, তুমি যে সকল আহলে কিতাবের কথা উল্লেখ করলে তাতে বিধান হলো: যদি তুমি অন্য পাত্র পাও, তাহলে তাদের পাত্রে খাবে না। আর যদি না পাও, তাহলে তাদের পাত্রগুলো ধুয়ে নিয়ে তাতে আহার করবে। আর যে প্রাণী তুমি তোমার তীর ধনুকের সাহায্যে শিকার করেছো এবং বিসমিল্লাহ পড়েছ সেটি খাও। আর যে প্রাণীকে তুমি তোমার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুরের দ্বারা শিকার করেছে এবং বিসমিল্লাহ পড়েছ, সেটি খাও। আর যে প্রাণীকে তুমি তোমার প্রশিক্ষণবিহীন কুকুর দ্বারা শিকার করেছ, সেটি যদি যবেহ করতে পার, তবে তা খেতে পার। [ছ্বহীহ বুখারী হা/৫৪৭৮, ৫৪৮৮, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৯৩০]

৩৮৩. عَنْ هَمَّامِ بْنِ الحَارِثِ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي أُرْسِلُ الْكِلابَ الْمُعَلَّمَةَ فَيُمْسِكْنَ عَلَيَّ وَأَذْكُرُ اسْمَ اللهِ؟ فَقَالَ: "إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُعَلَّمَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ عَلَيهِ، فَكُلْ مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ". قُلتُ: وَإِنْ قَتَلْنَ؟ قَالَ: "وَإِنْ قَتَلْنَ، مَا لَمْ يَشْرَكْهَا كَلْبٌ لَيْسَ مِنْهَا". قُلْتُ: فَإِنِّي أَرْمِي بِالْمِعْرَاضِ الصَّيْدَ فَأُصِيبُ؟ فَقَالَ: "إِذَا رَمَيْتَ بِالْمِعْرَاضِ فَخَرَقَ فَكُلْهُ، وَإِنْ أَصَابَهُ بِعرْضِهِ فَلا تَأْكُلْهُ".

৩৮৩. হাম্মাম ইবনে হারিছ হতে বর্ণিত, তিনি ‘আদী ইবনে হাতিম হতে বর্ণনা করেন। আদী বললেন, আমি বললাম হে আল্লাহর রাসূল! ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমি শিকারের উদ্দেশ্যে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর ছেড়ে দেই এবং সেগুলো শিকার ধরে আমার জন্য রেখে দেয়। (নিজেরা খায় না)। আমি কুকুরগুলাকে ছাড়ার সময় বিসমিল্লাহ বলে ছাড়ি। তিনি বললেন, যখন তুমি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর আল্লাহর নাম নিয়ে ছেড়ে থাকো তাহলে তুমি তা খেতে পারবে। আমি বললাম, যদি এরা শিকারকে হত্যা করে? তিনি বললেন, যদিও হত্যা করে ফেলে। তবে তার সাথে যদি অন্য কুকুর শরীক না হয়। আমি তাকে বললাম, আমি শিকারের উদ্দেশ্যে মি‘রায (কাঠ যার মাথার দিকে লোহা থাকে বা তীক্ষ্ণ ছড়ি) নিক্ষেপ করে থাকি এবং শিকার পেয়েও থাকি। তিনি বললেন, তুমি মি‘রায নিক্ষেপ করার পর তাতে শিকারের সম্মুখভাগ প্রবিষ্ট হয়ে শিকার মারা গেলে তবে তুমি তা খেতে পার। আর যদি নিক্ষিপ্ত ফলকের চ্যাপ্টা (বিপরীত) দিকের আঘাতে শিকার মারা যায়, তবে তুমি তা খেওনা। [ছ্বহীহ বুখারী হা/৭৩৯৭, ৫৪৭৭, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৯২৯]

٣٨٤. وَحَدِيثُ الشَّعْبِي عنْ عَدِيٍّ نَحْوُهُ، وفِيهِ: "إلَّا أنْ يَأْكُلَ الْكَلْبُ، فَإِنْ أَكَلَ فَلا تَأْكُلْ، فَإِنِّي أخَافُ أنْ يَكُونَ إنَّمَا أمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ. وإنْ خَالَطَهَا كِلابٌ مِنْ غيْرِهَا فَلا تَأْكُلْ فَإنَّمَا سَمَّيْتَ عَلى كَلْبِكَ وَلَمْ تسَمِّ عَلى غَيْرِهِ".

وَفِيهِ: " إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ المُكَلَّبَ (الْمُعَلَّمَ) فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ عَليهِ، فَإن أمْسَكَ عَلَيْكَ فَأَدْرَكْتَهُ حَيًّا فَاذْبَحْهُ، وَإنْ أدْرَكْتَهُ قِدْ قُتِلَ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ، فَكُلْهُ فَإنَّ أخْذَ الْكَلْبِ ذَكَاتُهُ".

وَفِيهِ أيْضًا: "إذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ".

وَفِيهِ: "وَإِنْ غَابَ عَنْكَ يَوْمًا أَوْ يَوْمَينِ – وَفِي رِوَايَةٍ: الْيَومَيْنِ وَالثَّلاثَةَ– فَلَمْ تَجِدْ فِيهِ إِلَّا أَثَرَ سَهْمِكَ، فَكُلْ إِنْ شِئْتَ، وَإِنْ وَجَدْتَهُ غَرِيقًا فِي الْمَاءِ فَلا تَأْكُلْ، فَإِنَّكَ لا تَدرِي: الْمَاءُ قَتَلَهُ أَوْ سَهْمُكَ؟

৩৮৪. শা‘বী (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি ‘আদী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। উক্ত হাদীছে বর্ণিত রয়েছে, যদি কুকুর না খায়। আর যদি কুকুর কিছু খায় তাহলে তুমি খাবে না। কেননা আমি ভয় করি সে তার নিজের জন্যই ধরেছে। আর যদি তোমার কুকুরের সাথে অন্য কুকুর মিলিত হয় তাহলে তা তুমি খাবে না। কেননা তুমি শুধু তোমার কুকুর ছাড়ার সময় আল্লাহর নাম নিয়েছ, অন্যটির ওপর নাওনি। [ছ্বহীহ বুখারী হা/১৭৫, ৫৪৮৩, ৫৪৮৬, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৯২৯]

উক্ত হাদীছে আরোও বর্ণিত হয়েছে, তুমি যখন তোমার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুরকে শিকারের উদ্দেশ্যে ছেড়ে দিবে তখন তুমি আল্লাহর নাম উচ্চারণ করবে। আর যদি উক্ত কুকুর তোমার জন্য ধরে ফেলে এবং সেটিকে যদি তুমি জীবিত অবস্থায় পেয়ে যাও, তাহলে তুমি শিকারটিকে যবেহ করবে। আর যদি তুমি শিকারটিকে নিহত অবস্থায় পাও এবং সেটির কোনো অংশ কুকুরটি না খায় তাহলেও তুমি তুমি তা খেতে পারবে। কেননা কুকুরের ধরে ফেলা ওটাকে যবেহ করার সমতুল্য। [ছ্বহীহ বুখারী হা/৫৪৭৫, ৫৪৮৩, ৫৪৮৭, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৯২৯]

হাদীছটিতে আরোও উল্লেখ রয়েছে যে, যখন তুমি তোমার তীর নিক্ষেপ করবে, তখন তুমি আল্লাহর নাম নিবে। [ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৯২৯]

হাদীছটিতে আরোও উল্লেখ রয়েছে যে, শিকারটি যদি তোমার থেকে একদিন বা দুই দিন অদৃশ্য হয়ে থাকে, অন্য বর্ণনায় দুই দিন বা তিন দিন, আর যদি তাতে একমাত্র তোমার তীরের চিন্ন বা আলামত দেখতে পাও তাহলে তোমার ইচ্ছা হলে তুমি তা খাও। আর যদি তুমি সেটিকে পানিতে ডুবন্ত অবস্থায় পাও, তাহলে তুমি তা খাবে না। কেননা তুমি জানোনা পানিতে পড়ে ওটা নিহত হয়েছে না তোমার

তীরের আঘাতে নিহত হয়েছে। [ছ্বহীহ বুখারী হা/৫৪৮৪, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৯২৯]

৩৮৫. عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ أبيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا– إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ – فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَومٍ قِيرَاطَانِ". قَالَ سَالِمٌ: وَكَانَ أَبُو هُرَيرَةَ يَقُولُ: أَوْ كَلْبَ حَرْثٍ، وَكَانَ صَاحِبَ حَرثٍ.

৩৮৫. সালিম ইবনে আব্দুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি কুকুর লালনপালন করবে, যার দ্বারা শিকার ধরা হয় কিংবা ছাগল চরানো হয় তা ব্যতীত, তাহলে তার ‘আমল হতে প্রত্যহ দুই কিরাত আমল কমে যাবে। সালিম বলেন, আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলতেন, অথবা কৃষিকাজের কুকুর ব্যতীত। আর কুকুর দ্বারা কৃষি ক্ষেত পাহারা দেওয়া হতো। [ছ্বহীহ বুখারী হা/৫৪৮১, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৫৭৪]

৩৮৬. عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذِي الْحُلَيفَةِ مِنْ تِهَامَةَ، فَأَصَابَ النَّاسَ جُوعٌ فَأَصَابُوا إِبِلًا وَغَنَمًا، وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أُخْرَيَاتِ الْقَوْمِ، فَعَجِلُوا وَذَبَحُوا وَنَصَبُوا الْقُدُورَ. فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْقُدُورِ فَأُكْفِئَتْ، ثُمَّ قَسَمَ، فَعَدَلَ عَشَرَةً مِنَ الْغَنَمِ بِبَعِيرٍ، فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيرٌ، فَطَلَبُوهُ فَأَعْيَاهُمْ، وَكَانَ فِي الْقَومِ خَيْلٌ يَسِيرَةٌ، فَأَهْوَى رَجُلٌ مِنْهُمْ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ الله. فَقَالَ: "إِنَّ لِهَذِهِ الْبَهَائِمِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ، فَمَا نَدَّ عَلَيْكُمْ مِنْهَا، فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا". قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ الله، إِنَّا لا قُو الْعَدُوِّ غَدًا، وَلَيْسَ مَعَنَا مُدًى، أَفَنَذْبَحُ بِالْقَصَبِ؟ قَالَ: "مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ الله

عَلَيْهِ، فَكُلُوهُ، لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ، وَسَأُحَدِّثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ، أَمَّا السِّنُّ: فَعَظْمٌ، وَأَمَّا الظُّفْرُ: فَمُدَى الحَبَشَةِ".

৩৮৬. রাফি‘ ইবনে খাদীজ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে যুলহুলায়ফার তিহামাহ নামক স্থানে অবস্থান করছিলাম। লোকেরা ক্ষুধার্ত হয়েছিল। আর তারা গণীমত স্বরূপ কিছু উট ও বকরী লাভ করেছিল। তখন নাবী করীম ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের পিছনের সারিতে অবস্থান করছিলেন। গণীমত বন্টনের আগেই লোকেরা তাড়াতাড়ি করে সেগুলোকে যবেহ করে পাতিল চড়িয়ে দিয়েছিল। আল্লাহর রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশে পাতিলগুলো উপুড় করে ফেলে দেওয়া হলো। অতঃপর তিনি দশটি বকরীকে একটি উটের সমান ধরে তা বণ্টন করে দিলেন। তার নিকট হতে একটি উট পালিয়ে গেল। তাঁরা তা অনুসন্ধানে বেরিয়ে গেল এবং তাঁরা ক্লান্ত হয়ে পড়ল। লোকদের নিকট ঘোড়া কম ছিল অতঃপর এক ব্যক্তি উটটির প্রতি তীর নিক্ষেপ করল। আল্লাহ তা‘আলা সেই উটের গতিরোধ করে দিলেন। তখন আল্লাহর রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এসকল গৃহপালিত জন্তুর মধ্যেও কতক বন্য পশুর মত অবাধ্য হয়ে যায়। সুতরাং যা তোমাদের নিকট হতে পলায়ন করে তার সঙ্গে এরূপ আচরণ করবে। রাবী বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আমরা আগামীকাল শত্রুর মুখামুখী হব। আর আমাদের সঙ্গে ছুরি নেই। আমারাকি বাঁশের ধারালো চোকলা দ্বারা যবহ করব? আল্লাহর রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যা রক্ত প্রবাহিত করে এবং যাতে আল্লাহর নাম উচ্চারিত করা হয়েছে, তা আহার কর। কিন্তু দাঁত ও নখ দিয়ে নয়। কারণ আমি বলে দিচ্ছি তা এই যে, দাঁত হলো হাড় আর নখ হলো হাবশীদের ছুরি। [ছ্বহীহ বুখারী হা/২৪৮৮, ৭৫০৭, ৩০৭৫, ৫৫০৯, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৯৬৮]

٦٢–بَابُ الأَضاحِي

অধ্যায়: ৬২- কুরবানী করা

“সুনির্দিষ্ট শর্তসাপেক্ষে নহরের দিনসমূহে (জিলহাজ্জ মাসের ১০, ১১, ১২, ১৩ তারিখে) আল্লাহ তা‘আলার নৈকট্যলাভের উদ্দেশ্যে যা যবেহ করা হয় তাকে **الأُضحية** কুরবানী বলা হয়”। এজন্যই কুরবানীর দিনকে **يوم الأضحى** বলা হয়। সুবুলুম সালাম ৪/১৬০, ইবনু আবেদীন ৫/১১১, ছ্বহীহ ফিক্বহুস সুন্নাহ।

কুরবানীর বিধান

কুরবানীর বিধানের বিষয়ে আলিমদের দু’টি মত পাওয়া যায়। ছ্বহীহ ফিক্বহুস সুন্নাহ

প্রথম অভিমত: সক্ষম ব্যক্তির উপর কুরবানী ওয়াজিব। এটি ইমাম আওযায়ী, আবু হানীফা, লাইস এবং কতিপয় মালিকীদের অভিমত। আল্লাহ তা‘আলার বাণী:

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ

“তুমি তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে ছ্বলাত আদায় কর এবং কুরবানী কর” (সূরা আল কাউসার ১০৮: ২)। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُعِدْ مَكَانَهَا أُخْرَى، وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ

যে ব্যক্তি ঈদের ছ্বলাতের পূর্বে কুরবানীর পশু যবেহ করবে সে যেন তার স্থলে আরেকটি প্রাণী যবেহ করে। আর যে করেনি সে যেন তা ঈদের ছ্বলাতের পর করে। ছ্বহীহ বুখারী ৫৫৬২, ছ্বহীহ মুসলিম ১৯৬০। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ، وَلَمْ يُضَحِّ، فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا

সামর্থ থাকা সত্ত্বেও যে কুরবানী করল না, সে যেন আমাদের ঈদের মাঠের নিকটবর্তী না হয়। যঈফ: ইবনু মাজাহ ৩১২৩, হাকেম ২/৩৮৯, দারাকুত্বনী ৪/২৮৫ বায়হাক্বী ৯/২৬০।

দ্বিতীয় অভিমতঃ কুরবানী করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ, ওয়াজিব নয়। এটি অধিকাংশ আলিমের অভিমত। ইমাম মালিক, শাফেঈ, আহমাদ, ইসহাক, আবু সাওর, দাউদ যাহেরী, ইবনে হাযমসহ আরও অনেকের মত এটিই। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا

জিলহাজ্জের দশদিন প্রবেশ করলে তোমাদের কেউ কুরবানী করার ইচ্ছা করলে সে যেন তার চুল ও নখ না কাটে। ছ্বহীহঃ মুসলিম ১৯৭৭, নাসায়ী ৭/২১২, ইবনে মাজাহ ৩১৪৯। আবূ সারীহা বলেনঃ

رَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ وَمَا يُضَحِّيَانِ

আমি আবু বকর ও উমার রা. কে দেখেছি তারা (মাঝে মাঝে) কুরবানী করেননি। সনদ ছ্বহীহঃ আব্দুর বাযযাক ৮১৩৯, বায়হাকী ৯/২৬৯।আবূ মাসউদ আনসারী রা. বলেন,

إِنِّي لَأَدَعُ الْأَضْحَى، وَإِنِّي لَمُوسِرٌ مَخَافَةَ أَنْ يَرَى جِيرَانِي أَنَّهُ حَتْمٌ عَلَيَّ

আমি সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও (মাঝে মাঝে) কুরবানী করি না এ ভয়ে যে, আমার প্রতিবেশীরা মনে করতে পারে কুরবানী করা আমার উপর ওয়াজিব। সনদ ছ্বহীহঃ আব্দুর বাযযাক ৮১৪৯, বায়হাকী ৯/২৬৫।

কুরবানী বিশুদ্ধ হওয়ার শর্তসমূহ

১। কুরবানীর পশু চতুষ্পদ জন্তু হওয়া। কারণ চতুষ্পদ প্রাণী ব্যতীত অন্য কিছু বৈধ নয়ঃ আর তা হল উট, গরু, ভেড়া/দুম্বা/মেষ, ছাগল। নর ও মাদী উভয়ই বৈধ। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿وَلِكُل أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ﴾

"যাতে আল্লাহ তাদেরকে রিযিক স্বরূপ যে চতুষ্পদ জন্তু দিয়েছেন তার উপর তার নাম স্বরণ করে" (সূরা হাজ্জ ২২:৩৪)।

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে উট, গরু, মেষ/দুম্বা/ভেড়া ও ছাগল ছাড়া অন্য কিছু দ্বারা কুরবানী করেছেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না। ছ্বহীহ ফিক্বহুস সুন্নাহ।

২। মুসিন্না (পশুর সামনের দাঁত উদিত হওয়া) হওয়া।

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً، إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ، فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ

তোমরা মুসিন্না ব্যতীত যবেহ করো না। ছ্বহীহ: মুসলিম ১৯৬৩, আবু দাউদ ২৭৯৭, নাসায়ী ৭/২১৮, ইবনু মাজাহ ৩১৪১।

মুসিন্না বলা হয় উট, গরু, ছাগলসহ প্রত্যেক পশুর সামনের দাঁত উদিত হওয়াকে। গরুর সামনের দাঁত উদিত হয় দু'বছর পার হয়ে তিন বছরে পদার্পণ করলে। উটের সামনের দাঁত উদিত হয় পাঁচ বছর পার হয়ে ছয় বছরে পর্দাপণ করলে। আল-মাবসুত ১২/৯, আল-মুদাওয়ানাহ ২/২, আল-হাবী ১৯/৮৯, আল-মুগনী ৯/৩৪৮।

দুম্বা-ভেড়ার সামনের দাঁত উদিত হয় তার বয়স এক বছর পার হয়ে দুই বছরে পদার্পন করলে। তবে ছয় মাসের দুম্বা-ভেড়া যবেহ করা যায়। ছ্বহীহ: মুসলিম ১৯৬৩, ফিক্বহুস সুন্নাহ, মাওসূ'আতুল ফিক্বহিল ইসলামী।

ছাগলের সামনের দাঁত উদিত হয় তার বয়স এক বছর পার হয়ে দ্বিতীয় বছরে পদার্পণ করলে। তবে সকল আহলে ইলমদের মতে ছয় মাসের বাচ্চা ছাগল কুরবানীর ক্ষেত্রে যথেষ্ট হবে না। ছ্বহীহ: তিরমিযী ১৫০৮, ছ্বহীহ মুসলিম ১৯৬১, মাওসূ'আতুল ফিক্বহিল ইসলামী, ছ্বহীহ ফিক্বহুস সুন্নাহ, আহকামুল উদ্বহিয়্যাহ-শাইখ উসাইমীন।

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি সেটি (ছয় মাসের একটি বাচ্চা ছাগল) যবেহ কর তবে তা অন্যের ক্ষেত্রে যথেষ্ট হবে না। ছ্বহীহ: বুখারী হা/৫৫৫৬, মুসলিম হা/১৯৬১।

৩। **ত্রুটিমুক্ত হওয়া।** যে সব ত্রুটি থাকলে কুরবানী সঠিক হয় না। বরং তা প্রত্যাখ্যাত হয়। সেগুলো হচ্ছে-

الْعَوْرَاءُ بَيِّنٌ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ بَيِّنٌ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ بَيِّنٌ ظَلْعُهَا، وَالْكَسِيرُ الَّتِي لَا تَنْقَى

সুস্পষ্ট অন্ধ, সুস্পষ্ট রুগ্ন, সুস্পষ্ট খোড়া এবং এতটায় ভগ্ন শরীরের অধিকারী যার শরীরের হাড়ের মজ্জা নাই। ছ্বহীহ: আবু দাউদ হা/২৮০২, তিরমিযী হা/১৪৯৭, নাসাঈ হা/৪৩৭০, ইবনে মাজাহ হা/৩১৪৪।

৪। কুরবানীর নিয়্যাত করা।

৫। কুরবানীর পশু নির্দিষ্ট করা।

৬। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কুরবানী করা।

٣٨٧. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ضَحَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ وَسَمَّى وَكَبَّرَ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا.

৩৮৭. আনাস ইবনে মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম (কোন এক কুরবানীর ঈদে) ধূসর রং ও শিংওয়ালা দু‘টি দুম্বা কুরবানী করলেন। নিজ হাতে তিনি এ দুম্বা দুটিকে যাবাহ করেন এবং এ সময় বিসমিল্লাহ ও আল্লাহু আকবার বলেন। এবং (যাবাহ করার সময়) দুম্বা দুটির পাঁজরের ওপর পা রেখে দেন। [ছ্বহীহ বুখারী হা/৫৫৬৫, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৯৬৬]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যবেহের সময় **بِسْمِ اللهِ، وَاللهُ أَكْبَرُ** ‘বিসমিল্লাহি ওয়াল্লাহু আকবার’ বলা- আল্লাহর নামে, আল্লাহ মহানঃ ছ্বহীহ মুসলিম ১৯৬৬, আবূ দাউদ ২৮১০, তিরমিযী ১৫২১। অথবা

بِاسْمِ اللهِ، اللهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ --، وَآلِ --

বিস্‌মিল্লাহ, আল্লাহুম্মা তাক্বাব্বাল মিন--(নাম বলবে), ওয়া আলি--(নাম বলবে)। আল্লাহর নামে, হে আল্লাহ তুমি কবুল কর...পক্ষ থেকে, ...পরিবারের পক্ষ থেকে। ছ্বহীহ মুসলিম ১৯৬৭।

١٧–كتاب الأشربة

পর্ব: ১৭-পানীয়দ্রব্য

পানাহারের আদব [ছ্বহীহ ফিক্বহুস সুন্নাহ হতে]

১। পবিত্র ও হালাল খাদ্য ভক্ষণ করা। সূরা আল বাকারা ২:১৭২, সূরা আল আরাফ ৭:১৫৭।

২। সুন্নাত হলোঃ সর্বপ্রথম বড় ও সম্মানি ব্যক্তি খাওয়া শুরু করবে। ছ্বহীহ মুসলিম হা/২০১৭

৩। খাবারের শুরুতে 'বিস্‌মিল্লাহ' বলাঃ রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ

তোমাদের কেউ যখন খাদ্য খাবে সে যেন শুরুতে **بِسْمِ اللَّهِ** বলে। যদি শুরুতে বলতে ভুলে যায় তাহলে সে **بِسْمِ اللَّهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ** এ দু'আ বলে। ছ্বহীহঃ আবু দাউদ হা/৩৭৬৭, তিরমিযী ১৮৫৮, আহমাদ ২৫৭৩৩।

৪। ডান হাত দ্বারা খাওয়াঃ যখন তোমাদের কেউ খাবে সে যেন ডান হাত দ্বারা খাবার গ্রহণ করে এবং পান করলে ডান হাত দ্বারা পান করে। কেননা শায়ত্বন বাম হাত দ্বারা খায় এবং পান করে। ছ্বহীহ মুসলিম হা/২০২০, তিরমিযী ১৮০০, আবু দাউদ ৩৭৭৬।

৫। বসে পান করা সুন্নাত, তবে দাঁড়িয়ে পান করাও বৈধ। ছ্বহীহ বুখারী হা/৫৬১৭, ছ্বহীহ মুসলিম ২০২৭।

৬। তিন বারে পান করা এবং এগুলোর মাঝে পাত্রের বাইরে শ্বাস নেয়াঃ ছ্বহীহ বুখারী হা/৫৬৬১, ছ্বহীহ মুসলিম ৩৭৮২।

৭। পাত্রে শ্বাস-প্রশ্বাস ত্যাগ না করা। ছ্বহীহঃ বুখারী হা/১৫৩, ছ্বহীহ মুসলিম ২৬৭, আবু দাউদ হা/৩৭২৮, তিরমিযী হা/১৮৮৯, ইবনে মাজাহ হা/৩৪২৯।

৮। মশক, বড় বোতল বা এ জাতীয় পাত্রের মুখ থেকে পান না করা। আর রওয়াহ আন-নাবীয়াহ ২/২১০।

৯। লোকজনের পানি পান করানোর সময় ডান দিক থেকে শুরু করা। ছ্বহীহ বুখারী হা/২৩৫২, ছ্বহীহ মুসলিম হা/২০২৯।

১০। মানুষদেরকে পানীয় পানকারী ব্যক্তি সবার শেষে পান করবে। ছ্বহীহ মুসলিম হা/৬৮১।

১১। সম্মিলিতিভাবে খেলে অন্যের সামনে থেকে না খাওয়া। ছ্বহীহ বুখারী হা/৫৩৭৬, ছ্বহীহ মুসলিম হা/২০২২।

১২। খাবারে মধ্য অংশ থেকে না খেয়ে পার্শ্ব থেকে খাওয়া। হাসান-ছ্বহীহঃ তিরমিযী ১৮০৫, আবু দাউদ ৩৭৭২, ইবনে মাজাহ ৩২৭৭।

১৩। হেলান দিয়ে না খাওয়া। ছ্বহীহ বুখারী হা/৫৩৯৮।

১৪। অপছন্দ হলে খাবারের ক্রুটি বর্ণনা না করা। ছ্বহীহ বুখারী হা/৫৪০৯, ছ্বহীহ মুসলিম হা/২০৬৪।

১৫। একাকী না খেয়ে সম্মিলিতভাবে খাওয়া। ছ্বহীহ বুখারী হা/৫৩৯২, ছ্বহীহ মুসলিম হা/২০৫৮।

১৬। পাত্রের বাইরে পতিত খাবারের ময়লা পরিষ্কার করে খাওয়া। ছ্বহীহ মুসলিম হা/২০৩৩।

১৭। হাত এবং খাবার পাত্র ধৌত করার পুর্বেই তা চেটে খাওয়া। ছ্বহীহ মুসলিম হা/২০৩৩।

১৮। খাদ্যের প্রভাব দূর করার জন্য হাত ধৌত করা: ছ্বহীহ: তিরমিযী হা/১৮৬০,আবূ দাউদ হা/৩৮৫২, ইবনে মাজাহ হা/৩২৯৭

১৯। খাওয়ার পর আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও দু'আ করা:

পানাহার শেষে **الْحَمْدُ لِلَّهِ** আলহামদুলিল্লাহ বলা মুস্তাহাব: **ছ্বহীহ:** ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৭৩৪, তিরমিযী হা/১৮১৬।

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنِي هَذَا، وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي، وَلَا قُوَّةٍ

সকল প্রশংসা সে আল্লাহর জন্য যিনি আমাকে এ পানাহার করালেন, আমাকে আহার দিলেন কোনরূপ চেষ্টা ও শক্তি ছাড়াই। হাসান: ইবনে মাজাহ হা/৩২৮৫, ইরওয়া হা/১৯৮৯

২০। খাবার পরিবেশনকারীর জন্য দু'আ করা:

اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيمَا رَزَقْتَهُمْ، وَاغْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ

হে আল্লাহ তুমি তাদের যে রিযিক দিয়েছো তাতে বরকত দাও, তাদেরকে ক্ষমা কর এবং তাদের প্রতি করুণা কর। ছ্বহীহ: ছ্বহীহ মুসলিম হা/২০৪২, তিরমিযী হা/৩৫৭৬

৩৮৮. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ عُمَرَ قَالَ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَّا بَعْدُ: أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّهُ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ، وَهِيَ مِنْ خَمْسَةٍ: مِنَ الْعِنَبِ، وَالتَّمْرِ، وَالْعَسَلِ، وَالْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ. وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ

الْعَقْلَ، ثَلاثٌ وَدِدْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عَهِدَ إِلَيْنَا فِيهِنَّ عَهْدًا نَنْتَهِي إِلَيْهِ: الْجَدُّ، وَالْكَلالَةُ، وَأَبْوَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا.

৩৮৮. আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রাসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মিম্বারের ওপর দাঁড়িয়ে বলেছেন, অতঃপর হে মানবমণ্ডলী! জেনে রাখ মদ হারাম করে আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। আর মদ তৈরী হয় পাঁচ রকম জিনিস থেকে: আঙ্গুর, খেজুর, মধু, গম ও যব। আর মদ হলো যা বুদ্ধিকে বিলোপ করে। আমি চাইতাম রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাছে তিনটি বিষয় যেন স্পষ্ট করে যান। সেই তিনটি বিষয় হলো: দাদা, কালালা ও সুদের প্রকারসমূহ। [ছ্বহীহ বুখারী হা/৪৬১৯, ৫৫৮৮, ছ্বহীহ মুসলিম হা/৩০৩২]

٣٨٩. عَنْ عَائِشَةَ رَضي الله عَنْهَا: أَنَّ النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَن البِتْعِ؟ فقَالَ: "كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ، فَهُوَ حَرَامٌ".قَالَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: البِتْعُ: نَبِيذُ العَسَلِ.

৩৮৯. ‘আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মধু হতে তৈরি মদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, নেশাগ্রস্ত করে এমন সকল প্রকার পানীয় হারাম-নিষিদ্ধ। [ছ্বহীহ বুখারী হা/৫৫৮৫, ছ্বহীহ মুসলিম হা/২০০১]

٣٩٠. عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَال: بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ فُلانًا بَاعَ خَمْرًا، فَقَالَ: قَاتَلَ الله فُلانًا، أَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: قَاتَلَ الله الْيَهُودَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ، فَجَمَلُوهَا، فَبَاعُوهَا؟

৩৯০. আব্দুল্লাহ ইবনু ‘আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, উমার ইবনু খাত্তাবের নিকট সংবাদ পৌঁছিল যে, অমুক ব্যক্তি মদ বিক্রি করছে। তিনি বললেন, আল্লাহ তা‘আলা অমুকের সর্বনাশ করুন। সে কি জানে না যে, আল্লাহর রসূল ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা‘আলা ইয়াহূদীদের সর্বনাশ করুন। যখন তাদের

জন্য চর্বি হারাম করা হয়েছিল তখন তারা তা গলিয়ে বিক্রি করতে লাগল। [ছ্বহীহ বুখারী হা/৩৪৬০, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৫৮২]

١٨–كِتابُ اللبَاس

পর্ব: ১৮-পোশাক

٣٩١. عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ، فَإِنَّهُ مَن لَبِسَهُ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الآخِرَةِ".

৩৯১. উমার ইবনে খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা রেশম পোশাক পরিধান করো না। কেননা যারা দুনিয়াতে রেশম পোশাক পরবে, তারা আখিরাতে রেশম পোশাক পরিধান করতে পারবে না। [ছ্বহীহ বুখারী হা/৫৮২৯, ৫৮৩৪, ছ্বহীহ মুসলিম হা/২০৬৯]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

১. পুরুষদের জন্য রেশম কাপড় ব্যবহার করা হারাম। আর যে ব্যক্তি তা ব্যবহার করবে তাকে কঠিন শাস্তির অঙ্গীকার প্রদান করা হয়েছে। তবে চিকিৎসার জন্য রেশম পোশাক ব্যবহার করা জায়েয। এমনকি পুরুষদের জন্য চার আঙ্গুল পরিমাণ রেশম কাপড় ব্যবহার করার অনুমতি আছে।

২. নারীদের জন্য রেশম কাপড় ও রেশম পোশাক ব্যবহার করা ও পরিধান করা বৈধ। কেননা স্বামীদের জন্য তাদেরকে সাজগোজ করতে হয় ও সৌন্দর্য প্রকাশ করতে হয়। নারীদের জন্য তা হালাল আর পুরুষদের জন্য হারাম। এব্যাপারে আলিমগণ একমত পোষণ করেছেন।

৩. নারী ও পুরুষ সকলের জন্য সোনা ও রূপার থালা বাসনে পানাহার করা হারাম। কেননা ঐ দু'টি বস্তু দুনিয়াতে কাফিরদের জন্য, আর মুসলিমদের জন্য আখিরাতে।

৪. পুরুষদের জন্য স্বর্ণ ও হলুদ কাপড় ব্যবহার করা হারাম।

৫. পুরুষদের জন্য মহিলাদের পোশাক ও মহিলাদের জন্য পুরুষদের পোশাক পরা হারাম।

٣٩٢. عَنْ حُذَيْفَةَ بنِ اليَمَانِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "لا تَلْبَسُوا الحَرِيرَ، وَلا الدِّيبَاجَ، وَلا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهِمَا، فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الآخِرَةِ".

৩৯২. হুযাইফাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা রেশম বা রেশম জাত কাপড় পরিধান করো না। আর সোনা ও রূপার পাত্রে পান করো না এবং এগুলোর বাসনে আহার করো না। কেননা দুনিয়াতে এগুলো কাফিরদের জন্য আর আখিরাতে তোমাদের জন্য। [ছ্বহীহ বুখারী হা/৫৪২৬, ৫৬৩৩, ছ্বহীহ মুসলিম হা/২০৬৭]

٣٩٣. عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ – أَنَّ رَسُولَ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – نَهَى عَن لُبْسِ الْحَرِيرِ، إلاَّ هَكَذَا، وَرَفَعَ لَنَا رَسُولُ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – إِصْبَعَيْهِ: السَّبَّابَةَ، وَالْوُسْطَى. وَلِمُسْلِمٍ :نَهَى رَسُولُ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ، إلاَّ مَوْضِعَ إِصْبَعَيْنِ، أَوْ ثَلاثٍ، أَوْ أَرْبَعٍ .

৩৯৩. উমার ইবনে খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রেশমী কাপড় পরতে নিষেধ করেছেন। তবে এতটুকুর অনুমতি দিয়েছেন। এই বলে তিনি আমাদের দিকে তার মধ্যমা ও শাহাদাত আঙ্গুল তুলে দেখালেন। [ছ্বহীহ বুখারী হা/৫৮২৯, ছ্বহীহ মুসলিম হা/২০৬৯]

ছ্বহীহ মুসলিমে আছে, রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রেশমী কাপড় পরতে নিষেধ করেছেন। তবে তিনি দুই অথবা তিন অথবা চার আঙ্গুল পরিমাণ রেশমী কাপড় ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছেন। [ছ্বহীহ মুসলিম হা/২০৬৯]

٣٩٤. عَن الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: مَا رَأَيْتُ مِن ذِي لِمَّةٍ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ أَحسَنَ مِنْ رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَهُ شَعَرٌ يَضْرِبُ إِلَى مَنْكِبَيْهِ، بَعِيدُ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ، لَيْسَ بِالْقَصِيرِ وَلا بِالطَّوِيلِ.

৩৯৪. বারা ইবনু ‘আযিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, লাল জোড়া কাপড় পরিহিত অবস্থায় ও কাঁধ পর্যন্ত চুল বিশিষ্ট ব্যক্তি নাবী ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অন্য কাউকে আমি অধিক সুন্দর দেখিনি। তাঁর মাথার চুল প্রায় কাঁধ পর্যন্ত পৌঁছত। যা উভয় কাঁধ থেকে দূরে ছিল। তিনি খাটোও ছিলেন না আবার লম্বাও ছিলেন না। [ছ্বহীহ বুখারী হা/৩৫৪৯, ৩৫৫১, ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৩৩৭]

٣٩٥. عَن الْبَرَاءِ بنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعٍ، ونَهَانَا عَنْ سَبْعٍ، أَمَرْنَا: بِعِيَادَةِ المَرِيضِ، وَاتِّبَاعِ الْجِنَازَةِ، وَتَشْمِيتِ العَاطِسِ، وَإِبْرَارِ الْقَسَمِ –أَوِ المُقْسِمِ، وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي، وَإِفْشَاءِ السَّلامِ. وَنَهَانَا: عَنْ خَوَاتِمٍ –أَوْ عَن التَّخَتُّم– بِالذَّهَبِ، وَعَن الشرْبِ بِالْفِضَّةِ، وَعَن المَيَاثِرِ، وَعَن الْقَسِّيِّ، وَعَنْ لُبْسِ الحَرِيرِ، والْإِسْتَبْرَقِ، والدِّيبَاجِ.

৩৯৫. বারা ইবনু ‘আযিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে সাতটি কাজ করতে আদেশ দিয়েছেন ও সাতটি কাজ করতে নিষেধ করেছেন। তিনি আমাদের আদেশে করেছেন: রোগীর খোঁজ খবর নিতে, জানাযার অনুসরণ করতে, হাঁচি দাতার আলহামদুলিল্লাহর জবাবে ইয়ারহামুকাল্লাহ বলতে, কসম করলে তা পূরণ করতে, মাযলূমকে সাহায্য করতে, দা‘ওয়াত দিলে তা কবূল করতে, সালামের বিস্তার করতে।

আর আমাদেরকে বারণ করতেন: সোনার আংটি ব্যবহার করতে, রূপার পাত্রে পান করতে, লাল নরম গদিতে বসতে, কাস্‌সী (কারুকার্য খচিত রেশম পোশাক) পরতে, রেশমের কাপড় পরতে, ইস্তিবরাক (মোটা রেশম), দীবাজ (পাতলা রেশম) পরতে। [ছ্বহীহ বুখারী হা/৫৬৩৫, ছ্বহীহ মুসলিম হা/২০৬৬]

٣٩٦. عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اصْطَنَعَ خَاتِمًا مِن ذَهَبٍ، فَكَانَ يَجْعَلُ فَصَّهُ فِي بَاطِنِ كَفِّهِ إِذَا لَبِسَهُ، فَصَنَعَ النَّاسُ مِثْلَ ذٰلِكَ. ثُمَّ إِنَّهُ جَلَسَ عَلَى المِنبرِ، فَنَزَعَهُ، فَقَالَ: "إِنِّي كُنْتُ أَلْبَسُ هَذَا الخَاتِمَ، وَأَجْعَلُ فَصَّهُ مِن دَاخِلٍ" فرَمَى بِهِ، ثُمَّ قَالَ: "واللهِ لا أَلْبَسُهُ أَبَدًا". فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ؛ وَفِي لَفْظٍ "جَعَلَهُ فِي يَدِهِ الْيُمْنَى".

৩৯৬. ইবনু উমার (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বর্ণের একটি আংটি তৈরী করে নিলেন। অতঃপর তিনি সেই আংটিটির নকশা তার হাতের হাতলীর ভিতরের দিকে রাখতেন। এরপর লোকজন অনুরূপ আংটি তৈরী করল। অতঃপর নাবী ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বারের ওপর বসলেন। এরপর তিনি তাঁর আংটিটি খুলে ফেললেন। এরপর বললেন, আমি এই আংটিটি পরিধান করেছিলাম এবং এর নকশার দিকটি আমি আমার হাতের হাতলির দিকে রেখে দিতাম। এরপর তিনি সেটিকে নিক্ষেপ করলেন। আর বললেন, আল্লাহর কসম, আমি আর কখনো তা পরিধান করব না। এরপর লোকজন তাদের আংটিসমূহকে নিক্ষেপ করেন। [ছ্বহীহ বুখারী হা/৬৬৫১, ছ্বহীহ মুসলিম হা/২০৯১]

অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, তিনি সেই আংটিটি তাঁর ডান হাতে ব্যবহার করতেন। [ছ্বহীহ বুখারী হা/৫৮৭৬, ছ্বহীহ মুসলিম হা/২০৯১]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ইসলামের সূচনা লগ্নে পুরুষদের জন্য সোনার আংটি ব্যবহার করা জায়েয ছিল, পরবর্তীতে এ হুকুমটি রহিত হয়। পুরুষদের জন্য সোনার আংটি ব্যবহার করা হারাম। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সোনার আংটিটিকে হাত থেকে খুলে সেটিকে নিক্ষেপ করেন এবং ভবিষ্যতে আর কখনো সোনার আংটি ব্যবহার করবেন না বলে কসম করেন। ছাহাবীগণের মর্যাদা এবং নাবী ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দ্রুত অনুসরণ করার (দৃষ্টান্ত)। কেননা তাঁরাও তাঁদের আংটিগুলো সে সময়েই খুলে ফেলেন যে সময় নাবী ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুলে ফেলেছেন।

١٧-كِتَابُ الجِهَاد

পর্ব: ১৯-জিহাদ

প্রাসঙ্গিক আলোচনা:

আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ (الجهاد في سبيل الله): আল্লাহর কালিমা তথা তাওহীদকে উড্ডীন করার নিমিত্তে তার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য কাফেরদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে শক্তি ও প্রচেষ্টা ব্যয় করাই হচ্ছে, জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ। মাওসূ'আতুল ফিক্বহিল ইসলামী, ৫/৪৩৫। রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ العُلْيَا، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ

'যে ব্যক্তি আল্লাহর কালিমা তথা তাওহীদকে উড্ডীন করার জন্য যুদ্ধ করে, সে-ই একমাত্র আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারী (মুজাহিদ)। মুত্তাফাকুন আলাইহি: ছ্বহীহ বুখারী ২৮১০, ছ্বহীহ মুসলিম ১৯০৪।

আল্লাহ তা'আলা মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতের দ্বিতীয় বছরে যুদ্ধ ফরয করেন। জিহাদ ফরযে কিফায়াহ। যদি কিছু সংখ্যক মানুষ জিহাদ করে যা যথেষ্ট, তাহলে বাকীদের উপর হতে তা রহিত হয়ে যাবে। আর যদি কেউ না করে, তাহলে সকলেই পাপী হবে। তবে, এক্ষেত্রে শর্ত হলো, মুসলিমদের যুদ্ধ করার মত শক্তি-সামর্থ্য থাকতে হবে।

আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ ফরয হওয়ার চারটি পর্যায় রয়েছে

প্রথম: নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মক্কায় আল্লাহর দিকে দা'ওয়াত দিতে শুরু করলেন, তখন শত্রুরা তাকে কষ্ট দিতে লাগলো। কিন্তু এ পর্যায়ে তার প্রতি আল্লাহর নির্দেশনা ছিলো ধৈর্যধারণের, ক্ষমা-মার্জনা করার এবং দা'ওয়াত দেয়ার, কুরআন ও যুক্তির মাধ্যমে জিহাদ করার। সূরা জাসিয়া ৪৫:১৪, সূরা রূম ৩০:৬০, সূরা হিজর ১৫: ৮৫, সূরা ফুরকান ২৫:৫১-৫২।

দ্বিতীয়: নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার ছাহাবীগণ কঠিন কষ্টের সম্মুখীন হলে আল্লাহ তা'আলা তাকে মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করার নির্দেশ দেন। ছাহাবীগণকেও নাবীর সাথে হিজরত করার নির্দেশ দেয়া হয়। আর নবুওত প্রাপ্তির ১৩ বছর পর এ নির্দেশ দেয়া হয়। *সূরা আল আনফাল ৮:৩০, সূরা আত তাওবা ৯:৪০।*

তৃতীয়: হিজরতের পর আল্লাহ তা'আলা রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মুমিনদেরকে মদীনায় শত্রুদের মোকাবেলায় যুদ্ধের নির্দেশ দেন। কারণ শত্রুরা অযথাই মুমিনদের উপর অত্যাচার করেছে, অন্যায়ভাবে তাদেরকে ঘর-বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে। এ পর্যায়ে আল্লাহ তাদেরকে জিহাদের অনুমতি দেওয়ার অন্যতম কারণ হচ্ছে: জীবন বাঁচানো, দীনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, যুলম ও বাড়াবাড়ি প্রতিহত করা। সূরা হাজ্জ ২২:৩৯-৪০।

চতুর্থ: অতঃপর আল্লাহ তা'আলা রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মুমিনদেরকে কাফেরদের বিরুদ্ধে ব্যাপকভাবে যুদ্ধের নির্দেশ দেন। যাতে দীন সর্বত্র বিজয়ী হয় আর ইসলামে প্রবেশের সকল দ্বার উন্মুক্ত হয়। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

{وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ} [البقرة: ١٩٣]

আর তাদের বিরুদ্ধে লড়াই কর যে পর্যন্ত না ফেতনা খতম হয়ে যায় এবং দীন আল্লাহর জন্য হয়ে যায়। সুতরাং তারা যদি বিরত হয়, তাহলে যালিমরা ব্যতীত (কারো উপর) কোন কঠোরতা নেই। *সূরা আল বাকারা ৯:১৯০।*

٣٩٧. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَيَّامِهِ الَّتِي لَقِيَ فِيهَا الْعَدُوَّ، انْتَظَرَ حَتَّى إِذَا مَالَتِ الشَّمْسُ قَامَ فِيهِمْ، فَقَالَ: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ! لا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ، واسألوا الله الْعَافِيَةَ، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ} . ثُمَّ قَالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ وَمُجْرِيَ السَّحَابِ وَهَازِمَ الْأَحْزَابِ اهْزِمْهُمْ وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ.

৩৯৭. আব্দুল্লাহ ইবনে আবী আওফা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো এক অভিযানে যখন দুশমনের সম্মুখীন হলেন তখন অপেক্ষা করতে লাগলেন। অবশেষে যখন সূর্য ঢলে পড়ল তখন তিনি সঙ্গীদের মধ্যে দাঁড়িয়ে বললেন, হে লোকজন! তোমরা শত্রুর মুখামুখী হওয়ার আকাঙ্খা কর না। বরং আল্লাহর কাছে নিরাপত্তার কামনা কর। আর যখন তোমরা শত্রুর সামনাসমানি হয়ে যাও তখন ধৈর্য ধারণ করবে। আর জেনে রাখ যে, জান্নাত তরবারীর ছায়াতলে। তারপর নাবী ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে দু'আ

করলেন, ইয়া আল্লাহ তুমি কিতাব অবতীর্ণকারী, মেঘমালা পরিচালনাকারী এবং শত্রুদলকে পরাভূতকারী। তুমি তাদের পরাজিত করো এবং তাদের ওপর আমাদের সাহায্য করো। [ছ্বহীহ বুখারী হা/৩০২৫, ৩০২৬, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৭৪২]

٣٩٨. عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: رِبَاطُ يَوْمٍ، فِي سَبِيلِ الله خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا، وَمَوضِعُ سَوْطِ أَحَدِكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا، وَالرَّوْحَةُ يَرُوحُهَا الْعَبْدُ فِي سَبِيلِ الله، أَوِ الْغَدْوَةُ، خَيْرٌ مِن الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا.

৩৯৮. সাহল ইবনে সা'দ (রাদ্বিইয়াল্লাহু আনহু) হকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ রাহে একটি দিন পাহারা দেওয়া দুনিয়া এবং দুনিয়াতে যা কিছু আছে সেসবের চাইতেও উত্তম। জান্নাতে চাবুক পরিমাণ সামান্য জায়গাও দুনিয়া ও দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু আছে তার থেকে উত্তম। আর কোনো বান্দা আল্লাহর রাহে একটি বিকাল বা একটি সকাল ব্যয় করা দুনিয়া ও দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু আছে তার থেকে উত্তম। [ছ্বহীহ বুখারী হা/২৮৯২, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৮৮১]

٣٩٩. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنْتَدَبَ الله– وَلِمُسْلِمٍ: تَضَمَّنَ الله– لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِهِ، لا يُخْرِجُهُ إِلَّا جهادٌ فِي سَبِيلِي، وَإِيمَانٌ بِي، وَتَصْدِيقٌ بِرَسُولِي، فَهُوَ عَلِيّ ضَامِنٌ أَنْ أُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ أَوْ أُرْجِعَهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ، نَائِلًا مَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أو غَنِيمَةٍ.

৩৯৯. আবূ হুরায়রাহ (রাদ্বিইয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা সেই ব্যক্তির দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন যে ব্যক্তি একমাত্র তাঁর রাস্তায় জিহাদের জন্যে এবং তাঁর ও তাঁর রসূলের ওপর ঈমানের কারণে আল্লাহর রাস্তায় বের হয়। (আল্লাহ বলেন) সে আমার যিম্মার অধীনে থাকবে আমি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাব বা যা সে ছওয়াব অথবা গণীমত দিয়ে আমি তাকে তার সেই

ঘরে ফিরাব যেখান থেকে সে জিহাদের উদ্দেশ্যে বের হয়েছিল। [ছ্বহীহ বুখারী হা/৩৬, ৩১২৩, ৭৪৬৩, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৮৭৬]

٤٠٠. ولمسلم: مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ– وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِهِ– كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ، وَتَوَكَّلَ اللهُ لِلْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِهِ– إِنْ تَوَفَّاهُ– أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، أو يَرجِعَهُ سَالِمًا مَعَ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ.

৪০০. ছ্বহীহ মুসলিমে রয়েছে, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীর দৃষ্টান্ত, দিনে ছিয়াম পালনকারী ও রাতে ছ্বলাতের জন্য কিয়ামকারীর ন্যায়, আর আল্লাহ ভালো জানেন কে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেছে। আর আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাস্তায় জিহাদকারী মুজাহিদদের জন্য দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন যে, জিহাদ করা অবস্থায় যদি তাঁর মৃত্যু হয় তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। কিংবা (যদি মৃত্যু না হয় তবে) আল্লাহ তাকে গণীমতের মাল ও ছওয়াবসহ (তার গৃহে) ফিরিয়ে দিবেন। [ছ্বহীহ বুখারী হা/২৭৮৭, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৮৭৬]

٤٠١. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رَسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا مِن مَكْلُومٍ يُكلَمُ فِي سَبِيلِ الله إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَكَلْمُهُ يَدْمَى، اللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِ، وَالرِّيحُ رِيحُ المِسْكِ".

৪০১. আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোনো ব্যক্তি আল্লাহর পথে আহত হলে ক্বিয়ামতের দিন সে এমন অবস্থায় আসবে যে, তার ক্ষত হতে রক্ত নির্গত হতে থাকবে। যার বর্ণ হবে রক্তের ন্যায় আর ঘ্রাণ হবে মিশকের ন্যায়। [ছ্বহীহ বুখারী হা/৫৫৩৩, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৮৭৬]

٤٠٢. عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "غَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ الله أَوْ رَوْحَةٌ، خَيْرٌ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَغَرَبَتْ".

৪০২. আবূ আইউব আল আনছারী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহর রাহে একটি সকাল কিংবা একটি বিকাল ব্যয় করা যে দিনে সূর্য উদয় হয় ও অস্ত যায় এমন দিনের চেয়ে উত্তম। [ছহীহ মুসলিম হা/১৮৮৩]

٤٠٣. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "غَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ الله أَوْ رَوْحَةٌ، خَيْرٌ مِنَ الدُّنيَا وَمَا فِيهَا".

৪০৩. আনাস ইবনে মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূল ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহর রাহে একটি সকাল কিংবা একটি বিকাল ব্যয় করা দুনিয়া ও দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু রয়েছে তার থেকে উত্তম। [ছহীহ বুখারী হা/২৭৯২, ছহীহ মুসলিম হা/১৮৮০]

٤٠٤. عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الأَنْصَارِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلى حُنَيْنٍ (وَذَكَرَ قصَّةً) فَقَالَ رَسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ قَتَلَ قَتِيلاً- لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ- فَلَهُ سَلَبهُ" قَالَهَا ثَلاثاً.

৪০৪. আবূ কাতাদাহ আল আনছারী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে হুনাইনের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলাম। এরপর তিনি দীর্ঘ ঘটনা বর্ণনা করেন। এরপর আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যে ব্যক্তি (জিহাদের ময়দানে) কোনো ব্যক্তিকে হত্যা করবে এবং এর জন্য যদি তার কোনো প্রমাণ থাকে তাহলে উক্ত ব্যক্তির সঙ্গে থাকা মালপত্র হত্যাকারীর হবে। এ কথা তিনি তিনবার বললেন। [ছহীহ বুখারী হা/৩১৪২, ছহীহ মুসলিম হা/১৭৫১]

٤٠٥. عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أتىَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَينٌ مِنْ الْمُشْرِكِينَ- وَهُوَ فِي سَفَرٍ- فَجَلَسَ عِنْدَ أصْحَابِهِ يَتَحَدَّثُ، ثُمَّ

انْفَتَلَ. فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أُطلُبُوهُ، واقْتُلُوهُ" فَقَتَلْتُهُ، فَنَفَلَنِي سَلَبَهُ. وفِي رواية فَقَالَ: "مَنْ قَتَلَ الرَّجُلَ؟ " فَقَالُوا: ابنُ الأَكْوَعِ. فَقَالَ: "لَهُ سَلَبُهُ أجْمَعُ".

৪০৫. সালামাহ ইবনে আকওয়া (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা সফরে ছিলেন। এমতাবস্থায় মুশরিকদের এক গুপ্তচর তাঁর কাছে এল এবং কিছু সময় তাঁর ছাহাবীদের নিকট বসে থাকার পর গোপনে সরে পড়ল। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাকে খুঁজে বের করো এবং তাকে হত্যা করো। সর্ব প্রথম আমিই তাকে পেলাম এবং তাকে হত্যা করে তার মাল পত্র কেড়ে নিলাম। পরে রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ঐ মালপত্র দিয়ে দিলেন। [ছ্বহীহ বুখারী হা/৩০৫১, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৭৫৪]

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কে লোকটিকে হত্যা করেছে? লোকজন বলল, ইবনুল আকওয়া। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, লোকটির যাবতীয় মালপত্রে অধিকারী সালামাহ ইবনুল আকওয়া হবে। [ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৭৫৪]

٤٠٦. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: بَعَثَ رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً إلى نَجْدٍ، فخَرَجْتُ فِيهَا، فَأَصَبْنَا إبِلًا وَغَنَمًا، فَبَلَغَتْ سُهْمَانُنَا اثْنَي عَشَرَ بَعِيرًا وَنَفَّلَنَا رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعِيرًا بَعِيرًا.

৪০৬. আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম নজদ এলাকার দিকে একটি সারীয়াহ অভিযান প্রেরণ করলেন। আমিও সে অভিযানের মধ্যে ছিলাম। এরপর আমরা উট এবং ছাগল গণীমত হিসেবে পেলাম। আমাদের প্রত্যেকের ভাগে বারোটি করে উট পড়লো। অতঃপর রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্‌লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুরষ্কার হিসেবে আমাদেরকে আরো একটি করে উট দিলেন। [ছ্বহীহ বুখারী হা/৩১৩৪, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৭৪৯]

٤٠٧. عَنْ عَبْدِ اللهِ بن عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا جَمَعَ اللهُ الأَوَّلِينَ والآخَرِينَ، يُرْفَعُ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ، فَيُقَالُ: هَذِهِ غَدْرَةُ فُلانِ بْنِ فُلانٍ".

৪০৭. আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাদ্বিইয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন, আল্লাহ তা'আলা যখন (ক্বিয়ামতের দিন) পূর্ববর্তী ও পরবর্তীগণকে একত্র করবেন, তখন প্রত্যেক খিয়ানকারীর জন্য একটি করে পতাকা উঠিয়ে দিবেন। আর বলা হবে যে, তা অমুকের পুত্র অমুক ব্যক্তির খিয়ানত ও আত্মসাৎ। [ছ্বহীহ বুখারী হা/৬১৭৭, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৭৩৫]

٤٠٨. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ امْرَأَةً وُجِدَتْ فِي بَعْضِ مَغَازِي النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقْتُوْلَةً، فَأَنْكَرَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتْلَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ.

৪০৮. আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাদ্বিইয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, কোনো এক যুদ্ধে একটি নারীকে নিহত অবস্থায় পাওয়া গেল। তখন নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারী ও শিশু সন্তানদের হত্যাতে অসন্তোষ প্রকাশ করলেন। [ছ্বহীহ বুখারী হা/৩০১৪, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৭৪৪]

٤٠٩. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوفٍ، وَالزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ، شَكَيَا الْقَمْلَ إِلى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزَاةٍ لَهُمَا، فَرَخَّصَ لَهُمَا فِي قَمِيصِ الْحَرِيرِ، فَرَأَيْتُهُ عَلَيْهِمَا.

৪০৯. আনাস ইবনে মালিক (রাদ্বিইয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, কোনো এক যুদ্ধে আব্দুর রহমান ইবনে 'আওফ ও যুবাইর ইবনে 'আওয়াম (রাদ্বিইয়াল্লাহু আনহুমা) রসূল ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট দু'জনই নিজেদের শরীরে উকুন হওয়ার অভিযোগ করেন। তাদের দু'জনকেই রসূল ছ্বল্লাল্লাহু

‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম রেশমী পোশাক পরিধান করার অনুমতি প্রদান করেন। আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি তাদের দু'জনকেই রেশমী পোশাক পরতে দেখেছি। [ছ্বহীহ বুখারী হা/২৯২০, ছ্বহীহ মুসলিম হা/২০৭৬]

٤١٠. عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيرِ مِمَّا أَفَاءَ الله عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا لَمْ يُوجِفِ المُسْلِمُونَ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَلا رِكَابٍ، وَكَانَتْ لِرَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالِصًا.فَكَانَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْزِلُ نَفَقَةَ أَهْلِهِ سَنَةً، ثُمَّ يَجْعَلُ مَا بَقِيَ فِي الْكُرَاعِ والسِّلاحِ، عُدَّةً فِي سَبِيلِ الله عَزَّ وَجَل.

৪১০. উমার ইবনে খাত্তাব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, বানু নাযীর গোত্রের সম্পদ এমন সম্পদ যা আল্লাহ তা‘আলা বিনা যুদ্ধে তাঁর নাবীকে প্রদান করেন। সেখানে মসুলিমরা ঘোড়া ও উট হাকিয়ে যুদ্ধ করেনি। অতএব, এ সম্পদ রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্য নির্দিষ্ট ছিল। সুতরাং তিনি তা থেকে স্বীয় পরিবারের এক বছরের ভরণ পোষণের জন্য খরচ করতেন। তারপর অবশিষ্ট সম্পদ আল্লাহর পথে জিহাদ করার জন্য ঘোড়া ও অস্ত্র ক্রয় করার খাতে রেখে দিতেন এবং আল্লাহর পথে ব্যয় করতেন। [ছ্বহীহ বুখারী হা/২৯০৪, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৭৫৭]

٤١١. عَنْ عَبْدِ الله بنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَجْرَي النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا ضُمِّرَ مِنَ الخَيْلِ: مِنَ الْحَفْيَاءِ إِلَى ثَنِيَّةِ الوَدَاعِ، وَأَجْرَى مَا لَمْ يُضَمَّرْ: مِنَ الثَّنِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ. قَالَ ابنُ عُمَرَ: وَكُنْتُ فِيمَنْ أَجْرَى. قَالَ سُفْيَانُ : مِنَ الْحَفْيَاءِ إِلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ: خَمْسَةُ أَمْيَالٍ، أَوْ سِتَّةٌ، وَمَنْ ثَنِيَّةِ الوَدَاعِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ: مِيلٌ.

৪১১. আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধের জন্য তৈরী ঘোড়াকে হাফইয়া নামক স্থান থেকে ছানীয়াতুল ওয়াদা নামক স্থান পর্যন্ত দৌড় প্রতিযোগিতা করিয়েছিলেন। আর যে ঘোড়া যুদ্ধের জন্য তৈরী নয় সে ঘোড়াকে ছানীয়া থেকে বানী যুরাইক এর মাসজিদ পর্যন্ত প্রতিযোগিতা করিয়েছিলেন। আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, আমিও এ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছিলোম। সুফইয়ান (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, হাফইয়া হতে ছানীয়াতুল ওয়াদা' পর্যন্ত পাঁচ কিংবা ছয় মাইল দূরত্ব হবে। আর ছানয়াতুল ওয়াদা' হতে যুরাইক গোত্রের মাসজিদের দূরত্ব একমাইল সমপরিমাণ। [ছহীহ বুখারী হা/২৮৬৮, ছহীহ মুসলিম হা/১৮৭০]

٤١٢. عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: عُرِضْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ (أُحُدٍ)– وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَة، فَلَمْ يُجِزْنِي فِي المقاتلة، وَعُرِضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ– وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ، فَأَجَازَنِي.

৪১২. আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, উহুদ যুদ্ধের সময় আমাকে নাবী ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট উপস্থাপন করা হয় তখন তিনি আমাকে যুদ্ধের জন্য অনুমতি প্রদান করেননি। সে সময় আমার বয়স হয়েছিল চৌদ্দ বছর। এরপর খন্দকের যুদ্ধে আমাকে তাঁর নিকট উপস্থিত করা হলে তিনি আমাকে অনুমতি প্রদান করেন। সে সময় আমার বয়স হয়েছিল পনের বছর। [ছহীহ বুখারী হা/২৬৬৪, ছহীহ মুসলিম হা/১৮৬৮]

٤١٣. وَعَنْهُ (يَعْنِى ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا) أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسَّمَ فِي النَّفَلِ: لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ، وَلِلرَّجُلِ سَهْمًا.

৪১৩. ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, রাসূল ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোড়ার জন্য দুই অংশ এবং পদাতিক সৈন্যের জন্য এক অংশ হিসেবে গণীমতের সম্পদ বণ্টন করেছেন। [ছহীহ বুখারী হা/২৮৬৩, ৪২২৮, ছহীহ মুসলিম হা/১৭৬২]

٤١٤. وَعَنْهُ أنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :كانَ يُنَفِّلُ بَعْضَ مَنْ يَبْعَثُ مِنَ السَّرَايَا لأَنْفُسِهِمْ خَاصَّةً، سِوَى قَسْمِ عَامَّةِ الْجَيْشِ.

৪১৪. আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম অভিযানে প্রেরিত কোনো কোনো সৈনিককে বিশেষভাবে সাধারণ সৈনিকদের অংশ অপেক্ষা অতিরিক্ত (গণীমতের মাল হতে) কিছু প্রদান করতেন। [ছ্বহীহ বুখারী হা/৩১৩৫, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৭৫০]

٤١٥. عَن أبِي مُوسَى عَبْدِ الله بْنِ قَيْسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاحَ فَلَيْسَ مِنَّا.

৪১৫. আবূ মূসা আব্দুল্লাহ ইবনে কায়েস নাবী ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র উত্তোলন করল সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। [ছ্বহীহ বুখারী হা/৭০৭১, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১০০]

٤١٦. عَن أَبِي مُوسَى قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يُقَاتِلُ شَجَاعَةً، وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً، وَيُقَاتِلُ رِيَاءً: أَيُّ ذَلِكَ فِي سَبِيلِ الله؟ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا، فَهُوَ فِي سَبِيلِ الله عَزَّ وَجَل.

৪১৬. আবূ মূসা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো, যে বীরত্ব প্রকাশের জন্য যুদ্ধ করে, বংশ ও গোত্রের জন্য যুদ্ধ করে এবং লৌকিকতা প্রর্দশনের উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করে। এদের মধ্যে কোনো ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে? এরপর রাসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর কালিমাকে উঁচু করার জন্য লড়াই করবে সে আল্লাহর পথে রইল। [বুখারী হা/৭৪৫৮, মুসলিম হা/১৯০৪]

٢٠–كِتَابُ الْعِتْقِ

পর্ব-২০: দাস-দাসী মুক্তকরণ

٤١٧. عن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: **{مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ – فَكَانَ لَهُ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ– قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ، فَأُعْطِيَ شُرَكَاؤُهُ حِصَصَهُمْ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ، وإِلاَّ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ}**.

৪১৭. আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি কোনো (যৌথ মালিকানাধীন) দাসের মধ্যে নিজের মালিকানাধীন অংশটুকু আযাদ করল, (তার জন্য উত্তম হলো) যদি তার নিকট কোনো ন্যায়পরায়ণ লোকের নিরূপিত মূল্য অনুযায়ী দাসটির পূর্ণ মূল্য পরিমাণ সম্পদ থাকে, তখন সে অপরাপর অংশীদারকে তাদের নিজ নিজ অংশের মূল্য পরিশোধ করে দেয়, যাতে গোলাম তার পক্ষ থেকে আযাদ হয়ে যায়। অন্যথায় সে যতটুকু অংশ আযাদ করেছে ততটুকু অংশই আযাদ হবে। [ছ্বহীহ বুখারী হা/২৫০৩, ২৫২২, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৫০১]

٤١٨. عَن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ– قَالَ: **{مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا مِنْ مَمْلُوكٍ، فَعَلَيْهِ خَلاَصُهُ كُلُّهُ فِي مَالِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ، قُوِّمَ الْمَمْلُوكُ قِيمَةَ عَدْلٍ، ثُمَّ اسْتُسْعِيَ العَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ}**.

৪১৮. আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি যৌথ মালিকানাধীন গোলামের মাঝে নিজের অংশ আযাদ করে দেয়, আর তার নিকট যদি অন্যান্য অংশীদারের অংশের মূল্য পরিশোধ করার মত সম্পদ থাকে তাহলে তার পক্ষ থেকে গোলামটিকে পুরোপুরি মুক্ত করা তার দায়িত্ব। আর যদি তার মাল সম্পদ না থাকে তখন গোলামটিকে তার সাধ্যমত শ্রমে খাটানো হবে। তার প্রতি কোনো কঠিনতা করা যাবে না। [ছ্বহীহ বুখারী হা/২৪৯২, ২৫০৪, ২৫২৭, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৫০৩।]

٦٣–بَابُ بَيْعِ الْمُدَبَّرِ

অধ্যায়-৬৩: কৃতদাস ক্রয় বিক্রয়

٤١٩. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: **{دَبَّرَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ غُلاَماً لَهُ}**. وَفِي لَفْظٍ: **{بَلَغَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِهِ أَعْتَقَ غُلاَماً لَهُ عَنْ دُبُرٍ– لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَبَاعَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ، ثُمَّ أَرْسَلَ بِثَمَنِهِ إِلَيْهِ}**.

৪১৯. জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, জনৈক আনছারী লোকের একটি গোলাম ছিল। সে এ চুক্তি করল যে, যখন সে মৃত্যুবরণ করবে তখন উক্ত দাস আযাদ হবে। [ছ্বহীহ বুখারী হা/৬৭১৬, ছ্বহীহ মুসলিম হা/৯৭৭]

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, এরপর নাবী ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এ মর্মে সংবাদ পৌঁছিল যে, তার ছাহাবীগণের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি তার একটি গোলামকে এ শর্তে আযাদ করেছে যে, তার মৃত্যুর পর কৃতদাস আযাদ হয়ে যাবে অথচ এ গোলাম ব্যতীত তার অন্য কোনো সম্পদ নেই। রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত কৃতদাসটিকে আটশত দিরহামের বিনিময়ে বিক্রয় করলেন। তারপর মূল্য ঐ আযাদকারীর নিকট পাঠিয়ে দিলেন। [ছ্বহীহ বুখারী হা/৭১৮৬, ছ্বহীহ মুসলিম হা/৯৯৭]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

কারণ তার জীবনকে ও তার পরিবারের জীবনকে প্রতিপালন করা তার এ আযাদ করার চেয়ে উত্তম। যাতে নিঃস্ব হয়ে মানুষের নিকট সাহায্যের হাত প্রসারিত করতে না হয়।

মাকতাবাতুস সুন্নাহ প্রকাশিত বইসমূহ

১. কালিমাতুত তাওহীদ 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' শর্ত ও তা ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ
- আব্দুল আযীয ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে বায [নির্ধারিত মূল্য : ১০ টাকা]

২. আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের আক্বীদার সংক্ষিপ্ত মূলনীতি
-ড. নাছের ইবনে আব্দুল করীম আল-আক্বল [নির্ধারিত মূল্য : ২০ টাকা]

৩. আক্বীদাহ আত-তাওহীদ বিষয়ে ১০০ প্রশ্নোত্তর
-আব্দুল আযীয ইবনে মুহাম্মাদ আশ-শাআলান [নির্ধারিত মূল্য: ৩০ টাকা]

৪. আহলুল হাদীছদের আক্বীদা-আবূ বকর আহমাদ ইবনে ইসমাঈল আল ইসমাঈলী [নির্ধারিত মূল্য: ৩০ টাকা]

৫. উসূলুস সুন্নাহ-ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল [নির্ধারিত মূল্য : ২০ টাকা]

৬. শারহুস সুন্নাহ-ইমাম আল বারবাহারী [নির্ধারিত মূল্য : ১২০ টাকা]

৭. লুম'আতুল ই'তিক্বদ-ইবনে ক্বুদামা আল-মাকদাসী [নির্ধারিত মূল্য : ৫০ টাকা]

৮. মানব জীবনে তাওহীদ গ্রহণের অপরিহার্যতা
- আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী [নির্ধারিত মূল্য : ২০ টাকা]

৯. কিতাবুল ঈমান- ড. আব্দুল আযীয ইবনে মুহাম্মাদ আল আব্দুল লতীফ [নির্ধারিত মূল্য : ১০০ টাকা]

১০. কিতাবুত তাওহীদ- মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাব ইবনে সুলাইমান তামিমী [নির্ধারিত মূল্য : ২০০ টাকা]

১১. আক্বীদাতুত তাওহীদ -ড. ছ্বলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান [নির্ধারিত মূল্য : ২৫০ টাকা]

১২. আল ইরশাদ- ছ্বহীহ আক্বীদার দিশারী (ঈমানের ব্যাখ্যা)
- ড. ছ্বলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান [নির্ধারিত মূল্য : ৪৫০ টাকা]

১৩. আল ওয়াছ্বীইয়াতুল কুবরা (মহা উপদেশ)
-শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া [নির্ধারিত মূল্য : ১০০ টাকা]

১৪. আল আক্বীদাহ আল ওয়াসিত্বীয়া
- শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া [নির্ধারিত মূল্য : ৮০ টাকা]

১৫. শারহুল আক্বীদাহ আল ওয়াসিত্বীয়া
-ড. ছ্বলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান [নির্ধারিত মূল্য : ৩৫০ টাকা]

১৬. শারহু মাসাইলিল জাহিলিয়্যাহ

- ড. ছ্বলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান [নির্ধারিত মূল্য : ২৫০ টাকা]

১৭. আল আক্বীদাহ আত-ত্বহাবীয়া

- ইমাম আবূ জা‘ফর আহমাদ আত-ত্বহাবী [নির্ধারিত মূল্য : ২০ টাকা]

১৮. শারহুল আক্বীদাহ আত-ত্বহাবীয়া প্রথম খণ্ড

-ইমাম ইবনে আবীল ইয্ আল-হানাফী [নির্ধারিত মূল্য : ৩৫০ টাকা]

১৯. শারহুল আক্বীদাহ আত-ত্বহাবীয়া দ্বিতীয় খণ্ড

-ইমাম ইবনে আবীল ইয্ আল-হানাফী [নির্ধারিত মূল্য : ৪০০ টাকা]

২০. নাবী-রসূলগণের দা‘ওয়াতী মূলনীতি

- মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী [নির্ধারিত মূল্য : ১৫০ টাকা]

২১. কাবীরা গুনাহ

-মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী [নির্ধারিত মূল্য : ১২০ টাকা]

২২. কিতাবুল ইলম (জ্ঞান)

- শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ছ্বলিহ আল উছাইমীন [নির্ধারিত মূল্য : ২০০ টাকা]

২৩. ক্বিয়ামতের ছ্বহীহ আলামত- শাইখ ‘ইছ্বাম মূসা হাদী [নির্ধারিত মূল্য : ১৫০ টাকা]

২৪. খিলাফাত ও বায়‘আত

- মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী [নির্ধারিত মূল্য : ৬০ টাকা]

২৫. দল/সংগঠন, ইমারত ও বায়‘আত

-আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী [নির্ধারিত মূল্য : ৬০ টাকা]

২৬. ‘আল ওয়ালা’ ওয়াল ‘বারা’ [বন্ধুত্ব ও শত্রুতা]

- ড. ছ্বলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান [নির্ধারিত মূল্য : ২০ টাকা]

২৭. হাদীছের মূলনীতি

- মাওলানা মুহাম্মদ আমীন আছারী [নির্ধারিত মূল্য : ২০ টাকা]

২৮. ফিক্বহের মূলনীতি

-শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ছ্বলিহ আল উছাইমীন [নির্ধারিত মূল্য : ১০০ টাকা]

২৯. এক নজরে ছ্বলাত-হাফেয যুবায়ের আলী যাঈ [নির্ধারিত মূল্য : ৩০ টাকা]

৩০. যাকাতুল ফিতর

-শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ছ্বলিহ আল উছাইমীন [নির্ধারিত মূল্য : ১০ টাকা]

৩১. আওয়ায়িলুশ শুহূর আল আরাবয়্যিাহ-আরবী মাসের তারিখ নির্ধারণ

-আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ শাকির [নির্ধারিত মূল্য : ২০ টাকা]

৩২. হাজ্জ, উমরা ও মদীনা যিয়ারত

- শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ছ্বলিহ আল উছাইমীন [নির্ধারিত মূল্য : ১৫০ টাকা]

৩৩. মুখতাছার কিতাবুত তাওহীদ

-ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক ইবনু খুযাইমাহ [নির্ধারিত মূল্য : ৩৫০ টাকা]

৩৪. মানহাজ-কর্মপদ্ধতি

- ড. ছ্বলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান [নির্ধারিত মূল্য : ২৫০ টাকা]

৩৫. মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সম্পর্কে ভ্রান্ত আক্বীদার নিরসন

- ড. আব্দুল বাসির বিন নওশাদ মাদানী [নির্ধারিত মূল্য : ১৫০ টাকা]

৩৬. ইসলাম ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ

- মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী [নির্ধারিত মূল্য : ১০০ টাকা]

৩৭. ইজতিহাদ ও তাক্বলীদ

- ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে আলী আশ-শাওকানী [নির্ধারিত মূল্য : ১২০ টাকা]

৩৮. ফায়ছালা ও তাক্বদীরের প্রতি ঈমান

- মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আল-হামাদ [নির্ধারিত মূল্য : ১৮০ টাকা]

৩৯. কিতাবুল ফারায়েয-উত্তরাধিকার আইন

- মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী [নির্ধারিত মূল্য : ১০০ টাকা]

৪০. উমদাতুল আহকাম

- ইমাম হাফেয আব্দুল গনী আল-মাক্বদেসী [নির্ধারিত মূল্য : ৩৫০ টাকা]

৪১. তাওদ্বীহু উছূলিল ফিক্বহ আলা মানাহাজি আহলিল হাদীছ

-যাকারীয়া ইবনে গুলাম ক্বাদীর [নির্ধারিত মূল্য: ৩৫০ টাকা]

৪২. আমাদের দাওয়াত, আমাদের আক্বীদা ও ফিতনাহ হতে মুক্তির উপায়

-শাইখ মুক্ববিল ইবনে হাদী আল ওয়াদি‘য়ী [নির্ধারিত মূল্য: ২০ টাকা]

বি.দ্র.

১. হাদীছের ক্রমধারা তাইসীরুল আল্লাম শারহু উমদাতিল আহকাম হতে নেয়া হয়েছে। হাদীছ সংখ্যা ১ হতে ৪১৯ পর্যন্ত। সকল হাদীছ ছহীহাইন (বুখারী, মুসলিম) হতে সংকলিত।

২. প্রাসঙ্গিক আলোচনা (সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা) ছহীহ ফিক্বহুস সুন্নাহ, মাওসূআতুল ফিক্বহিল ইসলামী ও মিসকুল খিতাম শারহু উমদাতিল আহকাম হতে নেয়া হয়েছে।